

তাওহীদ ও ইমানের আসল রূপ

সংকলনে : যাকারিয়া বিন আলী



প্রকাশনায় : তাওহীদ পাবলিকেশন্স

التوحيد وما يلحق به

تأليف: زكريا بن علي بن أسد الله (أبو سعد) حفظه الله ورعاه

خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - السعودية
الموظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
والباحث الشرعي - بالكويت

তাওহীদ ও ঈমানের আসল রূপ

যাকারিয়া বিন আলী

التوحيد وما يلحق به

(باللغة البنغلادشية)

المؤلف: زكريّا بن علي بن أسد الله

তাওহীদ ও ঈমানের আসল রূপ

সংকলনে :

যাকারিয়া বিন আলী

ডাবল কামিল, দাওরায়ে হাদীছ এবং লীসান্স (হাদীছ অনার্স)

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সা'উদী আরব।

কর্মরত ধর্মমন্ত্রণালয় (মাশাআল্লাহ) ও গবেষক, প্রবাসী ইসলামী শিক্ষা সেন্টার, কুয়েত



প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ঢাকা-বাংলাদেশ

তাওহীদ ও ঈমানের আসল রূপ যাকারিয়া বিন আলী

প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ২০১৩

প্রকাশনাঃ

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396

ওয়েব: www.tawheedpublications.com

ইমেল: tawheedpp@gmail.com

সর্বস্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ: আল-মাসরুর

মূল্যঃ ২৯৫ (দুইশত পঁচানব্বই) টাকা মাত্র।

২ দিনার মাত্র

মুদ্রণ:

হেরা প্রিন্টার্স.

বাংলা বাজার, ঢাকা

Tawheed and Haqiqatul Eiman by : Zakariya Ali Abu Saa'd.

Published by Tawheed Publications, 90, Abdullah Sarkar Lane, Bangshal,

Dhaka-1100, Phone : 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396,

Website : www.tawheedpublications.com Email : tawheedpp@gmail.com.

© : All Rights Reserved by the Author

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	الموضوع
ভূমিকা	13	المقدمة
বিশুদ্ধ আক্বীদার গুরুত্ব	19	أهمية العقيدة الصحيحة
তাওহীদের সংজ্ঞা	25	التعريف بالتوحيد
তাওহীদের প্রকার	27	أقسام التوحيد
প্রথম প্রকারঃ তাওহীদুর রুবুবিয়াহ (প্রভুত্বের ক্ষেত্রে একত্ব)	28	القسم الأول: توحيد الربوبية
খ. রব শব্দের তাৎপর্য	30	ب. مفهوم كلمة الرب في الكتاب والسنة
দ্বিতীয়তঃ মহান প্রভুর অস্তিত্ব সাব্যস্তকরণ	32	ثانيًا: إثبات وجود الرب عز وجل
তৃতীয়তঃ রবের সংজ্ঞা	38	ثالثًا: التعريف بالرب
চতুর্থতঃ তাওহীদুর রুবুবিয়াহের সংজ্ঞা	38	رابعًا: التعريف بتوحيد الربوبية
পঞ্চমতঃ আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্ব সাব্যস্ত করণ	40	خامسًا: إثبات ربوبية الله تعالى
ষষ্ঠতঃ তাওহীদুর রুবুবিয়াহর দলীলসমূহ	42	سادسًا: الأدلة على توحيد الربوبية
বর্তমান যুগের কতিপয় মুসলিম ও তদানীন্তন কালীন মক্কার মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়	46	المقارنة بين مُشركي مكة وبعض مُسلمي اليوم
দ্বিতীয় প্রকারঃ তাওহীদুল উলুহিয়াহ (দাসত্বের ক্ষেত্রে একত্ব)	47	القسم الثاني: توحيد الألوهية
দ্বিতীয়তঃ তাওহীদুল উলুহিয়াহর সংজ্ঞা	48	ثانيًا: التعريف بتوحيد الألوهية
তৃতীয়তঃ তাওহীদুল উলুহিয়াহর দলীলসমূহ	50	ثالثًا: الأدلة على توحيد الألوهية
আক্বুলী দলীল বা বাস্তব যুক্তি প্রমাণ	52	وأما الحجج العقلية
চতুর্থতঃ তাওহীদুল উলুহিয়াহ না জানার কারণে মুসলিম ব্যক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শির্কে পতিত হয়	57	رابعًا: عدم معرفة توحيد الألوهية سبب في وقوع الشرك غالبًا
পঞ্চমতঃ শির্কের কারণে মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়	57	خامسًا: عواقب الشرك وخيمة

বিষয়	পৃষ্ঠা	الموضوع
(১) শিকিঁ পাপ আল্লাহ্ বিনা তাওবায় ক্ষমা করেন না	57	١. أن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه.
(২) শিকিঁ দুনিয়ার বুক্রে সর্বাপেক্ষা বড় যুলুম বা অত্যাচার	59	(٢) إن الشرك أعظم الظلم تحت أديم السماء
(৩) শিকিঁ যাবতীয় আমল ধ্বংস করে দেয়	59	(٣) الشرك يحبط جميع الأعمال.
(৪) আল্লাহ্ সংবাদ দিয়েছেন যে মুশরেকের জন্য জান্নাত হারাম এবং শিকিঁর ফলে সে চিরদিন জাহান্নামে জ্বলবে	60	٤. إن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك وأنه خالد مخلد في نار جهنم
(৫) মুশরিক ব্যক্তির মাল-সম্পদ ও জীবন নাশ বৈধ হয়ে যায়। দেশের সরকারের জন্য, সবার জন্য নয়।	60	(٥). المشرك حلال الدم والمال للجهة المختصة فقط !
শিকিঁর সংজ্ঞা	65	تعريف الشرك
ভূপৃষ্ঠে শিকিঁর সূচনা	65	ظهور الشرك على وجه الأرض
আরব ভূমিতে মূর্তি পূজার প্রচলন ঘটে আমার বিন লুহাই আল খুযাইর হাতে	68	دخول الوثنية في بلاد العرب على يد عمرو بن لحي الخزاعي.
শিকিঁর প্রকার : শিকিঁ দু'প্রকার	70	أقسام الشرك : الشرك قسمان
বড় শিকিঁর সংজ্ঞা	70	تعريف الشرك الأكبر
ইবাদাতের সংজ্ঞা	71	تعريف العبادة
ইবাদাতের প্রকার ও তার দলীলসমূহ	72	أنواع العبادة وأدلتها
রুকু, সাজদা ও উভয়ের দলীল	72	الركوع والسجود ودليلهما
জীব-জানোয়ার যবেহ করা ও এর দলীল	73	الذبح ودليله
মান্নত ও তার দলীল	73	النذر ودليله
ত্বাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) ও তার দলীল	75	الطواف ودليله
তাওয়াক্কুল (ভরসা) ও তার দলীল	75	التوكل ودليله
আশা ও তার দলীল	75	الرجاء ودليله
ভয় ও তার দলীল	76	الخوف ودليله

বিষয়	পৃষ্ঠা	الموضوع
সর্ব প্রকার অপকাশ্য ভয় শুধুমাত্র আল্লাহকেই করতে হবে	76	لا يخاف العبدُ أحداً إلا الله
সাহায্য প্রার্থনা ও তার দলীল	77	الاستعانة و دليلها
আশ্রয় প্রার্থনা ও তার দলীল	78	الاستغاثة و دليلها
তাওবাহ্ ও এর দলীল	79	التوبة و دليلها
দু'আঃ যে কোন প্রকার দু'আ শুধুমাত্র আল্লাহর নিকটই করতে হবে।	79	الدعاء و دليله
বৃক্ষ বা পাথর বা অন্য কোন বস্তুর দ্বারা বরকত হাছিলের অধ্যায়	82	باب من تترك بشجر أو حجر أو نحوها
“ভক্তি যেখানে অন্ধ, দলীল সেখানে অচল”	92	حب الشيء يعني ويصم
মন্তব্যঃ বর্তমানে প্রধানত দু'ভাবে শির্ক ঘটছে	97	ملحوظة: وقوع الشرك غالباً في توحيد الربوبية والألوهية
দ্বিতীয় প্রকার : শির্কে আসগার বা ছোট শির্ক	100	القسم الثاني: الشرك الأصغر
প্রকাশ থাকে যে, ছোট শির্ক প্রধানতঃ দু'ভাবে ঘটে থাকে	101	الشرك الأصغر هو ما يحدث باطنًا وظاهراً
রিয়্যার সংজ্ঞাঃ রিয়্যার কতিপয় সংজ্ঞা রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো	102	تعريف الرياء: وله عدة تعريفات وهي كالتالي
রিয়া তথা ছোট শির্ক ও তার পরিণতি সম্পর্কীয় দলীলসমূহ	103	الأدلة على عواقب الرياء
রিয়া ঘটে থাকে কাজের দ্বারা এর উপর দলীলসমূহ	108	الرياء يكون بالأعمال والأدلة على ذلك
আমলে ছালেহ-র পরিচয় ও তার দলীল	118	معرفة العمل الصالح وأدلته
ছোট শির্ক (রিয়া) হতে বেঁচে থাকার দু'আ	120	الدعاء من الشرك الأصغر
দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক ছোট শির্ক	121	ثانياً: وما يحدث ظاهراً وهو يحدث بطرق عدة
একঃ গাইকুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কসম করা বা দোহাই দেয়া শির্ক	122	واحد: الحلف بغير الله

বিষয়	পৃষ্ঠা	الموضوع
আল্লাহর কসমের বৈধতার দলীল	122	والدليل على مشروعية الحلف بالله
আল্লাহ ব্যতীত অপরের কসমের অবৈধতার দলীল	123	الدليل على تحريم الحلف بغير الله
দুইঃ কতিপয় শব্দ দ্বারা সৃষ্টি জীবকে সৃষ্টির সাথে মিলিয়ে দেয়া বা যুক্ত করে দেয়ার ফলে ছোট শির্ক ঘটে থাকে।	124	إثنان: ومنه شرك الألفاظ
আরো কতিপয় শব্দের মাধ্যমে আক্বীদাগত ভ্রান্তি	127	ومن الاخطاء في الألفاظ
তিনঃ কতিপয় ধারণা বা বিশ্বাসের ফলে শির্ক ঘটে যথাঃ	128	ثلاثة: ويحدث ذلك ببعض الاعتقادات
অশুভ নির্ণয়ে পাপের কাফফারা ও তার দলীল	129	كفارة التشاؤم والدليل على ذلك
আরো শির্কি বিশ্বাসসমূহ	131	ومن الاعتقادات الشركية
গ. তাবীয-কবয, সূতা ও তাগা প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে শির্ক ঘটে	135	ج: ومن الشرك، التمايم ونحوها
তাবীয-কবয প্রভৃতির অবৈধতার দলীলসমূহ	144	عدم مشروعية التمايم وأدلة على ذلك
বৈধ ঝাড় ফুঁকের শর্তসমূহ	152	شروط الرقية الشرعية
বড় শির্ক ও ছোট শির্কের মাঝে পার্থক্যসমূহঃ	161	الفروق بين نوعي الشرك الأكبر والأصغر
তৃতীয় প্রকার তাওহীদঃ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে একত্ব	163	القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات
তাওহীদুল আসমা অছছিফাতের সংজ্ঞা	167	التعريف بتوحيد الأسماء والصفات
তাওহীদুল আসমা অছছিফাত সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের অভিমত	172	رأي السلف الصالح في أسماء الله تعالى وصفاته
বিস্তারিতরূপে সালাফে সালেহীনের আক্বীদা ও অভিমত	173	عقيدة السلف مفصلاً
তাওহীদুল আসমা অছছিফাত বা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর একত্ব প্রধানত দু'প্রকার	221	توحيد الأسماء والصفات قسماً

বিষয়	পৃষ্ঠা	الموضوع
কতিপয় ছিফাত সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা	227	دراسة بعض الصفات
আরশের সংজ্ঞা	228	التعريف بالعرش
ইস্‌তিওয়ার ব্যাখ্যা	230	معنى الإستوى:
আল্লাহ তা'আলার আরশে সমুন্নত হওয়ার দলীলসমূহ	234	الأدلة على استوائه تعالى على العرش:
ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেরীদের আকীদা	243	أقوال الصحابة والتابعين
সর্বশ্রেষ্ঠ ছাহাবী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আকীদা	243	عقيدة أبي بكر الصديق رضي الله عنه
ইসলামের দ্বিতীয় খালীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর আকীদা	243	عقيدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه
শ্রেষ্ঠ মুফাসসির আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের আকীদা	244	عقيدة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
ফাকীহ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের আকীদা	244	عقيدة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
ইমাম ও মুহাদ্দিহগণের আকীদা	249	عقيدة الأئمة والمحدثين
ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-র আকীদা ও অভিমত	250	عقيدة أبي حنيفة رحمه الله
ইমাম আওযা'য়ী রাহিমাহুল্লাহ-র আকীদা	252	عقيدة الإمام الأوزاعي رحمه الله
ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ-র আকীদা	254	عقيدة الإمام مالك رحمه الله
ইমাম শাফে'য়ী রাহিমাহুল্লাহ-র আকীদা	255	عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ-র আকীদা	256	عقيدة الإمام أحمد رحمه الله
দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিহ ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-র আকীদা	257	عقيدة الإمام البخاري رحمه الله
প্রখ্যাত মুহাদ্দিহ আবু যুর'আ আররাযী রাহিমাহুল্লাহ-র আকীদা	257	عقيدة الإمام أبي زرعة رحمه الله
ইমাম ইবনু খুযাইমা রাহিমাহুল্লাহ-র আকীদা	258	عقيدة الإمام ابن خزيمة رحمه الله
ইমাম আবুল হাসান আল আশ'আরী রাহিমাহুল্লাহ-র আকীদা	259	عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله

বিষয়	পৃষ্ঠা	الموضوع
হাফেয উবায়দুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর আকীদা	259	عقيدة الحافظ عبيد الله رحمه الله
ইমাম আবু উছমান আহছাবুনী রাহিমাহুল্লাহ-র আকীদা	260	عقيدة الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله
ইমাম ইবনু আদিল বার রাহিমাহুল্লাহ-র আকীদা	260	عقيدة الإمام ابن عبد البر رحمه الله
শাইখ আবদুল কাদির জীলানী রাহিমাহুল্লাহ-র আকীদা	261	عقيدة الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله
দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলার জন্য চেহারার ছিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা	264	ثانيًا: ذكر إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى
তৃতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলার জন্য দু'হাতের ছিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা	270	ثالثًا: ذكر إثبات صفة اليدين لله تعالى
চতুর্থতঃ মহান আল্লাহর নাফস বা আত্মার ছিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা	276	رابعًا: ذكر إثبات صفة النفس لله عز وجل
পঞ্চমতঃ আল্লাহ তা'আলার দু'চক্ষুর ছিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা:	283	خامسًا: ذكر إثبات صفة العينين لله تعالى
ষষ্ঠতঃ আল্লাহ তা'আলার সাথীত্বের ছিফাত সাব্যস্তের বিবরণ	288	سادسًا: شرح إثبات صفة معية الله تعالى لخلق
সপ্তমতঃ আল্লাহ তা'আলার জন্য অবতরণের ছিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা	295	سابعًا: ذكر إثبات صفة النزول لله تعالى
অষ্টমতঃ আল্লাহ তা'আলার আগমন ও আসার ছিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা	307	ثامنًا: ذكر إثبات صفة الإتيان والمجيء لله تعالى
নবমতঃ আল্লাহ তা'আলার ডান হাত এবং মুঠির ছিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা	315	تاسعًا: ذكر إثبات صفة اليمين والقبضة لله تعالى
দশমতঃ আল্লাহ তা'আলার পায়ের নলা বা গোছার ছিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা	324	عاشرًا: ذكر إثبات صفة الساق لله تعالى

বিষয়	পৃষ্ঠা	الموضوع
একাদশতঃ আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলার পায়ের অগ্রভাগ এবং পায়ের ছিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা	328	الحادي عشر: ذكر إثبات صفة القدم والرجل لله سبحانه وتعالى
দাদশতমঃ মহান আল্লাহর জন্য পবিত্র আকারের ছিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা	331	الثاني عشر: ذكر إثبات صفة الصورة لله عز وجل
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ-আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ-র সাক্ষ্য প্রদানের অধ্যায়	338	باب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله
শাহাদাতু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-র অর্থ ও তাৎপর্য	339	معنى شهادة أن لا إله إلا الله
কালিমার ব্যাকরণগত দিক	342	الكلمة من حيث اللغة
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-র রুকন বা স্তম্ভ দু'টি	344	أركان لا إله إلا الله ركنان
কালিমার ব্যাখ্যা	345	شرح الكلمة
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-র ব্যাখ্যার দলীল	346	شرح لا إله إلا الله مع الأدلة
কালিমার শর্তাবলী	352	شروط 'لا إله إلا الله'
দ্বিতীয়তঃ এ কথা সাক্ষ্য দেয়া যে, অবশ্যই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।	358	ثانيًا: شهادة أن محمدًا رسول الله
খ. শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ-র অর্থ ও তাৎপর্য	361	معنى شهادة أن محمدًا رسول الله
ঘ. শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ-র শর্তসমূহ	366	شروط شهادة أن محمدًا رسول الله
ঙ. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-র সাক্ষ্য বাণীর উপকারিতাসমূহ	367	فوائد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله
রাসূলের মুহাব্বত অপরিহার্য হওয়ার দলীল	374	الدليل على وجوب المحبة لرسول الله ﷺ
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কিসের সৃষ্টি?	376	مما خلق الرسول ﷺ ؟
প্রশ্নঃ নবী (ﷺ) এর কি ছায়া ছিল? অনেকে দাবী করে থাকে যে, তাঁর ছায়া ছিল না	390	س. هل للنبي ﷺ ظل ؟ ادعى البعض بأنه ليس له ظل .
প্রশ্নঃ বিশ্বনবী (ﷺ) তাঁর কবরে জীবিত না মৃত?	396	س. هل النبي ﷺ في قبره حي أم ميت ؟

বিষয়	পৃষ্ঠা	الموضوع
ঈমান ও ইসলাম ধ্বংসকারী কারণসমূহ	408	نواقض الإيمان والإسلام
শাইখ মুহাম্মাদ বিন জামীল বলেনঃ ঈমান ধ্বংসকারী বস্তু চার ভাগে বিভক্ত	416	قال الشيخ محمد بن جميل: نواقض الإيمان ترجع إلى أربعة أقسام
ঈমান বিধ্বংসী কার্যক্রম হলো আল্লাহ্র ইবাদাতে শিরক করা	421	الشرك في عبادة الله
ঈমান ধ্বংসকারী বস্তু হচ্ছে মহান আল্লাহ্র ছিফাত বা গুণাবলীতে শিরক করা	432	من نواقض الإيمان الشرك في الصفات
অলী-দরবেশগণ গায়েব জানতে পারেন কি?	434	هل يعلم الغيب الأولياء والصالحون
ঈমান ধ্বংসের অন্যতম কারণ হলো রাসূলগণের প্রতি কটাক্ষ/আঘাত করা	435	من نواقض الإيمان الطعن في الرسل
মুসলিম ব্যক্তিকে কাফের বলা প্রসঙ্গ	442	التكفير
মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দেয়ার শর্তাবলীঃ	443	شروط تكفير المسلم
জিহাদের প্রকারভেদঃ	448	أقسام الجهاد
নিজ আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদ	448	جهاد النفس
শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ	448	جهاد الشيطان
মুসলিমদের মাঝে যারা পাপাচারী, অবাধ্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।	448	جهاد العصاة من المسلمين
মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা	449	جهاد المنافقين
কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ	450	جهاد الكفار
উপসংহার	462	الخاتمة
গ্রন্থপঞ্জী	466	المصادر والمراجع

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

ভূমিকা

মহান আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা যিনি একক ও অদ্বিতীয়। যাঁর প্রভুত্বে, দাসত্বে এবং নাম ও গুণাবলীতে কোন অংশীদার নেই। ছালাত ও সালাম অবিরত ধারায় বর্ষিত হোক, বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, তাঁর সহচরবৃন্দের প্রতি এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে তাঁর পদাংক অনুসরণকারীদের প্রতি।

অতঃপর এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক যা ইসলামের প্রধান রুকন বা ভিত্তি “তাওহীদ” তথা আল্লাহর একত্বের উপর লিপিবদ্ধ করা হলো কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছের আলোকে। ইতোপূর্বে এ ধরনের তাওহীদী বই পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। যদিও ইসলামের অন্যান্য প্রসঙ্গে অনেক বই পুস্তক বিজ্ঞ আলিম-উলামাদের দ্বারা লিখিত রয়েছে যদিও সেগুলোও প্রমাদশূন্য নয়। তাওহীদ বিষয়ক গ্রন্থাদি না থাকার কতিপয় কারণ নিম্নরূপ :

১। ভারত উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তাওহীদ বা বিশুদ্ধ আক্বীদার নির্ভরযোগ্য বই পুস্তকের অপ্রতুলতা।

২। আল কুরআনের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা তথা ছহীহ তাফসীর গ্রন্থের যথেষ্ট অভাব। পক্ষান্তরে আক্বীদাগত, আশ‘আরী ও মু‘তায়িলী লেখকদের তাফসীর পাঠ্যতালিকাভুক্ত থাকা। যেমন: তাফসীর জালালাইন, বায়যাবী ও আল কাশশাফ প্রভৃতি।

৩। এ বিশাল এলাকার সিংহভাগ মুসলিম জনগণ আশ‘আরী ও মাতুরুদী আক্বীদায় শিক্ষিত। ফলে অধিকাংশ সরকারী বেসরকারী মাদরাসায় “শারহু আক্বাইদ আন নাসাফীয়া” নামক একটি আক্বীদার গ্রন্থ সিলেবাসভুক্ত থাকে যার লেখক একজন আক্বীদাগত আশ‘আরী মতবাদের অনুসারী।

৪। হাদীসের জ্ঞান অন্বেষণে এবং শিক্ষাদানেরত ব্যক্তিগণ বিনা যাচাই বাছাই-এ তথা ছহীহ ও যঈফের তারতম্য না করে হাদীছ গ্রহণে অভ্যস্ত হওয়ায় ইসলামী আক্বীদায় বহু জাল বা বানোয়াট হাদীছের অনুপ্রবেশ ঘটে।

৫। এ বিশাল এলাকায় যুগ যুগ ধরে ছুফীবাদ বা পীরতন্ত্রের ব্যাপক প্রভাবের ফলে ইসলামী আক্বীদার আসল রূপরেখায় পরিবর্তন আসে। ফলে স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল আক্বীদাধারী অপেক্ষা ভেজাল ও ক্রটিপূর্ণ আক্বীদাধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্ত কারণসমূহের প্রতি লক্ষ রেখে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। আশা করি গ্রন্থটি উপমহাদেশের বাংলা ভাষাভাষী বিপুল মুসলিম জনগোষ্ঠীর সঠিক ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদের এ চেষ্টা ও শ্রমকে কবুল করে নিন এবং প্রলয় দিবসে একে নাজাতের অসীল বানিয়ে দিন। আমীন।

বইটিতে ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাওহীদ বা খাঁটি ঈমানের উপর নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু আমাদের দেশে এ বিষয়ে লেখা পুস্তককাদীর সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল, সেহেতু সর্ব শ্রেণীর মানুষ তথা ইসলামী শিক্ষিত, সাধারণ শিক্ষিত এবং স্বল্পশিক্ষিত লোক যেন ধর্মীয় মৌলিক বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে পারেন সেদিকে যথাযথ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। গ্রন্থটি প্রণয়নে যে সকল নিয়ম নীতির প্রতি মনোনিবেশ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ তথ্যাদি সন্নিবেশের পর দলীল ও প্রমাণাদি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বাণীকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে। ঐ সকল কুরআনী বাণীর প্রকৃত মর্ম ও উদ্দেশ্য নিরূপণে নির্ভরযোগ্য ও সঠিক তাফসীরসমূহের খণ্ড ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ দলীল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের পরই রাসূল এর সহীহ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের সকল

হাদীস নিঃসন্দেহে বিস্তৃত হওয়ায় কখনো কখনো গ্রন্থদ্বয়ের খণ্ড ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া অন্যান্য সকল হাদীস গ্রন্থের খণ্ড ও পৃষ্ঠা অথবা হাদীস নম্বর উল্লেখ করতঃ হাদীসটি সহীহ কিনা তা বরাত (হাওয়ালা) সহ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, এ পুস্তিকায় জ্ঞাতসারে দুর্বল বা জাল হাদীস দলীলরূপে উপস্থাপন করা হয়নি-*فله الحمد والمنه*

তৃতীয়তঃ আল-কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসের পর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, ইমাম চতুষ্টয় ও মুহাদ্দেসীনসহ প্রাচীন এবং নবযুগের ইসলামী মনীষীবৃন্দের উক্তি ও অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ কোন বিষয়ে প্রয়োজনে একাধিক অভিমত উল্লেখ করে তাতে মায়হাব, দল ও মত নির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে কেবল দলীল প্রমাণ যাচাই সাপেক্ষে যে মতটি সঠিক ও গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে তাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

পঞ্চমতঃ বইটির ভাষা সহজ, সাবলীল এবং প্রাজ্ঞল করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে সর্বস্তরের লোক বইটি পাঠ করে সহজেই বুঝে উপকৃত হতে পারেন। *إن شاء الله* -

উল্লেখ্য যে, মুসলিম নর-নারী তাওহীদ পরিপন্থী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ক্ষণে ক্ষণে তারা বিভিন্ন বালা-মুসীবতে ও রোগ-শোকে আক্রান্ত হয়। সে কারণে তাদের করণীয় কার্যাবলী প্রাসঙ্গিকভাবে অত্র বইতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যস্ততাপূর্ণ এ পৃথিবীতে বিভিন্ন বামেলায় থেকেও আমার মত নগণ্য, স্বল্প ও সীমিত জ্ঞানের অধিকারী একজন ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষে এরূপ জটিল বিষয়ের সংকলন বা প্রণয়ন অসম্ভবই ছিল। শুধুমাত্র মহান আল্লাহর অশেষ রহমত ও করুণার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। তাই এতে সকল কীর্তি ও প্রশংসা শুধু আল্লাহ্ তা'আলারই- আলহামদু লিল্লাহ।

গ্রন্থটির কতিপয় নিয়মাবলী ও বানান রীতি

ذكر السيوطي في كتابه تدريب الراوي: وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله ﷺ ولا يسأم من تكراره. وكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وشبهه وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار، ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم والرمز إليهما في الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب ص أو صلعم (بل يكتبهما بكاملهما) (انظر تدريب الراوي ٧٤/٢-٧٧)

ইমাম সুযুতী তাঁর তাদরীব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল ﷺ এর প্রতি সালাত ও সালাম লেখতে গিয়ে এতে যথাযথ যত্ন নেয়া উচিত। এর পুনরাবৃত্তিতে বিরক্ত বোধ করা সমীচীন নয়। তদরূপ আল্লাহর নামের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রশংসার সাথে লেখা উচিত যেমন আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলা, আল্লাহ আয্যা অজাল্লা, আল্লাহ তা'আলা প্রভৃতি। তদরূপ সাহাবীদের নামের ক্ষেত্রে রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং তাবেঈ ও তাবে তাবেঈসহ সকল ইমাম এবং মুহাদ্দিসীদের নামের ক্ষেত্রে রাহিমাল্লাহু লেখা উচিত। রাসূলের প্রতি সালাত ও সালাম লেখার ক্ষেত্রে এক অক্ষর বা দু'অক্ষর দ্বারা সংক্ষিপ্তকরণ যেমন ص (সাঃ) বা (দঃ) প্রভৃতি মাকরুহ বা ঘৃণ্য কাজ। বরং সালাত ও সালাম পূর্ণরূপে তথা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম লেখাই উচিত। (দেখুন তাদরীবুর রাবী ২য় খণ্ড ৭৪-৭৫ পৃঃ) কেননা, ইসলামের স্বর্ণযুগে এবং সালাফে সালাহীনরা মাঝে কেউই এরূপ করেন নি। সেহেতু এ অলসতা পরিহার করা খুবই কল্যাণকর।

১- এ দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থটিতে সালাত ও সালাম পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তদরূপ সাহাবী, তাবেঈ ও অন্যান্য মনীষীদের জন্যে দু'আর ক্ষেত্রে রাযিয়াল্লাহু আনহু ও রাহিমাল্লাহু পূর্ণরূপে লেখা হয়েছে।

২- বানান ও উচ্চারণ রীতি নিম্নরূপঃ

আরবী বর্ণ ও উচ্চারণ বাংলা বর্ণ/চিহ্ন উদাহরণ

أ- (হামযাহ) আ-আহমাদ, মু'মিন

ع (আয়িন) আ- দু'আ, তা'আলা

ط (ত্বা) ত্ব, ত্বা ত্বা-হা

ث-ص (ছা, ছাদ) ছ হাদীছ, ছালাত

س (সীন) স সালাম

ش (শীন) শ মাশরিক

ض (যাদ) য রাযিয়াল্লাহ

ظ-ز-ذ (যাল, যা যোয়া, যা) য যালিকা, যাওজুন, যামাউন

ج (জীম) জ জান্নাত

ق (ক্বাফ) ক্ব, ক্বালা, ক্বাদীম। মাদ প্রকাশার্থে 'ী, ঈ, উ, রাহীম মাসউদ, আবু হুরায়রা; মাদহীন জ্ঞাতার্থে 'ি সিলসিলা, মু'মিন প্রভৃতি নিয়মাবলী গ্রহণ করা হয়েছে।

কুরআন, হুহীহ হাদীছ ও নির্ভরযোগ্য একাধিক আক্বীদার গ্রন্থাদি রোমস্থান করে তাওহীদের বিস্তারিত বর্ণনা, শিরকের ভয়াবহতা এবং আনুষঙ্গিক মাসআলা-মাসায়িল এবং নির্ভুল তথ্যাদি সন্নিবেশে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এরপরও যেহেতু মানবীয় দুর্বলতার উর্দে নই, সেহেতু অনিচ্ছায় বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতে পারে। এজন্য মহান আল্লাহর আলীশান দরবারে ক্ষমা চাচ্ছি-أستغفر الله وأتوب إليه

অতঃপর বিদ্বান সচেতন মুসলিম সমাজের প্রতি আবেদন রইল যে, তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দুর্বল লেখায় কিংবা মুদ্রণে যদি কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় এবং তারা তা অবগত করান তাহলে তা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ সংশোধন করা হবে।

আমার এ পুস্তিকা প্রণয়নে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তন্মধ্যে বিশেষভাবে আমার উস্তায় প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম, ডক্টর মুহাম্মাদ মানজুরে ইলাহী,

অধ্যাপক মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক, শায়খ আখতারুল আমান আল-মাদানী, ভারতীয় প্রসিদ্ধ আলিম শায়খ সালাহুদ্দীন প্রমুখ যারা শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও গ্রন্থটি এক নম্বর পাঠ করে অনেক প্রমাদ ঠিক করে দিয়েছেন আল্লাহ তাঁদেরকে উভয় জগতে স্ব-স্ব স্থানে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করুন। আর এ গ্রন্থটি পাঠ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল সম্মানিত পাঠকের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন বরকতপূর্ণ ও কল্যাণকর করুন। আমীন!

বিনীত লেখক

যাকারিয়া বিন আলী (আবু সা'দ)

ডাবল কামিল, দাওরায়ে হাদীছ এবং লীসান্স (হাদীছ অনার্স)

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সা'উদী আরব

কর্মরত ধর্ম মন্ত্রণালয় ও গবেষক, প্রবাসী ইসলামী শিক্ষা সেন্টার, কুয়েত

হিজরী ১৪৩২, মুতাবিক ২০১১ ইং

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَهْمِيَّةُ الثَّعْبِيَّةِ الصَّحِيحَةِ

বিশুদ্ধ আক্বীদার গুরুত্ব

প্রকাশ থাকে যে, বিশুদ্ধ আক্বীদা বলতে তাওহীদ ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বুঝায় যার অনেক গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে এবং জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাওহীদ ঘোষণার জন্য।^১

দলীল

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, “আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদাত করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।”

(আয-যারিয়াত ৫৬ আয়াত)

وقد بين المفسر العلامة القرطبي مراد (ليعبدون) أي لِيُؤَخِّدُونَ

প্রখ্যাত মুফাস্সির ইমাম কুরতুবী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, মানব ও জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদাত করার জন্য, অর্থাৎ তাওহীদ ঘোষণা করার জন্য।^২

وقال الإمام القسطلاني: أي ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين

إلا ليوحدون، (انظر إرشاد الساري في شرح البخاري ٨٩/١ - ٩٠).

বুখারী শরীফের ভাষ্যকার ইমাম কুসতুলানী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মহান আল্লাহর উক্ত বাণীর অর্থ এই যে, আমি জ্বিন ও ইনসান এ

১. দেখুন আত্-তামহীদ - শাইখ জামালুদ্দীন দামেশকজী: রচিত ১০ পৃষ্ঠা।

২. তাফসীর কুরতুবী ৯ম খণ্ড ৫৫ পৃঃ।

দু'জাতির মধ্য হতে ভাগ্যবানদেরকে কেবলমাত্র তাওহীদ ঘোষণার জন্যেই সৃষ্টি করেছি।^৩

২. যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল তাওহীদের প্রচার ও প্রসার এবং শিকের মূলোৎপাটন।^৪

দলীল

قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: "وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ" (النحل - ৩৬).

أي: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا آمُرًا لَهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَحَدَهُ وَتَرَكَ عِبَادَةَ غَيْرِهِ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَالْأَوْثَانِ وَالْأَمْوَآتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (التفسير الميسر ص ২৭১).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলা বলেন যে, আমি যুগে যুগে প্রত্যেক উম্মতের মাঝে রাসূল প্রেরণ করেছি তাদেরকে এ আদেশ দিয়ে যে, তোমরা শুধু এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো যেমন শয়তান, মূর্তি ও মৃত অলী-আউলিয়াদের ইবাদত করা হতে দূরে থাক।^৫

وقال المفسر ابن كثير رحمه الله: : أى في كل قرن من الناس وطائفةٍ رسولاً، وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، (انظر تفسير ابن كثير بتحقيق الشيخ سامي السلامة ٤/ ٥٧٠).

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ মুফাসসির ইবনু কাছীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে, প্রত্যেক যুগে সকল জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি যারা প্রত্যেকেই লোকেদেরকে আল্লাহর দাসত্ব করতে

৩. দেখুন বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা ইরশাদুস সারী ১১তম খণ্ড ৮৯-৯০ পৃঃ।

৪. দেখুন শারহু কিতাবিত তাওহীদ, শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত ১৩ পৃঃ।

৫. আন-নাহল ৩৬ আয়াত ও তাফসীর আল মুইয়াস্‌সার ২৭১ পৃঃ।

আহ্বান জানাতেন। আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সকলের দাসত্ব করতে নিষেধ করতেন।^৬

৩. বিশ্ব নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মাক্কী জীবনে একাধারে দশটি বছর ছালাত ফরয হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শুধুমাত্র তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্বের দা'ওয়াত দিয়েছেন। পরবর্তীতে মাদানী জীবনেও তাওহীদের প্রচার প্রসারের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। নিম্নবর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীছে এর যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: "إِنَّكَ تَقْدِمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوجِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ..." الحديث، (رواه البخاري ٥١٩/٤ برقم: ٧٣٧٢).

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মু'আয বিন জাবালকে ইয়ামান দেশের গভর্নর করে পাঠালেন, তখন তাকে উপদেশ দিলেন যে, তুমি যেহেতু আহলু কিতাবদের (ইয়াহুদ-খ্রীষ্টানদের) নিকট গমন করছ সেহেতু তোমার সর্ব প্রথম দায়িত্ব হবে তাদেরকে তাওহীদের কথা এককভাবে আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহ্বান করা আর উযাইর ও ঈসা (রাঃ) এবং তাদের অন্যান্য আলেম-উলামা ও পুরোহিতদের ইবাদাত করতে বারণ করা। যখন তারা এটা জানবে যে ইবাদাত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই সুনির্দিষ্ট অন্য কোন নবী-ওলী এবং আলেম-উলামাদের জন্য সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়, তখন তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি দিবস ও রজনীতে পাঁচ অঙ্ক ছালাত ফরয করেছেন.....।^৭

৬. দেখুন তাফসীর ইবনু কাছীর শাইখ সামী আস-সালামা কর্তৃক তাহক্কীকৃত ৪র্থ খণ্ড ৫৭০ পৃঃ।

৭. হাদীছটি দীর্ঘ তাই আংশিক উল্লেখ করা হলো। দেখুন বুখারী শরীফ ৪র্থ খণ্ড ৫১৯ পৃঃ, হাদীছ নং ৭৩৭২ এবং শারহ কিতাবিত তাওহীদ আল্লামা আবদুল আযীয বিন বায প্রণীত ৪৩ পৃঃ।

উল্লেখ্য যে, মু'আয বিন জাবালকে ইয়ামেনে প্রেরণ করা হয়েছিল কারো মতে হিজরী অষ্টম বর্ষে, কারো মতে নবম বর্ষে। হাফেয ইবনু হাজার আসকালানীর মতে দশম বর্ষে।^৮

৪. তদানীন্তন কালে আরবের মূর্খ ও বর্বর জাতি যারা দুনিয়ার সর্ব নিকৃষ্ট জাতি ছিল, তারাই আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী হওয়ার ফলে দুনিয়ার বুকে সর্বোত্তম জাতিতে পরিণত হয়েছিল। ইতিহাস যার বাস্তব প্রমাণ।

৫. তাওহীদ তথা খাঁটি ঈমানই হচ্ছে সকল প্রকার ইবাদাতের প্রধান বা মূল বস্তু। অন্য কথায় তাওহীদই হচ্ছে ধর্মের মাথা। মাথা ব্যতীত যেকোন মানব দেহের কোন মূল্য নেই, তদ্রূপ তাওহীদ ব্যতীত ধর্মীয় কাজের কোন মূল্য নেই।

৬. তাওহীদ ব্যতীত আমল বা ইবাদাত বিশুদ্ধ হয় না, বরং শির্ক মিশ্রিত হয়। ফলে উক্ত শির্ক মিশ্রিত আমলকারীর সমস্ত আমল মহা প্রলয় দিবসে বাতিল বলে গণ্য হবে।

দলীল

قَالَ اللَّهُ عز وجل : "وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا" (الفرقان-২৩)।

অনুবাদ: মহান আল্লাহ বলেন, যে, আমি তাদের (বান্দাদের) কৃত আমলসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করে (কিয়ামাতের দিন) বিচার করতে ইচ্ছা করব, তখন সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় রূপান্তরিত করে দিব। (আল-ফুরকান ২৩ আয়াত)

تفسير

وَقَدِمْنَا .. أي: وهذا يوم القيامة، حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من خيرٍ وشرٍ، فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا

أنها منجاة لهم شيء، وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي، إما الإخلاص فيها أو المتابعة لشرع الله، فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى الشرعية المرضية، فهو باطل.

(تفسير القرطبي ٢/٢١٧، تفسير ابن كثير ٢/١٠٣ وفتح البيان ٩/٢٩٩).

ব্যাখ্যাঃ সেদিন ক্বিয়ামত দিবসে যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের ভাল মন্দ সকল আমলের হিসাব গ্রহণ শুরু করবেন, সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, ঐ সকল মুশরেকদের নাজাতের আশায় কৃত আমল (যা তাওহীদ ভিত্তিক নয় তা) কোনই উপকারে আসবে না। কেননা, তাতে শরী'আত কর্তৃক আরোপিত শর্ত অনুপস্থিত ছিল। আর তা হচ্ছে আমলে ইখলাছ থাকা, (তাওহীদ ভিত্তিক বা শির্কমুক্ত আমল) অথবা আল্লাহর শরী'আতের অনুকূলে হওয়া। সুতরাং যে আমলই হোক না কেন তা যদি ইখলাছপূর্ণ (শির্কমুক্ত) বা তাওহীদ ভিত্তিক এবং ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী না হয় হবে তা বাতিল।^৯

৭. খাঁটি ঈমান আনয়নকারী বা তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি, যিনি শির্ক থেকে মুক্ত থাকবেন, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার যমীন ভর্তি পাপ রাশিকে ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন।^{১০}

দলীল

قال الله تعالى في الحديث القدسي: «يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ أَنَّكَ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْنَكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، وَقَدْ حَسَنَ سَنَدَهُ المحدث الألباني (انظر المشكاة المحققة له برقم ٤٣٣٦، الروض النضير برقم: ٤٣٢، الترغيب ٢/٢٦٨ وسلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: ١٢٧)

৯. দেখুন তাফসীর কুরতুবী ৭ম খণ্ড ২১ পৃঃ, ইবনু কাসীর ৬ষ্ঠ খণ্ড ১০৩ পৃঃ এবং ফাতহুল বয়ান ৯ম খণ্ড ২৯৯ পৃঃ।

১০. দেখুন আল জামেয়ুল ফারীদ শাইখ আবদুল্লাহ বিন জারুল্লাহ প্রণীত ২০ পৃঃ।

আল্লাহ তা‘আলা হাদীছে কুদসীতে বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি যদি যমীন ভর্তি পাপ নিয়ে আমার নিকট এসে উপস্থিত হও শির্ক মুক্তভাবে (তথা শির্ক গুনাহ না করে) তাহলে আমি তোমার জন্য যমীন ভর্তি ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব- (হাদীছে কুদসী। উক্ত হাদীছের সনদ হাসান বলেছেন বিশং শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আল্লামা আলবানী।)^{১১}

৮. খাঁটি ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে রাসূলের শাফা‘আত লাভে ধন্য হবেন।

দলীল

قال رسول الله ﷺ: “أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ”

(البخاري وصحيح الجامع للشيخ الألباني ١/٢٢٧، برقم: ٩٦٧).

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, “মহাপ্রলয় দিবসে আমার শাফা‘আত লাভে ঐ ব্যক্তি ধন্য হবেন, যিনি খালেছভাবে (শির্ক হতে মুক্ত হয়ে খাঁটিভাবে ঈমান আনয়ন করবেন) একনিষ্ঠ অন্তঃকরণে বলবে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই”।^{১২}

৯. শাইখ সুলাইমান (মৃতঃ ১২৩২ হিজরী) ইমাম আল হাসান এবং আল-কালবীর উক্তি চয়ন করেছেন যে, তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি দুনিয়াতে পাবেন হিদায়াত আর আখেরাতে পাবেন পূর্ণ নিরাপত্তা।^{১৩}

দলীল

قال الله تعالى: “الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ” (الأنعام- ৮২).

১১. দেখুন তাঁর তাহকীক্ব কৃত মিশকাত হাদীছ নং ৪৩৩৬, আর রওয নাযীর হাদীছ নং ৪৩২, আত-তারগীব ২য় খণ্ড ২৬৮ পৃঃ এবং সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ ছাহীহাহ হাদীছ নং ১২৭।

১২. বুখারী এবং ছাহীহুল জামে‘ শাইখ আলবানী প্রণীত ১ম খণ্ড ২২৭ পৃঃ হাদীছ নং ৯৬৭।

১৩. দেখুন তাইসীবুল আযীযিল হামীদ শাইখ সুলাইমান প্রণীত ৫৩ পৃঃ এবং শারহু কিতাবিত তাওহীদ আল্লামা আবদুল আযীয বিন বায প্রণীত ১৯ পৃঃ।

অর্থ: আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘যারা ঈমান আনয়ন করেছে আর তাদের ঈমানে শির্ক মিশিত করেনি তাদের জন্য রয়েছে (আখেরাতে) পূর্ণ নিরাপত্তা এবং (দুনিয়াতে) তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত।’ (আল-আন‘আম : ৮২ আয়াত)

(অতএব আমরা এ সম্পর্কে দলীলসহ বিস্তারিতভাবে জ্ঞাত হব)-

إِنْ شَاءَ اللَّهُ

التعريف بالتوحيد

তাওহীদের সংজ্ঞা

معنى التوحيد لغةً: التوحيد: مصدر للفعل الثلاثي، المأخوذ من الوحدة، يقال: وَحَّدَ يُوحِدُ توحيدًا أي جعل شيئًا واحدًا، فهو على وزن تفعيل تعنى الوحدة، والإفراد، والتفرد، فالله الواحد الأحد: المتفرد بالذات والأفعال والصفات، (انظر الصحاح للجوهري ٥٤٧/٢ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٩٠/٢ والقاموس للفيروزآبادي ٣٤٣/١ والشرك في القديم والحديث للشيخ أبي بكر ١٩/١).

ومعنى التوحيد شرعًا: توحيد الله تعالى في أولوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، أو إفراد الله تعالى في أفعاله وأفعال عباده وأسمائه وصفاته “ (الجديد في شرح التوحيد للشيخ محمد بن عبد العزيز القرعاوي ص ١٧، والعقيدة الصافية للعلامة سيد عبد الغني ص ٢٣١).

তাওহীদের শাব্দিক অর্থঃ তাওহীদ শব্দটি হচ্ছে তিনঅক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়ার মূল বা উৎস ‘অহদাতুন’ শব্দ থেকে গৃহীত। যেমন বলা হয় وَحَّدَ তথা কৌন বস্তুকে এক করা, এটা তفعিল বাব এর মাছদার,

অর্থ নেয়া হয় একত্ব, একত্বতা, একীকরণ ও অদ্বিতীয়। সুতরাং আল্লাহ তাঁর সত্ত্বায়, কর্মসমূহে এবং গুণাবলীতে এক ও একক।^{১৪}

শরী‘আতের পরিভাষায়ঃ (ক) তাওহীদুল্লাহি তা‘আলা ফী উলুহিয়াতিহি অরব্বিয়াতিহি অআসমায়িহি অছিফাতিহি। অর্থাৎ আল্লাহকে তাঁর দাসত্বে, প্রভুত্বে, নাম ও গুণাবলীতে এক জানার নাম তাওহীদ। অথবা ইফরাদুল্লাহি তা‘আলা ফী আফ‘আলিহি অআফ‘আলে ইবাদিহি অআসমায়িহি অছিফাতিহি। অর্থাৎ আল্লাহর কর্মসমূহে, বান্দার কর্মসমূহে এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীতে এক জানার নাম।^{১৫}

وَفَسَّرَ الْعَلَامَةَ السَّفَارِيْنِي التَّوْحِيدَ بِقَوْلِهِ: هُوَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَحْدَهُ،

أَي: ”إِفْرَادَ الْمَعْبُودِ بِالْعِبَادَةِ مَعَ اعْتِقَادِ وَحْدَتِهِ ذَاتًا وَصِفَاتًا وَأَفْعَالًا“،

(لَوَامِعُ الْأَنْوَارِ لِلْعَلَامَةِ مُحَمَّدِ السَّفَارِيْنِي ٥٧/١ وَالشَّرْكَ فِي الْقَدِيمِ

وَالْحَدِيثُ لِلشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ ٢٠/١).

(খ) আল্লামা আসসাফারীনী তাওহীদের ব্যাখ্যা করেছেন এরূপে যে, তা হচ্ছে, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা অর্থাৎ উপাস্যকে তাঁর সত্ত্বায়, গুণাবলীতে এবং কর্মসমূহে এক বলে বিশ্বাস করে তাঁর ইবাদাত করা।^{১৬}

১৪. ছিহাহ জাওহারী প্রণীত ২য় খণ্ড ৫৪৭পৃঃ, মু‘জামু মাক্বায়িসুল লুগাহ ইবনু ফারিস প্রণীত ২য় খণ্ড ৯০পৃঃ, আল ক্বামুস ফায়রুযআবাদী প্রণীত ১ম খণ্ড ৩৩৪পৃঃ এবং আশ শির্ক ফিল ক্বাদীম অল হাদীছ শাইখ আবু বকর প্রণীত ১ম খণ্ড ১৯পৃঃ।

১৫. আল জাদীদ ফী শারহিত তাওহীদ শাইখ মুহাম্মদ আলক্বার‘আবী প্রণীত ১৭ পৃঃ এবং আল আক্বীদাতুছ ছাফীয়াহ আল্লামা সাইয়েদ আব্দুল গনী প্রণীত ২৩১ পৃঃ।

১৬. লাওয়ামেউল আনওয়ার আল্লামা মুহাম্মদ আসসাফারীনী প্রণীত ১ম খণ্ড ৫৭ পৃঃ এবং আশশির্ক ফিল ক্বাদীম অল হাদীছ শাইখ আবু বকর প্রণীত ১ম খণ্ড ২০পৃঃ।

أقسام التوحيد

তাওহীদের প্রকার

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن الدين الإسلام مبنى على توحيد الله عز وجل، وقد قسمه العلماء -بالتبع والاستقراء- إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: توحيد الربوبية

القسم الثاني: توحيد الألوهية

القسم الثالث: وتوحيد الأسماء والصفات

قد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى: ”رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا“ (مريم ٦٥). أي: فهو الله رب السماوات والأرض وما بينهما، ومالك ذلك كله وخالقه ومدبره، فاعبده وحده، يا رسول الله! واصبر على طاعته أنت ومن تبعك، ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، (التفسير الميسر ص ٣١ وانظر تقريب التدمرية للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص ١١ والجديد في شرح التوحيد للشيخ القرعاوي ص ١٧ والجامع الفريد للشيخ عبد الله بن جار الله ص ١٢ والعقائد السلفية للشيخ أحمد بن حجر ٢٤/١ والعقيدة الصافية لسيد عبد الغني ص ٢٢٩).

শাইখ মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, ইসলাম ধর্মের ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর একত্বের উপর। ইসলামী মনীষীবৃন্দ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বহু গবেষণা ও অনুসন্ধান করে তাওহীদকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথাঃ

প্রথম প্রকারঃ তাওহীদুর রুবুবিয়াহ

দ্বিতীয় প্রকারঃ তাওহীদুল উলুহিয়াহ

তৃতীয় প্রকারঃ তাওহীদুল আসমা অছছিফাত

আল্লাহ সুবহানাহু অ তা'আলা উক্ত তিন প্রকার তাওহীদকে সূরা মারইয়ামের একটি আয়াতে উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ তিনি ইরশাদ করেন, “(আল্লাহ্ সেই মহান সত্তা) যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর পালনকর্তা। অতএব হে রাসূল! আপনি তাঁরই দাসত্ব করুন এবং তাঁর দাসত্বে দৃঢ় থাকুন। আপনি কি তার সমমান সম্পন্ন কাউকে জানেন? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে, নাম ও গুণাবলীতে এবং তাঁর কৃতকর্মে কোনরূপ সাদৃশ্য নেই।”^{১৭}

القسم الأول: توحيد الربوبية

প্রথম প্রকার তাওহীদঃ

তাওহীদুর রুবুবিয়াহ তথা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে একত্ব

أولاً: معنى الرب: الرب هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ومعناها المعبود المالك، السيد المنعم، المدبر المصلح وغيرها، ومأخوذ من التربية، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي: إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربِّي الله الذي رباني وربا جميع العالمين بنعمه، وفيه قوله تعالى: - “رب ارحمهما كما ربياني صغيرا” (الإسراء - ٢٤).

ومنه رَبُّ الولد- رَبًّا : وليه وتعهده بما يغذيه وينميه ويؤدِّبه - فهو راب، (انظر كتاب التوحيد لابن منده ٥٧/٢ والمصباح المنير ٢٩١/١ وشرح

১৭. মারইয়ামঃ ৬৫ আয়াত, দেখুন তাফসীর আল মুইয়াসসার ৩১০ পৃঃ, দেখুন তাকরীবুত তাদমুরিয়া শাইখ মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল উছাইমীন প্রণীত ১০ পৃঃ, আল জাদীদ ১৭ পৃঃ, আল জামিয়ুল ফারীদ শাইখ আব্দুল্লাহ বিন জাবুল্লাহ প্রণীত ১২ পৃঃ, আক্বায়িদুস সালাফিয়া শাইখ আহমাদ বিন হাজার প্রণীত ১ম খণ্ড ২৪ পৃঃ এবং আল আক্বীদাহ্ আছছাফীয়াহ্ ২৩৯ পৃঃ।

ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص ٤٥ ومعجم الوسيط ٣٢١/١ والمعجم الوجيز ص ٢٥٠.

প্রথমে রব শব্দের অর্থ :

ক. রব শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মাঝে কোন একটি নামকে বুঝানো হয়। এর অর্থ হলো মা'বুদ, বাদশাহ, মালিক বা নেতা, নি'আমত প্রদানকারী, পরিচালনাকারী, সংশোধনকারী প্রভৃতি। রব শব্দটি তারবিয়াহ হতে নেয়া হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে লালন পালন করা বা প্রতিপালন করা। ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব আননাজদী বলেছেন যে, যখন আপনাকে কেউ প্রশ্ন করবে যে, আপনার রব কে? তখন তদুত্তরে বলুন যে, আমার রব হলেন আল্লাহ যিনি আমাকে প্রতিপালন করছেন এবং তাঁর অসংখ্য নি'আমত দ্বারা বিশ্বজগতের সকল প্রাণীকে প্রতিপালন করছেন। আর এতে আল্লাহর বাণী প্রণিধানযোগ্য, যে রূপ তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, হে পালনকর্তা আপনি তাদেরকে (মাতা-পিতাকে) রহমত করুন, যে রূপ তাঁরা উভয়ে আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন।^{১৮}

এজন্য অভিভাবককে প্রতিপালক বলা হয়। যেহেতু তিনি শিশুকে পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত পানাহার, পরিচর্যা, আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়াসহ সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।^{১৯}

রব শব্দটি ক্রিয়ার মূল, কিন্তু তা কর্তার অর্থে ব্যবহৃত হবে। আল-ক্বোরআনুল কারীমে ও হাদীছ শরীফে যেখানে رَبُّ (রাব্ব) শব্দ আসবে الف والام সহ সেখানে উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা। যেমনঃ (الفاحة-٢) الحمد لله رب العالمين অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা

১৮. বানী ইসরাঈলঃ ২৪ আয়াত।

১৯. দেখুন কিতাবুত তাওহীদ ইমাম ইবনু মান্দাহ রচিত ২য় খণ্ড ৫৭ পৃঃ, আল মিছবাহুল মুনীর প্রথম খণ্ড ২৯১ পৃঃ, শারহু ছালাছাতিল উছুল আল্লামা ইবনু উছাইমীন রচিত ৪৫ পৃঃ, আল মু'জামুল অছীত্ব ১ম খণ্ড ৩২১ পৃঃ এবং আল মু'জামুল অজীয ২৫০ পৃঃ।

জগৎসমূহের পালনকর্তার জন্য। (আল ফাতিহাঃ ১ আয়াত)। আর যেখানে তা (إضافة) সম্বন্ধযুক্ত হবে সেখানে আল্লাহকেও বুঝাতে পারে এবং সৃষ্টি জীবকেও বুঝাতে পারে যেমনঃ

كما قال سبحانه وتعالى: “رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ” (الفرقان-৭৬)। ويقال رب الأسرة، ومنه قول الله تعالى: “أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا أَي: سيده،” (يوسف-৬১)। وفي الحديث الصحيح: قال النبي ﷺ في ضالة الإبل: “حتى يجد لها ربها،” (رواه البخاري ومسلم وانظر العقيدة الصافية ص ২৬)।

আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে প্রদান করুন চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী এবং সন্তান।^{২০} এবং বলা হয় পরিবারের প্রভু আর যাতে আল্লাহর বাণী রয়েছে যেমনঃ তোমাদের একজন আপন প্রভুকে মদ পান করাবে। অর্থাৎ তার মনিবকে। (ইউসুফঃ ৪১ আয়াত)।

বিশুদ্ধ হাদীছে এসেছে যে, উট হারানোর ক্ষেত্রে নবী (ﷺ) বলেছেন যে, যতক্ষণ না তার প্রভু তাকে পেয়ে যাবে।^{২১}

ب. مفهوم كلمة الرب في الكتاب والسنة

খ. রব শব্দের তাৎপর্য

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাতে রব শব্দের পরিচয় হচ্ছে এই যে, তিনিই সৃষ্টি কর্তা যিনি অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে আনয়নকারী। যিনি সমস্ত মাখলুকাতের ব্যবস্থাপনা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণকারী।

فأصل الرب هو المصدر، “رَبَّ - يَرْبُّ بمعنى نشأ الشيء من حال إلى حال إلى حال التمام،” (العقيدة الصافية للسيد عبد الغني ২৬০-২৬১)।

২০. আল ফুরকান ৭৪ আয়াত।

২১. বুখারী ও মুসলিম এবং দেখুন আল আক্বীদাতুছ ছাফীয়া ২৪১পৃঃ।

সুতরাং রব শব্দটির আসল হলো ‘মাছদার’ তথা ক্রিয়ার মূল (ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)। অর্থাৎ কোন বস্তুকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় সৃষ্টি করে চূড়ান্ত অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া।^{২২} যেমনঃ মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলা খাদ্য পানীয় থেকে মানুষের শরীরে রক্ত সৃষ্টি করেন, রক্ত হতে বীর্য সৃষ্টি করেন, বিশেষ প্রক্রিয়ায় মাতৃগর্ভে স্থানান্তর করেন। উক্ত বীর্যকে ক্রমে ক্রমে গোস্ত, হাড়, অস্থি, মজ্জায় রূপান্তরিত করে নির্দিষ্ট সময়ের পর শিশু রূপে বের করেন।^{২৩} সে অসহায় শিশুকে মাতা পিতার লালন-পালনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বালক-বালিকায় পরিণত করেন। উক্ত বালক-বালিকাকে ক্রমে ক্রমে কিশোর- কিশোরী, অতঃপর যুবক-যুবতীতে রূপান্তর করে একজন পূর্ণ মানুষ রূপে গঠন করেন। সুবহানাল্লাহ! এ ক্ষেত্রে পৃথিবীর কোন পণ্ডিত, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের আদৌ ক্ষমতা নেই।

সংশয় নিরসন

মানুষও কোন কোন ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে এবং প্রতিপালন করে থাকে সুতরাং মানুষও প্রতিপালনকারী? এ প্রশ্নের জবাব এই যে, মানুষের সৃষ্টি, প্রতিপালন সীমিত ও সসীম, দুর্বল এবং সাময়িক। আর মহান আল্লাহর প্রতিপালন এবং সৃষ্টি হচ্ছে অসীম বা সীমাহীন, খুবই ময়বূত ও শক্তিশালী এবং স্থায়ী। সুতরাং স্রষ্টার গুণাবলীর সাথে সৃষ্টির গুণাবলীর কোন তুলনা নেই, কোন সাদৃশ্য নেই। এছাড়া মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতা মূলতঃ মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত।

২২. আক্বীদাতুছ ছাফীয়াহ-২৪০-২৪১ পৃষ্ঠা।

২৩. সূরা হজ্জের ৫ আয়াতের ব্যাখ্যা।

ثَانِيًا: إثبات وجود الرب عز وجل

দ্বিতীয়তঃ মহান প্রভুর অস্তিত্ব সাব্যস্তকরণ

প্রকাশ থাকে যে, কাফির বা নাস্তিক ব্যতীত পালনকর্তার অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করে না। এজন্য এরা সৃষ্টির সর্ব নিকৃষ্ট জীব। এ ধরনের নাস্তিক ক্যাবাদীদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে কতিপয় কুরআনী দলীল এবং যুক্তি প্রদর্শন করা হলোঃ

الأدلة النقلية على ذلك

এ মর্মে পবিত্র কুরআনের দলীলসমূহ

১. قال الله تعالى: “أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ، أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ” (الطور-৩৫)।

১. আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ তারা কি আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? ^{২৪}

২. قال تعالى: “أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَا خَلَقَ

الله مِنْ شَيْءٍ...” (الأعراف-১৮৫)।

২. আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ তারা কি প্রত্যক্ষ করেনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্য সম্পর্কে এবং আল্লাহ তা‘আলা যা সৃষ্টি করেছেন... ^{২৫}

৩. قال تعالى: “الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ...” (الزمر-৬২)।

৩. আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা... ^{২৬}

وقال فضيلة الشيخ أحمد بن حنبل رحمه الله: إلى غير ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصى، وهي تدعو الإنسان إلى أن ينظر ببصيرته وعقله، وأن يفكر في مخلوقات الله العظيمة، ليهديه عقله ونظره إلى أنها لم توجد صدفة، وإلى أنها لا بد لها من خالق سبحانه وتعالى،

২৪. আত্-তুরঃ ৩৫ আয়াত।

২৫. আল আ‘রাফঃ ১৮৫ আয়াত।

২৬. আয্ যুমাঃ ৬২ আয়াত।

মাননীয় শাইখ আহমাদ বিন হাজার রাহিমাহুল্লাহ উপরোক্ত আয়াতসমূহ উল্লেখের পর বলেছেন যে, এ প্রসঙ্গে এরূপ আরো অগণিত আয়াত রয়েছে, যা মানুষকে তার জঘাত জ্ঞান ও বুদ্ধি নিয়ে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করতে আহ্বান জানায়। যাতে সে মহান আল্লাহর বিশাল সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, এ বিশাল সৃষ্টি জগৎ আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়নি। এর পিছনে অবশ্যই রয়েছেন এক মহান স্রষ্টা, বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ সুবহানাহু অ-তা'আলা।

الأدلة العقلية على ذلك

এতে আকুলী দলীলসমূহ বা যুক্তির প্রমাণাদি

১. تقرير في بدهة العقول، أنه لا يوجد أثر بلا مؤثر، ولا فعل بلا فاعل، ولا خلق بلا خالق. إذا رأينا بناءً لم نشك في أن له بانيًا. وإذا رأينا ساعة تشير إلى الأوقات، أيقننا أن لها صانعًا رتب أجزائها. وإذا كان من المسلم أن ساعة حقيرة، بل إبرة لا توجد بلا صانع، فكيف بهذا الكون العظيم الذي يبهر العقول وقد وجد بلا خالق؟

১. সাধারণ জ্ঞানেই সাব্যস্ত হয় যে, কোন চিহ্ন স্থাপনকারী ব্যতীত চিহ্নের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, কর্তা ব্যতীত ক্রিয়া সম্পাদন হওয়া অবাস্তব, স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টির সূচনা সম্পূর্ণ অসম্ভব!

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন বিন্দিং আমাদের দৃষ্টি গোচর হলে তখন আমরা সকলেই নিঃসন্দেহে স্বীকার করি যে, এর অবশ্যই কোন নির্মাণকারী রয়েছে! কোন ঘড়ি- যা সময় বলে দেয়- দৃষ্টিতে আসলেই আমরা জেনে থাকি যে, এর তৈরীকারক অবশ্যই রয়েছে। যিনি এর বিভিন্ন পার্টস বা অংশ সংযোগ করেছেন, ফলেই ঘড়িতে পরিণত হয়েছে।

যখন এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, সামান্য একটি ঘড়ি কেন, একটি সুঁই পর্যন্ত প্রস্তুতকারক ব্যতীত পাওয়া সম্ভব নয়! তাহলে কিভাবে এ বিশাল বিশ্ব জগৎ এবং মহাকাশ আপনা আপনিই সৃষ্টি হতে পারে? সে সম্পর্কে

ভাবতে পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য, দার্শনিকদের দর্শন, বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান, বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি সবই অপারগ এবং সম্পূর্ণ ব্যর্থ!

২. وجود هذا النظام الدقيق في الخلق والتكوين والتنشئة والتطور لسائر الكائنات الحية في هذا الوجود، فإن جميعها خاضع لهذه السنن، متقيد بها، لا يستطيع الخروج عنها بحال من الأحوال. وهذه السنن العامة في الإنسان والحيوان، والأفلاك العلوية والأجرام السماوية، فإنها جميعها خاضعة لما ربطت به من سنن، لا تحيد عنها،

ولا تخرج عن سلكها، ولو حدث أن انفرط سلكها أو خرجت مجموعة من الكواكب عن مداراتها لحرب العالم، وانتهى شأن هذه الحياة.

২. মহান পালনকর্তার অতি সুনিপুণ ও সাধারণ নিয়ম মাফিক পরিচালিত হচ্ছে মানুষ এবং সকল জীব-জানোয়ারের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি। প্রত্যেকেই স্রষ্টা কর্তৃক আরোপিত নিয়ম পালনে বাধ্য। কেউ কোন ক্রমেই এ নিয়ম-শৃংখলার ব্যতিক্রম করতে সক্ষম নয়।

মহাকাশে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র যা কিছু রয়েছে তা সবই তাদের স্ব-স্ব কক্ষ পথে বিচরণ করছে। যদি সে চিরাচরিত নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটত অথবা কতিপয় তারকা নিজ কক্ষ থেকে বের হয়ে আসত, তাহলে গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত এবং এ জীবনের চির সমাপ্তি ঘটে যেত!

بعض الأمثلة

কতিপয় বাস্তব উদাহরণ

১. لو أن نسبة الهيدروجين والأكسجين اختلفت في الماء عما عليه الآن، لما كان الماء صالحاً للشرب، ولقتل الناس العطش.
২. ولو لا أن في الأرض أرزاقها، ولما استطاعت الحياة أن تبقى.

ج. ولو كانت مياه البحار خلوة، لتعفن الماء الموجود فيها، وتعدرت بعد ذلك الحياة على الأرض.

د. ولو كان الأوكسجين في الهواء بنسبة ٥٠ في المائة بدلا من ٢١ في المائة، فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال لأدنى شرارة، وكان في ذلك هلاك الحياة، ولو كانت نسبة الأوكسجين ١٠ في المائة، لتعذر أن يكون التمدن الإنساني على ما هو عليه اليوم. هذه الظواهر الكونية وغيرها لا يمكن بحال من أن تكون مصادفات، بل لابد لها من مدبر حكيم، وخالق مبدع، وضع الأشياء في مواضعها، وقدرها حق قدرها، فجاءت على هذا النحو البديع، والنظام المحكم.

ক. বর্তমানে পানিতে যে মাপে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন রয়েছে যদি এর সামান্যতম ব্যতিক্রম ঘটে তাহলে পানি পান করার যোগ্য থাকবে না, ফলে সমস্ত মানুষ পিপাসায় মৃত্যুমুখে ঢলে পড়বে।

খ. যমীনে যদি আল্লাহ্ খাদ্যের ব্যবস্থা না করতেন তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোন প্রাণীই বাঁচতে পারতো না।

গ. যদি সাগরের পানি সাধারণ পানির ন্যায় মিষ্টি হত (লবণাক্ত না হত) তাহলে পতিত আবর্জনার ফলে পানি পচে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যেত। তখন ভূপৃষ্ঠে বসবাস অনুপোযোগী কিংবা কষ্টকর হয়ে পড়ত।

ঘ. বাতাসে বর্তমানে (২১%) একুশ ভাগ অক্সিজেন রয়েছে, এর স্থলে যদি তা বৃদ্ধি পেয়ে (৫০%) পঞ্চাশ ভাগে উন্নীত হত তাহলে দুনিয়ার সমস্ত দহনযোগ্য পদার্থ সামান্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গের কারণে জ্বালানী বস্তুতে পরিণত হয়ে প্রজ্জ্বলিত হত। ফলে জীব-জানোয়ার মৃত্যু মুখে ঢলে পড়ত। এভাবে যদি অক্সিজেনের মাত্রা (১০%) দশ- এ নেমে আসত তাহলে মানব সভ্যতা বর্তমানে যে রূপ রয়েছে তা দারুনভাবে বাধাগ্রস্ত হত।

এসব বাস্তব প্রকাশ্য দৃশ্যাবলী প্রতিনিয়ত ঘটছে, যা কোনক্রমেই নিজে নিজে ঘটতে পারে না। অবশ্যই এর পিছনে রয়েছে মহান সৃষ্টিকর্তা, প্রজ্ঞাময় পরিচালক। যিনি প্রত্যেক বস্তু যথা স্থানে অতি সুনিপুণভাবে স্থাপন করেছেন এবং সর্ব বিষয় সুনির্ধারণ করেছেন। তাই আমরা প্রত্যেক বস্তুকে স্ব-স্ব স্থানে সুশৃংখলভাবে দেখতে পাচ্ছি। এসব যিনি এককভাবে আঞ্জাম দিচ্ছেন তিনিইতো হলেন আমাদের পালনকর্তা, বিশ্ব নিয়ন্তা মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা।^{২৭}

৩. إيمان البلائين من البشر وإعتقادهم بوجود الرب سبحانه وتعالى، وعبادتهم له وطاعتهم إِيَّاهُ، دليل على وجود الخالق عز وجل،

৪. الفطرة، دليل على وجود الله أي وهو شعور المغروس في النفس الإنسانية بوجوده سبحانه، وهو شعور فطري، فطر الله الناس عليه، وهو المعبر عنه بالغريزة الدينية، وهو المميز للإنسان عن الحيوان،

৫. ظاهرة الإلهام والهداية في الحيوانات، أي أن الظاهرة الإلهام والهداية التي أودعها الله في الحيوانات هي أكبر الظواهر التي تدل على خالق حكيم، بل كل ذرة من ذرات الكون تشهد بأن الله هو الخالق لهذه الكائنات، كما قيل: وفي كل شيء له آية - تدل على أنه واحد، (المرجع السابق ص ২৮-৩২)।

৬- معجزات الأنبياء والرسل دليل واضح جلي بوجود الخالق سبحانه وتعالى،
৭- ودعوة المكروبين من الأدلة القاطعة بوجود الله عزَّ وجلَّ (انظر شرح ثلاثة الأصول ص ৮২-৮৬)।

৩. কোটি কোটি লোকের ঈমান আনয়ন এবং মহান প্রভু আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলার অস্তিত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে কেবলমাত্র তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করাই প্রমাণ বয়ে আনে মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রতি।

৪. আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি একটি উজ্জ্বল প্রমাণ হলো মানুষের ফিৎরাত অর্থাৎ মহান প্রভুর অস্তিত্ব প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের গভীর পটে সদা জাগ্রত রয়েছে। যা সকলের জন্মগত অনুভূতি। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে এর উপরই সৃষ্টি করেছেন। অন্যভাবে বলা হবে যে, এটা তার ধর্মীয় গভীর অনুরাগ ও আচরণ। আর এ জন্মগত ধর্মীয় আচরণই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী হতে পৃথক করে থাকে।

৫. জীব-জানোয়ার, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাণীর মাঝে জীবন ধারণের সকল দিক নির্দেশনা প্রদান। তথা জীব-জানোয়ারের মাঝে চলার দিক নির্দেশনা ও বেঁচে থাকার জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা প্রদান করেছেন তা প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার অস্তিত্বের সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ। বরং এ বিশ্বের প্রত্যেক অনু-পরমাণু সাক্ষ্য বহন করে যে, এ নিখিল সৃষ্টজীবের একক স্রষ্টা হচ্ছেন মহান আল্লাহ। যেমন বলা হয়ঃ

“প্রত্যেক বস্তুর মাঝেই রয়েছে তাঁরই নিদর্শন, বুঝিয়ে দেয় যে, তিনিই একক সুমহান।”^{২৮}

৬. নবী রাসূলগণের মু'জিয়াত বা অলৌকিক বস্তু লাভ করা ছিল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহুর অস্তিত্বের উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য প্রমাণ।

৭. দুনিয়াতে কোন মানুষ কঠিন বিপদে মুখীভবে আক্রান্ত হলেই আল্লাহর নাম তার যবান থেকে বের হয়ে আসে এবং আল্লাহর নিকট তা হতে পরিত্রাণ পেতে করুণভাবে আর্তনাদ করে থাকে। এটাও মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের এক উজ্জ্বল প্রমাণ।^{২৯}

২৮. প্রাণ্ডক্ত ২৮-৩২।

২৯. শারহু ছালাছাতিল উছুল ৮২-৮৪ পৃঃ।

ثالثًا: التعريف بالرب

তৃতীয়তঃ রবের সংজ্ঞা

الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور- (شرح ثلاثة الأصول للعلامة محمد بن صالح العثيمين ص ٥١).

“আররাবু হুয়া আল খালিকু আল মালিকু আল মুদাব্বিরু লিজামিয়িল উমূরি”

অর্থাৎ: রব তিনিই যিনি সৃষ্টিকর্তা, বাদশাহ, সমস্ত কার্যক্রমের একক ব্যবস্থাপক।^{৩০}

أو الرب هو المعبود اى هو الذى يستحق أن يعبد . (المرجع السابق)

অথবা “আররাবু হুয়া আলমা’বুদু আয় হুয়াল্লাযী ইউসতাহাক্কু আয় ইউ’বাদা”।

অর্থাৎ রব তিনিই যিনি মা’বুদ তথা যিনি একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত।^{৩১}

رابعًا: التعريف بتوحيد الربوبية

চতুর্থতঃ তাওহীদুর রব্বিয়াতের সংজ্ঞা

“هو توحيد الله تعالى بأفعاله، أى الإقرار الجازم بأن الله تعالى ربّ كلّ شيءٍ ومليكه، وخالقه ومُدَبِّرُهُ والمُتَصَرِّفُ فيه” (مجموعة التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب ص ٧، والجديد في شرح كتاب التوحيد للقرعاوي ص ١٧).

৩০. শারহু ছালাছাতিল উছুল আলামা মুহাম্মদ বিন হালিহ আল উছাইমীন প্রণীত ৫১ পৃঃ।

৩১. প্রাণ্ডক্ত-৫১ পৃঃ।

১-“হুয়া তাওহীদুল্লাহি তা‘আলা বিআফআ‘লিহি, আয় আল ইক্বারাকুল জাযিম বিআন্বাল্লাহা তা‘আলা রাব্বু কুল্লি শাইয়িন অমালীকুহু অখালেকুহু অমুদাব্বিরুহু অলমুতাছাররিফু ফীহি” আল্লাহ তা‘আলা এক তাঁর সকল কার্যক্রমে অর্থাৎ একথা দৃঢ়ভাবে স্বীকার করা যে, তিনি সেই মহান সত্তা যিনি সকল বস্তুর একক প্রতিপালক, বাদশাহ, স্রষ্টা, ব্যবস্থাপক এবং সংস্থাপক বা পরিচালক।”^{৩২}

২. “أَوْ إِفْرَادُ اللَّهِ تَعَالَى فِي رُبُوبِيَّتِهِ كَالْحَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ وَ

غَيْرَهَا،

২. অথবা ইফরাদুল্লাহি তা‘আলা ফী রবুবিয়াতিহী কালখাল্কি, অররিয়কি, অল্ইহ্ইয়ায়ি, অল্ইমাতাতি অগাইরিহা।

অর্থাৎ “আল্লাহ তা‘আলা এক তাঁর প্রভুত্বে, সৃষ্টিতে, জীবিকা সরবরাহে, জীবন দানে ও জীবন হনন প্রভৃতিতে”

৩. “أَوْ إِفْرَادُ اللَّهِ تَعَالَى فِي أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ فِي الْحَلْقِ وَالْمُلْكِ وَالْتَّدْيِيرِ

(شرح العقيدة الواسطية ص ২১ وانظر فتاوى العقيدة لابن عثيمين ১/১৮).

৩. অথবা ইফরাদুল্লাহি তা‘আলা ফী উমুরিন ছালাছাতিন ফিল খালকি অলমুলকি অত্তাদবীরি। অর্থাৎ “আল্লাহ তা‘আলা এক তিনটি বস্তুতে, যেমন সৃষ্টিতে, রাজত্বে এবং ব্যবস্থাপনায় বা পরিচালনায়।”^{৩৩}

৩২. মাজমু‘আতুত তাওহীদ দাঈশ শতাব্দীর সংস্কারক ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব প্রণীত ৭ পৃঃ, আল্ জাদীদ ফী শারহি কিতাবিত তাওহীদ শাইখ ক্বারআবী প্রণীত ১৭ পৃঃ।

৩৩. শারহু আলআক্বীদাতিল ওয়াছিত্বিয়া ২১পৃঃ, ফাতাওয়া আলআক্বীদা ইবনু উছাইমীন প্রণীত ১ম খণ্ড ১৮ পৃঃ।

خامسًا: إثبات ربوبية الله تعالى

পঞ্চমতঃ আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্ব সাব্যস্ত করণ

قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق الباريء والمصور باري البرايا منشيء الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق أي وإثبات ربوبيته بأنه رب كل شيء ومليكه، ورب الأولين والآخرين، ورب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والأرضين وما بينهما، رب العالمين، رب الآخرة والأولى، مالك الملك، فلا شريك له في ملكه يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويصل من يشاء ويقطع من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرًا وإناثًا ويجعل من يشاء عقيمًا إنه عليم قدير، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يحيي الأرض بعد موتها، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسيٍّ، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهو على كل شيء عليم، لا رادَّ لقضائه، ولا مضاد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا شريك له في ملكه، ولا إله غيره ولا رب سواه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(انظر معارج القبول ٧٥/١-٧٨ والعقيدة الصافية ص ٢٤٠).

শাইখ হাফেয আল হাকামী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, তিনিই অতি সম্মানিত মহান পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, সমস্ত সৃষ্টজীবের

বিনা পূর্ব আনুরূপ্যে একক সূচক। তাঁর প্রভুত্ব সাব্যস্ত করণ হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ্ সকল বস্তুর প্রভু এবং বাদশা, তিনি সৃষ্টির সূচনা ও সমাপ্তির মালিক। তিনি দু' উদয়াস্থল ও দু' অস্তাস্থলের মালিক। তিনি সাত আসমান ও যমীনসমূহ এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে তার প্রভু। তিনি জগৎসমূহের প্রভু। তিনি দুনিয়া এবং আখেরাতের প্রভু। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর রাজত্বে কোন অংশীদার নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা রাষ্ট্র দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা রাষ্ট্র ছিনিয়ে নেন। তিনি সম্মান দানকারী, তিনি সম্মান হননকারী।

যে হিদায়াতের পথে অগ্রসর হয় তিনি তাকে হিদায়াত প্রদানকারী, যে হিদায়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি তাকে ভ্রষ্টকারী। তিনি যাকে যা ইচ্ছা প্রদান করেন এবং যাকে যা ইচ্ছা বারণ করেন। তিনি বন্ধনকারী, তিনি কর্তনকারী। তিনি যাকে ইচ্ছা ধন-দৌলত সংকোচন করে দেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা ধন-দৌলত বৃদ্ধি করে দেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন, যাকে ইচ্ছা ছেলে দান করেন, যাকে ইচ্ছা ছেলে ও মেয়ে উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধা করে দেন, তথা যাকে ইচ্ছা ছেলে মেয়ে কিছুই দেন না। তিনি মহা জ্ঞানী, মহা শক্তিশালী। তিনি রাতকে দিবসে পরিণত করেন এবং দিবসকে রাতে পরিণত করেন। তিনি জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবন্তের ভেতর থেকে বের করেন। তিনি মৃত যমীনকে জীবিতকারী। তিনিই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র এ সবার একক নিয়ন্ত্রক। প্রত্যেকেই সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিচরণ করবে। তিনি আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপক এবং আসমান ও যমীনের সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। তিনিই এককভাবে বিচারপতি এবং ন্যায় বিচারক। তিনিই সব সমস্যার সমাধানকারী। তাঁর ফয়ছালাতে কারো কথা বলার ক্ষমতা নেই। তাঁর হুকুমতে (বিধান প্রণয়নে) কারো হাত নেই। তাঁর রাজত্বে প্রতিশোধ গ্রহণকারী কেউ নেই।

তাঁর রাজত্বে কোন অংশীদার নেই। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই ও তিনি ছাড়া কোন প্রকৃত প্রভু নেই। তিনি যা চান

তাই করেন এবং তিনি যা চান না তা করেন না। অতি মর্যাদাসম্পন্ন মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ভরসা নেই, কোন শক্তি নেই।^{৩৪}

قال العلامة ابن القيم: فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم، وجزاء محسنهم بإحسانه، ومسيئهم بإساءته (انظر مدارج السالكين لابن القيم ١/٦٨).

আল্লামা ইবনু ক্বাইয়িম বলেছেন যে, আল্লাহর প্রভুত্ব বান্দাদের প্রতি আদেশ, নিষেধ এবং তাদের সৎকর্ম সম্পাদনের উত্তম প্রতিফল আর অসৎ কর্মের পরিণাম স্বরূপ শাস্তি প্রদানের দাবী রাখে।^{৩৫}

قال الشيخ سيد عبد الغني: فالخلق كلهم عبيد ربوبيته سبحانه وتعالى، قال تعالى: “إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَانَ عَبْدًا” (مريم- ٩٣ آية، وانظر العقيدة الصافية ص ٢٤١).

শাইখ সাইয়িদ আবদুল গনী বলেছেন যে, প্রত্যেক প্রাণীই আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলার প্রভুত্বের দাস। আল্লাহ তা'আলার বাণী : “আসমান যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই রাহমানের নিকট দাসরূপে উপস্থিত হবে”।^{৩৬}

سادساً: الأدلة على توحيد الربوبية

ষষ্ঠতঃ তাওহীদুর রবুবিয়াতের দলীলসমূহ

قال الله تعالى: “الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝” (الفاتحة - ১ - ৩).

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র জগৎসমূহের প্রতিপালকের জন্যে। যিনি অতিশয় দয়ালু, পরম করুণাময়, ক্বিয়ামত দিবসের মালিক।^{৩৭}

৩৪. মা'আরিজুল ক্বাবুল শাইখ আল হাকামী প্রণীত ১ম খণ্ড ৭৫-৭৬ পৃঃ এবং আল্ আক্বীদাহ্ আছছাফিয়া ২৪০ পৃঃ।

৩৫. দেখুন মাদারিজুস সালেকীন ইবনুল ক্বাইয়িম প্রণীত ১ম খণ্ড ৬৮ পৃঃ।

৩৬. মারইয়ামঃ ৯৩ আয়াত, দেখুন আলআক্বীদা আছছাফিয়া ২৪১পৃঃ।

وقوله جل وعلا: “لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ”. الآية (الجاثية - ٢٧)

মহান আল্লাহর বাণীঃ আসমানসমূহ ও যমীনের এককভাবে রাজত্ব শুধুমাত্র আল্লাহর। (আল জাছিয়াঃ ২৭ আয়াত)।

وقال تعالى: “إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ” (الأعراف- ০৫).

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ অবশ্যই তোমাদের রব্ব আকাশ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসের আচ্ছাদন করেন, দ্রুত গতিতে একে অন্যের অনুসরণ করে। আর চন্দ্র, সূর্য ও তারকাপুঞ্জ তাঁরই হুকুমের অধীনে। জেনে রাখো! সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। বরকতময় আল্লাহ সমস্ত দুনিয়ার পালনকর্তা।^{৩৭}

وقال تعالى: “إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ” (الذاريات- ০৮).

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ কেবল মাত্র আল্লাহই রিযিকদাতা, মহাশক্তিধর।^{৩৮}

উক্ত ‘তাওহীদুর রুবুবিয়া’ মক্কার মুশরেকরাও স্বীকার করতো। তাদের মনে প্রাণে এ বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহই কেবল মাত্র হায়াত দানকারী, মৃত্যু দানকারী। বৃষ্টি বর্ষণকারী, রিযিকদানকারী, কল্যাণকারী, অকল্যাণকারী এবং তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টিকারী। তিনিই এককভাবে সব কিছুর ব্যবস্থাপক। তাদের এ বিশ্বাসের দলীলসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

৩৭. আল ফাতিহাঃ ১ - ৩ আয়াত।

৩৮. আল-আ‘রাফঃ ৫৪ আয়াত।

৩৯. আয্ যারিয়াতঃ ৫৮ আয়াত।

قال الله عز وجل: “قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، (يُونُس- ۳۱).

মহান আল্লাহ বলেনঃ (হে নবী) বলুন! কে আসমান ও যমীন থেকে তোমাদের জীবিকার সংস্থান করে থাকেন? অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি কার কর্তৃত্বাধীন? কে জীবন্তকে মৃত থেকে আবির্ভূত করেন এবং মৃতকে জীবন্ত থেকে আবির্ভূত করেন? আর কে সেই মহান সত্তা যিনি সকল বিষয়ের সুনিয়ন্ত্রণ করেন। তখন তারা অবশ্যই বলবে (তিনি হচ্ছেন) আল্লাহ। সেহেতু! আপনি বলুন এর পরও তোমরা মুন্সাক্বী (ভীতি বিহীন) হওনা কেন?^{৪০}

قال تعالى: “وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

আল্লাহ বলেনঃ আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ, তবুও তারা যাচ্ছে কোথায়?^{৪১}

وقال أيضًا: “وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ..

তিনি আরো বলেনঃ আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, আসমান যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ!^{৪২}

মক্কার মুশরিকরা এ তাওহীদ বিশ্বাসের ফলেও তারা ইসলামে দীক্ষিত হতে পারেনি। এর কারণ তারা তাওহীদে উলুহিয়াতে (দ্বিতীয় প্রকার তাওহীদে) বিশ্বাসী ছিল না। বরং তারা আল্লাহর সংগে অন্য বস্তুকে যেমন মূর্তিকে মাধ্যম বা শাফা'আতকারী হিসাবে গ্রহণ করত।

এ মর্মে নিম্নের দলীলসমূহ প্রণিধানযোগ্য

৪০. ইউনুসঃ ৩১ আয়াত।

৪১. আয্ যুখরুফঃ ৮৭ আয়াত।

৪২. আয্ যুমারঃ ৩৮ আয়াত প্রভৃতি আয়াতসমূহ।

وقال سبحانه وتعالى: "وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ" (يونس - ١٨).

আল্লাহ সুবহানাহু অত্যাঁচা বালেনঃ তারা আল্লাহ ছাড়া ঐকরুপ বস্তুর ইবাদত করে, যা তাদের অপকারও করতে পারেনা ঐবং উপকারও করতে পারেনা। তারা বলে ঐগুলি আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।^{৪৩}

وقال أيضًا: "وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى" (الزمر - ٣).

তিনি আরো বালেনঃ যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যান্যদেরকে অলী বা রক্ষকরুপে গ্রহণ করেছে তারা বলে, আমরা তাদের ইবাদত ঐজন্য করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।^{৪৪}

ঐছাড়া তারা বিপদে আল্লাহর নিকট দু'আ করতো আর যখন বিপদ মুক্ত হত তখন শির্ক করত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঐ পর্যায়ে তাদের সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করেছেনঃ

وقال جل وعلا: "فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ" (العنكبوت - ٦٥).

মহান আল্লাহ বালেনঃ অতঃপর তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন তারা দ্বীনকে খালেছ করে ঐকনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নিকট দু'আ করে। আর যখন আল্লাহ তাদেরকে স্থলে পৌঁছিয়ে নাজাত দান করেন, তখন তারা শির্ক করে।^{৪৫} সূরা ইউনুসের ২২ আয়াতে ঐরুপভাবে তাদের বিপদাবস্থায় আল্লাহকে ডাকার কথা ঐসেছে। ফলে তাদের রবুবিয়াত তথা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে তাওহীদ বিশ্বাসে কোনই উপকার হয়নি বরং তারা মুশরিকই ছিল। আর তাইতো বিশ্বনবী তাদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।

৪৩. ইউনুসঃ ১৮ আয়াত।

৪৪. আয-যুমারঃ ৩ আয়াত।

৪৫. আল আনকাবুতঃ ৬৫ আয়াত।

المقارنة بين مُشركي مكة وبعض مُسلمي اليوم

তুলনাঃ (COMPARE)

বর্তমান যুগের কতিপয় মুসলিম ও তদানীন্তন কালীন মক্কার মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়:

(১) আরবের মুশরিকরা বিপদে মুছীবিতে এককভাবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতো। আর বিপদমুক্ত হলে মূর্তির শরণাপন্ন হত।^{৪৬}

পক্ষান্তরে উপমহাদেশের অনেক মুসলিম বিপদে আপদে আল্লাহর পরিবর্তে পীর, দরবেশের কবর মাযারে কিংবা জীবিত বা মৃত অলীদের কাছে সাহায্য চায় এবং আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে, যা বাস্তবে প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হচ্ছে। (নাউয়ুবিল্লাহি মিন যালিক)।

(২) আরবের কুরাইশরা তাওহীদে উল্লেখ্য্যতে বিশ্বাসী ছিল না। কিন্তু তাওহীদে রবুবিয়্যতে বিশ্বাসী ছিল তথা মহান আল্লাহকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীরূপে গ্রহণ করত।^{৪৭} আর বর্তমানে উপমহাদেশের কতিপয় মুসলিম খাঁটিভাবে কোনটাতেই বিশ্বাসী নয়।

(৩) সে যুগের কুরাইশগণ বলত, পৃথিবী পরিচালনা করেন আল্লাহ।^{৪৮} পক্ষান্তরে বর্তমানে উপমহাদেশের কথিত কতিপয় মুসলিম বলে যে, পৃথিবী পরিচালনা করে চার জন অলী। যাদেরকে তারা গাউছ, কুতুব ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করে থাকে।^{৪৯} والعياذ بالله

৪৬. দলীল ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যেমনঃ আল আনকাবূতঃ ৬৫ আয়াত এবং ইউনুসঃ ২২ আয়াত।

৪৭. দলীল সূরা আযযুমারঃ ৩৮ আয়াত, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৮. দলীল সূরা ইউনুসের ৩১ আয়াত, যা অতিবাহিত হয়েছে।

৪৯. দেখুন আরকানুল ইসলাম অল-ঈমান আল্লামা মুহাম্মদ বিন জামীল প্রণীত ৮৪ পৃঃ।

القسم الثاني: توحيد الألوهية

দ্বিতীয় প্রকারঃ তাওহীদুল উলুহিয়াহ (দাসত্বের ক্ষেত্রে একত্ব)

প্রথমতঃ 'ইলাহ'-র অর্থ

ইলাহ-র আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক ঐ বস্তু যা মা'বুদ রূপে গ্রহণ করা হয়। এর বহুবচন হ'ল আলিহা।^{৫০}

শাইখ সুলাইমান আত-তামীমী রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় গ্রন্থ তাইসীরে ইলাহ-র ব্যাখ্যায় ইসলামী মনীষীবৃন্দের উক্তি উল্লেখ করেছেন। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তা উপস্থাপন করা হলোঃ

১. আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা ইলাহ-র ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টজীবের উপর এককভাবে দাসত্বের এবং উপাস্যের হক্‌দার।

২. আল্লামা কুরতুবী বলেছেন যে, ইলাহ-র অর্থ হচ্ছে যার ইবাদত করা হয়।

৩. যামাখশারী বলেছেন যে, ইলাহ শব্দটি ইসমে জিন্স (জাতি বাচক বিশেষ্য) যা প্রত্যেক হক্ ও বাতিল মা'বুদের অর্থ বুঝায়। অতঃপর তা হক্ মা'বুদের অর্থে প্রাধান্য লাভ করেছে।

৪. অষ্টম শতাব্দীর সংস্কারক শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া এর দুটি অর্থ করেছেন। যথাঃ

ক. ইলাহ হলেন এমন মা'বুদ যাঁর আনুগত্য করা হয়।

খ. ইলাহর অর্থ হচ্ছে উপাস্য। আর উপাস্য বলা হয় এমন সত্তাকে যিনি একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত।

৫. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম বলেছেন যে, ইলাহ হলেন এমন সত্তা হৃদয়ের গভীর আগ্রহ, অতীব সম্মান, ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং ভয়-ভীতি, নম্রতা ও বিনয়ের সাথে আশা-ভরসা নিয়ে যাঁর ইবাদত করা হয়।

৬. মনীষী ইবনু রজব বলেছেন, ইলাহ হচ্ছেন তিনিই যাঁর আনুগত্য করতে হয়। তাঁর ভয়-ভীতি, সীমাহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা, মুহাব্বত ও মহানত্বের ফলে অবাধ্যাচরণ করা চলে না। আর তাঁর প্রতিই আশা-আকাঙ্ক্ষা ও পূর্ণ ভরসা রাখতে হয়। তাঁর কাছেই সব কিছু চাইতে হয় এবং তাঁর নিকটই দু'আ করতে হয়। এসব মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো জন্য আদৌ সমীচীন নয়।

৭. ইমাম আল বাক্বায়ী বলেছেন যে. ইলাহ তিনিই যিনি সত্য মা'বুদ।^{৫১}

ثَانِيًا: التعريف بتوحيد الألوهية

দ্বিতীয়তঃ তাওহীদুল উলূহিয়াহর সংজ্ঞা

(১) هو "تَوْحِيدُ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَفْعَالِ عِبَادِهِ" أي: إفراد الله تعالى في أفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب كالدعاء، أو إفراد الله تعالى في ألوهيته مثل الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالتَّذَرُّعِ وَالْخَوْفِ وَالِاسْتِغَاثَةِ وَغَيْرِهَا بِأَنْ لَا يَتَّخِذَ الْإِنْسَانُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا يَعْبُدُهُ وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ كَمَا يَعْبُدُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ، لَا لِمَلِكٍ مَقْرَبٍ، وَلَا لِنَبِيٍّ مَرْسَلٍ، وَلَا لَوْلِيٍّ صَالِحٍ، وَلَا لِأَيِّ أَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَصَحُّ إِلَّا لِلَّهِ -عز وجل -، (انظر مجموعة التوحيد للشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ص ٨، ومجموع فتاوى للشيخ ابن العثيمين رحمهم الله - ٢٠/١ - ٢١، وشرح ثلاثة الأصول له - ص ٤٠ وحاشية الدروس المهمة للشيخ أحمد الطويان ص ٦٩).

১. তাওহীদুল্লাহি তা'আলা ফী আফ'আলি 'ইবাদিহি। অথবা ইফরাদুল্লাহি তা'আলা ফী উলূহিয়াতিহী। মিছলুর রুকুয়ি, অসসুজুদি,

অনুযায়ী, অলখাওফি, অলইছতিগাছাতি অগাইরিহা)। অর্থঃ তাওহীদুল উলুহিয়াহ হচ্ছে এই যে, বান্দার (ধর্মীয়) কর্মসমূহে আল্লাহর একত্ব প্রকাশ করা। অর্থাৎ বান্দাগণ যে সকল ধর্মীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে তা এককভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই হয়। যেমনঃ আল্লাহর নিকট দু'আ করা। অথবা তা হচ্ছে দাসত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করা। যেমন রুকু', সাজদা, মানত, ভয় এবং আশ্রয় প্রার্থনা প্রভৃতিতে কোন মানুষ আল্লাহর সাথে আর কারো ইবাদত করবে না এবং কারো নৈকট্য অর্জন করবে না। যেভাবে আল্লাহর ইবাদত করা হয় এবং নৈকট্য লাভ করা হয় তদরূপ আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত ও নৈকট্য লাভের আশা করবে না। (অর্থাৎ ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না)। তিনি কোন সম্মানিত ফেরেস্তা হোন না কেন, অথবা কোন প্রখ্যাত নবী বা রাসূল, বা বিখ্যাত অলী-দরবেশ, বা পৃথিবীর যে কেউ হোন না কেন। কোন ক্রমেই আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদাতের হক্কদার হতে পারেনা। তাই এককভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর উপাসনা করবে। এ জন্যেই এ তাওহীদকে দাসত্বের ক্ষেত্রে একত্ব বলা হয়।^{৫২}

২. هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة.

(الجديد في شرح التوحيد - ص ১৭ وانظر القول المفيد لفضيلة الشيخ

ابن عثيمين رحمه الله ১/ ৯).

২. অথবা তাওহীদে উলুহিয়াহ ঐ তাওহীদকে বলা হয়, যাতে বান্দা তার প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সকল প্রকার ইবাদাত এককভাবে কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যেই সাব্যস্ত করবে।^{৫৩}

৫২. মাজমু'আতুত তাওহীদ ইবনু তাইমিয়াহ ও মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব প্রণীত ৮ পৃঃ এবং মাজমু' ফাতাওয়া শাইখ ইবনু উছাইমীন প্রণীত ১ম খণ্ড ২০-২১ পৃঃ, তাঁর প্রণীত শরহু ছালাছাতিল উসূল- ৪০ পৃঃ এবং হাশীয়া (টীকা) দুররুসুল মুহিম্মা শাইখ আহমাদ প্রণীত ৬৯ পৃঃ।

৫৩. আল জাদীদ ফী শারহিত তাওহীদ ১৭ পৃঃ এবং দেখুন আল ক্বাউলুল মুফীদ আল্লামা ইবনু উছাইমীন প্রণীত ১ম খণ্ড ৯ পৃঃ।

ثالثًا: الأدلة على توحيد الألوهية

তৃতীয়তঃ তাওহীদুল উলূহিয়ার দলীলসমূহ

وقد علمنا الله تعالى في الفاتحة: ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ (الفاتحة: ১-৫)।

আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদেরকে সূরা ফাতেহায় শিক্ষা দিয়েছেনঃ

“আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই।

আমাদেরকে সরল সোজা পথে পরিচালিত করুন।”^{৫৪}

قال تعالى: ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ

أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ (البقرة- ২১-২২)।

قال ابن كثير رحمه الله: بين الله سبحانه وتعالى هنا وحدانية ألوهيته،

بأنه تعالى أخرج عباده من العدم إلى الوجود وأسبغ عليهم النعم الظاهرة

والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشًا وأنزل لهم من السماء ماء عند

احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد،

رزقًا لهم ولأنعامهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره لهذا

قال تعالى: ”فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون“، أي لا تشركوا بالله غيره

من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم

غيره، (انظر تفسير ابن كثير ১/ ১৭৬-১৭৫)।

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার দাসত্ব কর। যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের

পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা আল্লাহ্ ভীতি অর্জন করতে পার। যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা আর আসমানকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য খাদ্য হিসাবে ফল-ফলাদি উৎপাদন করেছেন। সেহেতু তোমরা আল্লাহ্র সাথে অপর কাউকে সমকক্ষ করো না। অথচ তোমরা এসব বিষয়ে অবহিত আছ।^{৫৫}

ব্যাখ্যাঃ ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু অত্যাঁ আলা এখানে তাওহীদে উলূহিয়াহ (দাসত্বের ক্ষেত্রে একত্ব) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু তিনি তাঁর বান্দাদেরকে অনন্তিত্ব থেকে অন্তিত্বে আনয়ন করেছেন। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নি'আমতরাজীতে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। যমীনকে বিছানায় পরিণত করেছেন। আর আকাশকে ছাদে পরিণত করেছেন। আকাশ থেকে প্রয়োজনে পানি বর্ষণ করে থাকেন। অতঃপর তিনি উক্ত পানি দ্বারা তাদের ও তাদের জীব-জানোয়ারের আহার্য স্বরূপ বিভিন্ন প্রকার ফসল এবং ফল-মূল সৃষ্টি করে থাকেন যা বাস্তব। তাই সকলের উচিত তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে এককভাবে তাঁরই ইবাদত করা। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র সাথে আর কাউকে সমকক্ষ ভেবে অংশীদার সাব্যস্ত করো না যারা তোমাদের মোটেই কল্যাণ ও অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে না। বস্তুতঃ তোমরা তো ভালভাবেই অবগত আছ তিনি ছাড়া আর কেউ পালনকর্তা নেই যে, তিনি তোমাদেরকে জীবিকা প্রদান করবেন।^{৫৬}

وقال الله عز وجل: ”وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“

(البقرة-১৬৩)।

أي: أيها الناس إلهكم إله واحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعبوديته وخلقه له، (انظر التفسير الميسر ص ٢٤)।

৫৫. আল বাক্বারাঃ ২১-২২ আয়াত।

৫৬. তাফসীর ইবনু কাছীর ১ম খণ্ড ১৯৪-১৯৫ পৃঃ।

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ মহান আল্লাহ বলেনঃ (হে মানব সকল)! আর তোমাদের উপাস্য এমন উপাস্য যিনি তাঁর অস্তিত্বে, নাম ও গুণাবলীতে, প্রভুত্বে এবং দাসত্বে এক। তিনি ব্যতীত আর কোন হক্ব বা প্রকৃত মা'বুদ নেই, যিনি অতিশয় দয়ালু ও দাতা।^{৫৭}

وقال تعالى: "وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ..." (الإسراء-২৩).

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আপনার পালন কর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করো না।^{৫৮}

وقال أيضًا: "فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ..." (الزمر-২-৩).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ তিনি আরো বলেন যে, (হে রাসূল) আপনি ইখলাছ সহকারে আল্লাহর ইবাদত করুন। জেনে রাখুন ইখলাছপূর্ণ তথা শির্কমুক্ত ইবাদত এককভাবে আল্লাহর জন্যেই সুনির্দিষ্ট।^{৫৯}

وقال تعالى: "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ..."

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তাদেরকে কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করতে আদেশ করা হয়েছিল একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য দ্বীনকে খালেছ করে নিয়ে। (আল বায়্যিনাহঃ ৫ আয়াত)। এ প্রসঙ্গে আরো অগণিত দলীল রয়েছে।

وأما الحجج العقلية

আকুলী দলীল বা বাস্তব যুক্তি প্রমাণ

(১) : العقل يحكم بأن الله هو الخالق الرزاق، المحي والمميت، الضار

النافع، فيستحق أن يعبد ويرجى، ويخشى ويدعى، لا من كان مخلوقًا

৫৭. আল বাক্বারাহঃ ১৬৩ আয়াত, দেখুন তাফসীর আল মুইয়াসসার ২৪ পৃঃ।

৫৮. আল ইসরা বা বানী ইসরাঈলঃ ২৩ আয়াত।

৫৯. আয যুমারঃ ২-৩ আয়াত, দেখুন তাফসীর আল মুইয়াসসার ৪৫৮ পৃঃ।

ضعيفًا مفتقرًا معرضًا لحوادث الدهر ونوائب الزمان والتغير والموت
والفناء، ولو كان رسولاً أو ملكًا، لأن غير الله لا يستحق أن يعبد، مهما
علت درجته، وسميت منزلته،

এক : সাধারণ জ্ঞানই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলাই যেহেতু
সৃষ্টিকর্তা, রিযিক্দাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, কল্যাণকারী ও
অকল্যাণকারী, তাই তিনিই ইবাদতের একমাত্র হক্কদার। অতএব সকলের
উচিত হলো তাঁর নিকটই সর্বপ্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষা করা। তাঁকেই ভয়
করা এবং তাঁর কাছেই দু'আ করা। এ সকল ইবাদত কোন ক্রমেই অন্য
কোন সৃষ্টজীবের জন্য সাব্যস্ত করবে না, তারা নবী, রাসূল বা ফেরেস্টা
হোন না কেন! কেননা তার দুর্বল, মুখাপেক্ষী, কালের বিবর্তন ও যুগ
চক্রের পরিবর্তনে বিভিন্ন বাল্য-মুখীবতে আক্রান্তশীল, মৃত্যু ও ধ্বংসশীল।
তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টজীবের মান-মর্যাদা যত অধিকই হোক না
কেন, যত উচ্ছেই পৌছাক না কেন তারা কখনো ইবাদতের হক্কদার হতে
পারে না।

(২) : أن العبادات التي شرعها الله لعباده، من حكمها أنها تمثل
خضوع العبد وامتهاله لدي السلطة المطلقة، والإرادة التامة، والقوة
القاهرة، والعلم الشامل، وهذه الصفات لا توجد إلا في الإله العظيم.
ومن حكمها : أنها بمثابة الشكر للمنع، لأن الله تعالى أوجده من
العدم، ورباه بصنوف النعم، أعطاه العقل، والنطق، والإرادة، والعلم،
وكرمه على سائر المخلوقات. ومن المسلم به أن المحسن ينبغي أن يقابل
بالإحسان. وحيث أن العبد عاجز عن مكافأة خالقه، شكره على قدر
طاقته، باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وهذه هي العبادة.

দুইঃ আল্লাহ তা'আলা যে তাঁর বান্দার প্রতি তাঁর ইবাদত করা
নির্ধারিত করেছেন, তার পিছনে দুটি অন্তর্নিহিত হেতু পরিলক্ষিত হয়।

ক. ইবাদত প্রযোজ্য হবে কেবল তাঁরই যিনি সমস্ত রাজত্বের অধিকারী। যখন যা ইচ্ছা তখন তাই যিনি করতে সক্ষম। যিনি সীমাহীন ক্ষমতাবিশিষ্ট এবং যার জ্ঞান ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে সকল কিছুকে বেষ্টনকারী। এ সকল গুণাবলী মহান ইলাহ তথা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো মাঝে নেই। আল্লাহু আকবার!

খ. ইবাদত করা এটা যেন নি'আমতদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র। কেননা আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে অনন্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন। (সামান্য শুক্র হতে মানুষে পরিণত করেছেন)।

বিভিন্ন নি'আমত দ্বারা তাকে প্রতিপালন করেছেন। তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি, বাকশক্তি, ইচ্ছা পোষণ করার ক্ষমতা ইত্যাদি প্রদান করেছেন। তাকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে অনুগ্রহের দ্বারা। অথচ বান্দা তার স্রষ্টার অনুগ্রহের বদলা প্রদানে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই তার উচিত সাধ্যমত স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর সে কৃতজ্ঞতার রূপ-রেখা হবে আল্লাহর আদেশসমূহ পালন করা এবং নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে দূরে থাকা। আর এটাই হচ্ছে মূলতঃ ইবাদত।

(৩): أَنْ الْعَابِدِ كَمَا أَنَّهُ يَشْكُرُ مَوْلَاهُ بِعِبَادَتِهِ، فَهُوَ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ يَطِيعُهُ بِالْإِمْتِثَالِ بِمَا أَمَرَ، وَالْإِنْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى، رَاجِيًا رَحْمَتَهُ، وَخَائِفًا مِنْ عَذَابِهِ، لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بَدَ أَنْ يَحْيِيَهُ اللَّهُ وَيَجْازِيَهُ بِأَعْمَالِهِ.

তিন : বান্দা তাঁর প্রভুর ইবাদতে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এর সাথে সাথে সে তার মহান প্রতিপালকের রহমত বা অনুকম্পার প্রত্যাশী হবে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করবে। কেননা সে নিশ্চিতরূপে জানে যে, অবশ্যই তাকে আল্লাহ পুনরায় জীবিত করবেন এবং তার আমল বা আনুগত্যের প্রতিফল প্রদান করা হবে।

(৬): لَوْ كَانَتْ عِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ جَائِزَةً، لَمَا أَرْسَلَ اللَّهُ الرُّسُلَ، وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ، وَأَمَرَ بِجِهَادِ الْمُشْرِكِينَ، وَإِبَاحِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

চার : যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের ইবাদত বৈধ হত, তাহলে বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ্ তা'আলা কোন রাসূল প্রেরণ করতেন না। আসমানী গ্রন্থরাজী অবতীর্ণ করতেন না। মুশরেকদের সাথে জিহাদ করার আদেশ দিতেন না এবং তাদেরকে হত্যা করা ও তাদের ধন-সম্পদ ভোগ করা বৈধ ঘোষণা করতেন না।

এছাড়া শাইখ ইবনু হাজার সূরা আররুমের ২৮ নং আয়াতের তাফসীরে কুরতুবীর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন আর তাহলো এই যে,
 هل يرضى أحدمنكم أن يكون مملوكه شريكه في ماله وأهله،
 فإذا لم ترضوا بهذا لأنفسكم فكيف جعلتم لله شركاء
 ؟(تفسير القرطبي ٢٣/١٤ وانظر العقائد السلفية لأحمد بن حجر ١/٤٦-٤٨).

তোমাদের কেউ কি কোন দিন তার সম্পদে এবং স্ত্রীতে কারো দাসকে বা গোলামকে অংশীদার করতে রাযী থাকবে? কস্মিনকালেও তা কেউ রাযী হবে না। তাহলে কিভাবে তোমরা নিজেরা আল্লাহ্‌র জন্য (যা খাছ বা নির্দিষ্ট তথা ইবাদতে) অপরকে (অলী, আউলিয়া, পীর, দরবেশ, নবী-রাসূল, ফেরেস্তা প্রভৃতিকে) শরীক স্থাপন কর?°

এ তাওহীদুল উলুহিয়াহকেই (তথা ইবাদত এককভাবে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা তাতে কাউকে শরীক না করা) মক্কার মুশরিকরা অস্বীকার করেছিল!

এ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যেই সকল নবী ও রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল, এ জন্যেই সকল আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছে। আশিয়া ও রাসূলগণ তাদের স্ব-স্ব জাতিকে এ তাওহীদের মাধ্যমেই দাওয়াত গুরু করেছেন।

এমর্মে বিশ্ব নিয়ন্তা মহান আল্লাহ্‌র বাণী যেমনঃ

وقال تعالى: “وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ” (الأنبياء- ২০).

৬০. তাফসীর কুরতুবী ১৪তম খণ্ড ২৩ পৃঃ এবং দেখুন আল আক্বায়িদুস-সালাফিয়া শাইখ আহমাদ ইবনু হাজার প্রণীত ১ম খণ্ড ৪৬-৪৮ পৃ।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তাকেই এ প্রত্যাদেশ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদাত কর। (আল আশ্বিয়া ২৫ আয়াত)।

وقال سبحانه وتعالى: ”وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ“ (النحل-৩৬)।

আল্লাহ্ সুবহানাহু অতা‘আলা বলেনঃ প্রত্যেক উম্মতের নিকট আমি রাসূল প্রেরণ করেছি এ কথা বলার জন্য যে, তোমরা সকলে আল্লাহ্র ইবাদাত কর এবং গাইরুল্লাহ্র ইবাদাত থেকে দূরে অবস্থান কর। (আন নাহলঃ ৩৬ আয়াত)।

وقال أيضًا: ”شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ (العمران - ১৮)।

আল্লাহ্ সুবহানাহু অতা‘আলা আরো বলেনঃ “আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই। ফেরেস্টাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন (প্রকৃত) ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।”^{৬১}

সুতরাং এ তাওহীদ জানা ও বুঝা সকলের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ সকলকে শক্তি প্রদানকারী।

رابعًا: عدم معرفة توحيد الألوهية سبب في وقوع الشرك غالبًا

চতুর্থতঃ তাওহীদুল উলূহিয়াহ না জানার কারণে মুসলিম ব্যক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শির্কে পতিত হয়

যে রূপ আল্লাহ তা‘আলা সূরা ইউসুফের ১০৬ আয়াতে বলেছেন যে,
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: “وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ”

“তাদের মধ্যে অনেক মুমিনগণও শির্ক করে।”^{৬২}

বর্তমান কালের অনেক নামধারী মুসলিম ব্যক্তি এ তাওহীদকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করে। জেনে কিংবা না জেনে। আর তাই তারা আল্লাহর সাথে অপরকে ইবাদাতে শরীক করে। যেমনঃ জ্বিন, অলী, আওলীয়া, পীর, নবী, রাসূল, ফেরেস্তা এবং কবরবাসী প্রভৃতিদের ইবাদাত করে। তথা তাদের নিকট সাহায্য চায়, মৃত অলী-দরবেশদেরকে ভয় করে (ফলে গাড়ী থামিয়ে মাযারে টাকা দেয়।) তারা কবরবাসীকে কল্যাণকারী এবং অকল্যাণকারী মনে করে। বিভিন্ন বালা-মুছীবতে তাদের জন্য মানত করে। তাদের নৈকট্য লাভে জীব-জানোয়ার যবেহু করে এবং বিপদ-আপদে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এভাবে যারা জেনে বুঝে গাইরুল্লাহর ইবাদাত করে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়! (আল্লাহ রক্ষা করুন)!

خامسًا: عواقب الشرك وخيمة : منها

পঞ্চমতঃ শির্কের কারণে মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয় যেমনঃ

١. أن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه.

(১) শির্কি পাপ আল্লাহ বিনা তাওবায় ক্ষমা করেন না

দলীল

قوله تعالى: “إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا” (النساء-৬৮).

আল্লাহ্ তা‘আলার বাণীঃ আল্লাহ্ তাঁর সাথে শিক্ করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না। তবে এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের গুনাহ্ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে থাকেন। আর যে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীস্থাপন করল সে লিপ্ত হলো মহা পাপে।” (আন্‌ নিসাঃ ৪৮ আয়াত)।

قال الله عز وجل: “إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا” (النساء- ১১৬)।

মহান আল্লাহ্ বলেন : “নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে অপর কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে (শিক্ পাপ করে)। এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন। যে আল্লাহ্‌র সাথে অংশীস্থাপন করে, সে দূরবর্তী ভ্রান্তিতে পতিত হয়।”

(আন্‌ নিসাঃ ১১৬ আয়াত)।

আসমানের নিচে যমীনের উপরে যত পাপ বা অপরাধ রয়েছে শিক্ তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় পাপ, উপরোক্ত আয়াতদ্বয় তার প্রমাণ।

এতদ্ব্যতীত এ মর্মে হাদীছ থেকে দলীল

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكَبَائِرِ، قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ: قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ...” الحديث، (متفق عليه وانظر صحيح الجامع ١/٥١٣)।

রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন যে, আমি কি তোমাদেরকে সর্বাপেক্ষা বড় পাপ সম্পর্কে সংবাদ দেব না? ছাহাবীগণ বললেনঃ জ্বি হাঁ। (তখন) তিনি বললেন যে, সর্বাপেক্ষা বড় পাপ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে অপর কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা।^{৬৩}

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “أَيُّ الذَّنْبِ أَكْثَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ...” الحديث (متفق عليه)।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ হতে বর্ণিত, একদা এক লোক রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করল, সর্বাপেক্ষা মহা পাপ কোনটি? রাসূল বললেন যে, তা হচ্ছে আল্লাহর জন্য শরীক বা অংশী স্থাপন করা। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন ...।^{৬৪}

(২) إِنَّ الشِّرْكَ أَكْظَمُ الظُّلْمِ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ

(২) শির্ক দুনিয়ার বুকে সর্বাপেক্ষা বড় যুল্ম বা অত্যাচার

দলীল

قال الله تعالى: "إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" (لقمان - ১৩).

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "অবশ্যই শির্ক মহা যুল্ম।" (লুৎমান ১৩ আয়াত)

(৩) الشِّرْكَ يَحْبِطُ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ.

(৩) শির্কে যাবতীয় আমল ধ্বংস করে দেয়

দলীল

قال الله عز وجل: "وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"

আল্লাহ বলেনঃ "তারা (নবীগণও) যদি শির্ক করত, তবে তাদের কৃত যাবতীয় আমল ধ্বংস হয়ে যেত।" (আল্ আনআমঃ ৮৮ আয়াত)।

قال سبحانه وتعالى: "وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ

أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ" (الزمر - ৬৫).

আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ "আমি আপনার নিকট এবং আপনার পূর্ববর্তীদের নিকট এ প্রত্যাদেশ করেছি যে, যদি আপনি শির্ক করেন তাহলে অবশ্য অবশ্যই আপনার সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আপনি নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।" (আয্ যুমারঃ ৬৫ আয়াত)।

৬. إن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك وأنه خالد مخلد في نار جهنم

(৪) আল্লাহ্ সৎবাদ দিয়েছেন যে মুশরেকের জন্য জান্নাত হারাম এবং শির্কের ফলে সে চিরদিন জাহান্নামে জ্বলবে

দলীল

قال الله تعالى: "إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ" (المائدة - ৭২).

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ “বস্তুতঃ যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। আর তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।” (আল মায়িদাঃ ৭২ আয়াত)। উক্ত আয়াতে যালিম বলতে শির্ককারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। যে রূপ আল্লাহ সূরা লুকমানে বলেছেন যে, শির্ক হচ্ছে অবশ্যই বড় যুলুম (আয়াতটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)। তাই শির্ককারী হচ্ছে যালিম।

(৫). المشرك حلال الدم والمال للجهة المختصة فقط !

(৫) মুশরিক ব্যক্তির মাল-সম্পদ ও জীবন নাশ বৈধ হয়ে যায়।

দেশের সরকারের জন্য, সবার জন্য নয়।

দলীল

قال تعالى: "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ" (التوبة-৫).

আল্লাহ্ বলেন : “তোমরা মুশরিকদেরকে হত্যা কর যেখানে তাদেরকে খুঁজে পাও। তাদেরকে পাকড়াও কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওৎ পেতে বসে থাক।” (আত তাওবাঃ ৫ আয়াত)। [এ নির্দেশ যুদ্ধের সময় প্রযোজ্য]

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا" (رواه البخاري ومسلم).

নবী (ﷺ) বলেছেন যে, আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বলে যে, আল্লাহ ব্যতীত (প্রকৃত) কোন ইলাহ নেই। তাই যখন তা বলবে তখন আমি থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদে থাকবে ইসলামের হক্ তথা হদ ব্যতীত।^{৬৫}

শিরকের উপরোক্ত ধ্বংসাত্মক পরিণতির প্রেক্ষাপটে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন

قول العلامة ابن القيم: الشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل. فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل، كما قال الله عز وجل: "لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ" (الحديد-٢٥). ومن أعظم القسط التوحيد وهو رأس العدل وقوامه. وأن الشرك ظلم كما قال تعالى: "إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" (لقمان-١٣). فالشرك أظلم الظلم. والتوحيد أعدل العدل. فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر.

(انظر الجواب الكافي لابن قيم الجوزية ص ١٩٠-١٩١)

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম এর উক্তি হলোঃ শির্ক সর্বাপেক্ষা বড় যুলম, আর তাওহীদ সর্বোত্তম ইনছাফ। আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন যেন মানব সমাজ ন্যায় ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণীঃ আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট

নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি যাতে মানব সমাজ ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করে।

(সূরা হাদীদ ২৫ আয়াত)।

আর সর্বাপেক্ষা বড় ন্যায়-নীতি হচ্ছে তাওহীদ, আর তাওহীদই হচ্ছে ন্যায়ের সর্বোচ্চ মাপকাঠি ও তার ভিত্তি। আর শির্ক হচ্ছে যুলম বা অত্যাচার। যেমন আল্লাহ বলেনঃ অবশ্যই শির্ক মহা যুলম।

(লুক্‌মানঃ ১৩ আয়াত)।

তাই শির্ক হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় অত্যাচার। আর তাওহীদ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় ন্যায়। আর যা এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হবে তা-ই সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ বা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।^{৬৬}

সেহেতু প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর অবশ্যই এ তাওহীদ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকতে হবে। সর্ব প্রকার ইবাদাত কেবল মাত্র আল্লাহর জন্যেই সাব্যস্ত করবে এবং সকল প্রকার অংশীস্থাপন থেকে বিরত থাকবে। এ ব্যাপারে অটল ও অবিচল থাকবে। পৃথিবীর কোন স্বার্থ বা প্রলোভনে এ থেকে বিচ্যুত হবে না। নিজে মনে-প্রাণে তাওহীদ বিশ্বাস করবে, সাথে-সাথে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, মাতা-পিতা, ভাই-বোনদেরকে এর গুরুত্ব ও মহত্ব উপলব্ধি করাবে। যারা এ পথের পথিক হবে তাদেরকে ভালবাসবে এবং যারা এর বিরোধিতা করবে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে। এরা আত্মীয় হলেও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, যদি তারা এ তাওহীদ বিরোধী কার্যকলাপ থেকে প্রত্যাবর্তন না করে। তাদেরকে বার বার বুঝাতে হবে, এ ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্বারোপ করবে। এরপরও যদি তারা তা থেকে না ফিরে তাহলে তাদেরকে চিরতরে শত্রুই ভাববে। যেমন ছাহাবীদের যুগে পিতা পুত্র যুদ্ধ হয়েছে, একে অপরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। মোট কথা, শুধু এ তাওহীদ গ্রহণ না করার কারণেই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, আমাদের মাঝে অনেক লোক অজ্ঞতার কারণে এবং উক্ত তাওহীদ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান না থাকার কারণে শির্কে নিমজ্জিত হচ্ছে। অথচ এর পরও তারা নিজেদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত বলে দাবী করছে! তাদের এ দাবী সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলার বাণী-

قال الله عز وجل : ”فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ مُهْتَدُونَ“ (الأعراف - ٣٠)

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ মহান আল্লাহ বলেন : “তিনি তাঁর বান্দাদেরকে দু-দলে বিভক্ত করেছেন। এক দলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং অন্য দলের জন্যে পথ ভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে, এর কারণ তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে অজ্ঞতা বশতঃ এবং ধারণা করে যে, তারা সৎ পথ প্রাপ্ত।”

(আল আরাফঃ ৩০ আয়াত, তাফসীর আল মুইয়াসসার ১৫৩ পৃঃ)।

وقال سبحانه وتعالى: ”قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ؛ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا“ (الكهف - ١٠٣-١٠٤)।

আল্লাহ সুবহানাহু অ তা‘আলা বলেন : “(হে নবী) বলুন! আমি কি তোমাদেরকে সে সব লোকের সংবাদ দেব, যারা আমলের দিক থেকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে নিষ্ফল। অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎ কর্ম করছে।”

(আল কাহ্ফঃ ১০৩-১০৪ আয়াত)।

তাই মুশরিক ব্যক্তি তার মূর্ত্যতার কারণে এবং আন্তরিক জড়তার কারণে নিজেকে খাঁটি বা সঠিক মনে করে। অথচ সে গাইরুল্লাহর ইবাদাত করে তথা অপরের কাছে দু‘আ করে, অপরের নিকট বিপদে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তারা অপরের উদ্দেশ্যে জীব-জানোয়ার যবেহ করে বা উৎসর্গ করে এবং মানত করে। তারা ফেরেস্তা, নবী, অলী, পীর, জিনদের নৈকট্য লাভ

করতে চায় বা এদের মাধ্যমে দুনিয়াবী কোন ক্ষতি হতে মুক্তি পেতে চায়। এ সবই হচ্ছে মূর্থতা ও অহমিকার ফল। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ

وقال تعالى: "أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا"، (الفرقان-৬৬)।

আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শুনে বা বুঝে? তারা তো পশুর তুল্য বরং আরো পথভ্রষ্ট।" (আল ফোরকানঃ ৪৪ আয়াত)।

وقال الله: "وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءِ اهْتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ" (هود-১০১)।

আল্লাহ্ বলেনঃ আমি কিন্তু তাদের প্রতি যুলুম করিনি, (অর্থাৎ তাদেরকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করিনি) বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর (শিরকের কারণে) অবিচার করেছে। ফলে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তারা যে সব মা'বুদকে ডাকতো (বিপদ হতে মুক্তি পেতে চাইত), আপনার পালন কর্তার আযাবসহ হুকুম যখন এসে পড়ল তখন তাদের এসব মিথ্যা মা'বুদরা কোনই কাজে এলো না। তারা (বাতিল মা'বুদরা) কেবল মাত্র বিপর্যয়ই বৃদ্ধি করল। (হুদঃ ১০১ আয়াত, আল মুইয়াসসার ২২৩ পৃঃ)।

সম্মানিত পাঠকবর্গ,

আমরা এতক্ষণ তাওহীদে উলুহিয়াহ ও তার বিপরীত দিক তথা শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হচ্ছিলাম। এ পর্যায়ে আমরা জানব শিরকের সংজ্ঞা, সূচনা ও প্রকারসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য দিক ইনশা-আল্লাহ্।

تعريف الشرك

শির্কের সংজ্ঞা

“الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل”

(معارج القبول للشيخ الحকمی ١/ ٣٤٠)

আশ্শির্ক হুয়া হারফু শাইয়িন মিন আনওয়াইল ইবাদাতি লিগাইরিলাহি আয্যা অজাল্লা। অর্থঃ যে সকল ইবাদতের কোন একটি মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা।^{৬৭}

অথবা মহান আল্লাহর সাথে অপর কাউকে সমকক্ষ মনে করা কিংবা সমকক্ষ মনে করে তার ইবাদত করা।

যেমনঃ নবী বা অলীর কাছে দু'আ করা, আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো কাছে বাঁচতে চাওয়া, অন্য কারো জন্য মানত করা, কোন জীব-জানোয়ার উৎসর্গ করা বা ক্বোরবানী করা প্রভৃতি। (যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)।

ظهور الشرك على وجه الأرض

ভূপৃষ্ঠে শির্কের সূচনা

قال الشيخ الحکمي والدكتور صالح الفوزان :

إنه من عهد آدم عليه السلام ومن جاء من بعده كانوا على التوحيد قال تعالى : “كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ”

(البقرة - ২১৩)।

وأول ما ظهر الشرك والانحراف عن العقيدة الصحيحة في قوم نوح، فكان عليه السلام أول رسول “إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالتَّائِبِينَ مِنْ بَعْدِهِ” (النساء - ১৬৩)।

قال ابن عباس رضى الله عنهما كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون كلهم على الإسلام فاختلفوا. وأقره ابن القيم جَزْمًا . كما في إغاثة اللهفان (١ / ١٠٨ - ١٠٩) فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وزين الشيطان - لعنه الله - لقوم نوح عبادة الأصنام، وكان أول ذلك أن زين لهم تعظيم القبور والعكوف عليها، (انظر معارج القبول ١ / ٣٤١ - ٣٤٣، وكتاب التوحيد للدكتور صالح بن فوزان ص ٧).

وبيان ذلك ما رواه البخارى رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال في ودّ وسواع ويغوث ويعوق ونسر: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك وتَنَسَّخَ العلم عُبدت، (كتاب التفسير مع شرح البخارى ٨ / ٨٦٢).

শাইখ হিকামী এবং ড. ছালেহ আল ফাউয়ান স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আদম আলাইহিস সালাম হতে তার পরবর্তী বংশধরগণ শত শত বৎসর পর্যন্ত খাঁটি ইসলাম ধর্মে অটল ছিল। যেমন কুরআনুল কারীমে সূরা বাক্বারার ২১৩ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, “সকল মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নবীদের পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে।” সর্ব প্রথম ভূপৃষ্ঠে পদস্থলন ও শিকরের মত জঘন্যতম অপরাধ শুরু হল নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় হতে। সেহেতু নূহ আলাইহিস সালাম প্রথম রাসূল। যেরূপ আল্লাহ্ সূরা নিসার ১৬৩ আয়াতে বলেছেন, “আমি আপনার প্রতি অহী পাঠিয়েছি, যেরূপ অহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং যারা তার পরে প্রেরিত হয়েছেন তাদের প্রতিও।”

ইবনু আক্বাস রাযিয়াল্লুহু আনহুমা বলেছেন, আদম আলাইহিস সালাম এবং নূহ আলাইহিস সালামের মাঝে এক হাজার বৎসরের ব্যবধান। এ

সময়ের মাঝে সবাই ইসলামের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর তাদের মাঝে বিভেদ শুরু হল। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম رحمہ اللہ এ কথাটিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন।^{৬৮} ফলে আল্লাহ তাদের জন্য নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে পাঠালেন। মানবের চিরশত্রু অভিশপ্ত শয়তান নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের মাঝে মূর্তি পূজার আকর্ষণ সৃষ্টি করল। আর ক্ববরসমূহকে অতি সম্মান প্রদর্শন ও তথায় বিনম্রভাবে অবস্থান করার প্রতি সুশোভিত করল তথা গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করে দিল।

এর সূচনা কিরূপে ঘটল তা ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থে তাফসীর অধ্যায়ে^{৬৯} উল্লেখ করেছেন। ইবনু আব্বাস হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, “অদ, সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক এবং নাসার” (সূরা নূহঃ ২৩ আয়াতে এই নামসমূহ রয়েছে)।

উল্লেখিত নামের ব্যক্তিবর্গ সকলেই সৎকর্মশীল ছিলেন। এরা যখন মৃত্যু বরণ করলেন তখন ইবলিস শয়তান এসে নূহের সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করল এভাবে যে, তোমরা সকলে তোমাদের ইবাদতের স্থানে উক্ত সৎকর্মশীলদের প্রতিকৃতি তৈরী কর এবং সে গুলোকে ঐ ব্যক্তিবর্গের নামে নামকরণ কর (যেন ইবাদাতে বিনয়ীভাব ও একাগ্রতা সৃষ্টি হয়)। সুতরাং তারা তাই করল তবে তাদের ইবাদত করল না। এদের মৃত্যুর পর পরবর্তীতে তাদের বংশধরদের নিকট উক্ত তথ্য রহিত হ’ল (অর্থাৎ তারা ঐ প্রতিকৃতি স্থাপনের কারণ ভুলে গেল - واللہ أعلم) পরিশেষে তারা সৎকর্মশীলদের প্রতিকৃতির সরাসরি ইবাদত শুরু করল। এভাবেই ভূপৃষ্ঠে শিকের মত সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ শুরু হ’ল।

তখন আল্লাহ তাদেরকে শির্ক থেকে ফিরানোর উদ্দেশ্যে নূহ আলাইহিস সালামকে পাঠালেন। পরবর্তীতে ক্রমে-ক্রমে আরবে এর বিস্তৃতি ঘটল। দুঃখজনক হলেও সত্য এবং বাস্তব যে, তার তিক্ততা এবং বিষাক্ত ছোবল

৬৮. দেখুন ইগাছাতুল লাহফান ১ম খণ্ড ১০৮-১০৯ পৃষ্ঠা।

৬৯. বুখারীর ভাষ্য ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড ৮৬২ পৃষ্ঠায়।

মহাপ্লাবণ রূপে ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করেছে! আল্লাহ আমাদেরকে শির্ক থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন। (আমীন)^{১০}

دخول الوثنية في بلاد العرب على يد عمرو بن لحي الخزاعي.

আরব ভূমিতে মূর্তি পূজার প্রচলন ঘটে আমার বিন লুহাই
আল খুযাইর হাতে

كان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل عليه السلام، حين دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم عليه السلام، فكانت تعبد الله وتوحده وتدين بدينه، حتى طال عليهم الأمد ونسوا حظًا مما ذكروا به، إلا أنهم بقي فيهم التوحيد وعدة شعائر من دين إبراهيم، حتى جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة، وكان قد نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس، ودانوا له ظنًا منهم أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء، ثم إنه سافر إلى الشام، فلما قدم مآب من أرض البلقاء، فرآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقًا، لأن الشام محل الرسل والكتب، فقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله، فأجابوه. ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة، لأنهم ولاية البيت وأهل الحرم. (انظر معارج القبول للشيخ الحكيم ١/٣٤٥-٣٤٦ والرحيق المختوم للمباركفوري ص ٣٥٠ عري).

ইসমাইল আলাইহিস সালামের দাওয়াত ও তাবলীগের কারণে আরবের সাধারণ মানুষ দ্বীনে ইবরাহীমীর অনুসারী ছিলেন। তারা একমাত্র

৭০. দেখুন সবিস্তারে ফাতহুল বারী ৮ম খঃ ৮৬২-৮৬৫ পৃঃ, ইগাছাতুল লাহফান ১ম খণ্ড ১০৮-১০৯ পৃঃ, মাআরিজুল ক্বাবুল ১ম খণ্ড ৩৪০-৩৪৮ পৃঃ এবং কিতাবুত তাওহীদ ৭ পৃঃ।

আল্লাহর ইবাদত করতেন এবং তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো ততই তারা দ্বীনের শিক্ষা ভুলে যেতে থাকলো। তবুও তাদের মধ্যে তাওহীদের আলো এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালামের শিক্ষা কিছু কিছু অবশিষ্ট ছিল। ইতোমধ্যে বনু খুযা'আহ গোত্রের সর্দার আমর ইবনে লুহাই দৃশ্যপটে এলো। ছোটবেলা থেকে এ লোকটি ধর্মীয় পুণ্যময় পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছিল। ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল অসামান্য। সাধারণ মানুষ তাকে ভালোবাসার চোখে দেখতো। নেতৃস্থানীয় ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ মনে করে তারা তার অনুসরণ করতো। এক পর্যায়ে এ লোকটি সিরিয়া ভ্রমণে বলকার অন্তর্গত 'মাআব' নামক স্থানে পৌঁছল। সেখানে সে দেখতে পেল যে তারা মূর্তিপূজা করছে। সে মনে করল এটা বুঝি আসলেই একটা ভাল কাজ। সিরিয়ায় অনেক নবী আবির্ভূত হয়েছেন এবং আসমানী কিতাব নাথিল হয়েছে। অতএব সিরিয়ার জনগণ যা করছে সেটা নিশ্চয়ই ভালো এবং পুণ্যের কাজ। এরূপ চিন্তা করে সিরিয়া থেকে ফেরার পথে সে 'হোবাল' নামের এক মূর্তি নিয়ে এলো এবং তা কা'বা ঘরের ভেতর স্থাপন করল।

এরপর সে মক্কাবাসীদের সেই মূর্তিপূজার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে শিরক করার আহ্বান জানালো। মক্কার লোকেরা ব্যাপকভাবে তার ডাকে সাড়া দিল। মক্কার জনগণকে মূর্তিপূজা করতে দেখে আরবের বিভিন্ন এলাকার লোক তাদের অনুসরণ করলো। কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারীদের আরবের লোকেরা বলতো ধর্মগুরু। এ কারণে তারা মূর্তিপূজায় মক্কার লোকদের অনুসরণ করলো। এমনি করে আরবে মূর্তিপূজার প্রচলন শুরু হলো।^{৭১}

৭১. দেখুন মা'আরিজুল কাবুল ১ম খণ্ড ৩৪৫-৩৪৬ পৃঃ এবং আর রাহীকুল মাখতূম ৩৫ পৃঃ (আরবী) এবং ৫৩ পৃঃ (বাংলা)।

أقسام الشرك

শিরকের প্রকার

الشرك قسمان: القسم الأول: الشرك الأكبر

و القسم الثاني: الشرك الأصغر (انظر معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي

٣٤٠/١، والشرك في القديم والحديث للشيخ أبي بكر محمد زكريا ١٤١/١).

শির্ক প্রধানতঃ দু'প্রকারঃ ১. বড় শির্ক ২. ছোট শির্ক।^{৯২}

تعريف الشرك الأكبر

বড় শির্কের সংজ্ঞা

الشرك الأكبر: هو أن يجعل الإنسان لله نداً في ربوبيته، أو ألوهيته، أو

أسمائه وصفاته، (القول المفيد ١/ ١٠٩).

বড় শির্কঃ বড় শির্ক হচ্ছে মানুষ কর্তৃক আল্লাহর সাথে তাঁর প্রভুত্বে, অথবা দাসত্বে, অথবা নাম ও গুণাবলীতে অপর কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা।^{৯৩}

قيل: صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل: كدعاء غير الله، والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من القبور والجن والشياطين. والخوف من الموتى إلى غيرها من المعبودات الباطلة (انظر القول السديد ص ٤٤٤)، معارج القبول ١/ ٣٤٠ والفتاوى اللجنة الدائمة ١/ ٥١٦ و العقيدة الصافية ٣٩٩ وكتاب التوحيد لابن فوزان - ص ١١ وحاشية الدروس المهمة للشيخ أحمد الطويان ص ٧).

৯২. দেখুন মা'আরিজুল ক্বাবল শাইখ হাফেয বিন আল হাকামী প্রণীত ১ম খণ্ড ৩৪০ পৃঃ এবং আশশির্ক ফিল ক্বাদীম অলহাদীছ শাইখ আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া প্রণীত ১ম খণ্ড ১৪১ পৃঃ।

৯৩. আল ক্বাউলুল মুফীদ ১ম খণ্ড ১০৯ পৃঃ।

অনেকে বলেন : “মহান আল্লাহর জন্য যে সকল ইবাদত সাব্যস্ত, তার কোন একটি অপরের জন্য সাব্যস্ত করা। যেমন আল্লাহ্ ছাড়া অপরের নিকট দু'আ করা, শয়তান, জ্বিন এবং ক্ববরবাসীর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জীব-জানোয়ার যবেহ করা ও মানত করা, মৃত অলী দরবেশকে এ নিয়তে ভয় করা যে, তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন না করলে বা তার নামে শিরনী ও মানত না করলে বড় ধরনের ক্ষতি হবে বা কল্যাণ ব্যহত হবে ইত্যাদি। এছাড়া ইতোপূর্বে আরো যা তাওহীদে উলুহিয়ার পরিপন্থী কার্যক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। ৭৪

تعريف العبادة ইবাদাতের সংজ্ঞা

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف العبادة: بأن العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، (مجموع الفتاوى ١٠/١٤٩).

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ ইবাদাতের সংজ্ঞা এরূপে করেছেন যে, ইবাদাত ঐ সকল গোপন ও প্রকাশ্য কথা ও কাজসমূহের সমন্বিত নাম, যা আল্লাহ্ ভালবাসেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।^{৭৫}

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: بأن العبادة هي غاية الحب بغاية الذل والخضوع، (انظر مدارج السالكين ١/٨٥).

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ ইবাদাতের সংজ্ঞা দিয়েছেন এরূপে যে, ইবাদাত হচ্ছে সীমাহীন ভালবাসা এবং চরম বিনয় ও নম্রতার নাম।^{৭৬}

৭৪. দেখুন আল্লামা সা'দী প্রণীত আল ক্বাউলুস সাদীদ ২৪ পৃঃ, মা'আরিজুল ক্বাবুল ১খণ্ড ৩৪০ পৃঃ, ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্বাযিমাহ্ ১ম খণ্ড ৫১৬ পৃঃ, ইবনু ফাওয়ান প্রণীত কিতাবুত তাওহীদ ১১ পৃঃ এবং হাশীয়া আদ্বুররুসুল মুহিম্মা শাইখ আহমাদ আতুতুইয়ান প্রণীত ৭১ পৃঃ।

৭৫. মাজমু' ফাতাওয়া ১০ম খণ্ড ১৪৯ পৃঃ।

৭৬. দেখুন মাদারিজুস সালিকীন ১ম খণ্ড ৮৫ পৃঃ।

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: العبادة هي التذلل لله محبة وتعظيمًا بفعله أوامره واجتناب نواهيه على وجه الذي جاءت به شرائعه، (المجموع الثمين ٢/٢٥).

শাইখ ইবনু উছাইমীন বলেছেন যে, তা হচ্ছে আল্লাহকে যথাযথ ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শনপূর্বক শরী'য়ত কর্তৃক আনীত তাঁর আদেশ ও নিষেধাবলীকে বিনয়ের সাথে বাস্তবায়ন করা।^{৭৭}

أنواع العبادة وأدلتها

ইবাদাতের প্রকার ও তার দলীলসমূহ

قال الشيخ أحمد بن حجر القطري: اعلموا أن من أنواع العبادة هي كالركوع والسجود والطواف والنذر والذبح والاستغائة والاستعانة والتوكل والدعاء وغيرها، (انظر تطهير الجنان ص ٢٠).

শাইখ আহমাদ ইবনু হাজার আল কাত্তারী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, জেনে রাখুন ইবাদাত বিভিন্ন প্রকার। তন্মধ্যে যেমন রুকু', সাজদা, কা'বা গৃহের তাওয়াফ করা, মানত করা, কুরবানী করা, আশ্রয় প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, ভরসা করা এবং দু'আ করা প্রভৃতি।^{৭৮}

الركوع والسجود ودليلهما

রুকু, সাজদা ও উভয়ের দলীল

قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ" (الحج-٧٧).

৭৭. আল মাজমু'উছ ছামীন ২য় খণ্ড ২৫ পৃঃ।

৭৮. দেখুন তাত্বহীরুল জিনান ২০ পৃঃ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু কর, সাজদা কর এবং তোমরা শুধু তোমাদের প্রভুর ইবাদত কর। (হাজ্বঃ ৭৭ আয়াত)। এছাড়া সূরা ফুছছিলাতের ৩৭ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যে, শুধু আল্লাহকে সাজদা কর।

উল্লেখ্য, যে সকল ইবাদাত আল্লাহ্র জন্য সাব্যস্ত তার কোন একটি অপরের জন্য সাব্যস্ত করা হলেই সেটা বড় শিক হয় যাবে।

الذبح ودليله

জীব-জানোয়ার যবেহ করা ও তার দলীল

"قال تعالى: "قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ" (الأنعام-১৬৩-১৬৬)।

আল্লাহ্ বলেনঃ বলুন (হে রাসূল!) অবশ্যই আমার ছালাত, আমার ক্বোরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য। তাঁর কোন প্রকার অংশীদার নেই আর আমি তো একথা বলার জন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। (আল আনআমঃ ১৬৩-১৬৪ আয়াত)। তাই ওরশ বা পীরের আস্তানায় যেয়ে তার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জীব-জানোয়ার যবেহ করা স্পষ্ট বড় শিক।

النذر ودليله

মানত ও তার দলীল

قال الله عز وجل: "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا"

মহান আল্লাহ্ মুমিনদের দু'টি বৈশিষ্ট বর্ণনা করে ইরশাদ করেন যে, তারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মানত পূর্ণ করে থাকে, আর ঐ দিনকে ভয় করে থাকে যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূর প্রসারী। (আল ইনসান বা দাহারঃ ৭ আয়াত)। এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীছটি প্রণিধান যোগ্য।

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّحَّاحِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ
إِبِلًا بِبَوَائِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبَوَائِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوا: لَا! قَالَ: هَلْ كَانَ
فِيهَا عَيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوا: لَا! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا
وَقَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ إِنْ أَدَمَ، (حديث صحيح،
صححه الألباني رحمه الله- في صحيح أبي داود برقم: ٤٠٨٣ والمشكاة
المحققة برقم-٣٤٣٧).

ছাবেত বিন যাহ্‌হাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগে এক ব্যক্তি “বাওয়ানা” নামক স্থানে একটি উট (ক্বোরবানী) করতে মানত করেছিল। ঐ মানতকারী ব্যক্তি নবী (ﷺ) এর নিকট এসে বলল যে, আমি “বাওয়ানা” নামক স্থানে একটি উট নহর (যবেহ) করতে মানত করেছি। এ কথা শ্রবণে নবী (ﷺ) বললেন যে, উক্ত স্থানে জাহেলী যুগে কোন দেবতা ছিল কি যার ইবাদত করা হত? তারা বলল না। তিনি (ﷺ) বললেন যে, জাহেলী যুগে ওখানে কোন মেলা অনুষ্ঠিত হত কি? তারা বলল, না হত না। রাসূল (ﷺ) বললেন তোমার মানত পূর্ণ কর। কেননা আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণে তথা পাপ কার্যে এবং আদম সন্তান যার মালিক নয় তাতে মানত পূর্ণ করা যাবে না।^{৭৯}

উপরোক্ত হাদীছ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কোন কুবর বা মাযারের নিকট পশু মানত করা বা যবেহ করা শির্ক।^{৮০}

৭৯. হাদীছটি ছহীহ বলেছেন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শাইখ আলবানী দেখুন

ছহীহ আবু দাউদ ২৮৩৪ এবং মিশকাত ৩৪৩৭ নং হাদীছ।

৮০. দেখুন শারহু নাওয়াকেযিল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মদ আশ্ শায়বানী প্রণীত ১৮ পৃঃ

الطواف و دليله

ত্বাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) ও তার দলীল

কা'বা গৃহ ব্যতীত অন্য কোন গৃহ বা রাসূলের ক্ববর অথবা কোন অনীর মাযার-ক্ববর প্রভৃতি ত্বাওয়াফ করা যাবে না।

قال الله تعالى: "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" (الحج - ২৭)।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আর তারা যেন ঐ আদি গৃহের ত্বাওয়াফ করে। (হাজ্জঃ ২৯ আয়াত)।

التوكل و دليله

তাওয়াক্কুল (ভরসা) ও তার দলীল

قال الله تعالى: "وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (المائدة - ২৩)।

আর যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তোমরা কেবল আল্লাহ্র উপরই ভরসা কর। (আল্ মায়িদাঃ ২৩ আয়াত)।

তিনি আরো বলেনঃ

وقال أيضًا: "وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ" (المجادلة - ১০)।

মু'মিনগণ যেন শুধু আল্লাহ্র উপরেই ভরসা রাখে। (আল্ মুজাদালাঃ ১০ আয়াত)।

الرجاء و دليله

আশা ও তার দলীল

قال الله عز وجل: "إِنَّ الدِّينَ أَمَنَّا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ أُولَئِكَ يُرْجَوْنَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (البقرة - ২১৮)।

মহান আল্লাহ বলেনঃ নিশ্চয় যারা ঈমান আনয়ন করেছে, যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদ (লড়াই) করেছে, তারাই আল্লাহ্র রহমতের আশা পোষণ করে। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, করুণাময়। (আল্ বাক্বারাঃ ২১৮ আয়াত)।

الخوف و دليله ভয় ও তার দলীল

لا يخاف العبدُ أحداً إلا الله

সর্ব প্রকার অপ্রকাশ্য ভয় শুধুমাত্র আল্লাহকেই করতে হবে

অপ্রকাশ্য ভয় বলতে বান্দা কর্তৃক কোন সৃষ্ট জীবকে এরূপ ভয় করা যেরূপ আল্লাহকে ভয় করতে হয়। যেমনঃ বিশ্বাস রাখা যে, উক্ত সৃষ্টজীবের এ ধরনের ক্ষমতা রয়েছে যে, সে দূরে থেকে বান্দার কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন করতে পারে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির অপর কোন মৃত অলী, দরবেশকে বা কোন মাযারকে এরূপ ভয় করা যে, যদি এ অলীকে সাজদা না করা হয় অথবা গাড়ী থামিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন না করা হয় বা টাকা পয়সা দেয়া না হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তির মারাত্মক ক্ষতি হবে বা কেউ মৃত্যু মুখে ঢলে পড়বে বা গাড়ী দুর্ঘটনায় পতিত হবে ইত্যাদি।

অথবা এরূপ বিশ্বাস করা যে, কোন কুবরবাসীর খেয়াল খুশীর উপর নির্ভর করে তার কল্যাণ-অকল্যাণ। অথচ কোন অলী কেন, নবী রাসূলগণও মৃত্যুর পর কারো কোন ক্ষতি সাধন অথবা কারো কোনরূপ সাহায্য করার আদৌ ক্ষমতা রাখেন না। সেহেতু গাইরুল্লাহকে তথা কোন সৃষ্টজীবকে এরূপ ভয় করা বড় শিকের অন্তর্ভুক্ত।

قوله تعالى: “وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ” (البقرة - ٤٠).

আল্লাহ তা‘আলার বাণী : “তোমরা শুধুমাত্র আমাকেই ভয় করো।” (আল বাক্বারাঃ ৪০ আয়াত)।

وقال سبحانه وتعالى: “فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنِي” (المائدة - ٤٤).

আল্লাহ সুবহানাহু অতা‘আলা বলেনঃ “তোমরা মানুষকে ভয় করো না, শুধু আমাকেই ভয় করো।” (আল মায়িদাঃ ৪৪ আয়াত)।

وقال تعالى: “وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ

بِحَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ”

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ “আর আল্লাহ্ যদি আপনার প্রতি কোনরূপ কষ্ট আরোপ করেন তাহলে সে কষ্ট দূর করার মত তিনি ছাড়া আর কে আছেন? পক্ষান্তরে যদি তিনি আপনাকে কল্যাণ দান করেন তাহলে তাঁর করুণা রহিত করার মত কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান তাকেই অনুগ্রহ দান করেন। বস্তুত তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু।” (ইউনুসঃ ১০৭ আয়াত)।

الاستعانة ودليلها

সাহায্য প্রার্থনা ও তার দলীল

যে রূপ আল্লাহ্ আমাদেরকে সূরা ফাতিহায় শিক্ষা দিয়েছেন।

“إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ” (الفاتحة - ৬)।

“আমরা শুধুমাত্র আপনার ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য চাই।” (আল ফাতিহাঃ ৪ আয়াত)।

আল্লাহ্ বলেন : “وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ” (يوسف - ১৮)।

“তোমরা যেসব কথা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্য স্থল।” (ইউসুফঃ ১৮ আয়াত)।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ... الحديث، صحيح (انظر المشكاة المحققة برقم: ৫৩০২، السنة برقم: ৩১৬ و ৩১৮ وصحيح الجامع ১৩১৭/২ برقم: ৭৯০৭)।

আল্লাহ্‌র রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন : “ যখন তুমি কিছু চাইবে তখন আল্লাহ্‌র নিকট চাইবে, যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহ্‌র নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করবে।” হাদীছটি বিশ্বুদ্ধ।^{৮১}

৮১. দেখুন মিশকাত তাহকীক্ব কৃত, হাদীছ নং ৫৩০২, আসসুন্নাহ হাদীছ নং ৩১৬ ও ৩১৮ এবং ছহীহুল জামে' ২য় খণ্ড ১৩১৭ পৃঃ, হাদীছ নং ৭৯৫৭।

الاستغاثة ودليلها

আশ্রয় প্রার্থনা ও তার দলীল

(অর্থাৎ বিপদ-আপদে পতিত হয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নিকট বাঁচতে চাওয়া শির্ক। তাই আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ্র নিকট)।

قال جلّ وعلا: "إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ..."

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ যখন তোমরা স্বীয় স্রষ্টার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করলেন। (আনফালঃ ৯ আয়াত)।

এ আয়াতের শানে নূযূল সম্পর্কে রাসূল (ﷺ)-এর হাদীস মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত রয়েছে। উমর বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। বদরের যুদ্ধের দিন নবী (ﷺ) তাঁর ছাহাবীদের সংখ্যার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে তাঁদের সংখ্যা তিন শতাধিক এবং মুশরিকদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাদের সংখ্যা এক হাজারের অধিক। তখন নবী (ﷺ) কা'বার দিকে ফিরে দু'আ শুরু করলেন, তখন তিনি চাদর ও লুঙ্গি পরিহিত ছিলেন। তিনি দু'আতে বললেন, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছেন সে ওয়াদা পূর্ণ করুন। হে আল্লাহ্! আপনি যদি এ ইসলামী ক্ষুদ্র দলটিকে ধ্বংস করে দেন তাহলে দুনিয়াতে আর আপনার ইবাদত করার কেউ অবশিষ্ট থাকবেনা। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তিনি এভাবে বার বার আল্লাহ্র নিকট দু'আ ও আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন। এতে তাঁর দু'স্কন্ধ হতে চাদর স্থানচ্যুত হয়ে গেল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এসে পিছন থেকে চাদর পুনরায় যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনার এরূপ কাকুতি মিনতি সহ আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাওয়া যথেষ্ট হয়েছে। নিশ্চয়ই আপনার প্রভু আপনার সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করবেন। তখন উপরোল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হ'ল।^{৮২}

التوبة ودليلها

তাওবাহু ও তার দলীল

অর্থাৎ পাপ থেকে ফিরে আসা তাই তাওবাহু শুধু আল্লাহ্র নিকট করতে হবে

(আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ক্রমেই অন্য কোন নবী বা অলীর নিকট পাপ মোচন করার জন্য দু'আ করা যাবে না)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেনঃ

قال تعالى: "وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ" (ال عمران - ١٣٦)।

"আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন।" (আল ইমরানঃ ১৩৬ আয়াত)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

"وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (النور - ৩১)।

হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র সমীপে তওবা করো যাতে তোমরা সফলকাম হও। (আন্ নূরঃ ৩১ আয়াত)।

الدعاء ودليله

দু'আঃ যে কোন প্রকার দু'আ শুধুমাত্র আল্লাহ্র নিকটই করতে হবে।

(যেমনঃ শাফা'আত চাওয়া, সন্তান চাওয়া, বাঁচতে চাওয়া প্রভৃতি)।

দলীল

قال سبحانه وتعالى: "فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ"

أي فأخلصوا أيها المؤمنون- لله وحده العبادة والدعاء، وخالفوا

المشركين في مسلكتهم، ولو أغضبهم ذلك، (التفسير الميسر ص ٤٦٨)।

ব্যখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলা বলেনঃ হে মুমিনগণ! সুতরাং তোমরা খাঁটিভাবে (শির্ক মুক্ত হয়ে) শুধু আল্লাহরই নিকট দু'আ কর এবং তাঁরই দাসত্ব কর। মুশরিকদের কর্মপন্থায় বিরুদ্ধাচরণ কর, যদিও এটা তাদেরকে রাগান্বিত করে।^{৮৩}

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الدَّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ" (صحيح الجامع - ৩৬০৭).

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন যে, দু'আই ইবাদত। অর্থাৎ দু'আ একটি অন্যতম ইবাদত। হাদীসটি ছহীহ।^{৮৪} তাই আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দু'আ করা বড় শির্ক।

(উল্লেখ্য, দু'আ ইবাদতের মগয এরূপ যে একটি বহুল প্রচলিত হাদীছ রয়েছে তা ছহীহ নয়)।

فمن يركع أو يسجد لحَيٍّ أو ميتٍ أو يطوف بقبر نبي أو وليٍّ، أو ينذر لغير الله، يستغيث بهم في الشدائد، أو يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، أو يدعو غير الله، كأن يدعو عافية من مرض له أو لغيره، أو قدوم غائب، أو يرزقه ولدًا، أو يأتي له برزق، أو يفرج عنه شدة وكربة، أو نحو ذلك من الأمور التي ليست في قدرة المخلوق أن يفعلها، فإنه يكون بكل فعل من هذه الأفعال مشركًا بالله العظيم شركًا أكبر،

(تطهير الجنان ص ২৬).

সুতরাং যদি কেউ কোন জীবিত বা মৃতকে রুকু করে বা সাজদা করে, অথবা কেউ কোন নবী বা অলীর কবরকে প্রদক্ষিণ করে, অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে মানত করে, অথবা তাদের কাছে বিপদ-আপদে আশ্রয় চায়, অথবা আল্লাহ ব্যতীত অপরের নিকট এরূপ কিছু

৮৩. আল মুমিনঃ ১৪ আয়াত এবং তাফসীর আল মুইয়াসসার ৪৬৮ পৃঃ। আরো দেখুন

অত্র সূরার ৪৯, ৫০, ৬০ এবং ৬৫ আয়াতসমূহ।

৮৪. দেখুন ছহীহুল জামে' হাদীছ নং ৩৪০৭।

প্রার্থনা করে যা আল্লাহ্ ছাড়া অপর কেউ প্রদানে অক্ষম, অথবা অপরের নিকট দু'আ করে, যেমন সে নিজের বা অন্যের রোগ মুক্তির জন্য দু'আ করে, অথবা হারানো বস্তুর সন্ধান প্রার্থনা করে, অথবা সন্তান লাভের দু'আ করে, অথবা সম্পদ বৃদ্ধির দু'আ করে, অথবা বালা-মুছীবৎ হতে পরিত্রাণ কামনা করে ইত্যাদি যা প্রদানের ক্ষমতা কোন মাখলূকের তথা সৃষ্টজীবের নেই, এর কোন একটি কেউ করলেই সে মহান আল্লাহর সাথে বড় শির্ককারী রূপে গণ্য হবে। (যাতে ঈমান ধ্বংস হয়ে যাবে।)^{৮৫}

প্রসংগতঃ আরো কতিপয় কার্যক্রম যা বড় শির্কের সাথে সংশ্লিষ্ট তা হলোঃ যেমন আল্লাহ্ রাক্বুল 'আলামীনের কোন ফরযকে ফরয মনে না করা, কোন হালালকৃত বস্তুকে হারাম মনে করা এবং কোন হারামকৃত বস্তুকে হালাল মনে করা।^{৮৬}

তদরূপ আল্লাহ্ যে সকল বস্তুকে সম্মানিত করেছেন সেগুলোকে অপমান করার উদ্দেশ্যে কটুক্তি করা বা অপমান করা। যেমন কেউ ক্বোরআনকে অপমানিত করল তথা পদদলিত করল বা কুরআনের উপর পেশাব করল, এ ধরনের যত সম্মানিত বস্তু আছে সেগুলোকে যে কোন প্রকারে অপমান করা হলে অপমানকারী ব্যক্তি সর্ব সম্মতিক্রমে কাফের, মুশরিক হয়ে যাবে। উল্লিখিত কার্যাদির মধ্যে যে কোন একটি ইসলাম থেকে বহির্ভূত হওয়ার জন্য যথেষ্ট **والعياذ بالله**-

হে আল্লাহ্ আপনি আমাদেরকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচান (আমীন)।

৮৫. দেখুন তাত্বীরুল জিনান শাইখ আহমাদ প্রণীত ২৪ পৃঃ।

৮৬. দেখুন শারহু কিতাবিত তাওহীদ আল্লামা ইবনু বায রচিত ১৯৪ পৃঃ।

باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوها

বৃক্ষ বা পাথর বা অন্য কোন বস্তুর দ্বারা বরকত হাছিলের অধ্যায়
 قول الله تعالى: "أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ
 الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ" (النجم: ١٩-٢٠-٢١-٢٢).

আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : “তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উয্যা সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? পুত্র সন্তান কি তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্র জন্য? এটাতো হবে খুবই অসংগত বণ্টন।” (আন নাজমঃ ১৯-২২ আয়াত)।

دلت الآية على أن عبادة المشركين لهذه الأوثان إنما كانت لطلب
 النفع ودفع الضرر، فكل من تبرك بشجر أو عبد أو غير ذلك، قاصدًا بذلك
 جلب النفع أو دفع الضرر فقد شابههم ودخل في شركهم.
 (انظر الجديد في شرح كتاب التوحيد ص ١٠٠).

উক্ত আয়াতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মুশরেকরা যে মূর্তি পূজা করত এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মূর্তিদের নিকট থেকে কল্যাণ কামনা করা ও ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা। তাই যারা কোন বৃক্ষ বা কোন মানুষ প্রভৃতি থেকে বরকতের আশা করবে এ নিয়তে যে, এতে কল্যাণ হাছিল হবে বা ক্ষতি থেকে বাঁচবে। তাহলে মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাবে ও তাদের ন্যায় শিরকের মাঝে নিমজ্জিত হবে!^{৮৭}

قيل عن اللات أنه رجل صالح كان يلت السويق للحاج فلما مات
 عكفوا على قبره فصار معبودًا واحدًا. (المرجع السابق)

কথিত আছে যে, আয়াতে ‘লাত’ ছিলেন একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি। তিনি হাজীদের সেবায় ছাত্তু খাওয়াতেন। অতঃপর তিনি যখন মৃত্যু বরণ

করলেন তখন লোকেরা তাঁর ক্ববরে অবস্থান শুরু করল। পরবর্তীতে তাঁর ক্ববর উপাস্য হয়ে গেল! (প্রাণ্ডজ)।

وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حَدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرِ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عِنْدَهَا وَيَتَوَطَّوْنَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُ أَكْبَرُ! إِنَّهَا السَّنَنُ، قُلْتُمْ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى "إِجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمُ آلِهَةٌ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ لَتَرْكِبَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،
(رواه الترمذی فی الفتن وصححه برقم: ۲۱۸۰ وأحمد برقم: ۲۱۸۱).

নাম ছিল “যাতু আনওয়াত”। আমরা কোন এক কুল বৃক্ষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। ইত্যবসরে আমরা রাসূল (ﷺ)কে বললাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য একটি “যাতু আনওয়াত” নির্ধারণ করে দিন যেমন মুশরিকদের জন্য “যাতু আনওয়াত” নির্দিষ্ট রয়েছে।

একথা শুনে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) “আল্লাহু- আকবার” বলে উঠলেন এবং বললেন এটিতো সেই (পূর্ববর্তীদের) পথ। আল্লাহর ক্বসম, যার হাতে আমার জীবন! তোমরা এরূপ কথা বললে! যে রূপ বনু ইসরাঈল মূসা আলাইহিস সালামকে বলেছিল যে, হে মূসা! আপনি আমাদের জন্য একটি উপাস্য নির্ধারণ করে দিন যেমন তাদের অনেক উপাস্য রয়েছে। মূসা আলাইহিস সালাম তদুত্তরে বলেছিলেন যে, তোমরা অবশ্যই মূর্থ জাতি। (এরপর রাসূল বললেন) তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের (ইয়াহুদ, খ্রীষ্টানদের) রীতি-নীতির অনুসরণ করবে।^{৮৮}

ব্যাখ্যাঃ উক্ত হাদীছের ভাষ্যকার বলেছেন যে, আমাদেরকে আবু ওয়াক্বিদ আল লাইছী হাদীছ শুনিয়েছেন যে, তিনি হোনাইনের যুদ্ধে

৮৮. হাদীছটি ইমাম তিরমিযী ফিতান অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং ছহীহ বলেছেন।

*হাদীছ নং ২১৮০, আহমাদ হাদীছ নং ২১৮১।

আল্লাহর রাসূলের সাথে ছিলেন। তারা (ছাহাবীগণ) জেনে ছিলেন যে, মুশরিকদের একটি কুল বৃক্ষ রয়েছে যার মাধ্যমে তারা বরকত হাছিল করত এবং তার নীচে অবস্থান করত। নব দীক্ষিত মুসলিমগণ তাদের এ বিষয়ে জ্ঞান না থাকার কারণে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট তাদের ন্যায় কুল বৃক্ষের আবেদন জানাল যার মাধ্যমে তারা বরকত হাছিল করতে পারে যেরূপ তারা জাহেলী যুগে পালন করত। তাদের এ দাবী শুনে রাসূল (ﷺ) আশ্চর্যান্বিত হয়ে আল্লাহু আকবার বলে আল্লাহকে পূত-পবিত্র করলেন এবং তাদেরকে বললেন, তাদের এ দাবী বনু ইসরাঈলদের দাবীর ন্যায়। ফির'আউন ও তার সম্প্রদায় থেকে বনু ইসরাঈলদেরকে আল্লাহ যখন মুক্ত করে দিয়েছিলেন তখন তারা মূসা আলাইহিস সালামের নিকট এ কৃত্রিম উপাস্যের দাবী জানিয়েছিল। পরিশেষে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) (অহীর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে) তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দিলেন যে, ইয়াহূদ-খ্রীষ্টানদের মত শিকি কার্যক্রমসহ অন্যান্য বিষয়ে আমার উম্মত তাদের প্রত্যেক বস্তুতে হুবহু অনুকরণ করবে।^{৮৯}

উক্ত হাদীছের আলোকে নিম্নে কতিপয় উপকারিতা লিপিবদ্ধ করা হলোঃ

১. আদম সন্তানের চিরাচরিত অভ্যাস অতি সহজে দূর করা যায় না।
২. অবস্থান বা ইতিকার্য এক প্রকার ইবাদাত।
৩. জাহেলী যুগের মুশরেক বা অন্যান্য বিধর্মীদের অনুকরণ সরাসরি হারাম।
৪. আশ্চর্যজনক কথা শুনে “আল্লাহু আকবার” বলা বৈধ।
৫. শিকের যাবতীয় দ্বার রুদ্ধ করা প্রথমই ফরয।
৬. এ উম্মতের মাঝে অতি শীঘ্র ব্যাপকভাবে শিক দেখা দিবে।
৭. এ উম্মত ইয়াহূদ খ্রীষ্টানদের ন্যায় আমল করবে তথা তাদের সকল কাজেই এ উম্মত হুবহু অনুকরণ করবে।
৮. ইয়াহূদ-খ্রীষ্টানদেরকে যে বিষয়ে দোষারোপ করা হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকতে হবে।

مناسبة الحديث للباب

حيث دل الحديث على أن اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف عندها شرك فيدخل فيه كل ما يتبرك به من شجر أو حجر أو قبر أو جبل أو عين أو نحو ذلك، فهذا كله من أسباب الشرك بالله تعالى. (انظر التبرك أنواعه وأحكامه، للدكتور ناصر الجديع ص ٤٦٢-٤٦٣ والجديد - ١٠٣).

অধ্যায়ের সাথে হাদীছের সামঞ্জস্য:

এ হাদীছ থেকে এটাই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হচ্ছে যে, বৃক্ষকে বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা এবং তার নীচে দণ্ডায়মান হওয়া সরাসরি শির্ক। সুতরাং যে কোন বস্তুকে বরকত লাভের আশায় গ্রহণ করা যেমন কোন বৃক্ষ, পাথর, কবর অথবা পাহাড় বা কোন নদী-নালা বা এরূপ কোন বস্তু কল্যাণ বয়ে আনতে পারে ধারণা নিয়ে বরকত অনুসন্ধান করা আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীস্থাপনের কারণ হয়ে যাবে।^{৯০}

تنبيهات

সতর্কীকরণসমূহ

١. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلَّغَهُ أَنَّ نَاسًا يَأْتُونَ الشَّجَرَةَ الَّتِي بُرِيعَ تَحْتَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرُ بِهَا فَقُطِعَتْ.

ক. ওমর বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট সংবাদ পৌছল যে, কতিপয় মানুষ ঐ বৃক্ষকে উদ্দেশ্য করে যাতায়াত করে যে বৃক্ষের নিচে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাতে ছাহাবীগণ বায়'আত করে

৯০. দেখুন আততাবারক্ক নামক গ্রন্থ ডক্টর নাছির আল জাদী' প্রণীত ৪৬২-৪৬৩ পৃঃ এবং আল জাদীদ ১০৩ পৃঃ।

ছিলেন। অতঃপর তিনি (ওমর) ঐ বৃক্ষকে কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন।
অতঃপর তা কেটে ফেলা হলো।^{৯১}

ب. ومن مظاهر التبرك بالأحجار ونحوها أيضًا: جمع الأحجار أو التراب من مكة أو المدينة، أو غيرها أو شيء من أجزاء المساجد، والاحتفاظ بهذه الأشياء للتبرك، واعتقاد جلب النفع بها أو دفع الضرر وقد نص العلماء المحققون على تحريم ذلك. (التبرك وأنواعه وأحكامه لفضيلة الدكتور ناصر الجديع ص ٤٦٣-٤٦٤).

খ. পাথর বা অন্য বস্তু হতে বরকত অর্জনের বাহ্যিক লক্ষণসমূহের মধ্যে আরো হলো, মক্কা, মদীনা বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ স্থান হতে মাটি, পাথর (কংকর) বা মসজিদের কোন অংশ (বা কোন খানকার) ধূলি-বালি বরকতের নিয়তে জমা করে সংরক্ষণ করা এ বিশ্বাসে যে, এদ্বারা কল্যাণ হাছিল হবে এবং অকল্যাণ থেকে বাঁচা যাবে! এ জাতীয় কাজ মুহাম্মদিক ইসলামী মনীষীদের নিকট সম্পূর্ণ হারাম।^{৯২}

ج. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يشرع التمسح بأي مكان في الأرض ولا تقبيله إلا الركنان والحجر الأسود، (اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص ٤٢٧).

গ. শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বলেছেন যে, কা'বা গৃহের রুকনে ইয়ামানীদ্বয় এবং হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) ব্যতীত দুনিয়ার অন্য কোন বস্তু স্পর্শ করা বৈধ নয়।^{৯৩}

د.كثر في الأزمنة الأخيرة التبرك بعرق الصالحين والتمسح بهم وبثيابهم وبتحنيكهم للأطفال قياسًا على فعل النبي ﷺ وهذا باطل لأن

৯১. মুহান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ২য় খণ্ড ৩৭৫ এবং ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৪৪৮ পৃঃ।

৯২. আততাবারক্ক ডক্টর নাছির প্রণীত ৪৬৩-৪৬৪ পৃঃ।

৯৩. দেখুন ইকতিয়ায়ুছ ছিরাত্বিল মুত্তাকিম অষ্টম শতাব্দীর প্রখ্যাত ইসলামী সংস্কারক শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া প্রণীত ৪৫৭ পৃঃ।

مثل هذا خاص بالنبي ﷺ دون غيره بدليل أن الصحابة لم يفعلوه مع غيره لا في حياته ولا بعد وفاته والصحابة أحرص منا على إتباعه ﷺ والإهتمام بسنته. (الجديد في شرح كتاب التوحيد ص ١٠٣).

ঘ. (বর্তমান যুগে) সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গের স্পর্শ, তাদের ঘর্ম, তাদের বস্ত্রাদি এবং শিশুদেরকে তাদের চিবানো খাদ্য প্রভৃতি হতে বরকত হাছিল করা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তা করা হয় আল্লাহর রাসূলের কর্মের প্রতি ক্লেয়াস করে। এ ক্লেয়াস বাতিল, যুক্তির অবতারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা এরূপ কার্যাবলী নবী ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য খাছ ছিল তথা তাঁর জন্য বিশেষভাবে ছিল। তা অপর কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যদি এমন কার্যাবলী বৈধ হতো তাহলে ছাহাবীগণ একে অপরের দ্বারা বরকত গ্রহণ করতেন। কোন ছাহাবীদের থেকে এরূপ কোন কার্যাবলীর নবীর রাসূলের জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইনতেক্বালের পরও প্রমাণিত নেই। অথচ ছাহাবীগণ হিদায়াত গ্রহণ এবং তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণে আমাদের চেয়ে অধিক তৎপর ছিলেন।^{৯৪}

ه قال شيخ الإسلام: ومن الشرك اتخاذ أمكنة خاصة للتقديس والتبرك (انظر إقتضاء الصراط المستقيم ص ٣١٤).

ঙ. শাইখুল ইসলাম বলেছেন যে, নির্দিষ্ট কোন স্থানকে পবিত্র স্থানে পরিণত করা এবং বরকতরূপে গ্রহণ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।^{৯৫}

باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين

ذكر المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك، أراد أن يبين السبب في ذلك

৯৪. আল জাদীদ-১০৩ পৃঃ।

৯৫. ইকুতিযাযুছ ছিরাতিল মুস্তাক্বিম ৩১৪ পৃঃ।

ليحذر، وهو الغلو مطلقاً لاسيما في الصالحين، فإنه أصل الشرك قديماً وحديثاً لقرب الشرك بالصالحين من النفوس فإن الشيطان يظهره قالب المحبة والتعظيم،

وقول الله عز وجل : ”قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ“ (المائدة: ٧٧) قال العلماء : الغلو هو مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه، وضابطه تعدي ما أمر الله به وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله: ”وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي“ (طه : ٨١) وكذا قال الله تعالى في هذه الآية: ”يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم“ أى لا تتعدوا ما حدد الله لكم. وأهل الكتاب هُنا هم اليهود والنصارى، فنهاهم عن الغلو في الدين ونحن كذلك، كما قال تعالى: ”قَاسَتْكُمْ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ“ (هود: ١١٢). والغلو كثير في النصارى، فإنهم غلوا في عيسى عليه السلام، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إِلَهاً من دون الله يعبدونه كما يعبدون الله، بل غلوا فيمن زعم أنه علي دينه من أتباعه، فادعوا فيهم العصمة، فاتبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقاً أو باطلاً، وناقضتهم اليهود في أمر عيسى عليه السلام، فغلوا فيه فحطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغى.

قال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط وضاهاهم في ذلك، فقد شابههم كالخوارج المارقين من الإسلام، الذين خرجوا في خلافة علي ابن أبي طالب رضى الله عنه، وقاتلهم حين خرجوا على المسلمين بأمر النبي ﷺ، كما ثبت ذلك من عشرة أوجه في ”الصحيح“ و”المسانيد“ وغير ذلك، وكذلك من غلا في

دينه من الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وقال أيضًا: فإذا كان على عهد النبي ﷺ من انتسب إلى الإسلام، وقد مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضًا من الإسلام وذلك بأسباب:

منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: ”قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ“ (المائدة: ٧٧). وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كنده، فقتلهم فيها واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، (انظر تيسير العزيز الحميد ص ٢٤٤-٢٤٥).

আদম সন্তানের কাফের হওয়া এবং তাদের দ্বীন ছেড়ে দেয়ার কারণ হলো সৎকর্মশীলদের ব্যাপারে সীমাহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

গ্রন্থকার ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, কুবরপূজারীগণ মৃত লোকেদের সাথে যে সকল শিকি কার্যকলাপ করে থাকে তিনি সে সব বর্ণনা করতে ইচ্ছা পোষণ করেছেন যেন লোকেরা তা থেকে বিরত থাকে। ঐ সব শিকি কর্ম-কাণ্ডের মূল কারণ হচ্ছে অতিভক্তি। বিশেষ করে সৎকর্মশীল লোকেদের ব্যাপারে অতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন। অতীত ও বর্তমানে শিকের মূল উৎস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, সৎকর্মশীলদের দ্বারা শিকি জড়ানোটা মনের খুবই কাছে। কেননা শয়তান একে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ফর্মায় প্রকাশ করে।

আল্লাহর বাণী : “হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে সীমাতিক্রম করোনা।” (মায়দাঃ ৭৭ আয়াত)।

বিদ্বানগণ বলেছেন যে, غلو শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন বস্তুর সীমাহীন প্রশংসা করা বা দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা। তার নিয়ম হলো আল্লাহর নির্দেশিত বস্তুতে সীমালঙ্ঘন করা। যেমন আল্লাহ বলেন : “তোমরা এতে

সীমালঙ্ঘন করো না যাতে আমার ক্রোধ বা গযব তোমাদের প্রতি অনিবার্য হয়ে পড়ে।” (ত্বাহাঃ ৮১ আয়াত)।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের লক্ষ্য করে বলেছেন যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সীমা নির্ধারণ করেছেন তা তোমরা লংঘন করোনা। অর্থাৎ ধর্মে আল্লাহ তাদেরকে ও আমাদেরকে অতিরঞ্জন নিষেধ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, “(হে নবী!) আপনি যাতে আদিষ্ট হয়েছেন তাতে অটল থাকুন এবং আপনার সাথে যারা তাওবা করে ফিরে এসেছে তারাও। আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। তোমরা যা করো সে বিষয়ে তিনি অবশ্যই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।” (হূদঃ ১১২ আয়াত)।

খ্রীষ্টানরা সীমাহীন ভক্তি করে থাকে। তারা অতিভক্তি প্রদর্শন করতঃ ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিল যাতে তারা তাঁকে নবুউয়াতের স্তর থেকে বের করে উপাস্যের স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। তারা তাঁকে আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য হিসাবে ধারণ পূর্বক তার ইবাদত করে থাকে। এমনকি তারা সীমালংঘন করেছে তাদের (খ্রীষ্টান ধর্ম যাজক বা খ্রীষ্টান আলেমদের) ব্যাপারেও যাদেরকে তারা তাঁর (ঈসা আলাইহিস সালামের) অনুসারী মনে করে থাকে। তাদের দাবী তারা (পুরোহিতগণ) মা'ছুম বা নিষ্পাপ। তাই ধর্মীয় বিষয়ে তারা যা বলে সকলে হুবহু তাই অনুসরণ করে থাকে, হক্ক হোক বা নাহক্ক হোক। পক্ষান্তরে ইয়াহুদী যারা ইতিহাসের নিন্দনীয় জাতি, তারা ঈসা আলাইহিস সালামের মান ক্ষুণ্ণ করে নবুউয়াতের স্তর থেকে বের করে জারজ সন্তান বলে আখ্যা দিয়েছে। লা'আনাহুমুল্লাহ!

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ এ উম্মতের যে কেউ ইয়াহুদী খ্রীষ্টানদের সদৃশ গ্রহণ করবে, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে সংকোচন বা বিয়োজনের মাধ্যমে এবং ধর্মে তাদের মতই কার্যাবলী সম্পাদন করবে, তারা তাদেরই মত হয়ে গেল যেমন খারেজী সম্প্রদায়, যারা ইসলাম থেকে বহির্ভূত। এরা আলী বিন আবী ত্বালিবের যুগে তাঁর বিরুদ্ধে বেরিয়েছিল। খারেজীদের ব্যাপারে রাসূলের (ভবিষ্যৎ বাণী)

আদেশ ছিল যে, তোমরা খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তাই মুসলিমগণ উক্ত খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল যেক্ষেপে ছিহাহ ও মাসানীদ গ্রন্থসমূহে এ প্রসঙ্গে দশটি সনদে হাদীছ সাব্যস্ত রয়েছে। এভাবে রাফেযী, ক্বাদারিয়া, জাহমিয়া, মু'তামিল্লা এবং আশায়িরীগণও তাদের স্বীয় ধর্মে অতিরঞ্জিত করেছে। ফলে তারাও ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করেছে। রাসূলের যুগেও অনেকে নিজেদেরকে ইসলামের দিকে সম্পর্কিত করেছে, অথচ তারা বড় ধরনের ইসলামী কার্যকলাপ করা সত্ত্বেও ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হয়েছে।

সেহেতু জানা আবশ্যিক যে, বর্তমান যুগে অনেকে কুরআন সুন্যাহর দিকে নিজেদেরকে সম্পর্কিত করলেও বিভিন্ন কারণে তারা কখনো কখনো ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় তন্মধ্যে যেমন অতিরঞ্জিত বা অতিভক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাগ্রন্থ আল কুরআনে দোষারোপ করেছেন। যেক্ষেপ সূরা আল মায়িদার ৭৭ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, “হে কিতাবধারীগণ! তোমরা ধর্মের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করোনা।”

আলী বিন আবী ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) চরমপন্থী (অনেক) রাফেযীদেরকে অগ্নিতে পুড়িয়ে মেরেছিলেন। কান্দাহ নামক স্থানের গেটের সন্নিহিতে কতগুলো গর্ত করে তাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করেছিলেন। মোট কথা ছাহাবায়ে কিরাম তাদেরকে হত্যার ব্যাপারে সবাই একমত ছিলেন।^{৯৬}

حب الشيء يعني ويصم

“ভক্তি যেখানে অন্ধ, দলীল সেখানে অচল”

এ প্রসিদ্ধ প্রবাদের আলোকেই বলতে হচ্ছে, সম্প্রতি ৩০শে মার্চ শনিবার ২০০২ ঢাকার বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক ‘যুগান্তর’-এ চাঞ্চল্যকর অতিভক্তিমূলক একটি রিপোর্ট বের হয়। আর তা হলো আজমীর শরীফের আকাশে খাজা বাবার প্রতিচ্ছায়া।

এ রিপোর্টে বলা হয় আজমীর শরীফের দরগাহের মূল গম্বুজের ঠিক উপরে রাত ৮টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ ঘণ্টা ধরে হযরত মঈনুদ্দীন চিশতীর প্রতিচ্ছায়া দেখা গেছে। রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, ভারতীয় মুসলিমরা মনে করেন, ১৩ শতাব্দীতে ইরাক থেকে সুফী সম্রাট খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী তাদের দুঃসময় ও হতাশা থেকে মুক্তি এবং রক্ষার জন্য ভারতে এসেছিলেন। বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা বা সৎ মনোবাসনা পূরণের জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা এমনকি সব ধর্মমতের লোকেরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আজমীর শরীফে খাজা বাবার মাজার যিয়ারত করতে আসেন। বুধবার রাতের এ ঘটনা থেকে মুসলিমরা ধারণা করছেন, গুজরাটের সাম্প্রতিক বিভীষিকাময় দাঙ্গার কষ্ট মুছে দিতে খাজা বাবা স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন ভারতবাসীর সামনে।

দৈনিক ‘দিনকাল’ এ প্রসঙ্গে বলেছে যে, ঢাকার জাতীয় দৈনিকগুলোর মধ্যে ‘যুগান্তর’ যেমন বেশ গুরুত্ব দিয়ে উক্ত খবরটি ছাপিয়েছে, কিন্তু অন্যান্য প্রধান জাতীয় দৈনিকে ব্যাপারটা মোটেও পাত্তা পায়নি। এমনকি ইসলামপন্থী বলে নিজেদের জাহির করা দু’টি বিশেষ দৈনিক পত্রিকাতেও এ নিয়ে কোন মাতামাতি লক্ষ্য করা যায়নি। আসলে এ দেশের অসংখ্য মুসলমানের কাছে আজমীর শরীফ অত্যন্ত পবিত্র জায়গা- এমনকি তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচিত হলেও এদেশের অনেক ধর্ম চেতন এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিই ব্যাপারটিকে অন্যভাবে মূল্যায়ন করে থাকেন। তাদের মতে আজমীর শরীফে খাজা বাবার দরবারের নামে যে সকল কারবার কিংবা কাণ্ড

কারখানা চলে, তা পবিত্র ইসলাম ধর্মের মূল চেতনা এবং ধারার পরিপন্থী। অনেকের মতে সেখানে ধর্মের নামে চলে কবর পূজা। ইসলাম ধর্মে কবর পূজার অর্থই হলো শির্ক। আর এ ধরনের শির্ক হলো কাবীরা গুনাহ, অর্থাৎ সবচেয়ে বড় পাপ।

অন্যদিকে আজমীর শরীফকে কেন্দ্র করে চলছে এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ীর রমরমা কারবার। এ কারণেই কারো কারো সন্দেহ আজমীর শরীফে অলৌকিক ঘটনা বা খাজা বাবার প্রতিচ্ছায়া ধর্ম ব্যবসায়ীদের কোন বুজুরগী কাণ্ড হলেও অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। এদিকে ওয়েব সাইটে খাজা বাবার প্রতিচ্ছায়া প্রত্যক্ষ করার পর বাংলাদেশের এক সাংবাদিক জানান যে, বিষয়টি রীতিমত ঘোলাটে। আজমীর শরীফের দরবারের সাদা গম্বুজের গায়ে কালো কালো যে ছায়া ওয়েব সাইটে লক্ষ্য করা গেছে, মুক্ত মন বা খোলা চোখে সেটা প্রত্যক্ষ করলে তেমন কিছুই মনে হবে না। বিশেষ করে ওটা যে খাজা বাবার প্রতিচ্ছায়া এর কোন নিশ্চয়তা মিলবে না। তবে ঐ সাংবাদিক বলেন খাজা বাবার ভক্তদের কথা আলাদা। তারা বিষয়টি দেখছে ভক্তিভরা দৃষ্টি আর অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা,

দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার রিপোর্টের আলোকে যদি ঘটনাটি সত্য হয় তাহলে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়ঃ

১. ভারত তথা আজমীরের মুসলিমগণ সকলেই মুঈনুদ্দিন চিশতিকে জীবিতাবস্থায় দেখেছেন অথবা ইতিহাসের পাতায় তাঁর আসল ছবি স্পষ্টভাবে বিদ্যমান রয়েছে!

২. অলী-আউলিয়াগণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য স্বীয় ক্ষমতা বলে কবর থেকে বের হয়ে আসেন!

৩. নবী রাসূলগণ মুসলিমদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার জন্য স্বীয় কবর থেকে বের হতে না পারলেও অলী-আউলিয়াগণ তা পেরে থাকেন!

৪. গুজরাটের সাম্প্রতিক বিভীষিকাময় দাঙ্গার কষ্ট মুছে দিতে খাজা বাব্ব স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন ভারতবাসীর সামনে! তাহলে আল্লাহ তা'আলার প্রয়োজন পড়বেনা তাদের কষ্ট মুছে দেয়ার জন্য! (নাউয়িবিল্লাহি মিন যালিক!)

৫. প্রকৃত অলী-আউলিয়া হতে পারলে তারা আল্লাহর মতই ক্ষমতা পেয়ে যান। والعياذ بالله

৬. ইমাম, মুহাদ্দিছ, মুফাস্সির, ফকীহ, তাবেয়ীন, সকল ছাহাবায়ে কেরাম কেন, যারা বিশিষ্ট ছাহাবা দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন, তাদের চেয়েও অলীদের মর্যাদা বেশী!

৭. নবী রাসূলদের অপেক্ষা অলীদের ক্ষমতা বেশী! والعياذ بالله

বিচক্ষণ পাঠক,

উপরোক্ত তথ্যাবলী কোন সুস্থ বিবেকবান ব্যক্তি সত্য বলবে না এবং বিশ্বাসও করবে না। এর কারণঃ

১. বর্তমানে ভারত বা আজমীরবাসী যারা তাঁর প্রতিচ্ছায়া প্রত্যক্ষ করেছে এদের মাঝে কেউ তাঁকে জীবিতাবস্থায় দেখার প্রশ্নই উঠে না। সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস তাঁর সম্পর্কে থাকলেও ৭০০ বৎসরাধিক কাল পূর্বে তার অবিকল ছবি থাকার প্রশ্নই উঠে না। কেননা তদানিন্তন কালে ফটোগ্রাফীর আবিষ্কারই হয়নি। সেহেতু ঐ প্রতিচ্ছায়াটি যে তাঁরই তার কোন প্রমাণ নেই।

২. অলী-আউলিয়াগণ স্বীয় ক্ষমতা বলে প্রয়োজনে কবর বা মাযার থেকে উঠতে পারেন, বা ছবি প্রকাশ করতে পারেন, এ ধারণা ইসলামী মূল চেতনা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বরং তা প্রভুত্বমূলক তাওহীদের ক্ষেত্রে শির্ক! যা ঈমান বিনষ্টের শামিল। কেননা এ ক্ষমতা অলী কেন আল্লাহ কোন নবী রাসূলকেও প্রদান করেন নি। الله المستعان-

৩. এ বিশ্বাস কোন মুসলিম রাখেন না, বা রাখতে পারেন না। তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও শির্কি ধারণা। কেননা কোন মৃত নবী অলী কস্মিনকালেও কাউকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করতে পারে না। বরং তাঁরা মৃত্যুর পরে

কেউ নিজেরও কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারে না। মহান আল্লাহ্ কাউকে সে ক্ষমতা প্রদান করেন নি।

৪. এ দাবী মিথ্যা। কেননা কষ্ট-দুঃখ মুছে দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ্- কোন অলী দরবেশ নয়। তাই ঐ দাবী শির্ক।

৫. কোন অলী কেন কোন নবী রাসুলের জন্যও সম্ভব নয় যে, স্রষ্টার মত ক্ষমতা অর্জন করবেন। কারণ এরা সকলেই সৃষ্ট জীব। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টি জীবের অনু-পরমাণু পরিমাণও সাদৃশ্য নেই! সেহেতু ঐ দাবী সম্পূর্ণ শির্কি দাবী! -والعیاذ باللہ-

৬. কস্মিনকালেও নয়। দাবীটি সম্পূর্ণ বাতিল।

৭. কস্মিনকালেও অলীদের ক্ষমতা নবীদের অপেক্ষা বেশী নয়। বরং নবীদের সাথে অলীদের তুলনাই নেই। কেননা নবী রাসূলগণ নিষ্পাপ। তাঁরা আল্লাহ্র নির্বাচিত খাছ বান্দা তাঁদের সাথে আসমানের নীচে জমিনের উপরে কারো সাথে সামান্যতম তুলনাও নেই। এছাড়া মহা প্রলয় দিবসে শাফা'আতের সুযোগ পাবেন প্রথমে আমাদের নবী (ﷺ)। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ মর্মে দীর্ঘ হাদীছ রয়েছে। প্রকৃত অলী দরবেশ সেদিন নিজেদের জীবন নিয়েই ব্যস্ত ও চিন্তিত থাকবেন। অপরের জন্য চিন্তা করার প্রশ্নই উঠে না! -الله المستعان-

অতএব উপরোক্ত অতিভক্তিমূলক দাবী মিথ্যা, প্রমাণহীন এবং শির্কে আকবার। যাতে ঈমান ধ্বংস হয়ে যাবে!

এতদসত্ত্বেও যদি ঐ রকম ঘটনা ঘটেই থাকে অবশ্য প্রত্যক্ষ দর্শীদের মাঝে কেউ মন্তব্য করেছে যে, ওটা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছবি। কেউ বলেছে যে, ওটা হুসাইনের ছায়া। কেউ বলেছে যে, ওটা খাজার ছবি, আবার কেউ ভিন্নমত পোষণ করেছে। তাহলে এর জবাব স্বরূপ বলতে হয় যে,

ক. হয়তোবা এটা মাযার কর্তৃপক্ষের সাজানো কারামতী যাকে তারা অলৌকিক ঘটনা বলে চালিয়ে দিয়েছে ধর্মীয় জ্ঞানে অপরিশুদ্ধ সমাজে। লেজার নামক অত্যাধুনিক যন্ত্রের দ্বারা বিনা পর্দায় ছবি ধারণ করে প্রকাশ

করা অতঃপর তা ভিডিও করা খুবই সহজ। মানব গোষ্ঠিকে ধোঁকা দিয়ে বাবা ভক্ত বানানো মোটেই বিচিত্র নয়। দৈনিক ‘দিনকালেও’ এরূপ মন্তব্য করেছে। - الله المستعان -

খ. এটা একটি মিথ্যা প্রচারণা মাত্র। যেমন দৈনিক ‘দিনকালে’ উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক বলেছেন যে, “বিষয়টি রীতিমত ঘোলাটে”। আজমীর শরীফের দরবারের সাদা গম্বুজের গায়ে কালো কালো যে ছায়া ওয়েব সাইটে লক্ষ্য করা গেছে, মুক্ত মন বা খোলা চোখে সেটা প্রত্যক্ষ করলে তেমন কিছুই মনে হবে না। বিশেষ করে ওটা যে খাজা বাবার প্রতিচ্ছায়া এর কোন নিশ্চয়তা মিলবে না। তবে ঐ সাংবাদিক বলেন, খাজা বাবার ভক্তদের কথা আলাদা তারা বিষয়টি দেখছে ভক্তি ভরা দৃষ্টি আর অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে। তাই ব্যাপারটা ভক্তির আতিশয্যে সৃষ্ট ঘটনা হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।

গ. এতদসত্ত্বেও অতিভক্তি ওয়ালাদের উদ্দেশ্যে তবুও বলতে হয় যে, যদি বাস্তবে এরূপ কিছু ঘটে থাকে তাহলে ইবলিস শয়তান দুর্বল ঈমানদারদের ঈমান লুটে নেয়ার দুরভসন্ধিমূলক নব্য ফন্দি এঁটেছে! শয়তান বিভিন্ন রূপ বা আকৃতি ধারণ করতে পারে। আল্লাহ এ ক্ষমতা তাকে দিয়েছেন। শয়তানের জন্য পরিণাম স্বরূপ রেখেছেন জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত বিশাল অগ্নি! তাহলে শয়তানই এ কাণ্ড ঘটিয়েছে। কেননা এ সকল কর্ম কাণ্ড কোন মৃত মানুষের জন্যে আদৌ সম্ভব নয় তিনি নবী, অলী যাই হোন না কেন। মানুষের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার তাগিদে যদি কারো কবর থেকে উঠা সম্ভব হত তাহলে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, মহা মানব বিশ্বনবী (ﷺ) স্বীয় কবর থেকে একাধিক বার উঠে তাঁর অনেক বিপদ গ্রস্ত উম্মতকে বিপদ থেকে রক্ষা করতেন। কিন্তু তা করতে পারেননি। তাহলে তিনি কি অলী নন? অবশ্যই অলী। বরং তিনি সর্বকালের, সর্বাপেক্ষা বড় অলী এবং সকল নবী-রাসূলদের মাঝে শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। যেহেতু এ ক্ষমতা আল্লাহ তা‘আলা কাউকে দেননি। শ্রেষ্ঠ নবীকেও নয়। তাহলে অন্য কোন ছাহাবী, তাবেয়ী বা অলী- দরবেশের জন্য তো এরূপ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া কল্পনাও করা যায় না!

তাই ঐ মন-মানসিকতার সকল ভাইদের সমীপে আরজ করছি যে, আপনারা অতিভক্তি ছেড়ে দিন, খালেছভাবে তাওবা করুন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে আসুন।

إن شاء الله সু-পথ পাবেন, উভয় জীবন ধন্য হবে। নতুবা শয়তান অদূর ভবিষ্যতে আজমীরের ন্যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন কবর মাযারের উপরে ঐ কবরবাসীর প্রতিচ্ছায়া আপনাদেরকে দেখিয়ে ঈমান বরবাদ করে দিবে! - والعياذ بالله -

আল্লাহ্ মুসলিম জন সাধারণকে শয়তানের সকল চক্রান্ত হতে উদ্ধার করুন। آمین -

ملحوظة: وقوع الشرك غالبًا في توحيد الربوبية والألوهية

মন্তব্যঃ বর্তমানে প্রধানত দু'ভাবে শির্ক ঘটছে

প্রথমতঃ তাওহীদুর রবুবিয়াহতে অর্থাৎ প্রভুত্বের ক্ষেত্রে একত্বে যেক্ষেপে শির্ক ঘটছে তাহলো পৃথিবী পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্য কাউকে যেমন নবী, অলী, পীর ও ফেরেস্তাকে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করার মাধ্যমে। বা আল্লাহ্ কাউকে পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন এরূপ বিশ্বাস করার মাধ্যমে। হিন্দু জাতি যে সকল ধারণা পোষণ করে থাকে তার কোন একটিকে ঠিক মনে করা বা বলার মাধ্যমে। যেমন হিন্দুরা মনে করে থাকে যে, কৃষ্ণ, রাম বা কালি কাউকে শক্তি প্রদান করে থাকে, ফলে সে পৃথিবীতে শক্তিশালী হিসাবে চলাচল বা বসবাস করে। কাউকে রোগ দিয়ে থাকে, কাউকে রোগ থেকে আরোগ্য দান করে। তদ্রূপ কোন মুসলিম যদি উক্ত ধারণা পোষণ করতঃ কাউকে ঝাড় ফুঁক করে তাহলেও তা শির্কি ঝাড়া বলে গণ্য হবে। এছাড়া পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্ব চার জন অলীকে দেয়া হয়েছে, যারা এরূপ ধারণা রাখে তারাও শির্কে নিমজ্জিত।

মোট কথা, এভাবে যত প্রকার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা হবে তা সবই প্রভুত্বের

ক্ষেত্রে একত্রে শির্কের অন্তর্ভুক্ত হবে। والعياذ بالله (আল্লাহ আমাদেরকে শির্ক থেকে বাঁচান) آمين।

দ্বিতীয়তঃ তাওহীদুল উলুহিয়াহতে তথা দাসত্বের ক্ষেত্রে একত্রে যেভাবে শির্ক ঘটছে তাহলোঃ

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের উদ্দেশ্যে যে সকল ইবাদাত করা হয় যেমন রুকূ‘, সাজদা, দু‘আ, ভয়, ভরসা, আশা-আকাংক্ষা, প্রত্যাশা, নয়র, মানত, ক্বোরবানী, উৎসর্গ, আশ্রয় প্রার্থনা, ছেলে চাওয়া, মেয়ে চাওয়া, রোগ মুক্তি চাওয়া, শক্তি চাওয়া, রহমত বা বরকত চাওয়া, শাফা‘আত চাওয়া ইত্যাদির যে কোন একটি ইবাদত বা চাওয়া পাওয়া আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্যে সাব্যস্ত করলেই দাসত্বের ক্ষেত্রে একত্রে শির্ক ঘটবে।- والعياذ بالله

তাই যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, কোন ব্যক্তি বা বস্তু ইবাদাতের যোগ্য, তাহলে সে নিশ্চিত মুশরিকের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদিও সে ঐ ব্যক্তি বা বস্তুর ইবাদত না করে।

সেহেতু কোন ফেরেশতা, নবী, ছাহাবী, অলী, বা কোন জ্বিন-পরী, দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কোন কাজ করা এ নিয়তে যে, এদেরও আল্লাহর মত শক্তি আছে বা ক্ষমতা আছে বা আল্লাহ যা করতে পারেন বা প্রদান করতে পারেন তারাও তা পারে তাহলে তা দাসত্বের ক্ষেত্রে একত্রে স্পষ্ট শির্ক ঘটে যাবে। এরূপ বিশ্বাস করে নবীর ক্ববরের সামনে উপস্থিত হয়ে বা তাঁর ক্ববরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে অনুনয় বিনয় করে তার নিকট গুনাহ ক্ষমা চাওয়া, বা রোগ মুক্তি চাওয়া বা তার কাছে শাফা‘আত চাওয়া বা তাঁর রহমত কামনা করা বা তাঁর নিকট হজ্ব-ওমরা ক্ববুলের জন্য দরখাস্ত করা অথবা যে কোন প্রয়োজন মিটানোর জন্য বা কিছু চাওয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে দু‘আ করা স্পষ্ট শির্কের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

তদরূপ কোন অলী, দরবেশের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত যে কোন কার্য বা ইবাদত করা তিনি জীবিত হোক বা মৃত হোক, সুস্পষ্ট শির্ক হবে।

والعياذ بالله

যেমন ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন স্থানে বহু মাযার বা ক্ববর রয়েছে বড় বড় অলী, দরবেশের নামে। সেখানে কোন অলীকে সীমাহীন ভক্তি শ্রদ্ধার উদ্দেশ্যে রুকু বা সাজদা করা, মাথা নত করে ভক্তি করা, তাকে রাখী খুশী করার লক্ষ্যে বা তাকে আল্লাহর মত জেনে তার নামে জীব-জানোয়ার কোরবানী করা, ওরশে নিয়ে কোন জানোয়ার যবেহ করা কথিত ঐ পীর বা অলীর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে।

অথবা বিপদ মুক্তির লক্ষ্যে কোন মাযারে কিছু মানত করা। কোন ক্ববরবাসীকে এ মনে করে ভয় করা যে, উক্ত ক্ববরবাসী কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা রাখে, তাই সেখানে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হবে অথবা গাড়ী থামিয়ে টাকা পয়সা প্রদান করতে হবে বা তার সম্মানার্থে গাড়ীর গতি কমাতে হবে নতুবা ঐ অলী কোন ক্ষতি করতে পারে। এভাবে কোন অলীর প্রতি ভরসা করা। এ ছাড়া সব ধরনের দু'আ করা বা সর্ব প্রকার চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদি যা কেবল মাত্র আল্লাহর জন্যই সুনির্দিষ্ট। এসব মহাপাপ দাসত্বের ক্ষেত্রে একত্রে শির্ক। যার কারণে ঈমান ধ্বংস হয়ে যায়। (এ মর্মে দলীল প্রমাণ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)।

القسم الثاني : الشرك الأصغر

দ্বিতীয় প্রকার : শির্কে আসগার বা ছোট শির্ক

تعريف الشرك الأصغر وله عدة تعريفات بما يلي

১. قال السعدي رحمه الله: "الشرك الأصغر هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك الأكبر كالغلو في المخلوق الذي يبلغ رتبة العبادة، والحلف بغير الله، وسير الرياء، ونحو ذلك" (انظر مدارج السالكين ১/ ৩৭৩ والقول السديد ص ২৬).

ছোট শির্কের কতিপয় সংজ্ঞা রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

১. আল্লামা সা'দী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, ছোট শির্ক হলো ঐ সকল কথা ও কাজ যা বড় শির্কে পৌঁছে দেয়। যেমন কোন সৃষ্ট জীবকে সীমাহীন শ্রদ্ধা করা যা তাকে ইবাদতের আসনে পৌঁছে দেয়। গাইরুল্লাহর ক্বসম করা, সামান্যতম রিয়া তথা কখনো কখনো লোক দেখানো ইবাদাত ইত্যাদি।^{৯৭}

২. الشرك الأصغر : وهو ما أتى في النصوص أنه شرك، ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. (انظر باب من تبرك بشجر أو حجر، المجموع الثمين ২ / ২৭، واللجنة الدائمة ১/ ৫১৭)

২. ছোট শির্ক ঐ শির্ককে বলা হয় যাকে ইসলাম শির্করূপে অভিহিত করেছে, কিন্তু যা বড় শির্কের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয় না।^{৯৮}

৯৭. দেখুন মাদারিজুস সালেকীন ১ম খণ্ড ৩৭৩ পৃঃ এবং আল ক্বাউলুস সাদীদ ২৪ পৃঃ।

৯৮. দেখুন বৃক্ষ বা পাথর হতে বরকত হাছিলের অধ্যায়, আল মাজমু'উছ ছামীন আল্লামা ইবনু উছাইমীন প্রণীত ২য় খণ্ড ২৭ পৃঃ, ফাতাওয়া আল লাজনা আদায়েমাহ্ ১ম খণ্ড ৫১৭ পৃঃ।

৩. الشك الأصغر: هو الذى لا يخرج صاحبه من الملة، ولكن ينقص من توحيده فهو وسيلة للشك الأكبر، (العقيدة الصافية - ص ৬০ والكواشف الجليلة ص ৩২).

৩. ছোট শির্ক এরূপ যে, তাতে শির্ককারী ধর্ম থেকে বহিস্কৃত হবে না কিন্তু তার তাওহীদ ক্রটিপূর্ণ হবে ফলে তা বড় শির্কের অসীলা হয়ে যাবে।^{৯৯}

(অর্থাৎ ছোট শির্ক হলো প্রত্যেক ঐ অসীলা বা মাধ্যম যা ক্রমে ক্রমে বড় শির্কে পৌঁছে দেয়।)^{১০০}

الشك الأصغر هو ما يحدث باطنًا وظاهرًا

প্রকাশ থাকে যে, ছোট শির্ক প্রধানতঃ দু'ভাবে ঘটে থাকে

(১) অভ্যন্তরীনভাবে

(২) বাহ্যিকভাবে

এ ছোট শির্ক মারাত্মক অপরাধ ও জঘন্যতম পাপ, ধ্বংসকারিতার দিক থেকে বড় শির্কের পরই এর স্থান। الله المستعان

أولاً: ما يحدث باطنًا وهو قسمان

প্রথমতঃ যা গোপনে বা অন্তরের সাথে ঘটে তা দু'প্রকার

القسم الأول:

প্রথম প্রকারঃ “إرادة الإنسان بعمله الدنيا فقط” “কোন মানুষের শুধুমাত্র দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যে আমল করা।” তথা মাল-সম্পদ বা সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে আমল করা।” যেমন জিহাদ করা, দ্বীনী বিদ্যা শিক্ষা করা, কোরআন শিক্ষা দেয়া, ইমামতি করা, শিক্ষকতা করা প্রভৃতি যত ধরনের আমল করা হয়ে থাকে যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কাম্য না হয়ে বা

৯৯. আল আক্বীদাতুছ ছাফীয়াহ ৪০১ পৃঃ।

১০০. আল্ কাওয়াশেফ আল্ জালিয়া ৩২১ পৃঃ।

আল্লাহর উদ্দেশ্যে না হয়ে বরং শুধু দুনিয়ার ভোগ বিলাসের উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলে তা সবই ছোট শিক্রে পরিণত হবে! والعياذ بالله!

القسم الثاني

দ্বিতীয় প্রকারঃ الرياء লৌকিকতা বা লোক দেখানো। الرياء اليسير সামান্যতম রিয়া। কেননা অধিক রিয়া হলে বা সর্বদাই রিয়া জাতীয় আমল করলে বড় শিক্রে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে! والعياذ بالله!

تعريف الرياء : وله عدة تعريفات وهي كالتالي

রিয়ার সংজ্ঞাঃ রিয়ার কতিপয় সংজ্ঞা রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো

রিয়ার স্বরূপ উদঘাটন করতে যেয়ে হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী বলেনঃ

١. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية والمراد به: إظهار العبادة لقصد

رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها، (انظر فتح المجيد ص ٤٣٦).

১. আল্লামা হাফেয ইবনু হাজার বলেছেন যে, রিয়া শব্দটি অপরকে দেখানো, এ অর্থ হতে উদ্ভূত। যার স্বরূপ হ'ল কোন ইবাদতকারী মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করে যাতে তারা তার প্রশংসা করে। যেমন ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি।^{১০১}

٢. قال الإمام الصنعاني: الرياء لغة: أن يرى غيره خلاف ما هو عليه وشرعاً: أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله. (سبل

السلام ٣٥٦/٤).

২. ইমাম ছানা'আনী বলেছেন যে, রিয়ার শাস্তিক অর্থ হচ্ছে অন্যকে এমন কাজ দেখানো যার বিপরীতে সে আছে।

শার'রী অর্থ হলোঃ গাইরুল্লাহর প্রতি দৃষ্টি রেখে আনুগত্য করা এবং পাপ কার্য পরিহার করা।^{১০২}

৩. قيل وهو كالتصنع لغير الله بعمل في ظاهره أنه لله وفي باطنه عدم الإخلاص لله به (انظر الشرك في القديم والحديث- ১/১৬৮).

৩. কেউ বলেছেনঃ রিয়া হলো প্রকাশ্যভাবে কোন আমল আল্লাহর জন্য করার ভান করা আর ভেতরে (হৃদয়ে) ইখলাছ পরিপন্থী কাজ করা।^{১০৩}

মোট কথা, যে আমল আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয় তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে না করে মানুষের পক্ষ হতে প্রশংসা বা যশ খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে করা। ইহাই রিয়া বা ছোট শির্ক। আর যদি কেউ কোন আমল শুধু মাত্র বান্দার জন্যে করে থাকে বা সর্বদাই সকল প্রকার আমল কোন পীর-অলী বা কোন সৃষ্টজীবের জন্যে করে তাহলে তা সরাসরি বড় শির্ক হয়ে যাবে। 'نعوذ بالله من ذلك' (বড় শির্কের বর্ণনা ইতোপূর্বে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে - ما شاء الله -)

الأدلة على عواقب الرياء

রিয়া তথা ছোট শির্ক ও তার পরিণতি সম্পর্কীয়
দলীলসমূহ

১. قال سبحانه وتعالى: "فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا" (الكهف - ১১০).

১০২. সবুলুস সালাম ইমাম ছানা'আনী প্রণীত ৪র্থ খণ্ড ৩৫৬ পৃঃ।

১০৩. দেখুন আশ শির্ক ফিল ক্বাদীম অলহাদীছ শাইখ আবু বকর প্রণীত ১ম খণ্ড ১৬৮ পৃঃ।

১. আল্লাহ সুবহানাহু অত্যাঁআলা ইরশাদ করেছেনঃ যে কেউ তার প্রভুর সান্নিধ্য লাভে ইচ্ছুক সে যেন সৎ আমল করে এবং কখনো তার প্রভুর ইবাদতের সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করে।

(আল্ কাহফঃ ১১০ আয়াত)।

২. قَالَ تَعَالَى : ”وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ“ (ফاطر - ১০)।

২. আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আর যারা পাপ অর্জন করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি এবং তাদের কৃত অর্জিত (আমল) সবই ধ্বংস হয়ে যাবে, ফলে ঐ আমল থেকে তারা মোটেই উপকৃত হতে পারবেনা।”^{১০৪}

বিশিষ্ট তাবেঈ মুজাহিদ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, যারা তাদের আমল থেকে উপকৃত হবে না, তারা হলো রিয়াকারী।^{১০৫}

শাইখ আবু বকর স্বীয় গ্রন্থে বলেছেন যে, রিয়া হচ্ছে প্রধান ছোট শির্ক।^{১০৬}

৩. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: ”أَنَا أَعْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ“ (صحيح، مسلم برقم: ২৭৮৫ وابن ماجه ১৬০৫/২ برقم: ৬২০)।

৩. মহান আল্লাহ হাদীছে কুদসীতে বলেছেন যে, আমি শির্ককারীদের শির্ক হতে মুক্ত, যে ব্যক্তি কোন আমল করে এবং তাতে আমার সাথে অপর কাউকে শরীক বা অংশীস্থাপন করে, আমি তাকে ও তার শির্ককে পরিহার করে দেই।^{১০৭}

৪. عَنْ خَمُودِ بْنِ لَيْثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ”إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ قَالُوا: وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ”الزِّيَاءُ“

১০৪. ফাতিরঃ ১০ আয়াত, দেখুন তাফসীর আল মুইয়াসসার ৪৩৫ পৃঃ।

১০৫. দেখুন আযযাওয়াজির আন ইকুতিরাফ আল কাবায়ির ১ম খণ্ড-৩১ পৃঃ।

১০৬. আশশির্ক ১ম খণ্ড ১৭৪ পৃঃ।

১০৭. ছহীহ মুসলিম হাদীছ নং ২৯৮৫, ইবনু মাজা ২য় খণ্ড ১৪০৫ পৃঃ, হাদীছ নং ৪২০২।

يَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَزَى النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ: إِذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاوُونَ فِي الدُّنْيَا فَاَنْظُرُوا هَلْ تَحْدُثُونَ عَنْدهُمْ جَزَاءً“ (أخرجه الإمام أحمد ٥/ ٤٢٨-٤٢٩ بإسناد حسن كما قال ابن حجر في بلوغ المرام برقم: ١٤٨٥، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ٣٢٣/١ والصحيحة- ٩٥١).

৪. মাহমুদ বিন লাবীদ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন যে, আমি তোমাদের জন্য যে সকল বিষয়ে সবচেয়ে বেশী আশংকা করি তন্মধ্যে ছোট শির্ক অন্যতম বিষয়। তারা (ছাহাবীগণ) জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শির্ক কি? তখন তিনি বললেন তা হচ্ছে রিয়া (লোক দেখানো আমল)। প্রলয় দিবসে মহান আল্লাহ তা‘আলা মানুষের (সৎ) আমলের প্রতিদান প্রদানের পর ঐ সকল রিয়াকারীদের উদ্দেশ্যে বলবেন, তোমরা দুনিয়াতে যাদের দেখানোর জন্য ইবাদত করতে তাদের নিকট চলে যাও, দেখো তাদের নিকট কোনরূপ প্রতিদান পাও কিনা?^{১০৮}

উক্ত হাদীছে রিয়াকারীদের জন্য যথেষ্ট ভয় রয়েছে। কেননা ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ ব্যতীত কারো কোন কথা বলার ক্ষমতা থাকবেনা- প্রতিদান প্রদান তো দূরের কথা! সেহেতু সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত!!
الله المستعان-

৫. عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الرِّيَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُزْكَ الْأَضْعَرَّ (رواه الطبراني في الكبير برقم ٧١٦٠، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب: ١/ ١٨).

১০৮. হাদীছটি ইমাম আহমাদ স্বীয় গ্রন্থে ৫ম খণ্ড ৪২৮-৪২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন, শাইখ আলবানী ছহীহ (বিশুদ্ধ) বলেছেন। দেখুন বুলুগল মারাম হাদীছ নং ১৪৮৫, ছহীহুল জামে' ১ম খণ্ড ৩২৩ পৃঃ এবং আছছাহীহাহ- হাদীছ নং ৯৫১।

৫. শাদাদ বিন আউস হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে রিয়াকে ছোট শিকরূপে গণ্য করতাম।^{১০৯}

৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ. فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ ». (صحيح مسلم - برقم ۳۵۲۷، الترمذی - برقم ۲۳۰۴، النسائی - برقم ۳۰۸۶، وصحيح الجامع ۱/ ۴۰۶).

৬. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, মহা প্রলয় দিবসে সর্ব প্রথম মানুষের মাঝে শহীদ ব্যক্তির বিচার করা হবে। তাই তাকে উপস্থিত করে তার প্রতি (দুনিয়াতে) প্রদত্ত নে'আমতসমূহ স্মরণ করানো হলে সে তা স্বীকার করে নিবে। অতঃপর

১০৯. আততাবরানী-৭১৬০ নং হাদীছ, শাইখ আলবানী একে ছহীহ বলেছেন দেখুন ছহীহ আততারগীব ১ম খণ্ড ১৮ পৃঃ।

মহান আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন তুমি সে সব নে'আমত পেয়ে কি আমল করেছিলে? সে জবাবে বলবে আমি আপনার রাস্তায় জিহাদ করে শাহাদৎ বরণ করেছিলাম। আল্লাহ্ বলবেন তুমি মিথ্যা বলছ! বরং তুমি জিহাদ করেছিলে এ নিয়তে, যেন লোকেরা তোমাকে বীর যোদ্ধা বলে, আর দুনিয়াতে তা বলা হয়েছিল। এরপর আদেশ দেয়া হবে তাকে উল্টা করে ধরে জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে।

দ্বিতীয়তঃ ঐ ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে ব্যক্তি দ্বীনী ইল্ম শিক্ষা করেছিল এবং অপরকে শিখিয়েছিল এবং কুরআন পাঠ করেছিল। অতঃপর তাকে দুনিয়াতে প্রদত্ত নে'আমতসমূহ স্মরণ করানো হলে সে তা স্বীকার করে নিবে, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি সে সব নে'আমত পেয়ে কি আমল করেছিলে? জবাবে সে বলবে যে আমি ইল্ম শিখেছি এবং শিক্ষা দিয়েছি। আপনার সন্তষ্টির জন্য ক্বোরআন তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ্ বলবেন তুমি মিথ্যা বলছ! বরং তুমি ইল্ম শিখেছিলে ও শিক্ষা দিয়েছিলে এ নিয়তে যেন লোকেরা তোমাকে আলেম বলে, এবং তুমি ক্বোরআন পড়েছিলে এ নিয়তে যেন লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে, আর তোমাকে দুনিয়াতে তা বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ নির্দেশে তাকে উল্টা করে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয়তঃ ঐ ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যাকে আল্লাহ্ পূর্ণ সচ্ছলতা দিয়েছিলেন ও তাকে সব ধরণের ধন-সম্পদ দান করেছিলেন, সে সব প্রদত্ত নে'আমতসমূহ স্মরণ করানো হলে সে তা স্বীকার করে নিবে, অতঃপর মহান আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন তুমি ঐ সকল নে'আমত পেয়ে কি আমল করেছিলে? সে জবাবে বলবে, আপনি পছন্দ করেন এমন সব রাস্তায় ব্যয় করেছিলাম। আল্লাহ্ বলবেন তুমি মিথ্যা বলছ! তুমি ব্যয় করেছিলে এ নিয়তে যেন মানুষ তোমাকে দানশীল বা দাতা বলে। আর দুনিয়াতে তোমাকে তা বলা হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ নির্দেশে তাকে উল্টা করে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।^{১১০} نعوذ بالله من ذلك

১১০. ছহীহ , মুসলিম হাদীছ নং ৩৫২৭, তিরমিযী হাদীছ নং ২৩০৪, নাসায়ী হাদীছ নং ৩০৮৬, এবং ছহীহুল জামে' ১ম খণ্ড ৪০৪ পৃঃ।

”اللَّهُمَّ وفقنا لما فيه صلاح لنا في الدنيا والآخرة“

يحدث الرياء بطرق شتى ومنها

উক্ত রিয়া বিভিন্নরূপে ঘটে থাকে, নিম্নে কতিপয় দিক উল্লেখ করা হলো-

الرياء يكون بالأعمال والأدلة على ذلك

রিয়া ঘটে থাকে কাজের দ্বারা এর উপর দলীলসমূহ

১. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: الشِّرْكُ الْحَقِيقِيُّ: يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ: لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ، (رواه أحمد ৩/৩ وابن ماجه ১২০৬, وقال الأرنؤوط هو حديث حسن انظر فتح المجيد ص-৬৬).

১. আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ে সংবাদ দেবনা যা আমার নিকট দাজ্জালের ফেৎনা অপেক্ষা ভীতিকর? ছাহাবীগণ বললেন জী-হাঁ সংবাদ দিন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তখন বললেন যে, তাহলো গোপন শির্ক। কোন ব্যক্তি ছালাত আদায় কালীন লোককে দেখানোর নিয়তে তা সুন্দর করে পড়ল!***

২. روى عن ابن خزيمة في صحيحه عن مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّا كُمْ وَشِرْكُ السَّرَائِرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ، (رواه أيضًا

১১১. মুসনাদে আহমাদ ৩য় খণ্ড ৩০ পৃঃ, ইবনু মাজাহ ৪২০৪ নং হাদীছ, মুহাক্কিক আরনাউত্ব বলেছেন যে, তা হাসান। দেখুন ফাতহুল মাজীদ ৪৪০ পৃঃ।

البيهقي في سننه ٢/٢٩٠ - ٢٩١، وهو حديث حسن قاله الأرناؤوط - انظر فتح المجيد ص ٤٤٠، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب).

২. ইবনু খুযাইমা স্বীয় গ্রন্থে মাহমুদ বিন লাবীদ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উপস্থিত হয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা গোপন শির্ক হতে সাবধান! তাঁরা বললেন হে আল্লাহর রাসূল, গোপন শির্ক কি? তখন তিনি (রাসূল) বললেন (তা এই যে) কোন এক ব্যক্তি ছালাতে দাঁড়িয়ে অপর ব্যক্তিকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ছালাত সুন্দর করে আদায় করল, তা হচ্ছে গোপন শির্ক।^{১১২}

৩. عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مَرْفُوعًا "مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ" إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ قَسِيمٍ لِمَنْ أَشْرَكَ بِي شَيْئًا فَإِنَّ حَشْدَهُ عَمَلَهُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ لَشَرِيكِهِ الَّذِي أَشْرَكَ بِهِ، أَنَا عَنْهُ غَيِّي، (رواه احمد في مسنده ٤/١٢٦، والحاكم في مستدركه ٤/٣٢٩ قال المحقق الأرناؤوط وهو حديث حسن بشواهده انظر فتح المجيد ص ٤٣٨).

৩. শাদ্দাদ বিন আউস হতে (মরফু' - বাচনিক) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল অপরকে দেখানোর জন্য সে শির্ক করল, যে ব্যক্তি ছিয়াম পালন করল অপরকে দেখানোর জন্য সে শির্ক করল, যে ব্যক্তি দান করল অপরকে দেখানোর জন্য সে শির্ক করল। মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তো সর্বোত্তম বণ্টনকারী, তাই যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থাপন করে তার

১১২. সুনান আল বাইহাকী ২য় খণ্ড- ২৯০-২৮১, হাদীছটি আরনাউত্ব হাসান (বিশুদ্ধ বলেছেন। দেখুন ফাতহুল মাজীদ ৪৪০ পৃঃ, মুহাদ্দিস আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।

আমলের সমস্ত (পুঁজি) জমাকৃত কম বেশী সবই তার ঐ শরীকের জন্য যার উদ্দেশ্যে সে আমল করল আমি তা থেকে অমুখাপেক্ষী।^{১১৩}

৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلَيْنِ وَالْآخِرَيْنِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَارِثَبَ فِيهِ، نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَحَدًا، فَلْيُظَلَبْ ثَوَابُهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ

(المسند ৩/ ৬৬৬, والترمذی برقم ৩১০৬ وقد حَسَنَهُ الشَّيْخُ الْعَلَامَةُ

الْأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ ১/ ১৫০, وَالْمَشْكَاةُ الْمَحْقَقَةُ- ৫৩১৮).

৪. আবু সাঈদ আল আনছারী হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ হাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে প্রলয় দিবসে একত্রিত করবেন, যে দিবস সংঘটিত হতে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। তখন কোন আহবায়ক আহবান করে বলবেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতে অপরকে শরীক করেছে সে যেন তার প্রতিফল আল্লাহ ব্যতীত অপরের নিকট চায়। কেননা আল্লাহ শির্ককারীদের শির্ক হতে মুক্ত।^{১১৪}

৫. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ بَنِي آدَمَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُحُفٍ مَخْتُومَةٍ، فَيَقُولُ اللَّهُ أَلْقُوا هَذَا وَاقْبَلُوا هَذَا، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ! وَاللَّهِ

১১৩. মুসনাদে আহমাদ ৪র্থ খণ্ড- ১২৬ পৃঃ, মুত্তাদরাকে হাকেম ৪র্থ খণ্ড-৩২৯ পৃঃ, হাদীছটি সম্পর্কে মুহাক্কিক আরনাউত্ত বলেছেন যে, তার শাওয়াহেদ দ্বারা হাসান, দেখুন ফাতহুল মাজীদ ৪৩৮ পৃঃ।

১১৪. মুসনাদে আহমাদ ৩য় খণ্ড ৪৬৬পৃঃ তিরমিযী ৩১৫৪ নং হাদীছ, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত হাদীছকে হাসান বলেছেন, ছহীহুল জামে' ১ম খণ্ড- ১৪৫ পৃঃ এবং মুহাক্কাক মিশকাত- ৫৩১৮ নং হাদীছ।

مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا، فَيَقُولُ: إِنَّ عَمَلَهُ كَانَ لِغَيْرٍ وَجْهِي، وَلَا أَقْبِلُ الْيَوْمَ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا أُرِيدُ بِهِ وَجْهِي، (মসন্দ البزار برقم: ৩৬৩০) وقد حسنه ابن كثير في تفسيره ২০৮/৫، ضعفه الألباني).

৫. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন যে, ক্বিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের আমলসমূহ সীলমহরকৃত দফতরে মহান আল্লাহর সমীপে উপস্থাপন করা হবে। তখন আল্লাহ (ফেরেস্তাদেরকে) বলবেন যে, এ আমল নিক্ষেপ কর ঐ আমল গ্রহণ কর। তখন ফেরেস্তাগণ বলবেন, হে প্রভু আপনার কসম! আমরা তো এগুলো ভালই দেখছি, তথা এ ব্যক্তির আমল সৎই দেখতে পাচ্ছি, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তার আমল ছিল অপরের উদ্দেশ্যে!

আজ আমি ঐ আমলই গ্রহণ করব যা কেবল আমার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।^{১১৫}

৬. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْسَنَ الصَّلَاةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ وَأَسَاءَهَا حَيْثُ يَخْلُو فَتِلْكَ إِسْتِهَانَةٌ إِسْتِهَانٍ بِهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، (মসন্দ আবী يعلى ৫৬/৯، وحسنه الحافظ ابن حجر في المطالب العلية ১৮৩/৩، ضعفه الألباني)

৬. আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জন সম্মুখে তাদেরকে দেখানোর জন্য ছালাত উত্তমরূপে আদায় করে আর নির্জনে খারাপ করে (গুরুত্বহীনভাবে) আদায় করে তাই অপমানজনক কাজ। সে তা দ্বারা তার প্রভু আল্লাহ তাবারাক অতা'আলাকে অপমান করল।^{১১৬}

১১৫. মুসনাদে বাযযার হাদীছ নং ৩৪৩৫, হাদীছটি হাসান। দেখুন মুহাক্কাকু তাফসীর ইবনু কাছীর ৫ম খণ্ড- ২০৮ পৃঃ; হাদীছটিকে শাইখ আলবানী যঈফ বলেছেন।

১১৬. মুসনাদে আবী ইয়াল্লা ৯ম খণ্ড- ৫৪ পৃঃ, হাফয ইবনু হাজার একে স্বীয় গ্রন্থ আল মাত্বালিবুল আ'লীয়া ৩য় খণ্ড ১৮৩ পৃষ্ঠাতে হাসান বলেছেন, হাদীছটিকে আলবানী যঈফ বলেছেন।

উপরোক্ত বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণের আলোকে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আমল বা ইবাদতের মাধ্যমে রিয়া সংঘটিত হতে পারে! যা থেকে আমাদের বেঁচে থাকা অপরিহার্য কর্তব্য। **الله الموفق**

علامات بعض أعمال الرياء بما يلي

নিম্নে কতিপয় রিয়া মিশ্রিত ইবাদতের পরিচয় উল্লেখ করা হলো

১. **أن يكون الرياء بالأعمال** ইবাদতসমূহের দ্বারা রিয়াঃ যেমন কেউ খুব বিনয়ীভাবে, রুকু-সাজদা করে ও ক্বিয়াম দীর্ঘায়িত করে ছালাত আদায় করে থাকে, এ উদ্দেশ্যে যেন লোকেরা তাকে উত্তম মুছল্লী বলে জানে। ছিয়াম পালন করে কেউ এ নিয়তে যেন লোকেরা তাকে ছায়েম বা রোযাদার বলে অভিহিত করে। যেমন নফল রোযা রেখে মানুষদেরকে ইফতার করার সময় ইফতারে যোগ দিতে আহবান জানায় এ বলে যে, আজ সোমবার বা বৃহস্পতিবার আপনারা রোযা পালন করেননি? কেউ যাকাত প্রদান করে লোকের নিকট বলে থাকে যে, আমি দরিদ্রদের হক্ যথারীতি আদায় করে থাকি, যেন লোকেরা তাকে যাকাতদাতা বলে জানে। তদরূপ অধিকরূপে দান খয়রাত করে এ উদ্দেশ্যে যে, লোকেরা যেন তাকে দানশীল বা দাতা বলে জানে। কেউ হজ্জরত পালন করে এ নিয়তে যেন লোকেরা তাকে হাজী সাহেব অথবা আলহাজ্জ উপাধিতে ভূষিত করে। অথবা ঐ উপাধিতে আহবান না করলে রাগান্বিত হন, কেউ কোন সময় বলেই বসেন যে, এত টাকা দিয়ে হজ্জ করলাম আপনারা আমাকে হাজী সাহেব বলেননা কেন? এভাবে হজ্জে যাওয়ার পূর্বেই হাজী সাহেব জিন্দাবাদ বলে শ্লোগান দেয়া, বা ব্যাপকভাবে প্রচার করা যে, অমুক ব্যক্তি হজ্জে যাচ্ছেন অথবা লোকদেরকে জানানো যে, এ ব্যক্তির এটা ২নং বা ৩নং বা ৪ নং হজ্জ প্রভৃতি রিয়ারই অন্তর্গত। **سأعهم الله تعالى**

প্রসংগতঃ

হজ্জরত পালনকারীকে আলহাজ বা হাজী উপাধিতে ভূষিত করা কিংবা নিজেই তা গ্রহণ করা বৈধ নয়। বরং তা ছোট শিকের মধ্যে গণ্য হবে। যেমন ভারত উপমহাদেশে এ মারাত্মক ভুলটির ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি ঘটেছে। উক্ত উপাধি অবৈধতার কারণ হ'ল এই যে, হজ্জ একটি ইবাদত, ইসলামের ৫ম রুকন, যা বান্দা তার প্রভুর রেহামন্দী তথা সন্তুষ্টির জন্য বা তাঁর আদেশ পালনার্থে আদায় করবে, দুনিয়ার কোন মানুষকে জানানো বা শুনানো উদ্দেশ্য থাকবেনা অন্যান্য সর্বপ্রকার ইবাদতের ন্যায়। যেমনঃ ছালাত, ছিয়াম, যাকাত। পাঁচ অক্ত ছালাত আদায়কারীকে আমরা মুছল্লী বলে আহবান করিনা, ছিয়াম পালনকারীকে রোযাদার উপাধিতে ভূষিত করিনা, কোন যাকাত আদায়কারীকে তার নামের আগে যাকাতদাতা লেখিনা বা বলিনা। তাহলে ইসলামের ৫ম রুকন হজ্জ পালনকারীকে কেন হাজী বা আলহাজ্জ লক্‌বে ডাকব? বা নিজেরাই কেন উক্ত উপাধি গ্রহণ করব? বা কোন মিল-কারখানা বা দোকানের নামকরণে হাজী ব্যবহার করব? যেমন হাজী ষ্টোর, হাজীর দোকান প্রভৃতি। এ হ'ল যুক্তির আলোকে উক্ত উপাধি ভুল!

দ্বিতীয়তঃ ক্বোরআন হাদীছের আলোকেও তা যথার্থ নয়। কেননা উক্ত উপাধি বৈধ হলে বিশ্বনবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বয়ং তা গ্রহণ করতেন বা ছাহাবীগণকে-তা ডাকতে শেখাতেন। তদরূপ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবীগণ উক্ত উপাধি নিজেরা গ্রহণ করতেন, বা একে অপরকে ডাকতেন। সেভাবে রেওয়াজ চালু থেকে যেত তাবে'য়ীন ও অন্যান্য পণ্ডিতদের মাঝে। অথচ বাস্তবতা এই যে, ইসলামে তার নাম গন্ধও নেই। তাইতো আমরা জীবনে কোন কিতাবে আলহাজ্জ রাসূলুল্লাহ বা হাজী রাসূলুল্লাহ দেখিনি বা শুনিনি। তদরূপ আলহাজ্জ আবু বকর, আলহাজ্জ ওমর, আলহাজ্জ উছমান, আলহাজ্জ আলী বা হাজী আবু বকর, হাজী ওমর, হাজী উছমান, হাজী আলী-رضى الله عنهم প্রভৃতি দেখিনি এবং কারো মুখেও শুনিনি। الله المستعان-

সেহেতু এ উপাধি গ্রহণ করা বা কোন হজ্জ আদায়কারীকে উক্ত উপাধি প্রদান করা থেকে আমাদেরকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা ফরয।

اللّٰهُ الْمَوْفِقُ لِلْجَمِيعِ (আল্লাহ সকলকে তাওফীক দিন-আমীন)।

২. **يَكُونُ الرِّيَاءُ مِنْ جِهَةِ الْقَوْلِ** কথার মাধ্যমে রিয়াঃ যেমন বক্তব্যের ক্ষেত্রে, তথা ওয়ায নাসীহতের সময় শুদ্ধ অশুদ্ধভাবে অধিক কথা বলে শ্রোতাদেরকে বুঝানো যে আমি বড় বক্তা বা আমার জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক। এ মর্মে অন্যান্য বক্তাদেরকে মূল্যায়ন না করা, বা এরূপ বলা যে, ওরা কি ওয়ায করবে, বা অমুক বক্তা কি জানে, বা কয় দিন যাবৎ ওয়ায করে, এভাবে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা। লোকালয়ে ওষ্ঠদ্বয় নেড়ে এটা বুঝানো যে, তিনি খুব যিকরকারী লোক অথচ নির্জনে চুপ-চাপ বসে থাকেন। অথবা খারাপ, অশ্লীল কিছু দৃষ্টি গোচর হলে মানুষদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে খুব রাগ প্রদর্শন করা কিন্তু মানুষের অনুপস্থিতিতে তদরূপ না করা। উচ্চৈঃস্বরে যিকর করা এ উদ্দেশ্যে যেন মানুষ তাদেরকে ভাবেন যে, তারা যাকেরীন, শাকেরীন বা কতইনা দ্বীনদার লোক! এরূপ নিয়ত থাকলে (ছোট শিক) রিয়া। নতুবা বিদ'আত, কেননা এরূপে উচ্চৈঃকণ্ঠে সমস্বরে যিকর বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণ বিহীন। অথবা কাউকে বলা যে, ভাই মাসে ক'দিন তাবলীগের মেহনত করেন, বা জামাতে ক'দিন সময় দিয়েছেন, বা ক'টি চিল্লা দিয়েছেন, অথবা বলা যে, ক'টি দেশ তাবলীগের জন্য সফর করেছেন। এটা এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষ যেন জানে বা বলে যে লোকটি তো খুবই দ্বীনের কাজ করে থাকেন বা তাবলীগের মেহনত করেন। অথবা লোকদেরকে অধিকরূপে বলা যে, আসেন ভাই দুনিয়া ছেড়ে দিয়ে আখেরাত ধরি ইত্যাদি এ নিয়তে, যেন মানুষ তাকে যাহেদ বা দুনিয়া ত্যাগী বা আবেদ (খুবই ইবাদতকারী) বলেন।

৩. **ان يَكُونُ الرِّيَاءُ مِنْ جِهَةِ الْأَفْعَالِ** - বাহ্যিক কর্মকাণ্ডে রিয়াঃ যেমন রাস্তায় চলতে, গৃহে, মসজিদে বা অফিসে তাসবীহর দানা হাতে নিয়ে দ্রুত বা ধীর গতিতে যেকের করা এজন্য যে, লোকেরা যেন তাকে খুব দ্বীনদার পরহেজগার বলে সম্বোধন করেন। কেউ কোন ইসলামী

আন্দোলনে পদোন্নতির নিয়তে অধিকরূপে আন্দোলনের কাজ করেন বা দা'ওয়াত দেন, অথবা কেউ আমীর হওয়ার নিয়তে অধিকরূপে চিল্লা দিয়ে থাকেন। (অবশ্য এভাবে চিল্লা প্রথা ইসলামের সোনালী যুগে ছিল না। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এর স্থান নেই)!

অথবা কেউ আবেদ, যাহেদ উপাধি লাভের উদ্দেশ্যে গৌফ ও মাথার চুল কামিয়ে ফেলেন বা চুল না আঁচড়িয়ে এলোমেলোভাবে ছেড়ে রাখেন বা কাপড় অপরিষ্কার অবস্থায় চলা-ফেরা করে যাতে লোকেরা মনে করেন যে, লোকটি দ্বীনের কাজে ব্যস্ত থাকায় চুল আঁচড়ানো এবং কাপড় পরিষ্কারের সময় পান না। অথবা জামা'আতে ছালাত আদায় কালীন, তেলাওয়াতের সময় বা রুকু' সাজদার সময় ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদেন, তদরূপ ওয়ায শবণের সময় বা কোরআন পাঠের সময় যাতে অন্যান্য লোক বা ইমাম সাহেব মনে করেন যে, লোকটিতো যথেষ্ট আল্লাহ্ ভীরু! কিন্তু একাকী বা নির্জনে ছালাত আদায়ের সময় মোটেই কাঁদেন না বরং দ্রুত গতিতে ছালাত পড়ে দুনিয়াবী কাজে মশগুল হয়ে পড়েন। অবশ্য কেউ যদি প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদেন তাহলে সেটা ভাল। (তবে নির্জনে, লোকা সম্মুখে নয়)। **الله أعلم** এভাবে রিয়া হবে চাকরিতে প্রমোশন লাভের উদ্দেশ্যে উর্দ্ধতন কর্মকর্তাকে দেখানোর উদ্দেশ্যে দাড়ি লম্বা করা, ঢিলে-ঢালা কাপড় পরিধান করা, অথবা তাকে দেখানোর জন্য নফল ছালাত বা ছিয়াম পালন করা। **والعياذ بالله**

তদরূপ সাজদার স্থানে ধূলি-বালি পরিষ্কার না করা বা যাতে উক্ত স্থানে দাগ পড়ে যায় যেন মানুষ বলে যে, লোকটি তো পাকা মুছল্লী! প্রভৃতি।

8. **ان يكون الرياء من جهة الزى** পোষাক পরিচ্ছদের মাধ্যমে রিয়াঃ মোটা বা মার্কিনী থান কাপড় পরিধান করা যেন মানুষ তাকে দুনিয়াত্যাগী বলে জানে। আলেম উলামাদের ন্যায় নির্দিষ্ট পোষাক পরিধান করা, তদরূপে দ্বীনী শিক্ষিতদের সুনির্দিষ্ট লেবাস ব্যতীত অন্য পোষাক পরিধান না করা এ নিয়তে যে মানুষ তাহলে তাকে আলেম বলবেনা। মানুষদেরকে

দেখানোর জন্য টুপি বা পাগড়ী বা উভয়ই পরিধান করে চলা-ফেরা করা, যেন লোকেরা তাকে মুছল্লী বা ভাল লোক বলে জানেন।

৫. **আত্মীয় মেহমান বা** **آن يكون الرياء بالأصحاب والزائرين** - ধর্মীয় লোকদের যিয়ারত ও আপ্যায়নের মাধ্যমে রিয়াঃ যেমন কেউ বলে বেড়ান যে তার বাড়ীতে মেহমানখানা রয়েছে বা বড় বড় আলেমগণ দূর দূরান্ত থেকে তার বাড়ীতেই তাশরীফ নেন। যেন মানুষ তাকে প্রশস্ত হৃদয় বিশিষ্ট লোক ভাবেন বা দাতারূপে আখ্যায়িত করেন। একই উদ্দেশ্যে অনেক সময় এটাও বলেন যে, প্রতিদিন আমার বাড়ীতে দশ জন বা এর কম বেশী দরিদ্র লোক আহার করে থাকে, বা আমি অমুক তারিখে এত সংখ্যক দরিদ্র লোক আহার করাই, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

৬. **জন সেবার মাধ্যমে রিয়াঃ** **آن يكون الرياء بالخدمات العامة** - যেমন কেউ জনকল্যাণমূলক কাজ করে বলল যে আমি মানুষের সুবিধার্থে অমুক স্থানে রাস্তায় ব্রীজ বা সেতু নির্মাণ করে দিয়েছি। মানুষের বিশুদ্ধ পানি পান করার জন্য অমুক এলাকায় এতটা গভীর বা অগভীর নল কুপ স্থাপন করেছি। অমুক দরিদ্র ছাত্রের লেখাপড়ার ব্যয় বহন করছি। অমুক দরিদ্র ব্যক্তির মেয়ের বিবাহের সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যয় বহন করেছি ইত্যাদি বলা বা জন সম্মুখে প্রচার করা। অথবা কেউ এসব জন কল্যাণ মূলক সেবা করল এ নিয়তে যাতে মানুষ তাকে সমাজসেবী ভাবেন বা খুব ভাল লোক বলে জানেন। এভাবে একই নিয়তে ইয়াতীম ছেলে মেয়ের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করা। এসবই স্পষ্ট রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

نسأل الله العافية والسلامة

৭. **প্রবাহমান দানে বা ছাদক্বায়ে** **ان يكون الرياء بالصدقات الجارية** - জারিয়ার দ্বারা রিয়াঃ এক বা একাধিক মসজিদ মাদ্রাসা ইয়াতীমখানা নির্মাণ করা, তদরূপ হাসপাতাল, ক্লিনিক, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি তৈরী করা নেকীর উদ্দেশ্যে না করে মানুষের যশ-খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে করা। তদরূপ অপ্রয়োজনে লোকদের শুনান বা জানান যে, অমুক মসজিদ বা মাদ্রাসা করতে আমার এত টাকা ব্যয় হয়েছে। অথবা কোন ইমাম

মুয়াযযিন বা ধর্মীয় শিক্ষক, হাফেয, ডাক্তার বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বা কর্মকর্তার বেতন দেয়া জনগণের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে। অথবা কোন ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করা বা অনুবাদ করা এ নিয়তে যেন পাঠকগণ বিখ্যাত প্রণেতা বা লেখক এবং অনুবাদকরূপে ভূষিত করেন। نعوذ بالله من ذلك তাহলে রিয়া হয়ে যাবে। (আল্লাহ্ আমাকে রিয়া থেকে বাঁচান) - آمين

তদরূপ বই পুস্তক প্রণয়ন করে বা লিখে তা থেকে নেকীর আশা না রেখে জন সম্মুখে বিনা প্রয়োজনে প্রচার করা বা প্রতিযোগিতা করা যে কে কত বড় লেখক? এসব রিয়ার অন্তর্ভুক্ত! কোন ধর্মীয় শিক্ষকের বিনা প্রয়োজনে জন সম্মুখে তার ছাত্রের সংখ্যা প্রচার করা এ নিয়তে যেন তারা মনে করেন যে, তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক বা স্বনামধন্য শিক্ষক।

অথবা বিনা প্রয়োজনে বা দুনিয়াবী স্বার্থে লোকালয়ে বলে বেড়ান যে আমি এত বৎসর হাদীছ পড়িয়েছি, এত বৎসর তাফসীর পড়িয়েছি, আমার এত সংখ্যক ছাত্র রয়েছে। অথবা বলা যে, অমুক আলেমের আমার ছাত্রের সমানও এলেম নেই। সে মারা গেলে কি পাবে? আর আমি মৃত্যুবরণ করলে আমার ছাদকায়ে জারিয়ার কোন কমতি নেই। তাই আমার সাথে আসে কে? نعوذ بالله আল্লাহ্ এদের সঠিক জ্ঞান দান করুন ও ইবলিসের প্রবঞ্চনা থেকে সবাইকে বাঁচান। কেননা এসবের নেকী শুধু আল্লাহ্র নিকট চাইতে হবে। অপ্রয়োজনে মানুষের নিকট মোটেই বলা যাবেনা। الله المستعان.

এরূপে আরো অনেকভাবে রিয়া সংঘটিত হতে পারে। অথবা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মানুষ কতভাবেই না রিয়াতে প্রতিনিয়ত লিপ্ত হচ্ছে তা আল্লাহ্ তা‘আলাই জানেন। আল্লাহ্ আমাদের সকলকেই রিয়া থেকে রক্ষা করুন। آمين يا أرحم الراحمين^{১১৭}

معرفة العمل الصالح وأدلته

আমলে ছালেহ-র পরিচয় ও তার দলীল

قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (الكهف- ١١٠).

আল্লাহ সুবহানাহু অত্যাঁ আলা ইরশাদ করেন যে কেউ আমার সাক্ষাত লাভে প্রত্যাশী- সে যেন আমলে ছালেহ (সৎ আমল) করে, এবং তার প্রভুর ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীস্থাপন না করে।”

(আল্ কাহফঃ ১১০ আয়াত)।

قوله تعالى: ”فليعمل عملاً صالحاً“ وهو ما كان مُوافقاً لشرع الله، ”ولا يشرك بعبادة ربه أحداً“ وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصاً لله، صواباً على شريعة رسول الله ﷺ. (تفسير ابن كثير ২/৫০০ والقرطبي ১১/ ৬৭-৭২ وتفسير فتح البيان ৮/ ১২৭-১২৯).

হাফেয ইবনু কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, আমলে ছালেহ হচ্ছে যা শরীয়তের অনুকূলে, (যে আমল হবে কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে যিনি একক, যার কোন শরীক নেই। তাই আমল কবুলের জন্য দু’টি শর্ত রয়েছে যা অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে। আর তা হলো (১) ঐ আমল শির্কমুক্ত হতে হবে। (২) রাসূলের ত্বরীকাত্তুক্ত হতে হবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ হাদীছ অনুযায়ী হতে হবে।^{১১৮}

قال ابن القيم رحمه الله في مفهوم هذه الآية: أى كما أن الله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما

১১৮. তাফসীর ইবনু কাছীর ৫ম খণ্ড ২০৫ পৃঃ, তাফসীর কুরতুবী ১১তম খণ্ড ৬৯-৭২ পৃঃ এবং তাফসীর ফাতহুল বয়ান ৮ম খণ্ড ১২৭- ১২৯ পৃঃ।

تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح: هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. (نقل عنه صاحب فتح المجيد ص ٤٣٧).

ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতের মর্মার্থ এরূপ এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই। সেহেতু সকল প্রকার দাসত্ব শুধুমাত্র তাঁরই জন্য যার কোন শরীক নেই। যেক্রমে তিনি এককভাবে ইলাহ বা উপাস্য, তদরূপ ইবাদতেও তিনি এক ও অদ্বিতীয়। সুতরাং আমল ছালেহ হচ্ছে, যা রিয়া থেকে মুক্ত এবং সুন্নাতের দ্বারা সীমাবদ্ধ।^{১১৯}

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ، (رواه مسلم).

شرح قوله: “من عمل عملاً أشرك فيه غيري” أى من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. (انظر فتح المجيد ٤٣٧).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ

আবু হুরায়রার বাচনিক বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন, আমি অংশীদারদের অংশীস্থাপন থেকে অমুখাপেক্ষী, তথা শির্ককারীদের শির্ক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে কেউ (ধর্মীয়) কোন আমল আমার উদ্দেশ্যে করতে যেয়ে আমার সাথে অপর সৃষ্টজীবকে শরীক করবে আমি তাকে এবং তার শির্ককে (শিকী কার্য কলাপকে) সরাসরি প্রত্যাখ্যান করব।

অর্থাৎ ঐ আমল বাহ্যিকভাবে যতই সুন্দর ও প্রশংসনীয় হোক না কেন, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করব না।^{১২০}

সার কথা হচ্ছে, লৌকিকতা তথা লোক দেখানো ইবাদাত যা মানুষের পক্ষ হতে যশ-খ্যাতি, প্রশংসা অর্জন বা লজ্জা ঢাকার জন্য অথবা কোন

১১৯. ফাতহুল মাজীদে লেখক উক্ত তথ্যটি সংগ্রহ করেছেন। ৪৩৭ পৃঃ।

১২০. মুসলিম, ফাতহুল মাজীদ ৪৩৭ পৃঃ।

স্বার্থ উদ্ধারের জন্য পালন করা হয়, তা সবই ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন (ক) নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার লক্ষ্যে ছালাত যথারীতি আদায় করা, যাকাত দেয়া, দান-খয়রাত করা। (খ) কেউ হজ্জ করল হাজী উপাধি লাভের উদ্দেশ্যে, বা দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যে। (গ) কেউ দান করল যেন লোক তাকে দানশীল বলে জানে। (ঘ) প্রখ্যাত ক্বারী উপাধি অর্জনের লক্ষ্যে কোরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেয়া (ঙ) জামাআতে ছালাত আদায় না করলে লোকেরা কি বলবে? ইত্যাদি। (এ মর্মে ইতোপূর্বে আরো যা আলোচনা করা হয়েছে)।

الدعاء من الشرك الأصغر

ছোট শির্ক (রিয়া) হতে বেঁচে থাকার দু'আ

প্রকাশ থাকে যে, ছোট শির্ক হতে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। তাই নিম্নোক্ত দু'আটি নিয়মিত পাঠ করতে হবে। আর শয়তান ঐ রকম চিন্তা চেতনা মস্তিষ্কে উপস্থিত করলেই আল্লাহকে ভয় করে কবরের লোমহর্ষক আযাব এবং জাহান্নামের হৃদয় বিদারক শাস্তি স্মরণ করতে হবে। তাহলে ইনশা-আল্লাহ ঐরূপ খেয়াল চলে যাবে।

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ، لَلشِّرْكِ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلِ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلِ الشِّرْكُ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَلشِّرْكِ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلِ، أَلَا أَذْلَكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؟" قَالَ: قُلْ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ". صحيح

(الأدب المفرد للإمام البخاري ص ٢٦٦).

মাকাল বিন ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, একদা আমি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট গমন করলাম। তখন তিনি বললেন, হে আবু বকর! শির্ক তোমাদের মাঝে

পিপীলিকার পদ চিহ্ন অপেক্ষা সূক্ষ্মভাবে কার্যকর। অতঃপর আবু বকর বললেনঃ আল্লাহর সাথে অপরকে উপাস্য হিসাবে সাব্যস্ত করা ব্যতীত অন্যভাবেও কি শির্ক ঘটে? অতঃপর নবী (ﷺ) বললেন, আমি ঐ মহান সত্তার কসম করে বলছি যাঁর হস্তে আমার জীবন! অবশ্যই শির্ক পিপীলিকার পদ চিহ্নের চেয়েও বেশী সূক্ষ্ম বা গোপন। আমি কি তোমাকে এমন বস্তু পালনের সন্ধান দিব যা পালনে তোমার কম-বেশী শির্কি পাপ দূর করে দেবে। অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেন, তাহলে বলঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন উশরিকা বিকা অ-আনা আ'লামু, অ-আস্তাগফিরুকা লিমা লা-আলামু। অর্থ : “হে আল্লাহ! আমার জ্ঞাতসারে আপনার সাথে শির্ক করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আর যা অজ্ঞাত তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।”^{১২১}

ثانيًا: وما يحدث ظاهراً وهو يحدث بطرق عدة

দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক ছোট শির্ক

আর তা ঘটে থাকে বিভিন্নভাবে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তা উল্লেখ করা হলো যেমন-

- (১) গাইরুল্লাহর কসমের মাধ্যমে।
- (২) কতিপয় শব্দ দ্বারা সৃষ্টজীবকে স্রষ্টার সাথে জড়ানো বা মিলানোর মাধ্যমে।
- (৩) কতিপয় ধারণা বা বিশ্বাসের ফলে। যথাঃ
 - ক. শুভাশুভ নির্ণয় করা।
 - খ. গণক ও যাদুকরদের নিকট যাতায়াত এবং তাদেরকে বিশ্বাস করা।
 - গ. তাবীয-কবয, সুতা, তাগা প্রভৃতি ব্যবহার করা।
- (৪) তেওয়ালা প্রয়োগের মাধ্যমে।

واحد: الحلف بغير الله

একঃ গাইরুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কসম করা বা দোহাই দেয়া শির্ক।

এ ক্ষেত্রে স্থান, উচ্চ ব্যক্তিত্ব, জীবন এবং আমানাত প্রভৃতি সবই সমভাবে শামিল। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অপর যা কিছুর কসম করা হবে তা সবই ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত হবে। যথা প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের যেমনঃ কা'বা গৃহ, আরশ, লাওহে মাহফূয, মক্কা, মদীনা প্রভৃতি। উচ্চ ব্যক্তিত্বের যেমনঃ নবী, রাসূল, ফেরেস্তা, ছাহাবী তথা আলী, ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা, অলী-আউলিয়া যেমনঃ আব্দুল ক্বাদের জিলানী, অথবা জ্বিন-পরী, দেব-দেবী, জীবন, মরণ, আমানত প্রভৃতির দোহাই ছোট শির্কের মধ্যে গণ্য হবে।

মোট কথা শুধুমাত্র আল্লাহ্র কসম এবং তাঁর ছিফাত ও পবিত্র বাণীর কসম বৈধ। এছাড়া অন্য কোন কসম যা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মাঝে রয়েছে তা সবই ছোট শির্কের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে। (এ জাতীয় ছোট শির্কও ক্ষেত্রবিশেষে বড় শির্কে পরিণত হতে পারে)

والدليل على مشروعية الحلف بالله

আল্লাহ্র কসমের বৈধতার দলীল

আল্লাহ্র কসমের বৈধতার দলীল অসংখ্য, অগণিত। তন্মধ্যে মাত্র দু'টি হাদীছ উল্লেখ করা হলো। যেমনঃ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ

أَحَبَّ إِلَيْهِ ... الحديث (متفق عليه)

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন যে, ঐ মহান সন্তার কসম করে বলছি যাঁর হস্তে আমার জীবন, তোমরা কেউ পরিপূর্ণরূপে ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে তোমাদের পিতা (মাতা) ও সন্তানাদি অপেক্ষা অধিকরূপে ভাল না বাসবে।^{১২২}

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ
مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، (صحيح، مختصر مسلم برقم: ২৬)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, আমি ঐ মহান সত্তার কসম করে বলছি যাঁর হস্তে আমার জীবন, কোন বান্দা পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জন্য যা ভালবাসবে প্রতিবেশীর জন্যও তা ভাল না বাসবে।^{১২৩}

الدليل على تحريم الحلف بغير الله

আল্লাহ ব্যতীত অপরের কসমের অবৈধতার দলীল

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْقُوعًا: مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَالْأَلْفَ لِيُضْمَتْ، (صحيح انظر صحيح الجامع ১/৩৮৯-৩৯০).

উচ্চারণঃ “মান কানা হালিফান ফাল ইয়াহলিফ বিল্লাহি আইল্লা ফালইয়াছমুত”

অর্থঃ (ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা) ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বাচনিক বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম করতে ইচ্ছুক সে যেন আল্লাহর কসম করে। নতুবা সে যেন চুপ থাকে।^{১২৪}

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْقُوعًا: مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ، (مختصر مسلم برقم: ১০১১).

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বাচনিক বর্ণিত, আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম বা দোহাই দিতে আগ্রহী সে যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু কসম না করে।^{১২৫}

১২৩. সংক্ষিপ্ত সহীহ মুসলিম শাইখ আলবানী কর্তৃক সংক্ষেপায়ন ২৪ নং হাদীছ।

১২৪. হাদীছটি ছহীহ, ছহীহুল জামে' ১ম খণ্ড ৩৮৯-৩৯০ পৃঃ।

১২৫. মুখতাছার মুসলিম হাদীছ নং ১০১১।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ،
صحيح (انظر صحيح الجامع ١٠٦٧/٢ والصحيحه برقم : ٢٠٤٢).

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বাচনিক বর্ণিত,
আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর কসম
করল সে শির্ক করল। হাদীছটি বিশ্বুদ্ধ।^{১২৬}

إثتان: ومنه شرك الألفاظ

দুইঃ কতিপয় শব্দ দ্বারা সৃষ্টি জীবকে স্রষ্টার সাথে মিলিয়ে দেয়া বা
যুক্ত করে দেয়ার ফলে ছোট শির্ক ঘটে থাকে।

যথা কাউকে বলাঃ

আল্লাহ এবং আপনি যা চান, “ما شاء الله وشئت”

আমি আল্লাহর প্রতি এবং আপনার প্রতি ভরসা করি,

“أنا متوكل على الله وعليك”

আল্লাহ এবং আপনি আমার জন্য যথেষ্ট, “وأنا في حسب الله وحسبك”

আল্লাহ এবং আপনি ব্যতীত আমার আর কেউ নেই, “وما لي إلا الله وأنت”

এটা আল্লাহ এবং আপনার পক্ষ হতে, “وهذا من الله ومنك”

এটা আল্লাহ এবং আপনার বরকতে, “وهذا من بركات الله وبركاتك”

“আল্লাহ আমার জন্য আকাশে
এবং আপনি আমার জন্য যমীনে,

অথবা বলা আল্লাহর জন্য মানত এবং
অমুকের জন্য,

أنا تائب لله ولفلان আমি আল্লাহর ওয়াস্তে এবং অমুকের ওয়াস্তে
তাওবাকারী।

১২৬. দেখুন ছহীহুল জামে' ২য় খণ্ড ১০৬৭ পৃঃ এবং সিলসিলা আছ ছাহীহা হাদীছ নং
২০৪২।

أنا أرجو الله وفلائه، ونحو ذلك
আশাবাদী প্রভৃতি।^{১২৭}

قال صاحب كتاب الشرك: "ولعل الضابط في هذا أن يكون الشيء
مما يختص بالله جل وعلا فيعطف عليه غيره سبحانه لا على سبيل
المشاركة وإنما بمجرد التسوية في اللفظ، وأما إن كان يعتقد المشاركة
فهذا يدخل تحت الشرك الأكبر" (الشرك ১/১৭০).

আশ্-শির্ক নামক গ্রন্থের প্রণেতা উপরোক্ত কথাগুলোর আলোকে বলেছেন যে, এ ধরনের শব্দাবলীর একটি সীমারেখা বা নীতিমালা রয়েছে। তাহলো যে বস্তু আল্লাহর জন্য খাছ বা নির্দিষ্ট তাতে শুধুমাত্র শব্দ সহযোগে সমমান প্রদান করে তাঁর সাথে সৃষ্টিকুলের যোগ দেয়া, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নয়। আর যখন অংশীদারিত্বের বিশ্বাস নিয়ে উপরোক্ত কোন শব্দ বলা হবে, তখন তা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।^{১২৮}

আমার দৃষ্টিতে উপরোক্ত কোন শব্দ বা কথা কারো মুখ হতে বেখেয়ালীভাবে হঠাৎ করে বের হলে, অথবা কেউ কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদার মনে না করে শুধুমাত্র আবেগ আপ্ত কণ্ঠে বললে ছোট শির্ক, নতুবা বড় শির্ক হয়ে যাবে। -الله تعالى أعلم-

২. কাউকে قاضى القضاة - অর্থাৎ বিচারকদের বিচারক বলা, যদি এটা শুধুমাত্র মৌখিকভাবে বের হয়ে যায় তাহলে ছোট শির্ক, আর যদি প্রকৃত বিশ্বাসসহই যদি কেউ কাউকে তা দ্বারা সম্বোধন করে তাহলে বড় শির্ক হয়ে যাবে। -والعياذ بالله-। তদরূপ কাউকে مالِك الأملاك বা مالِك বা مالِك التاج বা مالِك التاج বা مالِك التاج তথা বাদশাহদের বাদশাহ, বা রাজত্বসমূহের মালিক বলা।

দলীল

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَخْنَعَ
إِسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكُ الْأَمْلاكِ، لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ، (رواه البخارى

১২৭. দেখুন আল জাওয়াবুল কাফী আল্লামা ইবনুল কাইয়িম প্রণীত ৩২৪ পৃঃ।

১২৮. দেখুন আশ্-শির্ক ১ম খণ্ড ১৭০পৃঃ।

১০/১৮৬: في الأدب، ومسلم برقم ২১৬৩ في الأدب، وابو داؤد برقم ৬৭৭১،
والترمذی برقم ২৮৩৭ كلاهما أيضًا في الأدب).

আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, বিশ্ব নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত নাম হচ্ছে ঐ ব্যক্তির নাম যা রাখা হয় বাদশাহদের বাদশাহ রূপে। অথচ আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত বাদশাহ নেই।^{১২৯}

ইমাম ছুফিয়ান ইবনু উয়ায়নাহ এ হাদীছের আলোকে বলেছেন যে, অনারবগণ যেমন কাউকে ‘شاهان شاه’ বলে ডাকে বা উপাধিতে ভূষিত করে থাকে, এটাও তদরূপ ছোট শিকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা শাহান- শাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে বাদশাহদের বাদশাহ যা কেবল মাত্র মহান আল্লাহর শানেই প্রযোজ্য।^{১৩০}

উল্লেখ্য যে, ভারত উপমহাদেশে অনেক কথিত পীর অলীদের নামের শুরুতে এ ধরনের শিকি উপাধি দেখা যায়, যেমন শাহান শাহ, গাউছুল আযম (মহান আশ্রয় স্থল) গাউছে পাক প্রভৃতি। واللّٰهُ المستعان সেহেতু কারো নামের প্রথমে শাহ শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নয়।

যেমন শাহ আলম (বিশ্ব জগতের বাদশাহ), শাহজাহান (পৃথিবীর বাদশাহ) তদরূপ আলমগীর (বিশ্ব জগত যে ধরে রাখে) প্রভৃতি। এ সকল নাম বেখেয়ালী বশতঃ কারো রাখা হলেও পরবর্তিতে পরিবর্তন করা একান্তই উচিত! (আল্লাহ তাওফীকু দিন)।

এভাবে কারো নাম রাখা- عبد الرسول، عبد النبي، আবদুর রাসূল, (রাসূলের বান্দা), আবদুননবী (নবীর বান্দা), গোলাম নবী (নবীর- দাস), গোলাম রাসূল (রাসূলের দাস), এসব যদি কেউ শুধু মৌখিকভাবে বলে বা

১২৯. বুখারী আদাব (শিষ্টাচার) অধ্যায় ১০ম খণ্ড- ৪৮৬ পৃঃ, মুসলিম আদব অধ্যায় ২১৪৩ নং হাদীস, আবু দাউদ আদব অধ্যায় ৪৯৬১ নং হাদীছ এবং তিরমিযী তদরূপ আদব অধ্যায় ২৮৩৯ নং হাদীছ।

১৩০. দেখুন ফাতহুল মাজীদ ৫১৩-৫১৪ পৃঃ।

ডাকে তাহলে ছোট শির্ক। আর যদি কেউ প্রকৃত পক্ষেই জেনে বুঝে এসব নাম রাখে তাহলে বড় শির্ক হয়ে যাবে।^{১৩১} والعياذ بالله،

ومن الاخطاء في الألفاظ

আরো কতিপয় শব্দের মাধ্যমে আক্বীদাগত ভ্রান্তি

إسناد بعض الحوادث إلى غير الله عز وجل- مثل ان يقول: لولا وجود فلان لحصل كذا، (فتاوى للشيخ ابن باز ১/৩১ وتفسير ابن كثير ১/৩৭ والشرك في القديم والحديث ১/১৭০).

৩. কোন কোন ঘটনা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের দিকে সম্পর্ক করে দেয়া যেমন কারো বলা যদি অমুক ব্যক্তি উপস্থিত না থাকত তাহলে এ রকম ঘটত। যদি কেউ বলে আমার ও তোমার জীবনের কসম, যদি এ ছোট্ট কুকুরটি গৃহে না থাকত তাহলে আমাদের বাড়ীতে চোর আসত। যদি হাঁস না থাকত তাহলে বাড়ীতে চোর আসত। আল্লাহ্ ও তুমি যদি চাও। কোন ব্যক্তি তার সাথীকে বলল, যদি আল্লাহ্ এবং অমুক ব্যক্তি বা বস্তু না হত। এ সকল বাক্যে আল্লাহ্র সাথে অমুক ব্যক্তি (বা বস্তু) উল্লেখ করা চলবে না। যেহেতু এ সবই ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আবী হাতেম হাসান সনদে এরূপ বর্ণনা করেছেন।^{১৩২}

৪. কেউ কেউ বলে যে، وكذا، اَمْطَرْنَا بِنُوءِ كَذَا، অমুক অমুক তারকার কারণে বা প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে এ ধরনের কথা যদি বেখেয়ালীভাবে এর তাৎপর্য না বুঝে বলা হয় তাহলে ছোট শির্ক নতুবা বড় শির্ক হয়ে যাবে। আল্লামাতা ইবনু উছাইমীন বলেছেন যে, শরী'য়ত যা কারণ নির্ধারণ করেনি তা কারণ নির্ধারণ করাই শির্ক।^{১৩৩}

১৩১. দেখুন আশ্ শির্ক ১ম খণ্ড- ১৭০ পৃঃ।

১৩২. দেখুন শাহিখ বিন বাযের মাজমু' ফাতাওয়াঃ ১ম খণ্ড, ৩১ পৃঃ, তাফসীর ইবনু কাছীর ১ম খণ্ড- ৫৭ পৃঃ, আশ্ শির্ক ১ম খণ্ড- ১৭০ পৃঃ।

১৩৩. দেখুন আল ক্বাউলুল মুফীদ ২য় খণ্ড- ৯৩ পৃঃ।

ثلاثة: ويحدث ذلك ببعض الاعتقادات مثل

তিনঃ কতিপয় ধারণা বা বিশ্বাসের ফলে শির্ক ঘটে যথাঃ

ক. الْكَظَرُ- অশুভ নির্ণয় করা অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অকল্যাণ মনে করা, বা অমঙ্গল আনয়নকারী বিশ্বাস করা। এরূপ ধারণা করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কেননা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নিজস্ব কোন প্রভাব নেই যে, সে বা তা অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে বা কল্যাণ টেনে আনতে পারে। বরং অধিকাংশ দুঃখ-দুর্দশা, বালা-মুছিবৎ, অভাব-অভিযোগ, ঝড়-তুফান, মহামারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি মানুষের পাপের কারণে আল্লাহ সাময়িকভাবে চাপিয়ে থাকেন। আর অনেক ক্ষেত্রে মু'মিনদেরকে পরীক্ষা স্বরূপ আল্লাহ রোগ-শোক বা অন্যান্য বিপদাপদ দিয়ে থাকেন অথবা তাদেরকে পাপ থেকে সাবধান করে থাকেন। (এ জন্য দেখুন সূরা আররুম ৪১ আয়াত, ইয়াসীন ১৯ আয়াত, আল 'আরাফ ১৩১ আয়াত ব্যাখ্যা সহ)।

সেহেতু কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অশুভকর বা অকল্যাণকর হিসাবে মনে করা হারাম বরং শির্ক।

والدليل على ذلك

এ মর্মে দলীল

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، (وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل) صحيح، (أخرجه البخارى في الأدب المفرد ٩٠٩، وأبو داود ٣٩١٠، والترمذى ١٦١٤، وابن ماجه ٣٥٣٨، وغيرهم).

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন যে, অশুভ নির্ণয় করা শির্ক, অশুভ নির্ণয় করা শির্ক, অশুভ নির্ণয় করা শির্ক।^{১৩৪}

১৩৪. হাদীছটি ছহীহ, বুখারী আদাবুল মুফরাদ হাদীছ নং ৯০৯, আবু দাউদ হাদীছ নং ৩৯১০, তিরমিযী হাদীছ নং ১৬১৪, ইবনু মাজা হাদীছ নং ৩৫৩৮। হাদীছটি আরো অনেক গ্রন্থে রয়েছে।

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী ফাতহুল বারীর ১০ম খণ্ডের ২১৩ পৃষ্ঠাতে বলেছেন যে, “قوله وما منا الا” এ কথাটি ইবনু মাস’উদ হাদীছের শেষে যোগ করেছেন তথা রাসূলের হাদীছ শুনে তিনি বলেছেন যে, আমাদের মাঝে কেউ নেই যার হৃদয়ে এ অশুভ নির্ণয় উদ্বেক না হয়! কিন্তু আল্লাহর প্রতি আমাদের অটল বিশ্বাস, পূর্ণ ভরসা ও আস্থার মাধ্যমে এবং রাসূলের খাঁটি অনুসরণের ফলে আল্লাহ আমাদের থেকে তা দূরীভূত করে দেন।^{১৩৫}

كفارة التشاؤم والدليل على ذلك

অশুভ নির্ণয়ে পাপের কাফফারা ও তার দলীল

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “مَنْ رَدَّئَهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ، قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا ظَيْرَ إِلَّا ظَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ”
(حسن، أخرجه أحمد ٢/٢٢٠، وابن السني في عملا اليوم والليلة ص ٢٩٢).

ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, যাকে অশুভ নির্ণয়ে তার প্রয়োজন মিটানো থেকে বিরত রাখল সে শির্ক করল। ছাহাবীগণ বললেন, তাহলে এর কাফফারা কি হবে? তিনি বললেন এ দু’আ পাঠ করা, “আল্লাহুম্মা লা-খাইরা ইল্লা খাইরুকা, অলা-ত্বাইরা ইল্লা ত্বাইরুকা, অলা-ইলাহা গাইরুকা” অর্থাৎ হে আল্লাহ তোমার কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই, তোমার অকল্যাণ ছাড়া কোন অকল্যাণ নেই এবং তুমি ব্যতীত আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই।^{১৩৬}

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় তাইসীরের লেখক বলেন যে, কেউ যদি কোন দর্শনযোগ্য বা শ্রবণযোগ্য বস্তুকে অশুভ মনে করে ভ্রমণে বের না হয় বা

১৩৫. দেখুন তাইসীরুল আযীয ... ৩৬৪-৩৬৫ পৃঃ, মুহাদ্দিস আলবানী প্রাপ্ত
অংশটুকুকেও রাসূল ﷺ এর হাদীস হিসাবে বিতর্ক বলেছেন।

১৩৬. হাদীছটি হাসান, মুসনাদে আহমাদ ২য় খণ্ড ২২০ পৃঃ, ইবনুস সুনী আমালুল ইয়াউমি অললাইলাতি ২৯২পৃঃ।

যে বস্তু বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিল তা থেকে ফিরে থাকে, তাহলে সে শিক্কেই পতিত হলো। এবং আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল বা ভরসা থেকে দূরে সরে পড়ল। তার নিজেকে গাইরুল্লাহর সাথে জড়িয়ে ফেলল এবং আল্লাহর বাণী “إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ” (আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই) এ কথাকে মূল্যহীন করে দিল যাতে তার অন্তর গাইরুল্লাহর সাথে জড়িয়ে পড়ল। ফলে তার ঈমান নষ্ট করে দিল। পরিশেষে তার দ্বীন দুনিয়া উভয়ই ধ্বংস হয়ে গেল।^{১৩৭} والعياذ بالله

তিনি (তাইসীরের লেখক) “فما كفارة ذلك” এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন ক্রমেই কোন কিছুকে অশুভ মনে করে কার্য সম্পাদন করা থেকে বা ভ্রমণ থেকে ফিরে থাকবেনা। বরং আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সম্মুখে অগ্রসর হবে। তাহলে বিশ্বাস করা হবে যে, এ অশুভ বস্তুও আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহর অনুগত বা আল্লাহর হুকুম মানতে বাধ্য। আরো জানবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন কিছুই কল্যাণ বয়ে আনে না এবং আল্লাহ ব্যতীত কেউ কোন ক্ষতি সাধনও করতে পারেনা। দুনিয়া ও আখেরাতের সর্ব প্রকার কল্যাণ শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই নিকট জমাক্ত। তিনি তাঁর অশেষ রহমত ও করুণা বশতঃ তাঁর বান্দাদের প্রতি সব রকম কল্যাণ ও বরকত প্রদান করে থাকেন।

প্রকৃত উপাস্যের সর্বপ্রকার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য তাঁর মাঝেই নিহিত; যা কোন নবী রাসূল ও ফেরেস্তার মাঝেও নেই। তাহলে কতিপয় মানুষ যে সকল তুচ্ছ ও দুর্বল বস্তুকে অকল্যাণকর বা অশুভকর মনে করে তা কিভাবে উলুহিয়াতের পর্যায়ে পৌছবে? নবী রাসূল ও ফেরেস্তাগণ যেখানে পৌছতে সম্পূর্ণ অপারগ সেখানে এ হীন বস্তু (যা তারা অশুভকর মনে করে) কিভাবে পৌছবে? অর্থাৎ এরা কিরূপে অকল্যাণ বয়ে আনবে!^{১৩৮}

তাই তাইসীরের লেখকের এ হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যার আলোকে আমি মনে করি যে, কোন সুস্থ বিবেকবান নারী-পুরুষ এ ধরনের অশুভ নির্ণয় বা কোন কিছুকে অকল্যাণকর ভাবে পারেন না! اللَّهُمَّ اهْدِهِمْ وَأَصْلِحْ عَقِيدَتَهُمْ

ومن الاعتقادات الشركية

আরো শিকি বিশ্বাসসমূহ

খ. -كِتَابَانِ الْكُهَانِ وَالْعَرَاةِ وَتَصْدِيقُهُمْ، যেমন গণক ও অদৃশ্য জ্ঞানের দাবীদারদের নিকট আগমন ও তাদেরকে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ যদি কেউ কাউকে গায়েবের সংবাদ বা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করে বা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে তাহলে সে কাফের। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন, বলুন! আসমান যমীনে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ গায়েব জানেনা।

(সূরা আন নামলঃ ৪৯ আয়াত , আরো দেখুন আল্ আন'আম ৫৯ আয়াত, আল্ জ্বিন ২৬ আয়াত প্রভৃতি)।

وأما ما يخبر به الجنى موالیه من الإنس بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالباً، فكثير جداً في أناس ينتسبون إلى الولاية والكشف، وهم من الكهان إخوان الشياطين لا من الأولياء. (تيسير العزيز الحميد ص ৩৩৫).

তাইসীর প্রণেতা আল্লামা সুলাইমান গণকের পরিচয় প্রদান করেছেন এরূপে যে, যে সকল জ্বিন তাদের মানুষ বন্ধুদের নিকট ঐ সকল সংবাদ সরবরাহ করে থাকে যা সাধারণত অন্যান্য মানুষের জানার বাইরে। এদের সংখ্যা অধিক, তাদেরকে অলী এবং কাশফ্ এর জ্ঞানে ধন্য বলা হয়ে থাকে। অথচ তারা অলী নয় বরং তারা শয়তানের ভাই! কেউ কেউ বলে থাকেন, গণক বলা হয় যারা অদৃশ্য সংবাদে দাবীদার তথা ভবিষ্যতে দুনিয়াতে কি হবে না হবে সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে থাকে। মোট কথা গণক হলো যে ব্যক্তি রাশি গণনার মাধ্যমে অথবা হাত দেখে বা অন্য যে কোন প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যতের সংবাদ বলে থাকে। যা ইসলামের দৃষ্টিতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, বরং কখনো তা ছোট শিক্ আবার কখনো বড় শিকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।^{১৩৯}

والدليل على ذلك

এ মর্মে দলীল

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا (رواه مسلم برقم: ২২৩০).

বিশ্ব নবী ছালালাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করল চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন প্রকার ছালাত গ্রহণ করা হবে না।^{১৪০}

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ مِنَّا رَجُلًا يَأْتُونَ الْكُفَّانَ، قَالَ: فَلَا تَأْتِيهِمْ، (رواه مسلم برقم: ৫৩৭).

মু'য়াবীয়া বিন আল হাকাম আস্ সুলামী হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে আমি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে কতক লোক রয়েছে যারা গণকদের নিকট আসে (এটা কি ঠিক?) তদুত্তরে তিনি বললেন যে (না) কখনো তাদের নিকট যেয়ো না।^{১৪১}

উক্ত বিশুদ্ধ হাদীছদ্বয়ের মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হচ্ছে যে, গণকদেরকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা তো দূরের কথা বরং তাদের ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না। কারণ এদের নিকট এলেই সাধারণ লোক বিশেষ করে নারী জাতি চরমভাবে তাদের ফাঁদে পড়ে যাবে এবং পরিশেষে তাদের শয়তানী গায়েবী সংবাদাদী বিশ্বাস করেই ফেলবে। ফলে নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ

১৪০. মুসলিম শরীফ- ২২৩০ নং হাদীছ।

১৪১. মুসলিম শরীফ ৫৩৭ নং হাদীছ।

كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ. (أبو داود برقم: ٣٩٠٤، والترمذی برقم: ١٣٥، وابن ماجه برقم: ٦٣٩، والبيهقي ٧/ ١٩٨، وأحمد ٢/ ٤٠٨ و ٤٧٦. فقال محقق التيسير: وإسناده صحيح. انظر تيسير ص ٣٣٧).

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ভবিষ্যদ্বক্তা বা গণকের নিকট এলো অতঃপর তার দেয়া সংবাদকে বিশ্বাস করল তাহলে সে যেন মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি অবতারিত সমুদয় বস্তুর সাথে কুফরী করল।^{১৪২}

সম্মানিত পাঠক,

আমাদের যথাযথ স্মরণ রাখতে হবে যে, গণক ও অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারীর ন্যায় আরো শয়তানী চক্র সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। যারা দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যে যাদুর মাধ্যমে সমাজে আশ্চর্যজনক কার্যক্রম প্রদর্শন করে নিজেদেরকে অলীয়ে কামেল বা আধ্যাত্মিক জগতের গুরু বা শিক্ষক বলে দাবী করে থাকে। তদ্বারা একদিক থেকে তারা অবৈধ পন্থায় প্রচুর সম্পদ আহরণ করে, অন্য দিকে সরল প্রাণ নর-নারীর ঈমান ধ্বংস করে থাকে। - والعياذ بالله আর তারা হলো: (১) জাদুকর (২) জ্যোতিষবিদ (৩) হস্ত ও রাশি বিশারদ (৪) জ্বিন ভূতে আশ্রিত নারী বা পুরুষ প্রভৃতি শয়তানী চক্র।

গণকের চেয়ে জাদুকর আরো মারাত্মক। কেননা বর্তমান সমাজে জাদুর অপর নাম দেয়া হয়েছে কারামতি! তাই-যাদুকর দু'ভাবে বিভক্ত। এক শ্রেণী সরাসরি জাদু বিদ্যায় লিপ্ত। অপর শ্রেণী শির্ক ও কুফরী দ্বারা আয়গুবি ও অসাধারণ কর্ম কাণ্ড করে ইসলামী জ্ঞানে অদূরদর্শী লোকদেরকে অতি নিপুণ কৌশলে আয়ত্ব করে প্রতিনিয়ত তাদের সহায়

১৪২. আবু দাউদ হাদীছ নং ৩৯০৪, তিরমিযী ১৩৫, ইবনু মাজা হাদীছ নং ৬৩৯, বাইহাকী ৭ম খণ্ড ১৯৮ পৃঃ এবং আহমাদ ২য় খণ্ড ৪০৮-৪৭৬ পৃঃ, তাইসীরের মুহাক্কিক্ব ৩৩৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, উক্ত হাদীছের সনদ ছহীহ তথা বিশুদ্ধ।

সম্মল লুটছে! শিকি নয়র -নিয়ায ও বিদ'আতী সেলামীর মাধ্যমে এরা সম্পদের পাহাড় রচনা করছে। তারা সমাজে শাহসুফী, অলীয়ে কামেল বলে পরিচিত। এ শাহ সুফীদের অসাধারণ কর্ম কাণ্ড হলোঃ

ক. অদৃশ্যের সংবাদ দেয়া খ. পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া বা আকাশে পাখির ন্যায় উড়া গ. কোন নব্য আগন্তকের কৃত্রিম পন্থায় নাম বা উদ্দেশ্য বলে দেয়া প্রভৃতি আরো অনেক যেগুলোকে তারা লোক সমাজে কারামাত বলে প্রচার করে থাকে! আবার কখনো কাশফ হাছিল বলে থাকে!

আসল রহস্য হলো এসব কিছু তারা করে থাকে শিক ও কুফরীর দ্বারা এবং জ্বিন শয়তানের সহযোগিতায়।^{১৪৩}

সেহেতু এদের থেকে মুসলিম জাতির সাবধান হতে হবে। আর যাদু বিদ্যা কুফরী বিদ্যা। কেননা জাদুকর কাফের। যদি সে হারাম জেনেও এটা শিখে বা চর্চা করে কোন ক্রমেই এদের শয়তানী ও ভণ্ডামিকে অলৌকিক জ্ঞান হিসাবে আখ্যা দেয়া যাবে না। এসব গণক বা যাদুকর বা শাহ সুফীরা অনেক সময় হারানো বস্তুর সন্ধান দিয়ে থাকে এতে এরা নিজেদের অলীগিরী ও বাহাদুরী প্রকাশ করে থাকে! অথচ এটা এক প্রকার গায়েবী বিষয় যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যেই নির্দিষ্ট। সারা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও মহামানব বিশ্বনবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামও এসব গায়েবী খবর জানতেন না। তাহলে এরা কিভাবে জানবে বা তা জানা সম্ভব হবে? তাই বুঝতে হবে যে, এরা দুনিয়াবী স্বার্থে জ্বিন-শয়তানের সাহায্যে এবং শিকের মত ভয়াবহ পাপের আশ্রয় নিয়ে এরূপ কিছু করে থাকে বা বলে থাকে। যাতে নিজেদের ঈমান আকীদা ধ্বংস হয়, সাথে সাথে সাধারণ অবুঝ (তথা ইসলামী সঠিক জ্ঞানে অপরিপক্ক) লোকদের ঈমান বিনষ্ট করে দেয়! والعياذ بالله -

মোট কথা, যদি কেউ শুধুমাত্র এদের নিকট যায় ও কথা-বার্তা বলে এবং তাদের কথার প্যাঁচ ও কুটিলতায় পড়ে সংশয় পোষণ করে যে, এরা

অদৃশ্যের সংবাদ সম্পর্কে অবগত আছে কি না তাহলে ছোট শির্ক, আর যদি তাদেরকে অদৃশ্যের বা গায়েবের সংবাদ দানকারী হিসাবে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে তাহলে কুরআনের সরাসরি বিরোধী হওয়ার কারণে তারা কাফির হয়ে যাবে।^{১৪৪} والعياذ بالله،

ج: ومن الشرك، التمايم ونحوها

গ. তাবীয-কবয, সুতা ও তাগা প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে শির্ক ঘটে

ছোট শির্ক ঘটান আরেকটি মাধ্যম হলো সর্বপ্রকার তাবীয-কবয, সুতা, তাগা, চুড়ি ও কড়ি প্রভৃতি বস্তু যখন বিশ্বাস করা হবে যে, এগুলোর মাধ্যমে রোগ আরোগ্য বা বিপদ মুক্তি হবে। আর যদি এরূপ ধারণা বা বিশ্বাস করা হয় যে, এগুলির নিজস্ব প্রভাবেই রোগ আরোগ্য হবে, বা বালা-মুছীবত বিদূরিত হবে, বা আল্লাহর মতই এগুলোর ক্ষমতা রয়েছে, তাই এ ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রয়োজন নেই তাহলে বড় শির্ক হবে। শেষোক্ত সকল অবস্থাতেই ঈমান চলে যাবে!- والعياذ بالله

সেহেতু এ মর্মে নিম্নে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হলো যে সব বস্তু ধারণ করে মানুষ অযথা শির্কে লিপ্ত হচ্ছে। কেননা এদের রোগ-শোক হতে আরোগ্য প্রদান বা বালা-মুছীবত ও বিপদাপদ তাড়ানোর কোনই ক্ষমতা নেই। যেহেতু এগুলো জড় বস্তু মুশরিকদের মূর্তির ন্যায়। সর্ব বিষয়ের উপর প্রকৃত ক্ষমতাবান শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলা।

”إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ (البقرة-২০) অবশ্যই আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর মহা শক্তিশালী। (আল বাক্বারঃ ২০ আয়াত)।

ইরশাদ হচ্ছেঃ

يقول الله تعالى: ”قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ“ (الزمر- ৩৮)।

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলছেনঃ হে মুহাম্মদ! (ﷺ) আপনি ঐ মুশরেকদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? তোমরা যেসব দেব-দেবীর ইবাদত কর আল্লাহকে ছেড়ে তারা কি আমার অদৃষ্টে লিখিত কোন প্রকার দৃংখ-কষ্ট বিদূরিত করতে পারবে? কোন অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত ও কল্যাণ প্রদান করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত বা কল্যাণ রোধ করার ক্ষমতা রাখে? তাহলে এসব প্রশ্নের জবাবে মুশরেকরা দ্রুত বলে দিবে যে, না, আমাদের মূর্তিরা এসব কিছুই করতে পারবে না। সেহেতু তাদেরকে বলুন, কল্যাণ আনয়নে ও অকল্যাণ বিদূরিত করণে আমার জন্য শুধু মাত্র আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীগণ তাঁরই প্রতি একমাত্র নির্ভর বা ভরসা করবে।^{১৪৫}

وقال تعالى: "مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" (فاطر- الآية ٢:).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য স্বয়ং অনুগ্রহের দ্বার তথা ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জগতের নে'আমতসমূহ যেমন খাঁটি ঈমান, জ্ঞান, সৎকর্ম, নবুউয়াত ইত্যাদি এবং রিযিক, সাজ-সরঞ্জাম, সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ইত্যাদি খুলে দেয়ার ইচ্ছা করলে তা কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারেনা। তদরূপ তিনি কোন কারণে কোন বান্দাকে রহমত বা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে তাকে তা প্রদান করার সাধ্য আর কারো নেই।^{১৪৬}

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় সম্পর্কে তাইসীর প্রণেতা আল্লামা সুলাইমান বলেছেন যে, যদিও আয়াতদ্বয় শির্কে আকবার (বড় শির্ক) প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে তথাপি অনেক ছাহাবী যেমন হুযায়ফা ও ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু

১৪৫. আযযুমারঃ ৩৮ আয়াত, ইবনু কাছীর ৭ম খণ্ড ১০০ পৃঃ, ফাতহুল বায়ান ৭ম খণ্ড ১১৮ পৃঃ এবং তাফসীর আল্ মুইয়াস্‌সার ৪৬২ পৃঃ।

১৪৬. ফাতিরঃ ২ আয়াত। দেখুন তাফসীর কুরতুবী ৭ম খণ্ড ৩২১ পৃঃ, এবং আল্ মুইয়াস্‌সার ৪৩৪ পৃঃ।

আনহুমা এর দ্বারা ছোট শিকের দলীল উপস্থাপন করেছেন। ফল কথা হচ্ছে, বালা-মুছিবৎ বা রোগ-শোক তাড়ানোর জন্য বা তাথেকে নিরাপদে থাকার জন্য তাবীয, চুড়ি, সূতা প্রভৃতি পরিধান করা ছোট শিকের অন্তর্ভুক্ত। তদরূপ রোগ মুক্তি কিংবা বদ নযর থেকে বাঁচানোর জন্যে গরু, ছাগল, গাধা, মহিষ, দুধা, হাঁস, মুরগী প্রভৃতির গলায় ঝুলানো বা মাথায় বেঁধে দেয়াও শিকের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেহেতু এসব কাজ মুশরিকরা করে থাকে।^{১৪৭}

এছাড়া নিম্নের হাদীছটিতে এ কথারই যথার্থতা প্রকাশ পায়। যেমনঃ
 عَنْ أَبِي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولًا: أَنْ لَا يَبْقَيْنَ فِي رُقْبَةٍ بَعِيرٍ قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةً إِلَّا قُطِعَتْ (رواه البخارى ٩٨/٦ في الجهاد، باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل- ومسلم برقم: ٢١١٥، وأبو داود برقم: ٢٥٥٢ وغيرهم).

আবু বাশীর আল আনছারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি কোন এক ভ্রমণে বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে ছিলেন, অতঃপর (পশ্চিমধ্যে) তিনি (নবী) একজন দূত প্রেরণ করলেন ভ্রমণকারীদের মাঝে এ নির্দেশ দিয়ে যে, কোন উটের গলায় যেন বিশেষ কোন প্রকার হার বাঁধা না থাকে যা ঘণ্টা সদৃশ, পথ চলাকালে আওয়াজ হয় তা কর্তন করা হবে। (যাতে চক্ষু না লাগে এবং বিপদাপদ থেকে বাঁচা যায়। জাহেলী যুগের লোকেরা এরূপ আকীদা পোষণ করত)।^{১৪৮}

উক্ত বিশুদ্ধ হাদীছ থেকে স্পষ্টরূপে বুঝা যাচ্ছে যে, উট বা অন্য কোন জানোয়ারের গলায় চক্ষু লাগা বা বদ নযর এবং বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার ঘণ্টা, তাবীয, সূতা, কড়ি, লৌহ-বৃত্ত, তামা

১৪৭. দেখুন তাইসীর ১১৮ পৃঃ।

১৪৮. বুখারী শরীফ কিতাবুল জিহাদ, উটের গলদেশে ঘণ্টা বা ঘণ্টা জাতীয় বস্তু বাধা সম্পর্কীয় অধ্যায় ৬ষ্ঠ খণ্ড - ৯৮ পৃঃ, মুসলিম শরীফ ২১১৫ এবং আবু দাউদ ২৫৫২ নং হাদীছ।

প্রভৃতি ঝুলানো বা বাঁধা যাবেনা। তদরূপ গাভীর গলায় এরূপে কিছু ঝুলানো যাবেনা এ নিয়তে যে, তাতে গাভীর অধিক বাচ্চা হবে অথবা দুগ্ধ পরিমাণে বেশী হবে, বা এতে নিরাপদে দোহন কার্য করা যাবে। এরূপ নিয়ত বা আক্বীদা পোষণ করা চতুষ্পদ জানোয়ারেও চলবে না বরং শির্ক হয়ে যাবে। والعياذ بالله

সম্মানিত পাঠক,

ভারত উপমহাদেশে তাবীযের যেরূপ বিস্তার ঘটেছে তা অনেকেরই জানা রয়েছে। সমাজে দু’প্রকার তাবীযের প্রচলন রয়েছে। যেমনঃ

ক. কুরআনের আয়াত বা সূরা দ্বারা বা আল্লাহর নামের দ্বারা প্রদত্ত তাবীয।

খ. শির্কি কথা বা কাজের মাধ্যমে বা কুসংস্কারপূর্ণ নিয়ম পদ্ধতিতে তাবীয প্রদান। যেমন ধর্মীয় জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের দেয়া তাবীয, অমুসলিম কবিরাজ এবং গণক যাদুকরদের দেয়া তাবীয।

এ প্রসঙ্গে ইসলামী বিদ্বানদের মাঝে দু’টি অভিমত পরিলক্ষিত হয়

১. কতিপয় মনীষীর নিকট পবিত্র কুরআনের দ্বারা লিখিত তাবীয বৈধ, আর শির্কি পন্থায় প্রদত্ত তাবীয অবৈধ।

২. অধিকাংশ ছাহাবী এবং তাবৈঈগণের নিকট সর্বপ্রকার তাবীয অবৈধ।

যারা কুরআনী তাবীয বৈধ বলেন তাদের যুক্তি বা দলীল হলো ঝাড় ফুঁকের প্রতি ক্বিয়াস বা অনুমান। যেহেতু কুরআন দ্বারা ঝাড় ফুঁক বৈধ সেহেতু কুরআনের প্রদত্ত তাবীযও বৈধ হবে। তারা আরো বলেন যে, যে সকল হাদীছে তাবীযকে শির্ক বলা হয়েছে সে সকল তাবীয শির্কি পন্থায় তৈরী বা প্রস্তুত করা হয়েছে বিধায় শির্ক। আর শির্ক বিহীন তাবীয বৈধ।

আর যারা বলেন সর্বপ্রকার তাবীয অবৈধ তারা বলেন যে, এ মর্মে হাদীছে কোন প্রকার পার্থক্য করা হয়নি যে, কুরআনের দ্বারা বৈধ আর কুরআন ব্যতীত অবৈধ। যেরূপ ঝাড়-ফুঁকের ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হয়েছে। সেহেতু সর্বপ্রকার তাবীযই অবৈধ। (এ সম্পর্কে নাতীদীর্ঘ আলোচনা কিছুক্ষণ পরেই আসবে - (إن شاء الله)।

والدليل على ذلك

এ মর্মে দলীল নিয়ে প্রদত্ত হলো

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَايَعْتَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَتَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَيْمِنَةً، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ وَقَالَ: مَنْ عَلَّقَ تَيْمِنَةً فَقَدْ أَشْرَكَ" (رواه أحمد ١٥٦/٤ بسند حسن، قاله المحقق تيسير العزيز الحميد ص ١٢٣، وقال المحدث الأرنؤوط وهو حديث صحيح، انظر فتح المجيد ص ١٢٨).

উক্বা বিন 'আমির আল জুহানী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট দশজন লোকের একটি দল আগমন করল। (ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে) অতঃপর তিনি নয় জন লোককে বায়'আত করালেন তথা ইসলাম গ্রহণ করালেন, আর একজনকে বায়'আত গ্রহণে বিরত রইলেন। ফলে তারা (নয়জন) জিজ্ঞাসা করল যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের নয়জনকে বায়'আত করালেন আর এ একজনকে বায়'আত করালেন না? জবাবে তিনি (ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন যে, লোকটির শরীরে তাবীয রয়েছে। (সম্ভবত অহী বা ইলহামের দ্বারা আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন।) অতঃপর লোকটি তার দেহে হাত প্রবেশ করিয়ে ঐ তাবীযটি কর্তন করে ফেলল। ফলে তিনি তাকে বায়'আত করালেন এবং বললেন যে, যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলায় তথা ব্যবহার করে সে শির্ক করে।^{১৪৯}

উক্ত বিশুদ্ধ হাদীছ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হল যে, তাবীয ইসলাম গ্রহণে একটি অন্যতম অন্তরায় বা বাধা। সুতরাং সর্বপ্রকার তাবীযই বর্জন

১৪৯. আহমাদ ৪র্থ খণ্ড-১৫৬ পৃঃ, মুহাক্কেকে তাইসীর উক্ত হাদীছের সনদকে হাসান বলেছেন। দেখুন তাইসীর ১২৩ পৃঃ এবং মুহাদ্দিছ আল আরনাউত্ব বলেছেন যে, হাদীছটি বিশুদ্ধ। দেখুন ফাতহুল মাজীদ ১২৮ পৃঃ।

করা উচিত। বিশেষ করে অমুসলিমদের তাবীয এবং কুরআন হাদীছের দ্বারা লিখিত নয় এমন তাবীয, যেমন বৃক্ষ, তৃণ-লতা পাতা বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় তৈরী তাবীযসমূহ!।

উল্লেখ্য, কুরআন হাদীছের বাণী দ্বারা প্রস্তুতকৃত তাবীয বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে যারা মত ব্যক্ত করেন তাদের দলীল হচ্ছেঃ

”وَقَالَ تَعَالَى: ”وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ“

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “আমি কুরআনে এরূপ আয়াত অবতীর্ণ করি যা আত্মিক রোগের যেমন সংশয়, মুনাফেকী, শির্ক, মূর্থতা ও বক্রতা আরোগ্যকারী। আর ঐ সকল আয়াত ঝাড় ফুঁকের মাধ্যমে দৈহিক রোগেরও উপশমকারী এবং মু‘মিন লোকদের জন্য তা আল্লাহর রহমত তথা অনুকম্পা স্বরূপ।”^{১৫০}

উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন যে, কুরআন আত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার রোগের উপশমকারী। তাই এদ্বারা ঝাড় ফুঁক ও তাবীয ঝুলানো বৈধ হবে বৈ কি?

আর যারা কুরআনী তাবীয অবৈধ বলেন তারা উক্ত দাবীর প্রতিবাদ করে বলেন যে, কুরআনের আয়াত বা সূরা দ্বারা আরোগ্য লাভের পদ্ধতি বিস্তুক্ত হাদীছে বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলো রোগীর প্রতি তা পাঠ করা বা ঝাড় ফুঁক দেয়ার দ্বারা। আমরা এ পদ্ধতিকে উপেক্ষা করে অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি না। যদি তা করি তাহলে বিষয়টি এরূপ দাঁড়ায় যে, যে বস্তু ইসলাম কত্ক স্বীকৃত নয় বা বৈধ নয় তার স্বীকৃতি প্রদান বা বৈধতা প্রদান?^{১৫১}

* কুরআন ও হাদীছের দ্বারা প্রদত্ত তাবীযকে যারা বৈধ বলেন তারা একটি মাউকুফ হাদীছ দ্বারা আরো একটি দলীল পেশ করে থাকেন যে, আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আছ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর যে সকল বাচ্চারা

১৫০. বনী ইসরাইলঃ ৮২ আয়াত, তাফসীর আল মুইয়াসসার ২৯০ পৃঃ এবং দেখুন ইবনু কাছীর ৫ম খণ্ড ১১২ পৃঃ।

১৫১. দেখুন আল ক্বাউলুল মুফীদ আল্লামা ইবনু উছাইমীন প্রণীত ১ম খণ্ড ১৮১-১৮২ পৃঃ

বালেগ হয়নি তাদের গায়ে এ দু'আ লিখে ঝুলাতেন তা হলোঃ “বিসমিল্লাহি আউযুবি কালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গাযাবিহী আইকুবিহী অশাররি ইবাদিহী অমিন হামাযাতিশ শায়াত্বীন অআন ইয়াহযুরুন”^{১৫২}

* তার অবৈধতা পোষণকারীগণ উক্ত হাদীছের জবাবে বলেন যে, যয়ীফ বা দুর্বল হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করা সমীচীন নয়, বিশেষ করে আক্বীদার ক্ষেত্রে, যা সর্বজন স্বীকৃত।

* এতদসত্ত্বেও এতে কতিপয় দিক লক্ষণীয় যা নিম্নরূপ

(ক) এ মর্মে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হতে কোন আমল নেই এবং কোন আদেশসূচক বাণীও নেই। বরং বিশুদ্ধভাবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত বাণী ও আমল এসেছে যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। (যেমন উক্বা বিন আমির আল জুহানী হতে বর্ণিত হাদীছ)।

(খ) এতে একাধিক ছাহাবীর আমলও নেই, বরং একাধিক ছাহাবীর অভিমত ও কার্যক্রম এর পরিপন্থী। যেমন ইবনু মাস'উদ, ইবনু আব্বাস, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, উক্বা বিন আমির, আবদুল্লাহ ইবনু উকাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এরা সর্বপ্রকার তাবীযকে অবৈধ বলেছেন।^{১৫৩}

(গ) আবদুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আছ রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক তা ব্যবহারের ঘটনা যদি বিশুদ্ধভাবে সাব্যস্ত হয় তাহলে তার ব্যাখ্যা হবে এই যে, তাবীয যে নিষিদ্ধ বা হারাম সে হুকুমটি তাঁর নিকট পৌঁছেনি। অর্থাৎ তাঁর এ হুকুম অজানা ছিল। যেমন অনেক বিষয় অন্যান্য ছাহাবীদের নিকট পৌঁছেনি। যেমন ইবনু আব্বাসের নিকট মুত'আহ বিবাহ যে হারাম তা তাঁর নিকট পৌঁছেনি, ফলে আজীবন তিনি এটিকে বৈধ বলে গেছেন। (যে সকল বর্ণনায় তাঁর এটা বৈধ বলা থেকে প্রত্যাবর্তনের কথা বা বর্ণনা এসেছে সেগুলো ছহীহ নয়। আল্লামা শাওকানী নায়লুল আউতারে এ মর্মে সবিস্তারে আলাকপাত করেছেন)।

১৫২. তিরমিযী হাদীছ নং ৩৫২৮, এবং তিনি উহাকে হাসান বলেছেন। এ মাউকুফ হাদীছের প্রসঙ্গে অন্যান্যগণ বলেন যে, উক্ত হাদীছকে অনেকে যয়ীফ বলেছেন।

(দেখুন প্রাগুক্ত, আল ক্বাউলুল মুফীদ ১৮২ পৃঃ।

১৫৩. দেখুন তাইসীর ১৩০ পৃঃ।

ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আজীবন সূরা ফালাক ও নাসকে আল-কুরআনের সূরা হিসাবে গণ্য করেননি। তিনি উক্ত সূরাদ্বয়কে মৃত্যু অবধি দু'আ বলেছেন। দাদীর অংশ (যা অরাছারূপে বস্টন করা হয়) সম্পর্কে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অজানা ছিল। তদরূপ ঐ ছাহাবীরও তাবীয কবয অবৈধতার হুকুম অজানা ছিল। সেহেতু কুরআন হাদীছ দ্বারা তাবীয কবজ প্রদান এবং ব্যবহার উভয়ই অবৈধ হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত ও দলীলসম্মত। যেমনটি বিশ্ববিখ্যাত মুফতী এবং মুহাদ্দিছ শাইখ ইবনু বায রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, **وَالصَّوَابُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ** অর্থাৎ এ মর্মে বিশুদ্ধ কথা হলো এই যে, এ প্রকার তাবীযও হারাম বা অবৈধ।^{১৫৪}

আল্লামা ইবনু উছাইমীন বলেছেন যে, ইবনু মাসউদের অভিমতই অধিকতর মযবুত। কেননা এতে মূল কথা হলো এটা অবৈধ যেহেতু হাদীছে কুরআনী তাবীয বৈধ বলা হয়নি।^{১৫৫}

এ ছাড়া কুরআনী তাবীয ব্যবহারে কতিপয় আপত্তিকর দিক পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ

* ঝাড় ফুঁকের মাধ্যমে সামান্যতম হলেও ব্যথার স্থানে উপশম অনুভূত হয় যেহেতু বিষয়টি বাস্তব ব্যাপার। পক্ষান্তরে তাবীযের সাথে রোগের কোন সম্পর্কই নেই, যা রয়েছে তা শুধু ধারণার উপর আর তাবীযের প্রতি এরূপ ধারণা বা বিশ্বাস শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ বিশ্বাস রাখতে হবে শুধু আল্লাহর প্রতি।

* এতে পবিত্র কুরআনের অবমাননা হয়ে থাকে বা তার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে। যেমন তা গলায় বেঁধে মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, গীবত করা, কুৎসা রটানো এবং গালি-গালাজ করা। যেহেতু এ সবই হারাম কাজ!

* বাধ্য হয়ে বা ভুলে এমন স্থানে গমন করা হয়ে থাকে যেখানে পবিত্র কুরআন সঙ্গে রাখা নিষেধ। যেমন তাবীয সংগে নিয়ে পায়খানা প্রশ্রাব করতে যাওয়া, স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হওয়া, নারীদের মাসিক স্রাব ও

১৫৪. দেখুন ফাতাওয়া ইবনু বায ১ম খণ্ড ২০ পৃঃ।

১৫৫. দেখুন আল ক্বাউলুল মুফীদ ১ম খণ্ড ১৮৯ পৃঃ।

প্রসবোত্তর স্রাবকালীন সময়ে সংগে রাখা, ওটা সংগে নিয়ে প্রয়োজনে মল-মূত্র পরিষ্কার করা প্রভৃতি।

* কুরআনী তাবীয গলায় বা বক্ষে ঝুলানো থাকলে কুরআন তেলাওয়াত বা পাঠ করা থেকে বিরত থাকা হয়। যেমন কেউ যদি আয়াতুল কুরসী বক্ষে বেঁধে নিয়ে এরূপ ধারণা করে যে, তার আয়াতুল কুরসী পাঠের তেমন প্রয়োজন নেই। যেহেতু সেটা তার বক্ষে ধারণ করা রয়েছে! তাহলে সে মতবিরোধপূর্ণ একটি কাজের কারণে বিরোধহীন একটি কাজকে ছেড়ে দিল। ফলে সে বিরাট ছাওয়াব থেকে মাহরুম হয়ে গেল।^{১৫৬}

* এ তাবীয ব্যবহারের ফলে ক্রমে ক্রমে ঐ শির্কি তাবীয ব্যবহারের প্রতি ধাবিত হবে, বিশেষ করে যখন এ তাবীযে উপকৃত না হবে। তখন শয়তানের প্রবঞ্চনায় ঐ শির্কি তাবীযের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে।^{১৫৭}

এ প্রসঙ্গে যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও হাদীছ বিষয়ক ইমাম আলবানী বলেছেন যে,

قال الإمام الألباني: ولا تزال هذه الضلالة-أي التمايم فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين، ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين... الخ (انظر شرح حديث برقم : ٤٩٢ من كتاب السلسلة الصحيحة له).

এ গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা অর্থাৎ তাবীয গ্রাম্য কৃষক- শ্রমিক এবং কতিপয় শহরবাসীদের মাঝে আজও ব্যাপকরূপে চালু আছে। দানা সদৃশ বিশেষ বস্তু যা অনেক ড্রাইভার তাদের গাড়ীর সম্মুখে আয়নাতে বেঁধে রাখে। অনেকে গাড়ীর সামনে বা পিছনে জুতা বেঁধে রাখে। আবার অনেকে গৃহে বা দোকানে অশ্বারোহীর জুতা ঝুলিয়ে রাখে। এ সব কিছুই মানুষের বদ নযর বা কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে। এ ছাড়া আরো

১৫৬. দেখুন আল ক্বাউলুল মুফীদ ১ম খণ্ড ১৮৯-১৯০ পৃঃ।

১৫৭. দেখুন ফাতহুল মাজীদ ১৩৬ পৃঃ।

অনেক বিষয় যা সমাজে সাধারণ এবং অসাধারণভাবে চালু আছে। এর কারণ একটিই তা হলো তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাওয়া। তাওহীদের ঘোরবিরোধী কার্যক্রম হলো ঐ সব শির্ক এবং মূর্তি পূজা জাতীয় কাজ।^{১৫৮}

সতর্কীকরণ

আমাদের দেশে অনেক কুরআনের প্রারম্ভে সূরা ফাতিহার পূর্বেই বিভিন্ন সূরার নকশা দেয়া থাকে অথবা কুরআনের ভিতরেই পার্শ্বে পার্শ্বে বিভিন্ন আয়াতের নকশা দেয়া থাকে এবং কোন্ নকশা কোন্ উপকার করে তাও লিখা থাকে। মৌলভী- মুসল্লীদের দ্বারা সেটা কাগজে লিখে তাবীয-কবযের মাধ্যমে কোমরে, গলায়, হাতে বাঁধা হয়। কখনো কখনো ঐ তাবীয বা নকশা লিখিত কাগজ ধুয়ে পানি পান করানো হয়। এগুলো সম্পূর্ণ বাতিল কাজ ও বিদ'আতি কাজ এতে সামান্যতম সংশয়ের অবকাশ নেই। কারণ কুরআন হাদীছে তো এ সব নেই-ই বরং ফিকাহ ও ইতিহাসেও এর স্থান নেই! অথচ আমাদের দেশে মসজিদের তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞ কতিপয় ইমামগণ নিছক জীবিকা অর্জনের জন্য এগুলো লোকদের প্রদান করে থাকেন।

الله يهديهم إلى الحق ويصلح عقيدتهم

عدم مشروعية التمايم وأدلة على ذلك

তাবীয-কবয প্রভৃতির অবৈধতার দলীলসমূহ

١. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ مَرْفُوعًا: مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ (رواه

أحمد ٤ / ٣١٠-٣١١، والترمذي برقم ٢٠٧٢، والحاكم ٤ / ٦٣، والبيهقي

٥٨٧/٩. بسند حسن قاله ابن البنا في الفتح الرباني ١٧ / ١٨٨، وصححه

المحقق تيسير العزيز الحميد ص (١٣١).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ ১. আবদুল্লাহ বিন উকাইমের বাচনিক বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন কিছুর

প্রতি এমনভাবে নির্ভর করলো যে, তার সকল চিন্তা ভাবনা ও ধ্যান খেয়াল ঐ বস্তুর প্রতিই সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকে, ফলে তার হৃদয়কে ওটার প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট রাখে এবং ঐ বস্তুর পতনে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে, তাহলে তাকে এ বস্তুর দিকেই সোপর্দ করা হবে।^{১৫৯}

বরং এরূপ না করে শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতিই ভরসা করা উচিত। অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি নয়। যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ”وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ“

যে ব্যক্তি আল্লাহরই প্রতি ভরসা করল তার জন্য তিনি (আল্লাহই) যথেষ্ট।” (আত্ব ত্বালাকুঃ ৩ আয়াত)।

সেহেতু তাবীয এবং অন্য কোন বস্তুও দেহের কোন স্থানে ঝুলানো বৈধ নয়।

২. عَنْ رُوَيْفِعٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا رُوَيْفِعُ! لَعَلَّ الْحَيَاءَ سَتَظُولُ بِكَ فَأَخِيرُ النَّاسِ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ ثَقَلَدَ وَتَرًّا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ ذَابِّيَةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ، (رواه أحمد ১০৮/১-১০৯, وأبو داود ৩৬/১ برقم: ৩৬, والنسائي ২৩০/৮-২৩৬ والتيسير ص ১৩৩, وفتح المجيد ১৩৮, واسناده صحيح انظر المشكاة المحققة برقم: ৩০১).

২. রুওয়াফি হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি অসালাম আমাকে ডেকে বললেন যে, হে রুওয়াফি! সম্ভবতঃ তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করবে। তুমি মানুষদেরকে জানিয়ে দাও যে, যে ব্যক্তি দাড়ি বেঁধে রাখবে অথবা বিশেষ প্রকার সুতা গলায় পরিধান করবে অথবা

১৫৯. আহমাদ ৪র্থ খণ্ড ৩১০, ৩১১ পৃঃ, তিরমিযী ২০৭২ নং হাদীছ, হাকেম ৪র্থ খণ্ড ৪৬৩ পৃঃ বায়হাকী ৯ম খণ্ড ৫৮৯ পৃঃ, ইবনুল বান্না ফাতহুর রাব্বানীতে ১৭তম খণ্ড ১৮৮ পৃষ্ঠাতে তার সনদকে হাসান বলেছেন এবং তাইসীরের মুহাক্কেকু উহাকে ছহীহ বলেছেন, দেখুন তাইসীর ১৩১ পৃঃ।

হাড় বা জীব-জানোয়ারের মল দ্বারা ইস্তিজ্জা (শৌচকার্য) করবে তাহলে নবী মুহাম্মদ তার থেকে মুক্ত।^{১৬০}

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা

“যে ব্যক্তি দাড়ি বাঁধবে” এর ব্যাখ্যা দু’ধরনের (১) আরবদের অভ্যাস ছিল তারা গর্ব ও বড়ত্ব প্রকাশার্থে দাড়ির এক পার্শ্বে বা মধ্যখানে বেঁধে রাখত। (২) কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য তারা দাড়ি বেঁধে রাখত যাতে অসুন্দর দেখায়। **أَوْ تَرًا** - অথবা যে ব্যক্তি বিশেষ সুতা গলায় পরিধান করবে। এর মর্মার্থ হলো আরবরা তদানিন্তন কালে ছাগলের দেহ থেকে এক প্রকার পর্দা বের করে বিশেষ পদ্ধতিতে জানোয়ার কিংবা মানুষের গলায় বেঁধে রাখত কুদৃষ্টি হতে বাঁচার জন্য। কেউ বলেছেন **تَقْلَد** এর অর্থ হলো তাবীয় ঝুলানো।

أَوْ عَظْم، أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ - অথবা যে ব্যক্তি হাড় বা জানোয়ারের পায়খানা দ্বারা ইস্তিজ্জা করবে। (এটা এজন্য দূষণীয় যেহেতু এগুলো জ্বিন জাতির খাদ্য এবং পায়খানা দ্বারা পায়খানা পরিষ্কার করা রীতিমত কুরুচিকরও বটে) **اللَّهُ أَعْلَمُ**।

নবী মুহাম্মদ তার থেকে মুক্ত। **فَإِنْ مُحَمَّدًا بَرَّيْءٌ مِنْهُ**

উপরোক্ত কাজগুলি যে করবে সে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী। ফলে তিনি তাদের থেকে মুক্ত। **(وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ)**

অর্থাৎ এগুলো মস্তবড় গুনাহের কাজ যা বিনা তাওবায় মাফ করা হবে না।^{১৬১}

সুতরাং এ হাদীছ থেকে দলীল প্রাপ্তি হলো এই যে, কুসংস্কার এবং কুদৃষ্টি

১৬০. আহমাদ ৪র্থ খণ্ড ১০৮-১০৯ পৃঃ, আবু দাউদ ১ম খণ্ড ৩৪ পৃঃ ৩৬ নং হাদীছ, নাসায়ী ৮ম খণ্ড ২৩৫-২৩৬ পৃঃ, তাইসীর ১৩৩ পৃঃ, ফাতহুল মাজীদ ১৩৬ পৃঃ উক্ত হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। দেখুন শাইখ আলবানী প্রণীত মুহাক্কাক মিশকাত ৩৫১ নং হাদীছ।

১৬১. দেখুন আল কাউলুল মুফীদ ১ম খণ্ড ১৮৫-১৮৬ পৃঃ, তাইসীর ১৩৪ পৃঃ এবং ফাতহুল মাজীদ ১৪০ পৃঃ।

হতে নিরাপদে থাকার জন্য গলায় (বা অন্য স্থানে) যা ঝুলানো হয় যেমন
المستعان، الله المستعان، الله المستعان। তাই এ সব ঘণিত কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।
৩. عن إبراهيم (النخعي الكوفي) كانوا يكرهون التمايم كلها، من
القرآن وغير القرآن. (تيسير ص ১৩০ وفتح المجيد ص ১৬১)।

৩. ইবরাহীম আন নাখয়ী‘ আল কুফী হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে,
তারা অর্থাৎ ইবনু মাসউদ ও তাঁর প্রসিদ্ধ তাবেয়ী‘গণ যেমনঃ আলকামা,
আসওয়াদ, আবু ওয়ায়িল, হারেছ বিন সুয়াইদ, উবাইদাহ আস সালামানী,
মাসরুক্ক, আররাবী‘ বিন খায়ছাম এবং সুয়াইদ বিন গাফলা প্রমুখ মনীযী
বৃন্দ কুরআনী তাবীয এবং অকুরআনী তাবীয সবই খারাপ মনে
করতেন।^{১৬২}

৪. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ
الرُّقَى وَالْتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكَ (رواه أحمد ১/৩৮১، وأبو داود كتاب الطب باب
في تعليق التمايم ৫/১১২ برقم: ৩৮৮৩، وابن ماجه: ৩৫৩০، وابن حبان: ৬০৯০،
والحاكم: ৬৬৩/৪، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي، وقد صححه الشيخ
الألباني في صحيح الجامع ১/৩৩৬ برقم: ১৬৩২، والصحيحة برقم: ৩৩১)।

৪. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি
বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি,
তিনি বলেছেন যে, অবশ্যই ঝাড়-ফুক, তাবীযসমূহ এবং তেওয়ালা শির্ক।^{১৬৩}

১৬২. দেখুন তাইসীর ১৩৫ পৃঃ এবং ফাতহুল মাজীদ ১৪১ পৃঃ।

১৬৩. আহমাদ ১ম খণ্ড ৩৮১ পৃঃ, আবু দাউদ তাবীয ঝুলানো শীর্ষক অধ্যায় ৫ম খণ্ড
২১২ পৃঃ, ৩৮৮৩ নং হাদীছ, ইবনু মাজা ৩৫৩০ নং হাদীছ, ইবনু হিব্বান
৬০৯০ নং হাদীছ, হাকিম ৪র্থ খণ্ড ৪৬৩ পৃঃ এবং তিনি উক্ত হাদীছের সনদ
ছহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী তাতে সম্মতি প্রকাশ করেছেন। যুগ শ্রেষ্ঠ
মুহাদ্দিছ শাইখ আলবানী উক্ত হাদীছকে ছহীহ বলেছেন। দেখুন ছহীহুল জামে‘

* উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছে তিনটি বস্তুকে শির্ক বলা হয়েছে।

যেমনঃ ক. ঝাড়-ফুক খ. তাবীযসমূহ গ. তেওয়ালা।

প্রথমতঃ ঝাড় ফুকের আলোচনা করা হচ্ছে। আর ঝাড় ফুক কাকে বলা হয় সেটা সকলেই জ্ঞাত আছেন। প্রকৃত পক্ষে ঝাড় ফুক শির্কের অন্তর্ভুক্ত হবে ঐ সময় যখন তা শিকি শব্দ বা তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা পাঠ করা হবে। কেননা কুরআনের দ্বারা ঝাড় ফুক করা বৈধ, যা বিশুদ্ধ দলীলসম্মত। যেমন বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী ঝাড় ফুক করাতে কি প্রতিদান প্রদান করা হবে শীর্ষক শিরোনামে ইজারা অধ্যায়ে হাদীছ উল্লেখ করেছেন এবং মুসলিম শরীফে ইমাম মুসলিম কুরআনের দ্বারা ঝাড় ফুক দেয়া এবং তা হতে পারিশ্রমিক গ্রহণ বৈধ নামক শিরোনামে এ মর্মে হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

সংক্ষেপে তাহলোঃ বিখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তাঁরা জানতে পারলেন যে, কোন এক সম্প্রদায়ের নেতাকে সর্পে দংশন করেছে। ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা ছাহাবীদের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল যে, আপনাদের মাঝে কেউ ঝাড় ফুক পারদর্শী আছে কি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ আছে। তবে আমরা তোমাদেরকে ঝাড় ফুক করব কতিপয় মেষ উপহার দেয়ার শর্তে। ঐ সম্প্রদায় উক্ত শর্তে একমত হলো।

অতঃপর ছাহাবীদের মাঝ থেকে একজন তাকে ঝাড়-ফুক করল তিনবার বা সাতবার সূরা ফাতেহা তার উপর পাঠ করল। ফলে ঐ দংশিত ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল, যেন তার কোন অসুস্থতা নেই। অতঃপর তাদের শর্ত পূরণ করল এবং বেশ কতগুলি (ত্রিশটি) ছাগল উপহার দিয়ে দিল। এ ঘটনা তারা রাসূলের নিকট পৌছালে তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ‘وما يدريك أنها رقية- يعنى الفاتحة’ তোমাদেরকে কিসে জানাল যে, সূরা ফাতেহা দ্বারা ঝাড় ফুকের কাজ করা যাবে? অতঃপর তিনি

আউফ বিন মালেক হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, আমরা জাহেলী যুগে ঝাড়-ফুক করতাম, তাই (একদা) আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের ঝাড়-ফুক সম্পর্কে কি মত পোষণ করেন? অতঃপর তিনি বললেন যে, তোমাদের ঝাড়-ফুক আমার নিকট পেশ কর। (আমাকে শুনাও) ঝাড়-ফুকে কোন বাধা নেই যদি শিকি শব্দ বা বাক্য না থাকে।^{১৭১}

شروط الرقية الشرعية

বৈধ ঝাড় ফুকের শর্তসমূহ

প্রথমতঃ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, ঝাড় ফুকের নিজস্ব কোন প্রভাব বা শক্তি নেই আল্লাহর শক্তি ছাড়া। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ব্যতীত সেটার নিজস্ব শক্তি রয়েছে, তাহলে হারাম বরং শিক হবে। তাই এ ধারণা রাখবে যে, ঝাড়-ফুক শুধুমাত্র কারণ বা অসীলা। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তা মোটেও উপকারে আসবেনা।

দ্বিতীয়তঃ কোন ক্রমেই যেন তাতে শরী'য়ত বিরোধী শব্দ বা বাক্য না হয়। অর্থাৎ শিকি শব্দ বা শিকি কথা বা মন্ত্র বা আল্লাহ ছাড়া অপরের কসম বা দোহাই প্রভৃতি হতে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে।

তৃতীয়তঃ ঝাড় ফুকের শব্দাবলী স্পষ্ট হতে হবে। অস্পষ্ট হলে চলবেনা। সরাসরি কুরআন হাদীছের শব্দ হলে উত্তম, তা না হলে কুরআন সুন্যাহর আলোকে হতে হবে। কোন ক্রমেই কোন প্রকার তন্ত্র-মন্ত্র বা আজ-বাজে শব্দ বা কথা দ্বারা ঝাড় ফুক করা যাবে না।^{১৭২}

* প্রসংগতঃ কোন কোন অশিক্ষিত কবিরাজ যারা কুরআনের আয়াত বা সূরা দ্বারা ঝাড় ফুক করে যাতে কোন আয়াতাত্মক বা শব্দ বা অক্ষর বাদ দিয়ে পাঠ করে। ফলে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়, যা কুফরী এবং শিক। সেহেতু তাদের থেকে সাবধান! এবং তাদেরও আল্লাহর শাস্তির ভয় করা উচিত!

১৭১. মুসলিম শরীফ হাদীছ নং ২২০০, আবু দাউদ হাদীছ নং ৩৮৮৬।

১৭২. দেখুন আল কাউলুল মুফীদ ১ম খণ্ড ১৮৪-১৮৫ পৃঃ।

বললেন তোমরা সঠিক কাজই করেছে। এগুলি বণ্টন কর এবং তোমাদের সাথে আমাকেও একটি অংশ প্রদান কর।^{১৬৪}

উক্ত বিশুদ্ধ হাদীছ থেকে বুঝা গেল যে, আল- কুরআনুল কারীমের মাধ্যমে তথা কোন সূরা বা আয়াত দ্বারা ঝাড় ফুঁক করা শির্ক নয় বরং নিঃসন্দেহে বৈধ।

দ্বিতীয়তঃ ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদীছে তাবীযকে শির্ক বলা হয়েছে। তাবীয জাতীয় বস্তু যে শির্ক তার দলীল ভিত্তিক নাতিদীর্ঘ আলোচনা ইতোপূর্বেই করা হয়েছে। এছাড়া তাবীয ঝুলানো যে শির্কি কার্যকলাপ এ মর্মে যুক্তি হলো এই যে, ঔষধকে এবং ঝাড় ফুঁককে ইসলাম রোগ আরোগ্যের বৈধ উপায় হিসাবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু তাবীয-কবয প্রভৃতিকে তদরূপ বৈধ উপায় নির্ধারণ করেনি। সেহেতু ইসলাম যা উপায় নির্ধারণ করেনি বরং শির্ক বলেছে, মানুষ সেটাকে নিজেদের পক্ষ হতে চিকিৎসার উপায় নির্ণয় করলেই শির্ক হয়ে যাবে।^{১৬৫}

তৃতীয়তঃ উক্ত বর্ণিত হাদীছে তেওয়ালাকে শির্ক বলা হয়েছে।

তেওয়ালার মাধ্যমে ছোট শির্ক ঘটে থাকে। তেওয়ালা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন প্রখ্যাত ছাহাবী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ। যেমনঃ

قَالَ إِبْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : التَّوَلَّاهُ شَيْءٌ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ يَتَحَبَّبْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ، (أَخْرَجَهُ ابْنُ حَبَانَ بِرَقْم: ٦٠٩٠، وَقَدْ حَسَنَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَوَارِدِ وَالْظَّامَانِ بِرَقْم: ١٤١٢/١-٦٠٩-٦١٠ وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ أَنْظَرَ تَيْسِيرَ ص ١٣١)۔

ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, তেওয়ালাহ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া বিশেষ যা নারী জাতি তৈরী করে এ উদ্দেশ্যে যেন তারা তাদের স্বামীদের থেকে ভালবাসা অর্জন করতে পারে।^{১৬৬}

১৬৪. বুখারী হাদীছ নং ৫৪১৭ এবং মুসলিম হাদীছ নং ২২০১।

১৬৫. দেখুন আল কাউলুল মুফীদ ১ম খণ্ড ১৭৭ পৃঃ।

১৬৬. আছারটি মাওকুফ ইবনু হিব্বান চয়ন করেছেন ৬০৯০ নং হাদীছ। এবং আল্লামা হায়ছামী উক্ত হাদীছকে হাসান বলেছেন। দেখুন মাওয়ারেদুয যামআন, হাদীছ

قيل : هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها، والزوج إلى امرأته. وقال الحافظ بن حجر: التولة شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما كان ذلك من الشرك، لأنهم أرادوا دفع المضار و جلب المنافع من عند غير الله. (انظر تيسير ص ١٣١).

কেউ বলেন যে, তেওয়ালাহ এমন বস্তু যা তৈরী করা হয় এ ধারণা বা বিশ্বাস নিয়ে যে এটি ব্যবহারের ফলে স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসবে।

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, তেওয়ালাহ এমন একটি বস্তু যা ব্যবহারে স্ত্রী তার স্বামী থেকে প্রেম ভালবাসা আনয়ন করে। তা এক প্রকার যাদু। আর এটা শির্ক এ কারণে যে, তারা এর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অপর বস্তুর মাধ্যমে ক্ষতি হতে বাঁচতে চায় এবং কল্যাণ হাছিল করতে চায়।^{১৬৭}

শাইখ মুহাম্মদ ইবনু হালেহ আল উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, তা এমন একটি প্রক্রিয়া বিশেষ যা স্বামীরা ধারণ করে এ বিশ্বাস নিয়ে যে, তা ব্যবহারে স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের প্রিয়পাত্রী হয়ে যায় এবং স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের প্রিয় পাত্র হয়ে যায়, (তথা উভয়ের মাঝে প্রেম ভালবাসা অধিকতর বৃদ্ধি পায়)। আর এটা স্পষ্ট শির্ক এজন্য যে, এ প্রক্রিয়াকে শরীয়ত কর্তৃক ভালবাসার উপায় বা কারণ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়নি।^{১৬৮}

বর্ণনাকারী ইবনু মাসউদের বর্ণিত হাদীছের শেষোক্ত শব্দ হলো شرك তথা ان الرقي والتسمائم والتولة شرك - অর্থাৎ (শির্ক) ঝাড় ফুক, তাবীয ও তেওয়ালাহ সবই শির্ক! (এতক্ষণ যা আলোচনা করা হলো)। এসব বস্তু কোন্ ধরনের শির্ক? ছোট শির্ক না বড় শির্ক? এ মর্মে আল্লামা ইবনু উছাইমীন বলেছেন যে,

নং ১৪১২ ১ম খণ্ড ৬০৯-৬১০ পৃঃ এবং তার সনদ উত্তম। দেখুন মুহাক্কাক তাইসীর ১৩১পৃঃ।

১৬৭. দেখুন তাইসীর ১৩১ পৃঃ।

১৬৮. দেখুন আল কাউলুল মুফীদ ১ম খণ্ড ১৭৮-১৭৯ পৃঃ।

وقال ابن عثيمين رحمه الله: إن اتخذها معتقداً أن المسبب هو الله فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها فهي شرك أكبر، (المرجع السابق).

যদি কেউ ঐসব ধারণ করে এ বিশ্বাস নিয়ে যে, এটা রোগ আরোগ্যের কিংবা বিপদ মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয় বরং আল্লাহর রহমতের ও ক্ষমতার প্রয়োজন রয়েছে, এটা নিছক অসীলা মাত্র, তাহলে ছোট শির্ক হবে। আর যদি এ বিশ্বাসে তা ব্যবহার করে যে এটাই রোগ আরোগ্যের কিংবা বিপদ মুক্তির জন্য যথেষ্ট, অথবা এটা আল্লাহর মতই ক্ষমতা রাখে- তাহলে সরাসরি বড় শির্ক হয়ে যাবে।^{১৬৯} والعياذ بالله

সম্মানিত পাঠক,

ইতোপূর্বে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত আবু সাঈদ খুদরীর হাদীছ এবং নিম্নোক্ত হাদীছদ্বয়ের আলোকে ঝাড়ফুক বৈধ, তবে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে।

হাদীছ নং ১

”كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْفُخُ عَلَى يَدَيْهِ عِنْدَ مَنَامِهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ وَيَمَسُّ بِهَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ“ (البخارى ৩/৩৪৬, ومسلم ১/১৭২৩).

বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিদ্রা গমনের সময় মু'আওয়েযাত (সূরা ফালাক ও নাস) পাঠ করে দু'হাতে ফুক দিয়ে নিজের শরীরে যথাসম্ভব অংশ মাসেহ (স্পর্শ) করতেন।^{১৭০}

হাদীছ নং ২

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: ”كُنَّا نُرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِعْرَضُوا عَنِّي رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقِيِّ مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكَاً“ (مسلم برقم ২২০০, وابوداؤد برقم ৩৮৮৬).

আউফ বিন মালেক হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, আমরা জাহেলী যুগে ঝাড়-ফুক করতাম, তাই (একদা) আমরা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের ঝাড়-ফুক সম্পর্কে কি মত পোষণ করেন? অতঃপর তিনি বললেন যে, তোমাদের ঝাড়-ফুক আমার নিকট পেশ কর। (আমাকে শুনাও) ঝাড়-ফুক কোন বাধা নেই যদি শিকি শব্দ বা বাক্য না থাকে।^{১৭১}

شروط الرقية الشرعية

বৈধ ঝাড় ফুকের শর্তসমূহ

প্রথমতঃ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, ঝাড় ফুকের নিজস্ব কোন প্রভাব বা শক্তি নেই আল্লাহর শক্তি ছাড়া। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ব্যতীত সেটার নিজস্ব শক্তি রয়েছে, তাহলে হারাম বরং শিক হবে। তাই এ ধারণা রাখবে যে, ঝাড়-ফুক শুধুমাত্র কারণ বা অসীলা। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তা মোটেও উপকারে আসবেনা।

দ্বিতীয়তঃ কোন ক্রমেই যেন তাতে শরী'য়ত বিরোধী শব্দ বা বাক্য না হয়। অর্থাৎ শিকি শব্দ বা শিকি কথা বা মন্ত্র বা আল্লাহ ছাড়া অপরের কসম বা দোহাই প্রভৃতি হতে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে।

তৃতীয়তঃ ঝাড় ফুকের শব্দাবলী স্পষ্ট হতে হবে। অস্পষ্ট হলে চলবেনা। সরাসরি কুরআন হাদীছের শব্দ হলে উত্তম, তা না হলে কুরআন সুন্নাহর আলোকে হতে হবে। কোন ক্রমেই কোন প্রকার তন্ত্র-মন্ত্র বা আজ-বাজে শব্দ বা কথা দ্বারা ঝাড় ফুক করা যাবে না।^{১৭২}

* প্রসংগতঃ কোন কোন অশিক্ষিত কবিরাজ যারা কুরআনের আয়াত বা সূরা দ্বারা ঝাড় ফুক করে যাতে কোন আয়াতাংশ বা শব্দ বা অক্ষর বাদ দিয়ে পাঠ করে। ফলে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়, যা কুফরী এবং শিক। সেহেতু তাদের থেকে সাবধান! এবং তাদেরও আল্লাহর শাস্তির ভয় করা উচিত!

১৭১. মুসলিম শরীফ হাদীছ নং ২২০০, আবু দাউদ হাদীছ নং ৩৮৮৬।

১৭২. দেখুন আল কাউলুল মুফীদ ১ম খণ্ড ১৮৪-১৮৫ পৃঃ।

জ্ঞাতব্যঃ অনেকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে খাদ্য-দ্রব্য হতে সামান্য খাদ্য মাটিতে নিক্ষেপ করে, এটা ক্রটিপূর্ণ আকীদা এবং চরম অন্যায় কাজ। যেহেতু তা সরাসরি হাদীছ বিরোধী।

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَبِطْ مَا بَهَا مِنَ الْأَدَىٰ
وَأَيُّكُلْ. (رواه مسلم ١٦٠٧/٣).

নবী ছালাল্লাহু আলাইহি অসালাম ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের কারো খাদ্যের লুকুমা বা খাদ্যাংশ যদি যমীনে পতিত হয়ে যায় তাহলে সে যেন তা পরিষ্কার করে খেয়ে নেয়।^{১৭৩}

* বর্তমানে আরব দেশে যে সকল বাতের চেইন পাওয়া যায় এগুলো ব্যবহারে দু'ধরণের মত পোষণ করা হয়। আরব দেশ থেকে আনা হয়েছে বিধায় এতে বরকত রয়েছে। এরূপ আকীদা পোষণ করলে ব্যবহার নিষিদ্ধ বা অবৈধ। আর যদি এতে ম্যাগনেশিয়াম জাতীয় পদার্থ রয়েছে যা চম্বুকের ন্যায় কাজ করে থাকে ফলে তা রক্তের জড়তা বা জমাটবদ্ধতা দূরীকরণে সহায়ক যাতে বাত বা শরীরে ব্যথা উপশম হতে পারে আল্লাহর রহমতে এ বিশ্বাসে ব্যবহার করা সিদ্ধ বলেছেন অনেকেই, আবার কেউ কেউ এটাকেও বৈধ বলেননি। واللّٰهُ أَعْلَمُ

* অনেকে সম্পূর্ণ কুরআন ক্ষুদ্র আকারে বা কুরআনের সূরা বা আয়াতুল কুরসী বা আল্লাহ শব্দ ইত্যাদি গলার হার বা চেইনের সাথে বা অন্যভাবে ধারণ করে থাকে বরকত ও সৌন্দর্যের জন্য, এসবই বিদ'আত। যেহেতু এভাবে কুরআন দ্বারা বরকত হাছিল করা ইসলামী শরীয়তে আসেনি। বরং শুধু ঝাড় ফুঁকের মাধ্যমে আরোগ্য হাছিল করা বৈধ। এছাড়া এভাবে সর্বদাই গলায় বেঁধে রাখলে এবং তা নিয়ে মল-মুত্র ত্যাগ করতে গেলে আল্লাহ নামের বা কুরআনের মহাত্মতা এবং পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়, তাই তা অবৈধ।^{১৭৪} واللّٰهُ أَعْلَمُ

১৭৩. মুসলিম শরীফ ৩য় খণ্ড ১৬০৭ পৃঃ।

১৭৪. দেখুন আল কাউলুল মুফীদ ১ম খণ্ড ১৮৭ পৃঃ।

* অনেকে তাওয়াফ কালীন পবিত্র কা'বাকে স্পর্শ করে অথবা রুকনে ইয়ামানীকে অথবা হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করে বরকতের জন্য। এটা ঠিক নয়, বরং বিদ'আত। কেননা শুধু হাজরে আসওয়াদকে চুমা দিবে বা স্পর্শ করবে রাসূলের সুন্নাত মনে করে। সাবধান, বরকতের জন্য নয়। আর রুকনে ইয়ামানীকে শুধু স্পর্শ করবে, চুম্বন করবে না। সেটিও রাসূলের সুন্নত হিসাবে, অন্য কোন নিয়তে নয়। যেমনঃ দেখুন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর বিন খাত্তাব এ প্রসঙ্গে কি বলেছেনঃ

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. (رواه البخارى باب ما ذكر في الحجر الأسود ٤٩٥/١، برقم: ١٥٩٧
ومسلم باب استحباب تقبيل الحجر ٩٢٥/١).

ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে ওটাতে চুমু দিলেন, অতঃপর ওটাকে লক্ষ্য করে বললেন যে, আমি জানি তুমি একটি পাথর বৈ অন্য কিছু নও। তুমি কারো ক্ষতি সাধন করতে পারনা এবং কল্যাণও সাধন করতে পারনা। যদি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তোমাকে চুমু না দিতেন, তাহলে কস্মিন কালেও আমি তোমাকে চুমু দিতাম না।^{১৭৫}

উপরোক্ত নাতিদীর্ঘ আলোচনায় প্রস্ফুটিত হলো যে, ইসলামে তাবীয-কবয, সুতা, তাগা এবং তিওয়ালা প্রভৃতি বৈধ নয়।

প্রসঙ্গতঃ আমাদের দেশে অনেক মুসলিম নারী-পুরুষ কোন জটিল রোগে আক্রান্ত হলে কিংবা কোন বাল্য-মুছীবতে পতিত হলে অথবা ছেলে-মেয়ে না হলে বা কোন কিছু হারালে অথবা ব্যবসায় উন্নতি না হলে অধিকাংশ সময়ে দেখা যায় যে, তারা এ সবার সমাধানকল্পে ছুটে যায়

১৭৫. বুখারী শরীফ হজ্জ অধ্যায়, কালো পাথর সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে নামক শিরোনাম। ১ম খণ্ড ৪৯৫ পৃঃ এবং মুসলিম শরীফ হজ্জ অধ্যায় পাথর চুমু দেয়া মুস্তাহাব নামক শিরোনামে ১ম খণ্ড ৯২৫ পৃঃ।

কথিত অলী-দরবেশের মাযারে কিংবা জীবিত পীরদের কাছে। এরা বিশ্বাস করে ঐ সকল কবরবাসী অলী-আউলিয়াগণ বা জীবিত পীর-দরবেশগণ আল্লাহর মত ক্ষমতা রাখে, ফলে তাদের কাছে নিজেদের স্ব-স্ব চাহিদা পূরণে আকুলভাবে কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করে। আর তাদের কাছে দু'আ করে, সাজদা করে, মানত করে প্রভৃতি তাওহীদ পরিপন্থী বা ঈমান বিধ্বংসীমূলক কীর্তি-কলাপে লিপ্ত হয়! অথচ তাদের অবগত হওয়া উচিত যে, এসব বালা-মুছীবত ও রোগ ব্যাধি আল্লাহ কেন তাঁর বান্দাদের উপর চাপিয়ে থাকেন! মহান আল্লাহ পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মানুষদেরকে ফিরানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার বালা-মুছীবত, রোগ-শোক প্রদান করে থাকেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণীঃ

وقال تعالى: "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (سورة الروم الآية: ٤١)

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ স্থলে ও জলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের পাপের কারণে দূর্ভিক্ষ, মহামারী, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঝড়-তুফান, যুদ্ধ-বিগ্রহ বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি প্রভৃতি বিপর্যয়ের বিস্তৃতি ঘটেছে। এ সব বিপদাপদ আল্লাহ দিয়ে থাকেন বান্দার পাপের যৎকিঞ্চিৎ পরিণাম ফল হিসাবে। যেন তারা সর্বপ্রকার পাপ কার্যাবলী থেকে ফিরে আসে এবং তাওবা করে। তাতে তাদের ইচ্ছা হবে ও তারা সৎ পথে চলবে।^{১৬}

وقال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. (سورة الشورى الآية: ٣٠).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, হে মানব গোষ্ঠি! তোমাদের মাঝে যত প্রকার বালা-মুছীবৎ, রোগ-শোক উপস্থিত হয়, তা তোমাদের কার্যের, তথা পাপাচারের কারণে। আর অধিকাংশ

পাপের শাস্তি (আল্লাহ) প্রদান না করে তিনি ক্ষমা করে থাকেন।^{১৭৭} সুবহানাল্লাহ! এ ক্ষমা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি অশেষ করুণা ও অনুকম্পা বশতঃ করে থাকেন। তাই তাঁর সীমাহীন রহমতের গুরুত্ব ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে এবং নিজেদেরকে বিভিন্ন বালা-মুছিবত ও রোগ-শোক থেকে বাঁচানোর স্বার্থে শুধুমাত্র তাঁরই দাসত্ব করা উচিত। সদা সর্বদা তাঁরই গুণকীর্তন ও প্রশংসা করা একান্ত কর্তব্য। কোনক্রমেই তাওহীদ বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া সমীচীন নয়। - **اللَّهُمَّ وَفَّقْنَا**

রোগ-ব্যাদি বা বিপদাপদের সময় একজন মু'মিন নর-নারীর যা করণীয়

ক. কোন ক্রমেই সাহস হারাবে না বা হতাশ হবে না।

খ. শয়তানের প্রবঞ্চনায় কোন শিকি বা কুফরীর আশ্রয় গ্রহণ করবেনা। তাকে যদি বিভিন্ন দুর্বল ঈমানদার এবং ইসলামী জ্ঞানে অপরিপক্ক লোকেরা ঐ সমস্ত শিকি ও কুফরীর আশ্রয় নিতে বলে তবুও নয়। কেননা শিকি ও কুফরীর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে পরীক্ষাস্বরূপ কদাচ উক্ত বিপদ মুক্ত করলেও বা রোগ আরোগ্য করলেও সে ব্যক্তি কাফের মুশরিকে পরিণত হয়ে যায়। সব আমল বরবাদ হয়ে যায়। তাহলে তার যিন্দেগী তো সম্পূর্ণ বেকার ও মূল্যহীন! সেহেতু সাময়িকভাবে ঐ ক্ষুদ্র ও হীন স্বার্থের জন্যে বৃহৎ ও চিরস্থায়ী স্বার্থ বিনষ্ট করা কোন বিচক্ষণ মুসলিম ব্যক্তির আদৌ সমীচীন নয়!

ইসলামী পন্থায় এর সমাধান হচ্ছে

প্রথমতঃ ঈমান আমলে সদা সর্বদাই অটল থাকবে এ নিয়তে যে, আপাতত দুনিয়াতে এ বিপদে বা রোগ ব্যাদিতে কষ্ট হলেও আখেরাতে এর বিনিময়ে জান্নাত নছীব হবে। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

”إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ * نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ“ (فصلت أوحى السجدة : ٣٠-٣٢).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ অবশ্যই যারা বলে আমাদের প্রতিপালক এক আল্লাহ তা‘আলা যাঁর কোন শরীক নেই এরপর তাঁরই ধর্মে অবিচল থাকে, তাদের প্রতি মৃত্যুর সময় ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয় এবং বলে তোমরা মৃত্যু ও তৎপরবর্তী সময়কে ভয় করো না। আর তোমরা যাদেরকে দুনিয়াতে রেখে আসলে তাদের জন্য চিন্তা করোনা। বরং তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। ফেরেস্তা তারা তাদেরকে জীবিতাবস্থায় বলে, দুনিয়াতে আমরা আল্লাহর নির্দেশে তোমাদের সাহায্যকারী, তোমাদের পদযুগল দৃঢ়কারী এবং তোমাদেরকে সংরক্ষণ-কারী ছিলাম। তদরূপ আমরা আখেরাতে তোমাদের সাথে থাকব। তোমাদের জন্য জান্নাতে এমন বস্তু থাকবে যা তোমাদের পছন্দনীয়, হৃদয়গ্রাহী ও চক্ষু শীতলকারী। যখন যা তোমাদের মন চাইবে সংগে সংগে তা তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের ক্ষমাশীল করুণাময় প্রভুর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য এ সব প্রদান করা হবে উন্নত আপ্যায়ন ও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসাবে।^{১৭৮}

এ মর্মে রাসূল ﷺ এর বাণী-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، (صحيح مسلم مختصر برقم: ১৮، وصحيح الجامع ১/৮১০).

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন যে, তুমি বল আমি এক আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। অতঃপর সেই ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমলের দ্বারা নিজেকে অবিচল রাখ।^{১৭৯}

১৭৮. ফুহুছিলাত বা হা-মীম সাজদাঃ আয়াত ৩০-৩২, তাফসীর আল মুইয়াসসার ৪৮০ পৃঃ।

১৭৯. মুখতাছার ছহীহ মুসলিম ১৮ নং হাদীছ এবং ছহীহুল জামে’ ২য় খণ্ড ৮১০ পৃঃ।

দ্বিতীয়তঃ খালেছভাবে সর্বপ্রকার পাপ হতে তাওবা করবে। যেহেতু পাপের কারণেই অধিকাংশ সময় মুমিন নর-নারী বালা মুছীবতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। যথাঃ-

قال تعالى: "وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"

মহান আল্লাহ বলেন, ওহে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (আন নূরঃ ৩১ আয়াত)।

قال الله عز وجل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نُّصُوْحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ" ... (التحریم - الآية : ৮).

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে মুমিন বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে খাঁটিভাবে তাওবা কর। আশা করা যায়, তোমাদের পালন কর্তা তোমাদের পাপরাশি মার্জনা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন... ..। (আত তাহরীমঃ ৮ আয়াত)।

وأما التوبة النصوح فهي أن يقلع عن الذنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على ألا يفعل في المستقبل، ثم إن كان الحق لآدمي رَدَّهُ إِلَيْهِ بطريقه، (انظر تفسير ابن كثير ১/১৬৭).

তাওবা নাছুহ বলা হয় ঐ তাওবাকে যাতে চারটি শর্ত বিদ্যমান থাকবে যেমনঃ

১. যে পাপে লিপ্ত ছিল তা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা।
২. কৃত পাপের কারণে অনুতপ্ত হওয়া।
৩. ভবিষ্যতে আর কোন দিন ঐ পাপ করবেনা বলে দৃঢ়ভাবে আল্লাহর নিকট ওয়াদাবদ্ধ হওয়া।

৪. বান্দার কোন হক অন্যায়ভাবে গ্রহণ করলে তা যথা নিয়মে প্রত্যাপণ করা।^{১০}

৫. রুহ কঠনালীর নিকট পৌছার পূর্বে তাওবাহ করা।^{১৮১}

সুতরাং মুমিন নারী পুরুষের উচিত হচ্ছেঃ উপরোক্ত শর্ত অনুপাতে তাওবা করা। তথা শিকি-কুফরী মুনাফিকী বিদ'আতী কার্যক্রমসহ সর্বপ্রকার কবীরা গুনাহ ছেড়ে দিয়ে ঐ সব বড় পাপ আর কোন দিন না করার জন্য আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করা। আর সকল প্রকার ফরয কার্যাবলী যথারীতি আদায় করা। **الله الموفق وهو على كل شيء قدير**।

তৃতীয়তঃ বিপদাপদে আক্রান্ত ব্যক্তি দৃঢ় ঈমানী মনোবল নিয়ে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে। আর ফরয ছালাত আদায়সহ অধিক হারে নফল ছালাত আদায় করতঃ আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। যেমন এ মর্মে আল্লাহ তা'আলার সান্ত্বনা বাণীঃ

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ”

অনুবাদঃ ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য এবং ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। কেননা আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সংগে রয়েছেন। (আল বাক্বারঃ ১৫৩ আয়াত)।

ব্যাখ্যাঃ হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের সকল বিষয়ে ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। যে সব বালা-মুখীবতে আক্রান্ত হয়েছ তাতে ধৈর্য ধারণ কর। আর আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর নৈকট্য লাভে সং কার্য সম্পাদনে যে কষ্ট হবে তাতেও ছবর কর। তদরূপ ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।

এ মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ حُدَيْقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى (حسن، قاله الألباني في المشكاة المحققة برقم ١٣٢٥، وصحيح أبي داود برقم : ١١٩٢).

হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বাচনিক (মারফু)ভাবে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন কোন কঠিন সমস্যায় উপনীত হতেন তখন ছালাত (নফল) আদায় করতেন।^{১৮২}

আর আল্লাহু ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন এর অর্থ কখনো এটা নয় যে, তিনি বান্দার সঙ্গে স্বসত্ত্বায় আছেন, বরং এর অর্থ হলো তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন, শক্তি প্রদান করেন এবং তাদেরকে কাজে দৃঢ়তা প্রদান করেন।^{১৮৩}

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

আমরা অবগত হলাম যে, এসব বালা-মুছীবত বা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে হতাশ হওয়া যাবেনা, বা কারো প্ররোচনায় কিংবা শয়তানের ধোঁকায় প্রচলিত কোন পীর, অলী কিংবা কোন জ্বিন-ভূতে আশ্রিত ব্যক্তি বা কোন যাদুকর বা স্বপ্নযোগে হাছিলওয়ালা কবিরাজ প্রভৃতি কারো নিকট যাওয়ার কোনই প্রয়োজন পড়বে না। যেহেতু এসব আল্লাহু ঘটিয়ে থাকেন, তিনিই দূর করে থাকেন, তাতে সৃষ্টি জগতের কারো মোটেও হাত নেই। তদরূপ ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নয়ন বা লাভবান হওয়া এটাও এককভাবে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হস্তে, কোন অলী আউলিয়ার হাতে নয়! মহান আল্লাহ কাউকে ধন বৃদ্ধি করে পরীক্ষা করে থাকেন, আবার কাউকে দরিদ্র করে পরীক্ষা করে থাকেন। সেহেতু আমাদের করণীয় হবে ঐ সব কিছু ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে খালেছরূপে তাওবা করা। সকল প্রকার পাপ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর নিকট সার্বিক কল্যাণের জন্যে দু‘আ করা এবং রোগ ব্যাধির জন্যে বৈধ চিকিৎসা গ্রহণ করা। প্রয়োজনে শরী‘আত মুতাবিক ঝাড়-ফুক করা। আল্লাহু আমাদেরকে সর্বপ্রকার বালা-মুছীবত ও রোগ-শোক থেকে নিরাপদে রাখুন। آمين يا رب العالمين -

পুনরায় আমরা মূল আলোচনায় মনোনিবেশ করি

১৮২. হাদীছটি হাসান বলেছেন শাইখ আলবানী মুহাক্কাক মিশকাত হাদীছ নং ১৩২৫, ছহীহ আবু দাউদ হাদীছ নং ১১৯২।

১৮৩. দেখুন ইবনু কাছীর ১ম খণ্ড ৪৬৬ পৃঃ, এবং তাফসীর আল মুইয়াস্‌সার ২৩ পৃঃ।

الفروق بين نوعى الشرك الأكبر والأصغر বড় শির্ক ও ছোট শির্কের মাঝে পার্থক্যসমূহ

هناك عدة فروق بين الشرك الأكبر والأصغر، منها:

১. أن الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الأصغر فقد اختلف فيه فقيل: بأنه تحت المشيئة. وقيل: إن صاحبه إذا مات فلا بد أن يعذبه الله عليه، لكن لا يخلد في النار.

২. الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذى قارنه (على القول الراجح).

৩. أن الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية، ولذا فمن أحكامه: أن لا يعامل معاملة المسلمين، ولا يناكح، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يرث ولا يورث، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وأما الأصغر فلا يخرج منها.

৪. أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، وأما الأصغر فلا يخلد في النار وإن دخلها فكسائر مرتكبي الكبائر.

৫. أن الشرك الأكبر يحل الأنفس والأموال، بعكس الشرك الأصغر، فإن صاحبه مسلم مؤمن ناقص الإيمان، فاسق من حيث الحكم الديني ويجمعان في: استحقاق صاحبهما الوعيد، وأنهما من أكبر الكبائر من الذنوب. (انظر فتاوى اللجنة الدائمة: ص ১/৫১৮، كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان من ص ৯-১২، الكواشف الجليلة: ص ১৮৭، والشرك لأبي بكر ১/১৭৬-১৭৭).

(১) বড় শির্ক খাঁটিভাবে তাওবা ব্যতীত কোন দিন ক্ষমা করা হবে না। আর ছোট শির্ক সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে, কেউ বলেছেন আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন নতুবা করবেন না। কেউ বলেছেন অবশ্যই ছোট শির্ককারীকে শাস্তি দেয়া হবে, কিন্তু চিরস্থায়ী জাহান্নাম নয়!

(২) বড় শির্কের কারণে জীবনের সকল আমল ধ্বংস ও হালাক হয়ে যাবে। আর ছোট শির্কের কারণে জীবনের সকল আমল ধ্বংস হবে না। বরং যে আমল শির্ক মিশ্রিত হবে তাই শুধু ধ্বংস হবে।

(৩) বড় শির্কের কারণে মুসলিম ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। ফলে তার সাথে মুসলিমদের ন্যায় আচরণ করা যাবে না। তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখা যাবে না। তার যবেহকৃত জীব-জানোয়ার ভক্ষণ করা যাবে না। সে কারো ওয়ারিছ হবে না এবং তারও কেউ ওয়ারিছ হবে না। সে মৃত্যু বরণ করলে তার জানাযা পড়া যাবে না এবং তাকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না। পক্ষান্তরে ছোট শির্ককারীর ক্ষেত্রে এসব হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

(৪) বড় শির্ককারী চিরদিন জাহান্নামে প্রজ্জ্বলিত হবে। পক্ষান্তরে ছোট শির্ককারী অন্যান্য পাপিষ্ঠদের ন্যায় শাস্তি পাবে কিন্তু চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না।

(৫) বড় শির্ককারীকে ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যাবে এবং মাল-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে। আর ছোট শির্ককারীর প্রতি সে হুকুম প্রযোজ্য হবে না। কেননা সে মু'মিন মুসলিম কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু ধর্মীয় ফায়ছালায় সে ফাসিক!

আর দু'অবস্থায় বড় শির্ক ছোট শির্ক একত্রীভূত হয়েছে।

ক. উভয় শির্ককারীর জন্যে রয়েছে আখেরাতে শাস্তির অঙ্গীকার।

খ. উভয় শির্কই সর্বাধিক বড় পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত! ^{১৮৪} والعياذ بالله

১৮৪. দেখুন ফাতাওয়া আল্ লাজনা আদ্বায়িমা ১ম খণ্ড ৫১৮ পৃঃ, কিতাবুত তাওহীদ শাইখ ছালেহ আল ফাউযান প্রণীত ৯-১২ পৃঃ, আল কাওয়াশেফ শাইখ সালমান প্রণীত ১৮৭ পৃঃ এবং আশ্ শির্ক ১ম খণ্ড ১৭৬-১৭৭ পৃঃ।

হে আল্লাহ্! আপনি দয়া করে আমাদের সকলকে উভয় প্রকার শিক্ হতে বেঁচে থাকার শক্তি দিন। آمين

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات

তৃতীয় প্রকার তাওহীদঃ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে একত্ব

সূরী পাঠকবন্দ,

ইতোপূর্বে আমরা দু'প্রকার তাওহীদ সম্পর্কে অবগত হয়েছি যেমন- ربوبية প্রভুত্বে একত্ব ও الوهية দাসত্বে একত্ব। তদরূপ তাওহীদের পরিপন্থী বস্তু তথা শিক্ ও তার প্রকার সম্পর্কে বিস্তারিতরূপে জেনেছি এবং প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়ে অবহিত হয়েছি।

এ অধ্যায়ে আমরা তাওহীদের তৃতীয় প্রকার সম্পর্কে জানব إن شاء الله - আর তা হলো توحيد الأسماء والصفات অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণসমূহে একত্ব।

প্রথমতঃ মহান আল্লাহর অতি সুন্দর ও পবিত্র নাম সম্পর্কে কতিপয় তথ্য নিম্নে সন্নিবেশ করা হলোঃ

(১) اسم শব্দটি এর বহুবচন, এর অর্থ হলো নাম। যেরূপ আল্ কুরআনে এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে যে,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى .. (الأعراف: ১৮০) এবং আল্লাহর জন্যেই সর্বাপেক্ষা সুন্দর নামসমূহ নির্দিষ্ট রয়েছে ... (আল আরাফঃ ১৮০ আয়াত)।

ومثال ذلك: الرحمن فهو اسم من أسماء الله تعالى - دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة. (شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين - ص ২১)।

এর উদাহরণ যেমনঃ “আররাহমান” আল্লাহ্ তা‘আলার নামসমূহের একটি নাম। এটা একটি মহা গুণবাচক শব্দ যা ব্যাপক রহমত বা করুণার অর্থে প্রযোজ্য।^{১৮৫}

২. أَسْمَاءُ اللَّهِ غَيْرَ مَحْصُورَةٍ بَعْدَ مُعَيَّنٍ

والدليل على ذلك

قوله ﷺ في الحديث المشهور: أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أُنْزِلَتْهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ. (رواه أحمد ٤٥٢/١ والحاكم ٥١٩/١، وصححه ابن القيم في شفاء العليل ص ٢٧٤ وكذلك الشيخ الألباني في الصحيحة برقم: ١٩٩).

২. আল্লাহর নামসমূহ নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়

এ মর্মে দলীল

প্রসিদ্ধ হাদীছে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দু‘আ করেছেন এভাবে যে, হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট দু‘আ করি আপনার ঐসব নামের দ্বারা যা আপনি নিজেই আপনার নাফসের জন্যে নামকরণ করেছেন। অথবা আপনি যা আপনার কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন। অথবা আপনি আপনার সৃষ্টির মাঝে পছন্দনীয় কোন ব্যক্তিকে তা শিখিয়েছেন অথবা আপনি আপনার নিকট তা বিশেষভাবে গায়েবের ইলমে (ভাণ্ডারে) সংরক্ষিত রেখেছেন।^{১৮৬}

وقال شارح اللعة: وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن

حصره ولا الإحاطة به. (انظر شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص ٢٢).

লুম‘আতুল ইতিক্বাদের ভাষ্যকার উক্ত হাদীছের আলোকে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা‘আলা যা নিজের নিকটে ইলমে গাইবে সংরক্ষিত রেখেছেন তা গণনা করা বা আয়ত্ত্ব করা কারো পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।^{১৮৭}

১৮৬. হাদীছটি ইমাম আহমাদ স্বীয় গ্রন্থে সংকলন করেছেন ১ম খণ্ড ৪৫২ পৃঃ, হাকেম ১ম খণ্ড ৫১৯ পৃঃ, আল্লামা ইবনুল কাইয়িম হাদীছটিকে বিস্বদ্ধ বলেছেন-শিফাউল আলীল ২৭৪ পৃঃ, তদরূপ শাইখ আলবানীও সিলসিলাতুছ ছাহীহাতে বিস্বদ্ধ বলেছেন, হাদীছ নং ১৯৯।

১৮৭. দেখুন শারহু লুমআ‘হ ইবনু উছাইমীন প্রণীত ২২ পৃঃ।

وأما الجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح: إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة. (أخرجه البخاري في كتاب الدعوات برقم: ٦٤١٠ ومسلم برقم: ٢٦٧٧).

أن معنى هذا الحديث أن من أساء الله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد، ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. (شرح لمعة الاعتقاد - ص ٢٢).

মুসনাদে আহমাদের (১/৩৯৪-৪৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত) এ হাদীছ যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন যে, হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট দু'আ করি আপনার ঐসব নামের দ্বারা যা আপনি নিজেই আপনার নাফসের জন্যে নামকরণ করেছেন.. ..। আর ইতোপূর্বে বুখারী শরীফে দু'আসমূহ অধ্যায়ে^{১৮৮} বর্ণিত হাদীছ, যেমন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন যে, অবশ্যই আল্লাহ্র নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি ঐ নামসমূহ উত্তমরূপে সংরক্ষণ করবে (এবং তদনুযায়ী আমল করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। উক্ত দু'হাদীছের মাঝে বৈপরিত্বের সমাধান হচ্ছে এই যে, ঐ হাদীছে রয়েছে যে, আল্লাহ্র নিরানব্বইটি নাম রয়েছে যে তা যথাযথরূপে সংরক্ষণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর দ্বারা আল্লাহ্র নামের সংখ্যাসীমা বুঝায় না।

কেননা উদাহরণস্বরূপ যদি আপনি বলেন যে, আমার নিকট একশ দেরহাম রয়েছে যা দান করার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। এর দ্বারা এটা বুঝায় না যে, আপনার নিকট একশত দেরহামই আছে, এর বেশী নেই যা অন্য কাজের জন্য ব্যবহৃত হবে না। (অর্থাৎ একশ দিরহাম ছদকার জন্য, হয়তো আরো দিরহাম রয়েছে অন্য কাজের জন্য।^{১৮৯} তদ্রূপ আল্লাহ্র

১৮৮. হাদীছ নং ৬৪১০ এবং মুসলিম শরীফে হাদীছ নং ২৬৭৭।

১৮৯. দেখুন শারহু লুমআ'তুল ই'তিকাদ ২২ পৃঃ।

নিরানব্বই নাম রয়েছে যেগুলো মুখস্থ করে তদনুযায়ী আমল করলে জান্নাতে যাওয়া সহজ হবে। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**। পক্ষান্তরে আল্লাহর আরো অনেক নাম রয়েছে, যেগুলো আমাদের জানা নেই। যেরূপ বর্ণিত এ হাদীছ^{১০} দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় **اللَّهُ أَعْلَمُ**।

৩. **أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى لَا تُثَبِّتُ بِالْعَقْلِ وَإِنَّمَا تُثَبِّتُ بِالشَّرْعِ:**

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةٌ , لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهَا وَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ الْوُقُوفُ فِيهَا عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَلَا يَزَادُ فِيهَا وَلَا يَنْقُصُ , لِأَنَّ الْعَقْلَ لَا يُمْكِنُهُ إِدْرَاكُ مَا يَسْتَحِقُّهُ تَعَالَى مِنَ الْأَسْمَاءِ فُوجِبَ الْوُقُوفُ فِي ذَلِكَ عَلَى الشَّرْعِ (انظر مجموع فتاوى لابن عثيمين ٢٧٥/٣).

৩. আল্লাহর নামসমূহ জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা সাব্যস্ত হবে না বরং সাব্যস্ত হবে শরী‘আতের দ্বারা

শাইখ ইবনু উছাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে, আল্লাহর পবিত্র নামসমূহের ক্ষেত্রে ফয়ছালা হচ্ছে তা ‘তাওক্বীফিয়া’ তথা শরীয়ত নির্ভর যাতে বিবেকের কোন স্থান নেই। তাই এ প্রেক্ষিতে আল্লাহর নামসমূহ সাব্যস্তকরণে এ মর্মে শরী‘আতে (কুরআন ও হাদীছে) যা এসেছে তাই গ্রহণ করতে হবে, এতে কোন প্রকার হ্রাস বা বৃদ্ধি করার অবকাশ নেই। কেননা যথোচিতভাবে আল্লাহর নামসমূহ সাব্যস্তকরণে জ্ঞান বুদ্ধি অক্ষম। সেহেতু এতে শরী‘আতের (কুরআন ও হাদীছের) শরণাপন্ন হওয়া অপরিহার্য কর্তব্য।^{১১}

والدليل على ذلك

قال الله تعالى: ”وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا“ (الإسراء- الآية: ٣٦).

এ মর্মে দলীল

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “যে সম্পর্কে তুমি অবহিত নও তার পিছনে পড়োনা। অবশ্যই কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।” (আল ইসরা/বনী ইসরাঈলঃ ৩৬ আয়াত)।

وقال تعالى: “قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا
عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ” (الأعراف- ৩৬)।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (আপনি বলে দিন, আমার প্রভু অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। আর হারাম করেছেন পাপ, অন্যায়, অত্যাচার এবং আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করাকে, তিনি যার কোন দলীল প্রমাণ নাযিল করেননি। আর আল্লাহর উপর এরূপ কথা আরোপ করাকে- যা তোমরা মোটেও জাননা। (আল আরাক- ৩৩ আয়াত)।

দ্বিতীয়তঃ ছিফাতের আলোচনা। صِفَة শব্দটি- صفات এর বহু বচন, এর অর্থ হলো গুণ। সুতরাং صفات এর অর্থ হলো গুণাবলী।

التعريف بتوحيد الأسماء والصفات

তাওহীদুল আসমা অছছিফাতের সংজ্ঞা

وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته
وذلك بإثبات ما أثبتته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه، أو على
لسان رسوله ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قاله
الشيخ ابن عثيمين في كتابه (تقريب التدمرية ص ১১৬)।

শাইখ ইবনু উছাইমীন বলেছেন যে, তাওহীদুল আসমা অছছিফাত হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে তাঁর সুন্দর নামসমূহে এবং উন্নত গুণসমূহে এক ও অদ্বিতীয়রূপে মেনে নেয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর

সত্তার জন্যে যে নাম ও গুণাবলী স্বীয় কিতাব আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন, অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মুখে (সহীহ হাদীছসমূহে) যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা বিনা পরিবর্তনে, বিনা সদৃশে, বিনা নিষ্ক্রিয়করণে, বিনা উদাহরণে সাব্যস্ত করা।^{১৯২}

وقال الشيخ صالح الفوزان: وهو إثبات ما أثبتته الله لنفسه أو أثبتته له رسول الله ﷺ من صفات الكمال، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسول الله ﷺ من صفات النقص، (الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور صالح الفوزان ص ১১৭).

শাইখ ছালেহ আল ফাউযান বলেছেন যে, তা হচ্ছে, আল্লাহ্ যা তাঁর নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন অথবা তাঁর রাসূল তাঁর জন্যে যে কামিল (পরিপূর্ণ) ছিফাত সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করা। আর আল্লাহ্ নিজের জন্য যা নিষেধ করেছেন অথবা তাঁর রাসূল তাঁর (আল্লাহর) জন্যে যে সব নাকিছ (অপরিপূর্ণ) ছিফাত নিষেধ করেছেন তা নিষেধ করা।^{১৯৩}

قيل: هو الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن الكريم وسنة النبي ﷺ على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ما أراده الله تعالى بدون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. (العقيدة الصافية - ص ৩২৭ وحاشية الدروس المهمة ص ৬৭-৭০).

কেউ বলেছেনঃ তাওহীদুল আসমা অছছিফাত বলা হয় আল্লাহর নামসমূহের প্রতি এবং গুণসমূহের প্রতি একরূপে ঈমান আনাকে যেকরূপে কুরআন কারীমে এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নাতে বর্ণনা এসেছে, যা আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলার মহান শানের জন্য সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। আর আল্লাহ তা'আলা তদ্বারা যে উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছেন,

১৯২. তাক্বরীবুত তাদমুরিয়া শাইখ ইবনু উছাইমীন প্রণীত ১১৬ পৃঃ।

১৯৩. আল ইরশাদ ইলা ছাহীহিল ই'তিক্বাদ ডঃ ছালিহ আল ফাউযান প্রণীত ১১৯ পৃঃ।

কোনরূপ কল্পিত ব্যাখ্যা কিংবা বিকৃতি কিংবা নিষ্ক্রিয়করণ ব্যতীত এবং কোন প্রকার অনুরূপ বর্ণনা ও উদাহরণ প্রদান ব্যতীত।^{১৯৪}

الأدلة على توحيد الأسماء والصفات

তাওহীদুল আসমা অছছিফাতের দলীলসমূহ

قال سبحانه وتعالى: "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" (الشورى - الآية: ١١). أى: ليس يُشَبَّهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا فى ذاته ولا فى أسمائه ولا فى صفاته ولا فى أفعاله... (انظر التفسير الميسر - ص ٤٨٤).

আল্লাহ সুবহানাহু অতঃআলা বলেন: কোন বস্তুই তাঁর অনুরূপ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (আশশুরাঃ ১১ আয়াত)।

অর্থাৎ কোন বস্তু আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ বা সদৃশ নয় এবং সৃষ্টি জগতের মাঝ থেকে কেউ তাঁর কোন সদৃশ বা উপমা গ্রহণ করতে পারবে না তাঁর অস্তিত্বেও নয়, তাঁর নামসমূহেও নয়, তাঁর গুণসমূহেও নয় এবং তাঁর কার্যাবলীতেও নয়।^{১৯৫}

وقال الله تعالى: "فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (النحل - الآية: ٧٤).

অঃ: ফ্লা তজেলুয়া অযিহা নাস লল্লা অশ্বাহা মামালিন লে মন খল্কে তশরকুনহম معه فى العباداة، إن الله يعلم ما تفعلون وأنتم لا تعلمون خطأكم وسوء عاقبتكم. (التفسير الميسر - ٢٧٥).

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অতএব আল্লাহর কোন সদৃশ সাব্যস্ত করো না, নিশ্চয় আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জাননা। (আন নাহল ৭৪ আয়াত)।

১৯৪. দেখুন আল আকীদাতুছ ছাফিয়া ৩২৯ পৃঃ এবং হাশীয়া আদুরুসুল মুহিম্মা ৬৯-৭০ পৃঃ।

১৯৫. দেখুন তাফসীর আল মুইয়াসসার ৪৮৪ পৃঃ।

অর্থাৎ হে মানব মণ্ডলী! তোমরা আল্লাহর জন্যে তাঁর সৃষ্টি জগতের সাথে কোন প্রকার সদৃশ এবং উদাহরণ সাব্যস্ত করোনা। যদ্বারা তোমরা দাসত্বে তাঁর সাথে অপরকে অংশীদার করবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের সব কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত আছেন অথচ তোমরা তোমাদের পদচারণা এবং নিন্দনীয় পরিণাম ফল সম্পর্কে জান না।^{১১৬}

وقال الله تعالى: “هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا” (مريم - ٦٥).

قال ابن عباس: هل تعلم للرب مثلاً أو شبهاً، وكذلك قال مجاهد، وسعيد بن جبیر، وقتادة وابن جريج وغيرهم،

(تفسير ابن كثير المحقق ٢٥٠/٥).

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ আপনি কি তাঁর জন্যে সমনামে কাউকে জানেন? (মারইয়ামঃ ৬৫ আয়াত)।

এ আয়াতের তাফসীরে প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আপনার প্রভুর পরিপূর্ণ গুণাবলীতে আর কেউ সমতুল্য অথবা সমকক্ষ নেই। উক্ত অভিমত পোষণ করেছেন মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবাইর, ক্বাতাদা, ইবনু জুরাইজ প্রমুখ।^{১১৭}

وقال الله عزوجل: “لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ” (النحل - الآية: ٦٠).

أى: للذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يعملون لها، الصفة القبيحة من العجز والحاجة والجهل والكفر، ولله الصفات العليا من الكمال والاستغناء عن خلقه وهو العزيز في ملكه الحكيم في تدبيره، (التفسير الميسر - ص ٢٧٣).

মহান আল্লাহ বলেনঃ যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করে না তাদের উদাহরণ নিকষ্ট, আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। আর তিনিইতো পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (আন নাহল- ৬০ আয়াত)।

ব্যাখ্যাঃ যারা আখেরাতে বিশ্বাসী নয় এবং আমলও করেনা এদের রয়েছে ঘৃণিত স্বভাব তথা মূর্থতা, অপারগতা, হাহাকার এবং কুফরী। পক্ষান্তরে আল্লাহর জন্য রয়েছে পূর্ণতার সুমহান গুণাবলী ও সৃষ্টজীব হতে - সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষিতা। আর তিনি তাঁর রাজত্বে মহাপরাক্রমশালী এবং ব্যবস্থাপনায় নিপুণ ও প্রজ্ঞাময়।^{১৯৮}

قوله تعالى في سورة الإخلاص: “وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ”
 أي: لم يكن له شبيه ولا عدل ولا مثل لا في أسمائه ولا في صفاته
 ولا في أفعاله تبارك وتعالى وتقدس. (انظر تفسير الطبري ٥٢٩/٧ والقرطبي
 ٢٤٦/٢٠ وفتح القدير ٧٥٤/٥ والميسر ص ٦٠٤).

অনুবাদ ও ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ বলেন যে, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা ইখলাছঃ ৪ আয়াত) অর্থাৎঃ মহান আল্লাহর কোন সমকক্ষ, অনুরূপ এবং কোন উদাহরণ নেই, না তাঁর নামসমূহে, না তাঁর গুণাবলীতে, না তাঁর কার্যসমূহে। তিনি ঐ সব থেকে পুত-পবিত্র, সুউচ্চ ও বরকতময়।^{১৯৯}

১৯৮. তাফসীর আল মুইয়াসসার ২৭৩ পৃঃ।

১৯৯. দেখুন তাফসীর আত্বতাবারী ৭ম খণ্ড ৫২৮পৃঃ, কুরত্ববী ২০তম খণ্ড ২৪৬ পৃঃ, ফাতহুল ক্বাদীর ৫ম খণ্ড ৭৫৪ পৃঃ এবং আল মুইয়াসসার ৬০৪ পৃঃ।

رأي السلف الصالح في أسماء الله تعالى وصفاته

তাওহীদুল আসমা অহুহিফাত সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের অভিমত

উপরোক্ত হিফাতের দলীলসমূহের আলোকে আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে সালাফে ছালেহীনের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হলো:

আসমায়ে হিফাত সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের সংক্ষিপ্ত অভিমত হচ্ছে এই যে, এর প্রতি ঈমান আনয়ন করা যেভাবে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন। তথা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য তাঁর বিশাল রাজত্বে ও অপরিসীম শান শাওকাতে যেকোন গুণাবলী প্রযোজ্য সেক্ষেপেই এর প্রতি ঈমান আনা যে, আল্লাহ তা'আলার হিফাতের সঙ্গে সৃষ্ট জগতের কারো হিফাতের কোন প্রকার মিল বা সাদৃশ্য নেই। তিনি সর্ব প্রকার সাদৃশ্য গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ পুত-পবিত্র। তাঁর নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করণে কোন প্রকার পরিবর্তন চলবেনা, উদাহরণ, অনুরূপ বর্ণনা করা চলবে না এবং নিষ্ক্রিয়করণ ও রূপক অর্থ গ্রহণ করা চলবেনা। বরং হুবহু কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেক্ষেপে বর্ণনা এসেছে সেক্ষেপেই সাব্যস্ত করা।^{২০০}

عقيدة السلف مفصلاً فيما يلي

বিস্তারিতরূপে সালাফে সালাহীনের আক্বীদা ও অভিমত নিম্নরূপঃ

আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কেঃ

প্রথমতঃ ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহু আলাইহির অভিমতঃ (যিনি ১৫০ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেছেন) ।

১. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئاً تبارك الله وتعالى رب العالمين. (شرح العقيدة الطحاوية تحقيق دكتور التركي ٤٢٧/٢، واعتقاد أئمة السلف للدكتور محمد الخميس ص ١٣).

১. ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহু আলাইহি বলেন, কারো জন্য আদৌ সমীচীন নয় যে, আল্লাহর অস্তিত্বে কোন প্রকার কথা বলা। বরং তিনি যেভাবে তাঁর পবিত্র গুণাবলী বর্ণনা করেছেন সেভাবেই তা সাব্যস্ত করবে। কোন ক্রমেই কেউ তাঁর ছিফাত সম্পর্কে নিজস্ব রায় প্রদান করবেনা। আল্লাহ বরকতময় ও মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক।^{২০১}

২. وقال رحمه الله: لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين. (الفقه الأيسر - ص ١٠٤ واعتقاد أئمة السلف ص ١٤).

২. মাননীয় ইমাম বলেছেন যে, সৃষ্টজীবের সাথে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর মোটেই তুলনা করা যাবেনা।^{২০২}

২০১. শারহুল আক্বীদা আততাহাবিয়া ডঃ আততুরকী তাহক্বীক্ব কৃত ২য় খণ্ড ৪২৭ পৃঃ

এবং ইতিক্বাদু আয়িম্মাতিস সালাফ ডঃ মুহাম্মদ আল-খুমাইয়িস প্রণীত ১৩ পৃঃ।

২০২. আল ফিকহুল আবসাত ১০৪ পৃঃ এবং ইতিক্বাদু আয়িম্মাতিস সালাফ ১৪ পৃঃ।

৩. وقال أيضًا: ولا يشبه شيئًا من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ولم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته. (الفقه الأكبر ص ২১ واعتقاد أئمة السلف ص ১৬).

৩. তিনি আরো বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টজীবের কোন বস্তুর সাথে কোন প্রকার মিল রাখেন না এবং তাঁর সাথে সৃষ্টজীবের কেউ কোন প্রকার সাদৃশ্য রাখেনা। মহান আল্লাহ্ অতীতেও তাঁর পবিত্র নাম ও গুণাবলীসহই ছিলেন এবং অনন্ত ও অনাদিকাল থাকবেন।^{২০০}

৪. وقال أيضًا: وصفاته بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا ويسمع لا كسمعنا ويتكلم لا ككلامنا. (الفقه الأكبر - ص ৩২-৩৬).

৪. তিনি আরো বলেছেন যে, তাঁর পবিত্র গুণাবলী সৃষ্টজীবের গুণাবলী হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও আলাদা। তিনি জানেন যা আমাদের জানার মত নয়, (কেননা তাঁর জ্ঞান অসীম আর আমাদের জ্ঞান সসীম) তিনি ক্ষমতাবান যা আমাদের ক্ষমতার মত নয়। (কেননা তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী আর আমরা দুর্বল সামান্য ক্ষমতার অধিকারী) তিনি দেখেন যা আমাদের দেখার মত নয়। (কেননা তিনি নিকটে দূরে আসমান যমীনের সর্বত্র সমভাবে দেখেন আর আমরা শুধু নিকটে দেখে থাকি।) তিনি শ্রবণ করে থাকেন কিন্তু আমাদের শ্রবণের মত নয়। (কেননা আল্লাহ্র শ্রবণ ক্ষমতা এত প্রখর ও অধিক যে, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের যে কোন স্থানে যখনই কোন শব্দ, আওয়াজ বা কথা হয় তখনই তিনি আরশ থেকে শ্রবণ করে থাকেন। বরং তিনি সব ধরণের শব্দসহ সর্ব বিষয় ঘটার পূর্বেই জেনে থাকেন। سبحان الله! পক্ষান্তরে আমরা শুধু নিকটের আওয়াজ শ্রবণ করতে পারি।) তিনি কথা বলেন আমাদের কথার মত নয়। (কিরূপে বলেন তা শুধু তিনিই জানেন, আমাদের জানার ক্ষমতা দেননি।)^{২০৪}

২০৩. আল ফিকহুল আকবার ২১ পৃঃ এবং ইতিক্বাদ আয়িম্মাতিস সালাফ ১৪ পৃঃ।

২০৪. দেখুন আল ফিকহুল আকবার ৩২-৩৪ পৃঃ।

দ্বিতীয়তঃ ইমাম আউযায়ী (মৃতঃ ১৫৭ হিজরী)

তৃতীয়তঃ ইমাম ছুফিয়ান আছছাওরী (মৃতঃ ১৬১ হিজরী)

চতুর্থতঃ ইমাম মালেক বিন আনাস (মৃতঃ ১৭৯ হিজরী)
(রাহিমাহুমুল্লাহ তা'আলা আজমাসীন) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর গুণাবলী
সম্পর্কে নিম্নোক্ত আকীদা ও অভিমত পোষণ করেন। যথাঃ

أخرج الدارقطني عن وليد بن مسلم قال: سألت مالكا والثوري
والأوزاعي والليث بن سعد عن الأخبار في الصفات فقالوا: أمروها كما
جاءت، (أخرج هذا الأثر الدارقطني في الصفات ص ٧٥ والأجری فی الشر
یعة - ص ٣١٤ والبيهقي في الإعتقاد - ص ١١٨، وابن عبد البر في التمهيد
١٤٩/٧ وانظر اعتقاد أئمة السلف ص ٢٦).

ইমাম দারকুতুনী অলীদ বিন মুসলিম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে,
আমি ইমাম মালেক, আছছাওরী, আউযায়ী ও লাইছ বিন সাদকে
(রাহিমাহুমুল্লাহ) আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তদুত্তরে
তঁারা সবাই বললেন যে, ছিফাত তথা আল্লাহর গুণাবলী বিষয়ে কুরআন
হাদীছে যে রূপ এসেছে ঠিক তদরূপেই অতিবাহিত কর তথা ঈমান আনয়ন
কর।^{২০৫}

পঞ্চমতঃ ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুমুল্লাহ তা'আলার অভিমত (যিনি
২০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন)।

١. قال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة: الحمد لله... الذي كما وصف
به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، (الرسالة ص ٧ - ٨).

২০৫. দারকুতুনী ছিফাত অধ্যায়ে ৭৫ পৃঃ, আজুররী শরী'আতে ৩১৪ পৃঃ, বাইহাকী
স্বীয় আল ইতিকাদ ১১৭ পৃঃ ইবনু আদিল বার্ব তামহীদ ৭ম খণ্ড ১৪৯ পৃঃ,
ইতিকাদ আয়িম্মাতিস সালাফ ২৬ পৃঃ।

১. ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ তা'আলা স্বীয় রিসালা নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, আলহামদু লিল্লাহ মহান আল্লাহ্ তিনিই যিনি তাঁর স্বীয় সত্তা সম্পর্কে যে সব পবিত্র গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এবং তাঁর সৃষ্টিজগত তাঁর জন্য যে সব গুণাবলী বর্ণনা করেছে তদপেক্ষা বহু উর্ধ্বে।^{২০৬}

২. وأورد الذهبي في السير عن الشافعي أنه قال: نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة وننفي التشبيه عنه كما نفى عن نفسه فقال: "ليس كمثله شيء" (الشورى- ١١)، انظر سير أعلام النبلاء - (٣٤١/٢٠).

২. ইমাম যাহাবী সিয়্যার নামক স্বীয় গ্রন্থে আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী'র অভিমত উল্লেখ করেছেন। শাফেয়ী বলেছেন যে, আমরা আল্লাহ্র এ সকল গুণাবলী আল কুরআনুল কারীমে যেরূপে এসেছে এবং ছহীহ হাদীছে যেরূপে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেরূপেই সাব্যস্ত করব। আর আমরা মহান আল্লাহ্র (তাশবীহ) সদৃশ পোষণকে নিষেধ করব যেরূপে আল্লাহ্ স্বয়ং সদৃশ পোষণকে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন যে, "তাঁর সদৃশ (বা অনুরূপ) কোন বস্তুই নেই"^{২০৭}

৩. وفي جزء الاعتقاد المنسوب للشافعي من رواية أبي طالب العشاري ما نصه قال: وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما ينبغي أن يؤمن به، فقال: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه ﷺ أمته، (اعتقاد أئمة السلف للدكتور محمد الخميس ص ٤٠-٤١).

৩. ইমাম শাফেয়ী'র দিকে সম্পর্কিত তাঁর জুযউল ই'তিক্বাদ গ্রন্থে, আবু তালিব আল 'আশশা-রীর বর্ণনায় রয়েছে যার মূল শব্দ হলোঃ যখন তাঁকে (শাফেয়ী'কে) জিজ্ঞাসা করা হলো মহান আল্লাহ্র হিফাত এবং

২০৬. আররিসালা ৭-৮ পৃঃ।

২০৭. আশ-শুবা ১১ আয়াত এবং দেখুন সিয়্যার আলামুননুবালা ইমাম যাহাবী প্রণীত

২০ তম খণ্ড ৩৪১ পৃঃ।

যেভাবে তাঁর প্রতি ঈমান আনা উচিত সম্পর্কে তদুত্তরে তিনি বললেন যে, আল্লাহ তাবারাকা তা'আলার জন্য অবশ্যই নামসমূহ ও গুণাবলী রয়েছে। সে সম্পর্কে আল-কুরআনুল কারীম যা নিয়ে এসেছে এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর উম্মতকে ঐ বিষয়ে যা সংবাদ প্রদান করেছেন ..
.. ২০৮

৪. الإيمان بالأسماء والصفات بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين
على ما أراد الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف.

৪. আসমায়ে ছিফাতের প্রতি ঈমান আনয়ন এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট কিতাবে যা এসেছে তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিনা বৃদ্ধি ও হ্রাসে এবং বিনা পরিবর্তনে তা সাব্যস্ত করা।

৫. الإيمان بما جاء عن رسول الله ﷺ في سنة رسول الله ﷺ على ما أراد رسول الله ﷺ من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. وفي هذا الكلام ردُّ على أهل التأويل وأهل التمثيل لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا.

৫. আসমায়ে ছিফাতের প্রতি ঈমান আনয়ন এরূপে যে, এ মর্মে স্পষ্ট রূপে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নাতে যা এসেছে তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী, বিনা বৃদ্ধি, বিনা সংকোচন এবং বিনা পরিবর্তনে তা সাব্যস্ত করা।

উপরোক্ত কথাটি অপব্যাখ্যাকারী এবং সাদৃশ্যবাদীদের দাবীর তীব্র প্রতিবাদ। কেননা তাদের কেউ এ মর্মে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে অগত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যের প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি। বরং অপব্যাখ্যাকারীরা হ্রাস করেছে আর সাদৃশ্যবাদীরা বৃদ্ধি করেছে।

৬. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضى الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله.

৬. উপরোক্ত উক্তির আলোকে সালাফে ছালেহীন এবং পরবর্তী ইমামগণ (رحمهم الله) লিখেছেন যে, তারা কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত ছিফাতসমূহকে বিনা কল্পিত ব্যাখ্যায় স্বীকারকরণে জারী বা চালুকরণে এবং সাব্যস্তকরণে সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী‘ ছিফাত সম্পর্কে যা বলেছেন তা হক্। প্রত্যেক মুসলমানের উপর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। তাই যে ব্যক্তি তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করল এবং উক্ত বিশ্বাস ভঙ্গকারী কথা বা কাজ থেকে বিরত থাকল তাহলে সে যেন দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও নিরাপদের পথে পা বাড়াল।

শাইখ ইবনু উছাইমীন বলেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী‘র আসমায়ে ছিফাত সম্পর্কীয় তথ্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

وقال الإمام الشافعي أيضًا لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحدًا قامت عليه الحجة ردها، فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل، ولا بالروية والفكر، ويثبت هذه الصفات وينفي عنها التشبيه كما نفى عن نفسه. “ليس كمثله شيء وهو السميع البصير” (الشورى: ١١) (انظر لمعة الاعتقاد لابن قدامة ص ١٧١-١٧٤ ومختصر العلو للألباني ص ١٧٧).

ইমাম শাফেয়ী আরো বলেনঃ আল্লাহ্ তা‘আলার সুনির্দিষ্ট অনেক নাম ও গুণাবলী রয়েছে। এ প্রসংগে দলীল উপস্থাপিত হলে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করার ইখতিয়ার কারো নেই। সেহেতু যদি দলীল পাওয়ার পর ভিন্ন মত পোষণ করে তাহলে সে কাফের। পক্ষান্তরে দলীল পাওয়ার পূর্ব

মুহূর্ত পর্যন্ত সে না জানার কারণে মা'যুর, বা অপারগ যা মার্জানীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। কেননা এ সব বিষয় অবগত হওয়া, ধ্যান খেয়াল ও বিবেক বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নয়।

আর তাই এ ছিফাত সাব্যস্তকরণ এবং সাদৃশ্য দূরীকরণ আমাদের জন্য একান্তই উচিত। যেরূপ আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য এ ছিফাত সাব্যস্ত করেছেন এবং সাদৃশ্য পোষণ নিষেধ করেছেন। যথা তাঁর পবিত্র বাণীঃ “তাঁর অনুরূপ কোন বস্তুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদর্শী” (আশশুরাঃ ১১ আয়াত)।^{২০৯}

৬ষ্ঠতঃ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহর অভিমত (যিনি ২৪১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন)

১. إن الإمام أحمد قال: لم يزل الله عز وجل متكلماً ولا يوصف الله بشئ أكثر مما وصف به نفسه عز وجل. (كتاب المحنة لحنبل بن إسحاق ص ৬৮).

১. ইমাম আহমাদ বলেছেন যে, মহান আল্লাহ সর্বদাই কথক অর্থাৎ কথা বলেন। আল্লাহর গুণাবলী স্বয়ং আল্লাহ যেরূপে বর্ণনা করেছেন তদপেক্ষা অধিক বর্ণনা করা সম্ভব নয়। (কিতাবুল মিহনা হাম্বল বিন ইসহাক বিন হাম্বল কর্তৃক প্রণীত ৬৮ পৃঃ)।

২. وأورد ابن الجوزي في كتاب مناقب أحمد بن حنبل وفيه: وصفوا الله بما وصف به نفسه، وانفوا عن الله ما نفاه عن نفسه... (مناقب الإمام أحمد ص ২২৮).

২. ইমাম ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ প্রণীত ইমাম আহমাদের মানাকেবে তথা জীবন কৃতিত্বে আল্লাহর ছিফাত সম্পর্কিত তাঁর অভিমত উল্লেখ করেছেন। তিনি (ইমাম আহমাদ) বলেন যে, তোমরা ঐরূপে আল্লাহর ছিফাতসমূহকে বর্ণনা কর যেরূপে আল্লাহ স্বয়ং নিজেই বর্ণনা

২০৯. উপরোক্ত সকল তথ্যাবলীর জন্য দেখুন লুম'আতুল ই'তিক্বাদ ইবনু কুদামা রচিত ১৭১-১৭৪ পৃঃ এবং মুখতাছার আল উ'লু শাইখ আলবানী প্রণীত ১৭৭ পৃঃ।

করেছেন। আর আল্লাহ্ যা নিজের জন্য নিষেধ করেছেন তোমরাও তা থেকে বিরত থাক। ... ২১০

৩. **أورد ابن أبي يعلى عن أبي بكر المروزي قال: سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردّها الجهميه في الصفات والرؤية ... فصححها وقال: تلقتها الأمة بالقبول... (السنة ص ٧١).**

৩. ইবনু আবু ই'য়ালা আবু বকর আল মারওয়াযী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আহমাদ বিন হাম্বলকে আল্লাহ্র দীদার (দর্শন) ও ছিফাত সম্পর্কীয় হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যেগুলোকে জাহমিয়াহ মতাবলম্বীরা প্রত্যাখ্যান করে থাকে। তিনি উত্তরে ঐ সমস্ত হাদীছকে ছহীহ প্রতিপন্ন করলেন এবং বললেন যে, মুসলিম উম্মাহ সে গুলোকে গ্রহণ করেছেন ... ২১১

প্রসঙ্গত একটি তথ্যঃ

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামে আক্বীদাগত ফের্কাবন্দীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল কারণ হলো তাওহীদে আসমা অছছিফাত সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভ্রষ্ট ধারণা। উক্ত বিষয়ে কথিত কতিপয় মুসলিম বিদ্বান মূলতঃ দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল আল্লাহ্র নিরেট একত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে আল্লাহ্র ছিফাত বা গুণাবলীকে অস্বীকার করে বাতিল পথ অনুসরণ করেছে। অপর দল আল্লাহ্র ছিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে অতিরঞ্জিত করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।^{২১২} والعياذ بالله

প্রথম দল তিন দলে বিভক্ত হয়েছে যেমনঃ

أ- الْجَهْمِيَّةُ: الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى وهم المنسوبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي، وهو الذي أنكر الصفات لله تعالى وهو أخذ ذلك عن جعد بن درهم، فظهر مقالته بخراسان، وتبعه عليها ناس،

২১০. মানাকিব ইমাম আহমাদ ২২৮ পৃঃ।

২১১. আসসুন্নাহ ৭১ পৃঃ।

২১২. দেখুন ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত 'আহলে হাদীছ আন্দোলন ৯৮ পৃঃ।

وقد ترك الصلاة أربعين يومًا شاغًا في ربه، ثم نفى الصفات، قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ (رقم: ١٥٨٤) الضال، المبتدع، رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين،

وقال الطبري عنه: إنه كان كاتبًا للحارث بن سريج الذي خرج في خراسان في آخر دولة بني أمية، وكان جهم تلميذًا للجعد بن درهم الزنديق الذي كان أول من ابتدع القول بخلق القرآن، وقتله سلم بن أحوز المازني (١٢١هـ) وقيل ١٢٨هـ في آخر زمان بني مروان.

وقال الامام الطحاوي: إنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قَوَّوا كثيرا،

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالجهمية ينكرون صفات الله عز وجل، بل غلاتهم ينكرون الأسماء ويقولون: لا يجوز أن نثبت لله اسمًا ولا صفة، لأنك إذا أثبت له اسمًا شبهته بالمسميات، أو صفةً شبهته بالموصوفات، إذا لا نثبت اسمًا ولا صفةً، وأمَّا ما جاء في القرآن فهو من باب المجاز، (انظر لمعة الاعتقاد لابن قدامة مع شرحه لابن عثيمين ص ١٦٢، شرح العقيدة الطحاوية ص ٥٢٢، والفرق بين الفرق ص ٢١١، والعقيدة الواسطية بشرح محمد خليل هراس ص ١٨٥ مع الحاشية، والعقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين ٦٥/٢).

ক. জাহমিয়াঃ (নির্গুনবাদী) সম্প্রদায়ঃ এমন একটি ফিক্বা যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করে। এদেরকে জাহাম বিন ছাফওয়ান সমরকান্দীর দিকে সম্পর্কিত করা হয়। যে ব্যক্তি (ইসলামে সর্ব প্রথম সর্বেশ্বরবাদ (الحلول المطلق) বা অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টা

অভিন্ন (وحدة الوجود) এই মতবাদের প্রবর্তক) জা'আদ বিন দিরহামের (নিহত ১২৪ হিঃ) শিষ্য ছিল। জাহম বিন ছাফওয়ান আল্লাহর হিফাতকে অস্বীকার করেছিল। সে ওটা গ্রহণ করেছিল জা'আদ বিন দিরহাম থেকে। তার উক্ত ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার শুরু করেছিল খুরাসানে এবং তার অনেক অনুগামীও হয়েছিল। জাহাম তার প্রভুর প্রতি সন্দেহ পোষণ করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ছালাত ছেড়ে দিয়েছিল। এর পরেই সে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহর সমস্ত গুণাবলীকে অস্বীকার করে বসল। والعياذ بالله

ইমাম যাহাবী তায়কিরাতুল হুফফায় নামক গ্রন্থে (১৫৮৪ নং ক্রমিক সংখ্যায়) বলেছেন যে, জাহাম ছিল একজন ভ্রষ্ট, বিদ'আতী জাহমিয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। কনিষ্ঠ তাবেরী'দের যুগে ধ্বংস হয়ে গেছে।

আল্লামা তাবারী বলেনঃ জাহাম ছিল হারিছ বিন সুরাইজের লেখক। যে ব্যক্তি খুরাসানে বনু উমাইয়ার রাজত্বে বিদ্রোহে বেরিয়েছিল। জাহাম জা'আদ বিন দিরহাম যিন্দিকের (কাফেরের) ছাত্র ছিল। সেই প্রথমে 'আল কুরআনুল কারীম সৃষ্ট' বলে ঐ বিদ'আতী কথার প্রচলন ঘটিয়েছিল। জাহাম বিন ছাফওয়ানকে বনু মারওয়ানের শেষ যুগের দিকে ১২১ মতান্তরে ১২৮ হিজরীতে সাল্‌ম বিন আহওয়ায হত্যা করেছে।

ইমাম তাহাবী বলেছেন যে, জাহমিয়াদের এ ভ্রান্ত মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রসার ঘটেছে ঐ সময় যখন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলসহ অন্যান্য উলামায়ে সুন্নাতের প্রতি নির্যাতন শুরু হয়েছিল। আর খলীফা আল মামূনের শাসনামলেই উক্ত মতবাদপন্থীরা অধিক শক্তিশালী হয়েছিল।

শাইখ ইবনু উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, জাহমিয়া সম্প্রদায় আল্লাহর সমস্ত গুণাবলীকে অস্বীকার করে। বরং এ দলের চরমপন্থীরা আল্লাহর নাম সমূহকেও অস্বীকার করে। এরা বলে যে, আমরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী কোনটাই সাব্যস্ত করব না। এ মর্মে তাদের ভ্রান্ত যুক্তি হলো, যদি আপনি আল্লাহর নাম সাব্যস্ত করেন তাহলে সৃষ্টজীবের নামের সাথে সদৃশ সাব্যস্ত করে ফেললেন। আর যদি তাঁর জন্য গুণাবলী সাব্যস্ত করেন তাহলে সৃষ্টজীবের গুণাবলীর সাথে তাঁর সদৃশ সাব্যস্ত করলেন।

সেহেতু আমরা আল্লাহর জন্য নাম ও গুণাবলী কোনটাই সাব্যস্ত করিনা। তারা আরো বলে যে, কুরআনে এ মর্মে যা এসেছে তা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হবে। এরপর থেকেই আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর একত্ব সম্পর্কে মুসলিমদের মধ্যে সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি হতে থাকে, যা ইতোপূর্বে কখনোই ছিল না।^{১১০} والعياذ بالله

ب. المعتزلة : إختلف مؤرخو نشأة المعتزلة في سبب التسمية، وأشهر ما قيل فيه أن رجلاً جاء إلى الحسن البصري (المتوفى ١١٠ هـ) يسأله عن حكم مرتكب الكبيرة، فأجاب أحد تلامذته وهو واصل بن عطاء الغزال (ت - ١٣١ هـ) بأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، ثم قام واعتزل إلى مكان آخر، فقال الحسن: إعتزل عنا واصل، فسمى هو وأصحابه بالمعتزلة، وهم أثبتوا لله الأسماء وينكرون الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام محضةً، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فأثبتوا الأسماء دون ما تضمنه من الصفات، وقوى أمرهم في عهد المأمون والمعتصم والواثق (١٩٨ - ٢٣٢ هـ) (انظر الملل والنحل ٣٨/١، التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع الحاشية ص ١٨، والعقيدة الواسطية بشرح الشيخ ابن عثيمين ٦٥/٢).

২১৩. দেখুন লুমআতুল ই'তিকাদ ইবনু কুদামা প্রণীত শাইখ ইবনু উছাইমীনের ভাষ্যসহ ১৬২ পৃঃ শারহুল আক্বীদা আতত্বাহবিয়া শাইখ আলবানী কর্তৃক তাহক্বীক কৃত ৫২২ পৃঃ, আল ফার্কু বাইনাল ফিরাক্ব আব্দুল ক্বাহের বাগদাদী প্রণীত ২১১ পৃঃ, শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বিয়াহ আল্লামা মুহাম্মদ খলীল হাররাস কর্তৃক প্রণীত হাশীয়াসহ ১৮৫ পৃঃ এবং শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বিয়াহ শাইখ ইবনু উছাইমীন কর্তৃক প্রণীত ২য় খণ্ড ৬৫ পৃঃ।

খ. মু'তাযিলা সম্প্রদায়ঃ

ঐতিহাসিকগণ মু'তাযিলাদের নামকরণের উৎস নিয়ে মতভেদ করেছেন। প্রসিদ্ধ কথা এটাই যে, একদা এক ব্যক্তি হাসান বাছরী রাহিমাহুল্লাহর (মৃত ১১০ হিজরী) মজলিসে এসে জিজ্ঞাসা করল যে, কাবীরা গুনাহকারী ব্যক্তির হুকুম কি? তখন তাঁরই একজন ছাত্র ওয়াছিল বিন আত্মা আলগায়াল (মৃত ১৩১ হিজরী) উক্ত ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দিল যে, কাবীরা পাপকারী মুমিনও নয়, কাফেরও নয়। অতঃপর সে (ওয়াছিল) এ জবাব দিয়েই অন্য স্থানে যেয়ে বসল। হাসান বাছরী বললেন যে, ওয়াছিল আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল। তখন থেকে তাকে এবং তার দলকে মু'তাযিলাহ (বিচ্ছিন্ন) নামে নামকরণ করা হলো।

এরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আল্লাহর নাম সাব্যস্ত করে, আর তাঁর পবিত্র গুণাবলী অস্বীকার করে। এদের মাঝে কেউ আল্লাহর গুণবাচক নামকে যেমন আলীম, ক্বাদীর, সামী, বাছীর শুধুমাত্র নামরূপে সাব্যস্ত করেছে। আর কেউ কেউ বলে আল্লাহ আলীম- জ্ঞানী কিন্তু জ্ঞান গুণ ব্যতীত, ক্বাদীর- শক্তিশালী, কিন্তু শক্তি গুণ ব্যতীত, সামী- শ্রবণকারী, কিন্তু শ্রবণ গুণ ব্যতীত, বাছীর-অত্যন্ত দর্শনকারী কিন্তু দর্শন গুণ ব্যতীত। এভাবে তারা আল্লাহর শুধু নাম সাব্যস্ত করে। কিন্তু এ নামের সাথে স্বভাবতই যে আল্লাহর গুণাবলীও রয়েছে তা অস্বীকার করে থাকে। والعياذ بالله

মু'তাযিলাদের এ ভ্রান্ত মতবাদ খলীফা আল মামুন, মুতাছিম এবং ওয়াছিকদের যুগে তাদের দ্বারা শক্তিশালী হয়েছিল ও প্রসার লাভ করেছিল।^{২১৪}

২১৪. দেখুন আল মিলাল অননিহাল আল্লামা শাহারাস্তানী প্রণীত ১ম খণ্ড ৩৮ পৃঃ, আততাদমুরিয়া শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া প্রণীত টীকাসহ ১৮ পৃঃ, আল আক্বীদা আল অছিতিয়্যা ইবনু উছাইমীনের ভাষ্য সম্বলিত ২য় খণ্ড ৬৫ পৃঃ।

ج. الأشعرية

الأشعرية: أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (٣٢٤):
 الذى كان من المعتزلة، ثم ترك الاعتزال، واتخذ له مذهبًا بين الاعتزال
 ومذهب أهل السنة والجماعة ثم رجع وتاب، ووافق الإمام أحمد وأهل
 السنة والجماعة في معتقداتهم، وبقي بعض أتباعه إلى اليوم يحملون
 معتقده الثاني، وهم مرجئة في الإيمان، يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات
 ويؤولون الباقي، فقالوا إن الله (١) حي ب حياة (٢) عليم بعلم (٣) قدير بقدرة
 (٤) سميع بسمع (٥) بصير ببصر (٦) متكلم بكلام (٧) مرید بإرادة،
 ويجعل ذلك كله حقيقة وينازعون في محبته ورضاه وغضبه وكرهيته
 فيجعل ذلك مجازًا، وهم أقرب فرق البدع والضلال لأهل السنة والجماعة.
 (انظر الملل والنحل شهرستاني ٨١/١ والتدمرية ص ٣١٥ والعقيدة
 الواسطية بشرح العلامة محمد هراس مع الحاشية ص ٩٨ والعقيدة
 الواسطية بشرح ابن عثيمين ٦/٢).

গ. আশ‘আরিয়া সম্প্রদায়ঃ

আশ‘আরী সম্প্রদায় হলো আবুল হাসান আলী বিন ইসমাইল
 আশ‘আরীর (মৃতঃ ৩২৪ হিঃ) সাথীবর্গ। যিনি প্রথম যুগে মুতায়িলী ছিলেন
 অতঃপর মুতায়িলী মতবাদ পরিহার করেন। এরপর আহলুসসুন্নাহ এবং
 মুতায়িলা মতবাদের মধ্যবর্তী তৃতীয় আরো একটি মাযহাবের প্রবর্তন
 করেন। অতঃপর তা পরিহার করতঃ ৩০০ হিজরীতে তাওবাহ করে ইমাম
 আহমাদ এবং আহলুসসুন্নাহর আক্বীদাসমূহ অনুসরণ শুরু করেন। কিন্তু
 তাঁর অনেক অনুসারী আজ পর্যন্ত তাঁর দ্বিতীয় নীতি-বিশ্বাসের উপর
 অবশিষ্ট রয়েছে যারা ঈমানের ক্ষেত্রে মুরজিয়্যা।

আশ‘আরীগণ আল্লাহর নামসমূহ ও সাতটি হিফাত সাব্যস্ত করে থাকে, আর অবশিষ্ট গুণাবলীসমূহকে অপব্যাখ্যা করে। তারা বলেঃ

১. আল্লাহ্ (حي) হাই, চিরঞ্জীব, জীবন নামক গুণসহ।
২. (علیم) আ‘লীম, মহাজ্ঞানী, জ্ঞান নামক গুণসহ।
৩. (قدیر) ক্বাদীর, মহা শক্তিশালী, শক্তি নামক গুণসহ।
৪. (سمیع) সামী‘, অতিশয় শ্রবণ কারী, শ্রবণ নামক গুণসহ।
৫. (بصیر) বাহীর, অতিশয় দ্রষ্টা, দর্শন নামক গুণসহ।
৬. (متكلم) মুতাকাল্লিম, কথক, কথা বলা গুণসহ।
৭. (مرید) মুরীদ, ইচ্ছা পোষণকারী, ইচ্ছা নামক গুণসহ।

এ সাতটি হিফাতকে তারা প্রকৃত মনে করে। আর মহব্বত, সন্তুষ্টি, ক্রোধ, অপছন্দ, গুণাবলীকে রূপক অর্থে ব্যবহার করে। আশ‘আরীগণ অন্যান্য গুমরাহ্ ও বিদ‘আতী ফিক্কা অপেক্ষা আহলে সুন্নাত অল্জামা‘আতের নিকটতম একটি ফিক্কা।^{২১৫}

২. الْمُسَبِّهَةُ: وَتُسَمَّوْنَ، الْمَجَسِّمَةُ، وَهُمْ الَّذِينَ شَبَّهُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْخَلْقِ فِي صِفَاتِهِ بِأَن يَقَالَ إِنَّ صِفَاتَ اللَّهِ مِثْلُ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ كَأَن يَقَالَ يَدُ اللَّهِ كَأَيْدِينَا وَسَمِعَهُ كَسَمْعِنَا كَدَاوُدَ الْجَوَارِي وَأَشْبَاهَهُ مِثْلَ الْمَرِيْسِيِّ، وَقَدْ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: الْجَوَارِي وَالْمَرِيْسِيُّ كَافِرَانِ. (انظر الملل والنحل ٩٣/١ مع الحاشية وشرح العقيدة الطحاوية تحقيق الألباني - ص ٥٢٠-٥٢١ والعقيدة الواسطية بشرح لعلامة محمد هراس ص ١٨٥ وحاشية العقيدة الواسطية للدكتور صالح الفوزان ص ١٤).

২১৫. দেখুন আল মিলাল অননিহাল ১ম খণ্ড ৮১ পৃঃ, আততাদমুরিয়া ৩১ পৃঃ, আল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বিয়া আল্লামা মুহাম্মদ হাররাস ভাষ্য সম্বলিত টীকাসহ ৯৮ পৃঃ এবং আক্বীদা আল অসিত্বিয়া ইবনু উছাইমীন ভাষ্য সম্বলিত ২য় খণ্ড ৬৫ পৃঃ।

দ্বিতীয় দলঃ ‘আলমুশাব্বিহা বা সাদৃশ্যবাদী এ দলটি আল্লাহকে নাম ও গুণযুক্ত সত্তা মনে করে বটে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে বলে যে, আল্লাহর গুণাবলী মানবের গুণাবলীর মতই। এদেরকে মুজাসসিমাহ বা কায়াবাদীও বলা হয়। যেমন তাদের পক্ষ হতে বলা হয় যে, আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মত, তাঁর শ্রবণ আমাদের শ্রবণের মত। نعوذ الله من ذلك এ দলের প্রবর্তক দাউদ আলজাওয়ারেবী এবং আল মুরাইসী। ইয়াযীদ বিন হারুন বলেছেন যে, আল জাওয়ারেবী এবং আল মুরাইসী উভয়েই কাফের।^{২১৬}

ইতোপূর্বে উল্লেখিত বিদ‘আতী ফিক্কাগুলোর মধ্যে আল্লাহর পবিত্র নাম এবং সর্বোত্তম গুণাবলীকে কেউ অস্বীকার করে থাকে যেমন জাহমিয়া ফিক্কা। আবার কেউ নামসমূহকে স্বীকার করে কিন্তু গুণাবলীকে অস্বীকার করে যেমন মু‘তযিলা সম্প্রদায়। আবার কেউ তাঁর পবিত্র নামসমূহকে স্বীকার করে কিন্তু গুণাবলীর মধ্য হতে শুধুমাত্র সাতটি গুণাবলী স্বীকার করে থাকে, আর অবশিষ্ট গুণাবলীকে অপব্যাখ্যা করে থাকে, এরা হলো আশা‘য়েরা সম্প্রদায়। কেউ আল্লাহর গুণাবলীকে স্বীকার করে সীমালঙ্ঘন করে বলে যে, আল্লাহর গুণাবলী মানুষের গুণাবলীর মতই, যেমন মুশাব্বিহা বা সাদৃশ্যবাদী ফিক্কা। والعياذ بالله

আশা‘য়েরীদের সাথে কষ্ট মিলিয়েছেন ভারত উপমহাদেশের অনেক আলেম! অর্থাৎ আশ‘আরীগণ যেরূপ বলেন যে, আল্লাহর ছিফাত হাত এর অর্থ হলো কুদরত, আল্লাহর ছিফাত চেহারা এর অর্থ হলো অস্তিত্ব, তাঁর ছিফাত আগমন এর অর্থ হলো আদেশ প্রভৃতি। সে প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশেরও অনেক আলেম-উলামা বলেন যে, আল্লাহর কুদরতী হাত, কুদরতী চক্ষু, চেহারা অর্থ অস্তিত্ব, তাঁর ‘আগমন’ এর অর্থ তাঁর আদেশ প্রভৃতি।

২১৬. দেখুন আল মিলাল অন্নিহাল ১ম খণ্ড ৯৩ পৃঃ টীকাসহ, শরহু আক্বীদা আতত্বাহবিয়া তাহকীক আলবানী ৫২০-৫২১ পৃঃ, আক্বীদা আল ওয়াসিত্বিয়া আল্লামা মুহাম্মদ হাররাস প্রণীত ১৮৬ পৃঃ এবং আক্বীদা আল ওয়াসিত্বিয়া ডঃ ছালেহ আল্ ফাউযান প্রণীত ১৪ পৃঃ।

উপরোক্ত সকলের আক্বীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে যে যথার্থ নয় বরং ক্রটিপূর্ণ, তা ইতোপূর্বে অত্র অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের একাধিক আয়াত ও তার আলোকে ইমাম চতুষ্ঠয়ের অভিমতসমূহ প্রমাণ করেছে। সেহেতু এ মর্মে বিশুদ্ধ আক্বীদা হলো এই যে, মহান আল্লাহ অবশ্যই নাম ও গুণযুক্ত সত্তা। তবে তাঁর সত্তা ও গুণাবলী বান্দার সত্তা ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। বরং কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী যেভাবে এসেছে সেভাবেই তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে। এই মধ্যবর্তী পথই হলো আহলুস সুন্নাহ অল জামা'আতের পথ ও গৃহীত আক্বীদা। যা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের গৃহীত আক্বীদার অনুরূপ।^{২১৭} (পরবর্তীতে এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে (إن شاء الله))

আশা'য়ের ও মু'তাহিলাদের ন্যায় মাতুরিদিয়া নামে আরেকটি উপদল।

উল্লেখ্য যে, ভারত উপমহাদেশের অনেক আলেম আক্বীদার ক্ষেত্রে আশা'য়ের ও মাতুরিদিয়া আক্বীদায় বিশ্বাসী! ইসলামের এ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা আক্বীদা ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মাতুরিদিয়াগণ মু'তাহিলা সম্প্রদায়ের ন্যায় কুরআন ও হাদীছের দলীল প্রমাণের চেয়ে নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞানকে দলীল হিসাবে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন! والعياذ بالله তারা তাওহীদের ক্ষেত্রে প্রমাণ গ্রহণ করে থাকেন এভাবে যে, যদি বিবেক তা গ্রহণ করে থাকে তাহলে গ্রহণ করেন নতুবা নয়। - الله المستعان - যা কোন ক্রমেই কোন বিচক্ষণ মুসলিম ব্যক্তির জন্য আদৌ সমীচীন নয়। কেননা এতে একদিকে যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। অপরদিকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মূল্যহীন হয়ে পড়বে। তাহলে আসল ইসলাম আর বাতিল ইসলামের মাঝে কোন পার্থক্যই অবশিষ্ট থাকবে না! যার বিবেকে যা আসে সে তখন তাই বলা শুরু করবে!!

সম্মানিত পাঠক,

আশ‘আরীদের আক্বীদা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সেহেতু মাতুরিদিয়াদের উপরোক্ত আক্বীদা সংক্রান্ত অভিমত তাদের নিজেদের গ্রন্থ থেকে নিম্নে উল্লেখ করা হলো। যথাঃ

ترى الماتردية أن مصدر التلقى الأول في معظم أبواب التوحيد هو العقل دون النقل وذلك لأن الأدلة العقلية عندهم قطعية أما السمعية فإنما هي ظواهر ظنية، (انظر إشارات المرام ص ١٨٩-١٩٩ وشرح العقائد النسفية ص ٥٠ ونشر الطوالع ص ٢٢٨ و شرح المواقف للجرجاني ٢٤/٨ ونظرات وتأملات من واقع الحياة للدكتور محمد الخميس ص ٢٨٨).

মাতুরিদিয়াগণ এ অভিমত পোষণ করেন যে, অধিকাংশ তাওহীদের অধ্যায়সমূহে দলীল গ্রহণের প্রথম উৎস হলো বিবেক-বুদ্ধি, কুরআন ও সুন্নাহ নয়। কেননা তাদের নিকট বিবেক-বুদ্ধির দলীল অকাট্য, আর কুরআন ও সুন্নাহর দলীল হচ্ছে বাহ্যিক ও ধারণা নির্ভর।^{২১৮}

মস্তিষ্কপ্রসূত কথা এবং কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে দ্বন্দ্ব ঘটলে বা একে অপরের মাঝে বিরোধ হলে তারা যুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। কেননা যুক্তিই হচ্ছে তাদের নিকট অকাট্য, আর দলীল প্রমাণকে তারা ভিন্ন ব্যাখ্যা অথবা আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করে থাকেন। কেননা তাদের আক্বীদায় তা হলো সন্দেহপূর্ণ!^{২১৯}

২১৮. দেখুন ইশারাতুল মারাম ১৮৯-১৯৯ পৃঃ, শারহুল আক্বাদিদ আনুনাসাফিয়া ৫০ পৃঃ। (এ বইটি আমাদের দেশের সকল উচ্চ মাধ্যমিক ধর্মীয় পাঠ্যালয় ও কাওমী মাদরাসাসমূহে সিলেবাসভূক্ত। তাই যুগ যুগ ধরে ওটা পড়ানো হচ্ছে। - الله المستعان নাশরুল ত্বাওয়ালি ২২৮ পৃঃ, শারহুল মাওয়াক্বিফ ৮ম খণ্ড ২৪ পৃঃ ইহাও আমাদের দেশে পাঠ্যভূক্ত) এবং নাযারাত অ তাআম্মুলাত ডঃ মুহাম্মদ আল খুমাইয়িস প্রণীত ২৮৮ পৃঃ।

২১৯. দেখুন ইশারাতুল মারাম ১৯৯ পৃঃ, শারহুল আক্বাইদ ৫০ পৃঃ, নাশরুল ত্বাওয়ালি ২২৮-২২৯ পৃঃ।

আল্লামা যুবাইদি আল মাতুরিদি الإستواء (আল্ ইসতেওয়া) এবং الزول (আন্ নুযূল) ছিফাতদ্বয়ের দলীলসমূহকে উপস্থাপন করতঃ সেগুলোকে নীতিমালা হিসাবে আযযাওয়াহির বা প্রকাশ্য শব্দাবলী নাম রেখেছেন। যদ্বারা ঐ সকল ছিফাতসমূহকে ভিন্ন ব্যাখ্যা করে বাতিল করে থাকেন! এবং তারা মস্তিষ্কপ্রসূত যুক্তি বা বুদ্ধিকে ঐ সাময়ীয়া (শ্রুত) দলীলের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন! - والعياذ بالله -

যেমন জনাব যুবাইদী আল মাতুরিদি বলেছেন যে, শরী'য়াত , বিবেক বুদ্ধি দ্বারা সাবাস্ত হয়েছ। সেহেতু যদি শরীয়াতের কোন বিষয় এরূপ এসে যায় যাকে বিবেক বা জ্ঞান বুদ্ধি মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে শরীয়াত ও বিবেক উভয়েই বাতিল হয়ে যাবে। সে প্রেক্ষাপটে, প্রত্যেক শব্দ যা শরী'য়াতে (হাদীছে) ছহীহভাবে আসে তা যদি বিবেকের পরিপন্থী হয় তাহলে তা দু'অবস্থায় বর্ণিত হবে।

১. মুতাওয়াতির, ২. আহাদ। যদি আহাদ হয় এবং কোন রূপ ব্যাখ্যার সম্ভাবনা না রাখে তাহলে সে হাদীছকে আমরা পরিত্যাগ করবো এ যুক্তিতে যে, এর বর্ণনাকারী মিথ্যা বর্ণনা করেছে অথবা ভুল করেছে অথবা ভুলে গিয়েছে!-- (نعوذ بالله من ذلك)

আর যদি ঐ আহাদ হাদীছটি প্রকাশ্য অথজ্ঞাপক হয় তাহলে প্রকাশ্যের অর্থে প্রযোজ্য হবে না। আর যদি মুতাওয়াতির হয় তাহলে তাকে বিনা চিন্তা ভাবনায় প্রকাশ্য অর্থেই গ্রহণ করতে হবে.. ..।^{২২০}

والقاعدة عندهم أن كل نص إذا أخبر به الصادق وهو أمر ممكن ولم يكن مخالفاً فلا يؤول كالبعث والنشر ونعيم الجنة وعذاب النار، أما كان النص دالاً على أمر محال مخالف للعقل فلا بد من تأويله كعلو الله واستوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، ويقولون

২২০. দেখুন শারহুল ইহইয়া যুবাইদী প্রণীত ২য় খণ্ড ১০৫, ১০৬ পৃঃ, শারহুল মাঝুছিদ তাফতায়ানী প্রণীত ২য় খণ্ড ৫০ পৃঃ এবং শারহুল মাওয়াযিফ জুরজানী প্রণীত ২য় খণ্ড ৫৬ পৃঃ।

أن النصوص إذا كانت خلاف العقل فإن كانت متواتره فهي وإن كانت قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة، فالعقل مقدم عليها فلذلك الأدلة العقلية تؤول أو تُفَوِّضُ وأما الأدلة العقلية فلا تأويل لها بل تأويلها محال. (انظر شرح عقائد النسفية ص-٥٠، وشرح المواقف ٢٤/٨ - ١١٠-١١١ ونظرات وتأملات ص-٢٨٩).

তাদের আরো অছল বা নীতিমালা হলো যে, যে সকল দলীল সম্পর্কে ছাদেক্ব সংবাদ প্রদান করেছেন এমতাবস্থায় যে, তা বাস্তবে সম্ভব এবং তা জ্ঞান বিবেকের পরিপন্থী নয়, তাহলে তা ভিন্ন ব্যাখ্যা করা যাবে না। যেমন পুনরুত্থান, ক্বিয়ামত দিবস, জান্নাতের সুখ-শান্তি, জাহান্নামের শাস্তি। আর যদি দলীল এরূপ হয় যেটা বাস্তবে অসম্ভব, বিবেকের পরিপন্থী, তাহলে তাকে অবশ্যই ভিন্ন ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন আল্লাহর সর্বোচ্চে আরশের উপর সমুন্নত হওয়া এবং রাতের শেষ তৃতীয়াংশে প্রথম আকাশে অবতরণ করা।

তারা (যুক্তির অবতারণা করে) বলে থাকে যে, যদি মুতাওয়াতিহর দলীলসমূহ বিবেক বুদ্ধির বিপরীত হয়, যদিও তা অকাটা রূপে প্রমাণিত, কিন্তু তার মর্ম ও উদ্দেশ্য সংশয়পূর্ণ হওয়ার কারণে বিবেকের মানদণ্ডই ঐ দলীলের উপর প্রাধান্য পাবে। والعياذ بالله। বিধায় কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সমস্ত দলীলের তা'বীল (ভিন্ন ব্যাখ্যা) করতে হবে বা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। কেননা বিবেক বুদ্ধির যুক্তি প্রমাণে কোন প্রকার ব্যাখ্যা চলবে না যেহেতু তা অসম্ভব।^{২২১}

وقد ساق التفاتراني عدة آيات الصفات، ثم ذكر قانونًا كليًا في الجواب عنها، فقال: والجواب: أنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات عقلية فيقطع بأنها ليست على ظاهرها ويفوز العلم بمعانيها إلى الله ... (شرح المقاصد ٣/٣٦).

২২১. দেখুন শারহু আক্বাইদ আনুসাফিয়া ৫০ পৃঃ, শারহুল মাওয়াক্বিফ চম খণ্ড ২৪, ১১০-১১১ পৃঃ এবং নাযারাত ২৮৯ পৃঃ।

আল্লামা তাফতাহানী হিফাতের আয়াতসমূহ উল্লেখ করে নিজেদের রচিত কানুনে কুল্লী তথা সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী সেসব আয়াতের জবাব দিচ্ছেন এই বলে যে, ঐসব শ্রুত দলীল ধারণামূলক যা অকাট্য আকুলী দলীলের মুকাবিলায় এসেছে। তাই অকাট্যভাবে বলা যায় যে, ঐ সব আয়াত বাহ্যিক অর্থের উপর নেই বরং ওগুলোর অর্থের জ্ঞান আল্লাহর দিকে সোপর্দ করতে হবে..।^{২২২}

قال الدكتور محمد الخسيس:

قالوا إن الإثبات يقتضى التشبيه والتمثيل، وأن التنزيه يقتضى التعطيل والتأويل فعطّلوا الصفات، فألحدوا فيها، فضلوا في باب الصفات وغيره من أبواب العقيدة، قدموا العقل على النقل وعلى كتاب الله - وسنة نبيه ﷺ، فلهثوا وراء عقولهم، إن وافقها النقل قبلوه، وإن بدا أنه يخالفها ردوه وأولوه، وما دروا أن صحيح النقل لا يتعارض أبدًا مع صريح العقل، وإنما أتى هؤلاء من قبل عقولهم السقيمة، وزعموا أن الأدلة العقلية قطعية، والأدلة النقلية ظنية، فكم ردّوا من النصوص! وكم أولّوا وعطّلوا! وهكذا عاشوا في حيرة وشك واضطراب! (انظر كتاب نظرات وتأمّلات - ٢٨٣).

ডঃ মুহাম্মদ খুমাইয়িস বলেনঃ

তারা (মাতুরিদিয়াগণ) যুক্তি পেশ করেন যে, আল্লাহর জন্য হিফাত তথা গুণাবলী সাব্যস্ত করলে সদৃশ পোষণ ও উদাহরণ প্রদান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর যেহেতু আল্লাহর জন্য কোন সদৃশ ও উদাহরণ চলবেনা সেহেতু আল্লাহকে ঐ সকল গুণাবলী হতে পবিত্র ও মুক্ত করতে হবে। আর তাঁকে ঐ গুণাবলী হতে মুক্ত করতে হলে ভিন্ন ব্যাখ্যা ও নিষ্ক্রিয়করণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, বিধায় তারা আল্লাহর গুণাবলীসমূহকে বিলুপ্ত করে থাকেন ফলে তারা বক্র পথে চলে গেছেন। الله المستعان

ডঃ খুমাইয়িস বলেনঃ তাই তারা আক্বীদায় (ধর্মীয় বিশ্বাসে) ছিফাতের ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছেন। যেহেতু তারা মানুষের সাধারণ বিবেক বুদ্ধিকে আল্লাহর কিতাবের উপর এবং তাঁর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নাহের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন! والعياذ بالله তারা বিবেকের পিছনে হাঁপিয়ে বেড়াচ্ছেন। যদি তাদের জ্ঞান বুদ্ধি কুরআন সুন্নাহর অনুকূল হয় তাহলে তারা তা গ্রহণ করেন। আর যদি তা তাদের জ্ঞান বুদ্ধির পরিপন্থী হয়, তাহলে তারা তাকে পরিত্যাগ করেন অথবা ভিন্ন ব্যাখ্যা করে থাকেন!

অথচ তাদের এ জ্ঞান নেই যে, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর বাণী কখনো সুস্থ জ্ঞানের পরিপন্থী হয় না। এ সব অপকীর্তি মূলত তারা তাদের রগ্নু জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারাই করেছেন। আর তারা ধারণা করেন যে, বিবেকের যুক্তিই হলো অকাটি আর কুরআন সুন্নাহর দলীল প্রমাণ হলো সন্দেহপূর্ণ। যুক্তি দ্বারা তারা কুরআন সুন্নাহর কত দলীলই না প্রত্যাখ্যান করেছেন! আর কতই না তারা ভিন্ন ব্যাখ্যা ও নিক্রিয়করণ করেছেন! আর এভাবে তারা চরম হতাশা, অস্থিরতা ও সংশয়ের মাঝে কালাতিপাত করছেন!^{২২৩}

وقال حفظه الله: وأما سلف هذه الأمة الصالحون رضي الله عنهم، فإن قلوبهم ركنت إلى نصوص الشرع المطهر، وأطمأنت إليها، ففعلوا عن الله مراده، وسلكوا الطريق السوي المستقيم، واستسلموا للوحي المعصوم، وركنوا إلى ركنين، وإلى حصنٍ متين، ففهموا النصوص، وتمسكوا بما دلت عليه واعتصموا بهديها، فلم يحرفوا ولم يؤولوا، ولم يلهثوا وراء عقول البشر التي قد تخطيء وتصيب، وكانوا أمناء في الدعوى إلى الكتاب والسنة علمًا وعملاً. (المرجع السابق ص- ٢٨٤).

তিনি (আল খুমাইয়িস) আরো বলেনঃ পক্ষান্তরে সালাফে ছালেহীন (রিয়ওয়ানুল্লাহি আল্লাইহিম আজমাঈন) এর বৈশিষ্ট্য এরূপ যে, তাঁদের অন্তঃকরণ পবিত্র শরীয়তের দলীল প্রমাণের প্রতি ধাবমান হয়েছে। তাঁদের অন্তঃকরণ প্রকাশ্য দলীলের প্রতি পরিতৃপ্ত হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর উদ্দেশ্য বুঝেছেন এবং তাঁরা সরল সোজা রাস্তা অবলম্বন করেছেন। তাঁরা নির্ভেজাল অহীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁরা ময়বূত দুর্গ ও সুদৃঢ় স্তম্ভের প্রতি ভরসা করেছেন ফলে তাঁরা ইসলামের দলীল প্রমাণ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন।

উক্ত দলীল প্রমাণ প্রকাশ্যরূপে যা বুঝায় তাই সরাসরি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন ও হিদায়াতের উপর অটল রয়েছেন। আর তা এ জন্যে যে, তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর উক্ত দলীলসমূহের কোনরূপ ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন না। কোন রূপ পরিবর্তনও করেন না এবং ঐ বিবেক বুদ্ধির পিছনে হাঁপিয়ে বেড়ান না যা ভুল-গুন্দের আশংকা রাখে! আর তাই তাঁরা কথায় ও কাজে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আমানতদার ছিলেন।^{২২৪}

মোট কথা, মাতুরিদিয়া ও তাদের অনুসারী যারা, তারা যুক্তিকেই কুরআন ও সুন্নাহর উপর প্রধান্য দিয়ে থাকেন! তারা আল্লাহর গুণাবলী সাব্যস্ত করতে অস্বীকৃতি জানায় এ যুক্তিতে যে, যদি আল্লাহর ছিফাত বা গুণাবলী সাব্যস্ত করা হয় তাহলে তাঁর তুলনা ও উদাহরণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যা নিষেধ।

এদের এ সব যুক্তির জবাব দিচ্ছেন নব্য ও প্রাচীন বিজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদগণ।

সম্মানিত সুধী,

আমাদের সকলেরই একটি চিরন্তন সত্যকথা জেনে রাখতে হবে যে, মানুষের বিবেক ও জ্ঞান-বুদ্ধি সীমিত। দৃষ্টি শক্তির যেরূপ সীমারেখা রয়েছে তদরূপ জ্ঞান শক্তিরও একটি সীমারেখা আছে। এ ছাড়া মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ভুল ও শুদ্ধ উভয়েরই অবকাশ রাখে। কিন্তু অহীর জ্ঞান অপ্রাপ্ত ও চির সত্য। সেহেতু সসীম ও সংশয়পূর্ণ জ্ঞানকে অসীম ও অপ্রাপ্ত জ্ঞান তথা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেয়া বা তুলনা করা কোন সুস্থ বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে আদৌ সমীচীন কি-না এর ফয়সালা সুধী পাঠকবৃন্দের বিবেচনায় রয়ে গেল। এসত্ত্বেও ইসলাম যুক্তি ভিত্তিক হলেও যুক্তিই ইসলাম নয়। এ মর্মে প্রাচীন মনীষীদের অভিমত নিম্নে ব্যক্ত করা হলোঃ

۱. عن الحسن البصري رحمه الله (ت: ۱۱۰هـ) في قوله: ”خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ“ قال: قاس إبليس وهو أول من قاس. (اسناده صحيح قاله المحقق لابن كثير ۳/ ۳۹۳).

১. হাসান বাছরী رحمه الله (মৃত ১১০ হিঃ) হতে বর্ণিত, উক্ত আয়াতের (আমাকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নি থেকে আর আদমকে মাটি থেকে) ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে, সর্ব প্রথম দুনিয়ার বুকে ক্বিয়াসকারী (যুক্তি প্রদর্শনকারী) হচ্ছে ইবলীস।^{২২৫}

۲. عن محمد ابن سيرين رحمه الله (ت: ۱۱۰هـ) قال: أوَّل من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر الا للمقاييس، (اسناده صحيح المرجع السابق وتفسير الطبري ۱/ ۳۲۸).

২. মুহাম্মদ ইবনু সীরীন رحمه الله (মৃতঃ ১১০ হিঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, সর্বপ্রথম ক্বিয়াস তথা যুক্তি প্রদর্শন করেছে ইবলীস। আর

২২৫. আছারটির সনদ ছহীহ বলেছেন মুহাক্কিক সামী আসসালামা দেখুন তাফসীর ইবনু কাছীর ৩য় খণ্ড ৩৯৩ পৃঃ।

যুক্তির কারণেই পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্যের ইবাদত শুরু হয়।^{২২৬}

৩. وقال الزهري رحمه الله (ت: ١٢٥هـ): على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. (البغوي في شرح السنة ١/١٧١).

৩. বিখ্যাত তাবে'য়ী ইমাম যুহরী রাহিমাহুল্লাহ (মৃতঃ ১২৫হিঃ) বলেছেন যে, আল্লাহর কার্যক্রম হলো বর্ণনা করা আর রাসূলের প্রতি ফরয হলো তা পৌঁছানো এবং আমাদের প্রতি ফরয হচ্ছে তা মেনে নেয়া।^{২২৭}

৪. قال سفيان بن عيينة رحمه الله (ت: ١٩٨هـ): كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته، والسكوت عليه، ليس لأحد أن يفسره إلا الله عز وجل ورسوله. (رواه البغوي في شرح السنة ١/١٧١ واللالكائي ٣/٤٣١).

৪. প্রখ্যাত তাবে'য়ী ছুফইয়ান ইবনু উ'য়াইনাহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃত ১৯৮হিঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যে সকল ছিফাত কুরআন কারীমে তাঁর নিজের জন্য বর্ণনা করেছেন তার তাফসীর হলো তা তেলাওয়াত করা এবং চুপচাপ থাকা, কোন রূপ সাদৃশ্য পোষণ না করা এবং উদাহরণ পেশ না করা। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত কেউ-ই ছিফাতের তাফসীর করতে সক্ষম নয়।^{২২৮}

৫. وقال بعض السلف: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. (البغوي في شرح السنة ١/١٧١).

৫. কতিপয় সালাফে ছালেহীন বলেছেন যে, ইসলামের পদযুগল স্থির থাকবে শুধুমাত্র তা (তার বাণী) গ্রহণের সেতুর উপর ভিত্তি করেই।^{২২৯}

২২৬. সনদ বিশুদ্ধ প্রামাণ্য এবং তাফসীর ত্বাবারী ১২তম খণ্ড ৩২৮ পৃঃ।

২২৭. আল্ বাগাবী ১ম খণ্ড ১৭১ পৃঃ।

২২৮. ইমাম বাগাবী তার গ্রন্থ শারহুস সুন্নায বর্ণনা করেছেন ১ম খণ্ড ১৭১ পৃঃ এবং আল্ লালাকাযী ৩য় খণ্ড ৪৩১ পৃঃ।

২২৯. আল্ বাগাবী ১ম খণ্ড ১৭১ পৃঃ।

৬. وقال الإمام أحمد رحمه الله (ت: ২৬১هـ): لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. (مجموع فتاوى لشيخ الإسلام ২/২৬).

يعنى: أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ، (قاله ابن عثيمين في العقيدة الواسطية ১/৭০).

৬. ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃতঃ ২৪১হিঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য অন্য কোন গুণাবলী (মস্তিষ্ক প্রসূতভাবে) সাব্যস্ত করা যাবে না! বরং যে গুণাবলী তিনি স্বয়ং তাঁর পবিত্র কুরআনে এবং তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর পবিত্র মুখে সাব্যস্ত করেছেন আমরাও তা সাব্যস্ত করব।^{২৩০}

وقال الإمام أحمد أيضًا: هذه الأحاديث نروها كما جاءت، (مناقب الإمام أحمد ص ২০৯).

ইমাম আহমাদ আল্লাহর হিফাত সম্পর্কে আরো বলেছেন যে, হিফাত সংক্রান্ত যত হাদীছ যেভাবে এসেছে আমরাও সেগুলো হুবহু সেভাবেই বর্ণনা করব।^{২৩১}

৭. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله (ت: ৩২১هـ): فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله ﷺ، أى من سلم لنصوص الكتاب والسنة، ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، ثم قال رحمه الله : فالواجب كمال التسليم للرسول ﷺ، والانقياد لأمره، وتلقى خبره بالقبول والتصديق، دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولاً أو

২৩০. মাজমু' ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম প্রণীত ৫ খণ্ড ২৬ পৃঃ এবং শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বিয়া ইবনু উছাইমীন প্রণীত ১ম খণ্ড ৭৫ পৃঃ।

২৩১. মানাক্বিব ইমাম আহমাদ ২০৯ পৃঃ।

شبهة أو شكًا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحّد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان، لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل، وتوحيد متابعة الرسول، فلا نحاكم إلى غيره، ولا نرضى بحكم غيره، ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوى مذهبه وطائفته ومن يعظمه،

إذا بلغ الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله ﷺ، فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأى فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله، من غير التفات إلى سواه، ولا يتشكل قوله لمخالفة رأى فلان، بل يتشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل نهدر الأقيسة، ونتلقى نصوصه ولا نحرف كلامه عن حقيقته، لخيال يسميه أصحابه معقولاً، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان، كائنًا من كان. (انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ١٩٩-٢٠٠).

৭. ইমাম আত্‌তাহাবী হানাফী রাহিমাহুল্লাহু (মৃতঃ ৩২১ হিজরী) স্বীয় জগৎ বিখ্যাত আকীদাহ ত্বাহাবিয়াহ গ্রন্থে নিজস্ব অভিমত পরিব্যক্ত করেছেন যে, ঐ ব্যক্তিই শুধুমাত্র তাঁর দ্বীন ধর্মে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবেন যে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) নিকট আত্মসমর্পণ করবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও সুন্নাতের দলীলসমূহের নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং শির পেতে মেনে নিবে এবং এতে কোন প্রকার সংশয়, সন্দেহ ও অপব্যখ্যার ধারে কাছেও যাবে না। (সেই নিরাপদে আশ্রিত থাকবে)।

অতঃপর তিনি আরো বলেন যে, সকলের জন্য ফরয হচ্ছে পরিপূর্ণ রূপে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মেনে নেয়া। তাঁর হুকুমের প্রতি আনুগত্য করা, তাঁর প্রদত্ত সংবাদকে বিশ্বাস করা এবং গ্রহণ করা। কোন প্রকার বাতিল কল্পনা যাকে আমরা বিবেক বুদ্ধি বলে থাকি তদ্বারা অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা। অথবা তাঁর বাণীর প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ না করা। অথবা তাঁর আদেশ নিষেধের উপর অপর মানুষের অভিমতকে ও তাদের সীমিত বুদ্ধি মত্তাকে প্রাধান্য না দেয়া।

আমরা তাঁকে এককভাবে নির্দেশকারীরূপে গ্রহণ করব এবং তাঁরই আনুগত্য করব। যেক্ষেপে এককভাবে সর্বপ্রকার ইবাদত আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত করি।

এ দু'প্রকার তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ব এবং এককভাবে রাসূলের আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। রাসূল ব্যতীত কাউকে বিচারক রূপে গ্রহণ করব না এবং তাঁকে ছাড়া অপরকে শাসক মানব না। তাঁর দেয়া সংবাদ ও তাঁর নির্দেশ পালনে কোন ক্রমেই বিরত থাকব না। কোন শাইখ বা বড় আলেম বা ইমাম বা কোন মাযহাবধারী বা কোন দল বা গোত্রের মান ও সম্মম যত উন্নতই হোক না কেন, রাসূলের কোন নির্দেশকে বা সংবাদের সত্যতাকে পরিত্যাগ করে এঁদের কারো নির্দেশকে বাস্তবায়ন করব না।

যখন কারো নিকট ছহীহ হাদীছ পৌছে যাবে তখন তা গ্রহণে সে নিজকে এরূপভাবে প্রস্তুত করবে যেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নিকট থেকে হাদীছটি শুনছে। এমতাবস্থায় কারো ব্যক্তিগত অভিমত বা কোন মাযহাবের কারণে সে হাদীছ গ্রহণে ও পালনে বিলম্বিত করা আদৌ কি সমীচীন হবে? বরং সকলের প্রতি অপরিহার্য কর্তব্য হলো এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত না করে বা কোন প্রশ্ন না করে উক্ত হাদীছ সংগে সংগে পালন করা। তাঁর কথার বিরোধী কোন কিয়াস বা যুক্তি দ্বারা তাঁর হাদীছের মুকাবিলা করা মোটেই বৈধ হবে না। বরং সর্বপ্রকার মস্তিষ্কপ্রসূত যুক্তি বুদ্ধিকে দূরে নিষ্ক্ষেপ করব আর তাঁর (নবীর) হাদীছকে গ্রহণ করব।

কোন ক্রমেই যুক্তিবাদীদের কপোল কল্পিত যুক্তি বুদ্ধি দ্বারা উক্ত হাদীছকে আসল অবস্থা থেকে পরিবর্তন করব না-যেহেতু ঐ যুক্তি বুদ্ধি অপরিচিত এবং সত্যতা থেকে দূরে। অপর কারো কথার সঙ্গে মিল হওয়ার উপর তাঁর কথা গ্রহণ করা নির্ভরশীল নয় সে যেই হোক না কেন?^{২৩২}

وقال الطحاوى رحمه الله: في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبى حنيفة وصاحبيه: "ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام" (انظر نظرات وتأملات ص ٢٩٠).

ইমাম ত্বাহবী, ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ও তার বিজ্ঞ সাথীদের দৃষ্টিতে আহলুস সুন্নাতের মাযহাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, ইসলামের পদযুগল দৃঢ় থাকবেনা আত্মসমর্পণ ও মাথা অবনত করণের পিঠের উপর পা রাখা ব্যতীত।

৪. ذكر هبة الله رحمه الله (ت ٤١٨هـ): في ذم التأويل في كتابه "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" بسنده أنه قال سمعت محمد بن الحسن يقول: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب (على) الإيمان بالقرآن والأحاديث التي وردت بها عن رسول الله ﷺ في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي ﷺ وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم بن صفوان فقد فارق الجماعة لأنه وصف الله بصفة، (انظر شرح أصول اعتقاد للإمام اللالكسي ٣/٤٣٢ وذم التأويل لابن قدامة ص ٢٢٤-٢٢٥).

৮. দূরবর্তী ব্যাখ্যার দৃঃখজনক পরিণাম সম্পর্কে ইমাম হিবাতুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃতঃ ৪১৮ হিঃ) স্বীয় গ্রন্থশারহু অছুল ইতিক্বাদ আহলুস

সুন্নাহ অলজামা'আতে “নিজস্ব সনদে উল্লেখ করেছেন যে, আমি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন যে, মাশরেক হতে মাগরিব পর্যন্ত তথা গোটা দুনিয়ার সকল ফাকীহ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, পবিত্র কুরআনে ও হাদীছসমূহে মহান পালনকর্তার গুণাবলীর প্রতি এক্রুপে ঈমান আনয়ন করতে হবে, যেভাবে বিশুদ্ধ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে। এতে কোনরূপ পরিবর্তন করা যাবে না ও কোন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা এবং কোনরূপ তুলনা করা বৈধ হবে না। তাই যে ব্যক্তি বর্তমানে তার কিয়দংশ ভিন্ন ব্যাখ্যা করবে (যে ব্যাখ্যা রাসূল বা কোন ছাহাবী করেননি) তাহলে সে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শ থেকে বের হয়ে যাবে! এবং (সুন্নী) জামা'আত ছিন্নকারী হয়ে পড়বে। কেননা সুন্নাতপন্থীগণ আল্লাহর ছিফাতের কোনরূপ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেননি, কোনরূপ দূরবর্তী ব্যাখ্যা করেননি। বরং তারা ফাতওয়া প্রদান করেছেন যা হুবহু কিতাব ও সুন্নাতে পেয়েছেন এবং তার উপর চুপচাপ রয়েছে।

অতএব যে ব্যক্তি জাহম বিন ছাফওয়ানের ন্যায় ব্যাখ্যা করবে সে জামা'আত ভংগকারী। কেননা সে আল্লাহর ছিফাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার দৃঃসাহস করেছে।^{২৩৩}

৯. قال: الحافظ أبو الفضل محمد الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـ) أما

الكلام في الصفات: فإن ما روى منها في السنن والصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم، إثباتها، وإجرائها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم - فأبطلوا ما أثبتته الله سبحانه، وحققها قوم، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمور، ودين الله بين الغالي فيه والمقتصر عنه،

২৩৩. দেখুন শারহু অছূল ই'তিকাদ ৩য় খণ্ড ৪৩২-৪৩৩ পৃঃ এবং যাম্মুত তা'বীল ইবনু কুদামা প্রণীত ২২৫ পৃঃ।

“وقال رحمه الله: ”إن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات“

(انظر إعتقاد أئمة السلف ص ١٢٤-١٢٥).

৯. ছিফাত প্রসংগে হাফেয আবুল ফযল মুহাম্মদ আল খাতীব আল বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ (মৃতঃ ৪৬৩ হিজরী) স্বীয় উক্তি পরিব্যক্ত করেন যে, ছিফাতের প্রসংগে সালাফে ছালেহীনের অনুসরণীয় ধর্মীয় নীতিমালা হচ্ছে এই যে, ছিহাহ ও সুনান হাদীছ গ্রন্থসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে তা সাব্যস্ত করা, আর তাকে প্রকাশ্য অর্থেই জারী করা। এতে সর্বপ্রকার তুলনা ও সাদৃশ্যতা পোষণ নিষেধ করা। অথচ কোন কোন ফিকী (অজ্ঞতা বশতঃ) তা নিষেধ করেছে অর্থাৎ সেটা গ্রহণে ইচ্ছুক নয়। ফলে আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলা স্বয়ং যা সাব্যস্ত করেছেন তা তারা বিনষ্ট করেছে। আর কতিপয় ফিকী তা সাব্যস্ত করেছে (অন্যায়ভাবে) ফলে তারা সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহর জন্য অনুরূপ পোষণ ও সাদৃশ্যতা সাব্যস্ত করেছে। বরং এসব ছেড়ে মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করতে আল্লাহর দ্বীন নির্দেশনা প্রদান করেছে। যাতে বুদ্ধি ও হ্রাসের ক্ষমতা কারো থাকবে না।

তাই তিনি একটি উচ্চল নির্ধারণ করেছেন, যদ্বারা ছিফাত বা গুণসমূহ বুঝা সহজ হবে। **إن شاء الله**

আর তা হলো এই যে, “আল্লাহর গুণাবলী মর্মে কথাবার্তা বলা আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে কথা বলার শাখা স্বরূপ”। তথা আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে যেমন আমাদের জ্ঞান নেই, আমরা তাঁকে না দেখেই যে রূপ বিশ্বাস করি এবং তাঁর মহান অস্তিত্বকে স্বীকার করি, তদরূপ তাঁর মহান ছিফাত বা গুণসমূহকেও না দেখে বিনা উদাহরণে এবং বিনা প্রশ্নে স্বীকার করতে হবে।^{২৩৪}

فقال إن إثبات رب العالمين عز وجل هو إثبات وجود، لا إثبات كيفية،

فكذلك إثبات صفاته، إنما هو إثبات وجود، ولا إثبات تحديد وتكييف،

فإِذَا قُلْنَا لِلَّهِ تَعَالَى يَدٌ، وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ، فَإِنَّمَا هِيَ صِفَاتُ أَثْبَتَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ، وَلَا نَقُولُ: إِنَّهَا جَوَارِحٌ وَلَا تُشَبِّهُهَا بِالْأَيْدِي وَالْأَسْمَاعِ وَالْأَبْصَارِ الَّتِي هِيَ جَوَارِحٌ، وَأَدَوَاتٌ لِلْفِعْلِ، فنقول: إِنَّمَا وَجِبَ إِثْبَاتُهَا، وَوَجِبَ نَفْيُ التَّشْبِيهِ عَنْهَا، لقوله تعالى: "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" (الشورى - ١١).

وقوله عز وجل: "وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ" (الإخلاص - ٤)، (انظر اعتقاد أئمة السلف ص ١٢٥).

অতঃপর তিনি বলেন যে, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাব্যস্ত করা হচ্ছে অস্তিত্বগত সাব্যস্ত, স্বরূপগত সাব্যস্ত নয়। (যা প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিই স্বীকার করেন)। তদরূপ তাঁর হিফাত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রেও, আর তা হচ্ছে অস্তিত্বগত সাব্যস্ত করা, কোন ক্রমেই তা স্বরূপ ও ব্যাখ্যাগত সাব্যস্ত করা নয়। অর্থাৎ কেউ প্রশ্ন করেন না তিনি যে সত্তাগতভাবে কিরূপে আছেন! তদরূপ বিনা প্রশ্নে ও বিনা স্বরূপ বর্ণনায় আল্লাহ্র হিফাতও সাব্যস্ত রয়েছে। সেহেতু আমরা যখন বলব যে, আল্লাহ্র হাত রয়েছে, শ্রবণ শক্তি রয়েছে ও দৃষ্টি শক্তি রয়েছে, তা শুধুমাত্র হিফাত তথা গুণসমূহ যা মহান আল্লাহ্ নিজেই এ সব তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্র হিফাতসমূহকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলব না এবং সৃষ্টজীবের যে সকল হাত, কান ও চক্ষুসমূহ রয়েছে যদ্বারা কার্য সম্পন্ন করে থাকে সে গুলোর সাথে (আল্লাহ্র গুণাবলীসমূহকে) তুলনাও করব না। আমরা বলব যে, ঐ সকল হিফাত অবশ্যই সাব্যস্ত করতে হবে, এবং সাথে সাথে সাদৃশ্যদান ও অনুরূপ বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকাও ফরয হয়ে যাবে। যেমন দলীল স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্র সদৃশ কোন কিছুই নেই এবং তিনি সর্বাধিক শ্রবণকারী, অতিশয় দর্শনকারী। (আশ-শুরাঃ ১১ আয়াত) (আয়াতটি একাধিক বার উল্লেখ করা হয়েছে)।

আল্লাহর বাণীঃ তাঁর (আল্লাহর) কোন প্রকার সমকক্ষ নেই। (ইখলাছঃ ৪ আয়াত)।^{২৩৫}

১০. وقال ابو المظفر السمعاني رحمه الله (ت: ٤٨٩هـ): إعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على العقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعًا للعقول، وأما أهل السنة، فقالوا: الأصل في الدين الإلتباع، والعقول تبع، ولو كان أساس الدين على العقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء - صلوات الله عليهم - ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء... (انظر نظرات وتأملات ص: ٢٩٠).

১০. আল্লামা আবুল মুযাফফর আসসাম'আনী রাহিমাহুল্লাহ (মৃতঃ ৪৮৯ হিঃ) বলেছেন যে, জেনে রাখুন! আমাদের মাঝে এবং বিদ'আতীদের মাঝে পার্থক্য হলো বিবেক বুদ্ধির বিষয়টি। কেননা তারা তাদের ধর্মকে বিবেক বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং রাসূলের অনুসরণ ও হাদীছকে বিবেকের অধীন করে রেখেছে!!

আর আহলুস সুন্নাহ অল জামা'আত (হকু পন্থীগণ) বলেন যে, ধর্মে আসল ও মূল বিষয় হলো রাসূলের একক অনুসরণ, আর জ্ঞান বুদ্ধিসমূহ হলো তার অধীনে। কেননা ধর্মের ভিত্তি যদি জ্ঞান বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত হতো তাহলে সৃষ্টিজগৎ অহী এবং আশিয়া (আলাইহিস সালাম) প্রেরণ হতো অমুখাপেক্ষী হতো। অহী ও নবী রাসূলগণ প্রেরণ নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ত এবং আদেশ নিষেধের অর্থ বাতিল হয়ে যেত। যার যা ইচ্ছা তাই বলত।^{২৩৬}

১১. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٧٢٨هـ): في الرد على هؤلاء : حيث قال: يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسول يومًا من الدهر ولا أحد من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه؛

২৩৫. দেখুন ই'তিক্বাদু আয়িম্মাতিস সালাফ ১২৫ পৃঃ।

২৩৬. নাযারাত অতায়াম্মুলাত ডঃ আল খুমাইয়িস শরীফ ২৯০ পৃঃ।

ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا؛ فانه الحق، وما دل على ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه؟ ثم رسول الله ﷺ قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، فقد علم ما سيكون. ثم قال ”إني تارك فيكم ما إن تمسكن به لن تضلوا، كتاب الله“.

وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية ”هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي“

فহেলা قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات : فهو ضال ؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، (وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ১৯/৫-২০ كتاب التوحيد للعلامة ابن منده ১১/২).

১১. মাতুরিদিয়া ও অন্যান্যদের হিফাতের ক্ষেত্রে আক্বীদা বা বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে অষ্টম শতাব্দীর সংস্কারক শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহু তা’আলা (মৃতঃ ৭২৮ হিঃ) আক্ষেপ করে বলেছেন যে, হায় সুবহানাল্লাহ! রাসূল জীবনেও কোন দিন বললেন না, এ ছাড়া এ উম্মতের কোন সালাফ তথা ছাহাবী ও তাবেয়ীও বললেন না যে, “ এ সকল আয়াত এবং হাদীছসমূহ বাহ্যিকভাবে যা বুঝায় তা বিশ্বাস করোনা, বরং তোমরা এসব বাদ দিয়ে তোমাদের যুক্তিতে বা অনুমানে যা আসে তাই-ই বিশ্বাস কর। কেননা তাই হক্। বাহ্যিকভাবে যা বুঝায় তা বিশ্বাস করোনা বা তার বিরুদ্ধাচরণ কর। অথবা তোমরা এতে ভেবে দেখ যা তোমাদের বিবেকের আওতায় আসে তা গ্রহণ কর। আর যা না আসে তা গ্রহণে বিরত থাক। অথবা তা নিষেধ কর! এরূপ কিছুইতো বলেননি!

বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উম্মত সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, তাঁর উম্মত অদূর ভবিষ্যতে ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। (যা ঘটবে তিনি হয়তো অহীর মাধ্যমে জেনেছিলেন)। সেহেতু বলেছেন যে, “আমি তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি আল্লাহর কিতাব (ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ) যে তা দৃঢ়রূপে ধারণ করবে সে কোন দিন পথ ভ্রষ্ট হবে না।”

শাইখুল ইসলাম অপর একটি বর্ণনা উল্লেখ করে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় তুলে ধরেন যে, তারাই হলো মুক্তিপ্রাপ্ত যারা আমি এবং আমার ছাহাবীদের বর্তমান আদর্শ ও নীতিমালার হুবহু অনুসরণ করবে।

ইবনু তাইমিয়া আফসোস করে আরো বলেন যে, কেন রাসূল বললেন না যে, যে ব্যক্তি আক্বীদার ক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন এর উপর আমল করবে বা কুরআনের ইঙ্গিত বা উদ্দেশ্য অথবা প্রকাশ্য অর্থের উপরে আমল করবে সে পথ ভ্রষ্ট হবে! বরং হিদায়াত প্রাপ্ত সেই যে তোমাদের মস্তিষ্ক প্রসূত যুক্তি বা বিবেকের দিকে ধাবিত হবে। আর তোমাদের মধ্যে তিন শতাব্দীর পরে সৃষ্ট যুক্তিবাদীদের যুক্তির মাপকাঠিতে এ ধরনের যে মতবাদ আবিষ্কার হবে, তাই-ই হক্ক বা গ্রহণ যোগ্য!

এরূপ কিছুইতো তিনি কোন দিন বলেননি এবং ইঙ্গিতও প্রদান করেননি! ২৩৭

وقال رحمه الله تعالى:

ومن تلك الفتن التي خطط لها أعداء الإسلام للكيـد للإسلام وأهله. وهي من تخطيط اليهود وكيدهم، تلك الأفكار التي بثها وأثار الفتنة والفرقة بها بين الأمة الإسلامية، الجهم بن صفوان وهي نفي كل ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ من أسماء الله وصفاته، فقد ثبت أن الجهم ابن

২৩৭. দেখুন মাজমু' ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া প্রণীত ৫ম খণ্ড ১৯-২০ পৃঃ এবং মুকাদ্দামা কিতাবুত তাওহীদ হফয ইবনু মান্দাহ প্রণীত ২য় খণ্ড ১১ পৃঃ।

صفوان أخذ مقالته في نفى أسماء الله وصفاته عن الجعد بن درهم، والجعد أخذ التعطيل عن أبان، وأخذ أبان عن طالوت، وأخذ طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله ﷺ . (انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠/٥ وكتاب التوحيد للحافظ بن منده ص ٧).

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া আরও বলেন যে, ইসলাম ও মুসলিমদেরকে বিপর্যয়মুখী করতে ইসলামের দূশমনরা ইসলামের বিরুদ্ধে ফেতনা-ফাসাদ ও ষড়যন্ত্রের যে জাল পেতেছিল তার মূলে ছিল ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র। উম্মতে ইসলামীয়ার মাঝে বিভেদ ছড়িয়ে দেয়ার মূল হোতা ছিল জাহাম বিন ছাফওয়ান। ঐ ব্যক্তিই কুরআন ও সুন্নায বর্ণিত সকল আসমা ও ছিফাতকে অস্বীকার করেছিল।

এটা নিশ্চিত যে, জাহাম বিন ছাফওয়ান এ দূরভিসন্ধিমূলক ঘৃণ্য উক্তি তথা “আসমা ও ছিফাত বিলুপ্তিকরণ” জা’দ বিন দেরহাম থেকে গ্রহণ করেছিল। আর জা’দ গ্রহণ করেছিল আবান থেকে। আবান ত্বালূত থেকে এবং ত্বালূত লাবীদ বিন আ’ছাম নামক কুখ্যাত ইয়াহুদী থেকে যে রাসূল ছান্নান্নাহু আলাইহি অসাল্লামকে জাদু করেছিল।^{২৩৮}

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن عقيدة أهل السنة والجماعة: وهم يؤمنون بالله “ليس كمثله شيء وهو السميع البصير” فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفات خلق، لأنه سبحانه: لَا سَمِيَّ لَهُ، وَلَا كُفَّاءَ لَهُ، وَلَا نَدَّ، وَلَا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من خلقه،

২৩৮. ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম রচিত ৫ম খণ্ড ২০ পৃঃ এবং মুকাদ্দামা কিতাবুত তাওহীদ হফেয ইবনু মান্দাহ প্রণীত ৭ পৃঃ।

(انظر مجموع الفتاوى ٢٧/٥ والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بشرح العلامة محمد هراس من ص ٦٩-٧٤).

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) আহলুস সুন্নাহ অল জামা'আতের আসমা' অসছিফাতের ক্ষেত্রে আক্বীদা তুলে ধরেন যে,

* তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন এরূপে যে, তাঁর অনুরূপ কিছুই নেই এবং তিনি অতিশয় শ্রবণকারী, অতিশয় দর্শনকারী।

* আহলে সুন্নাহ অল-জামা'আত আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের জন্য যেসব গুণাবলী উল্লেখ করেছেন তাঁরা তা নিষেধ করেন না।

* তাঁরা আল্লাহর কালামকে স্থায়ী স্থানচ্যুৎ করেন না এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও করেন না।

* তাঁরা আল্লাহর নাম ও গুণসমূহকে অস্বীকার বা অপব্যাখ্যা করেন না।

* তাঁরা সৃষ্টিজীবের গুণাবলীর সাথে স্রষ্টার গুণাবলীকে সাদৃশ্য দান করেন না এবং স্বরূপও বর্ণনা করেন না। কেননা তিনি মহান ও পবিত্র তাঁর কোন নযীর নেই, সমকক্ষ এবং শরীক নেই। আর তাই আল্লাহর সাথে তাঁর সৃষ্টিজীবের কোন প্রকার তুলনা করা চলেনা। যেহেতু তিনি তাঁর নিজের ও অপরের সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন। তিনি সকল সৃষ্টিজীব হতে অধিক সত্যবাদী ও সর্বাপেক্ষা সঠিক কথা বলেন।^{২৩৯}

১২. قال العلامة ابن القيم رحمه الله (ت: ٧٥١هـ): في بيان ذم التأويل

في كتابه "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعتلة"

إن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل، لأن التأويل يجد بابًا مفتوحًا لما يقصده من تشييت كلمة أهل الدين وتبديد

২৩৯. শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া প্রণীত মাজমু' ফাতাওয়া ৫ম খণ্ড ২৭ পৃঃ এবং আক্বীদা আল অসিতিয়া আল্লামা মুহাম্মদ খলীল হাররাস এর ব্যাখ্যা কৃত ৬৯-৭৪ পৃঃ।

نظامهم، فيقول ما شاء ويدعى ما أحب ولا يقدر على منعه من ذلك. (انظر الكتاب المذكور في فصل الخامس عشر ٣٤٨/١).

১২. আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ (মৃতঃ ৭৫১ হিজরী) দূরবর্তী ব্যাখ্যার অনিষ্ট সম্পর্কে স্বীয় গ্রন্থ “আহুছাওয়ায়েকুল মুরসালায়” বলেছেন যে, দূরবর্তী কিংবা ভিন্ন ব্যাখ্যার দ্বার উন্মুক্ত করাই হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়ায় বিপর্যয় ডেকে আনার মূল কারণ। কেননা ভিন্ন ব্যাখ্যাকারী ধর্মীয় লোকদের কালেমা ও নীতি ভংগকরণে ইচ্ছা মাফিক ব্যাখ্যা করার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ফলে যা ইচ্ছা তাই বলে, যা ইচ্ছা তাই দাবী করে, সে এথেকে নিজেকে বিরত রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।^{২৪০}

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: وقد تنازع الصحابة في بعض مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانًا ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات. بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يؤولوها ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلاً ولا ضربوا لها أمثالاً، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها. بل تلقوها بالقبول والتسليم. (انظر أعلام الموقعين ٤٩/١ و كتاب التوحيد لابن منده ٩/٢).

ইমাম ইবনুল কাইয়িম জাওযিয়াহ আরো বলেন যে, ছাহাবায়ে কেলাম ধর্মীয় আহকামের ক্ষেত্রে (আদেশ ও নিষেধসমূহে) অনেকেই মতবিরোধ করেছেন। অথচ তাঁরা হলেন মুমিনদের মাঝে নেতৃস্থানীয় এবং উম্মতের মাঝে পরিপূর্ণ ঈমানদার। আল্লাহর অশেষ রহমতে তাঁরা একটি বিষয়ে মতবিরোধ করেননি। আর তা হলো “আসমা অছছিফাত” বা “আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে” তাঁরা সকলেই কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত আসমা অছছিফাত সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরা ঐ সব ছিফাতকে ভিন্ন ব্যাখ্যা করেননি

এবং সেগুলোকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তনও করেননি, কোন প্রকার উদাহরণ উপস্থিত করেননি। তাদের মাঝ থেকে কেউ কোন দিন বলেননি যে, এসব ছিফাতের আসল অর্থ না করে রূপক অর্থে ব্যবহার করতে হবে! বরং হুবহু সেটা যেভাবে এসেছে সেভাবেই গ্রহণ করেছেন এবং মেনে নিয়েছেন।^{২৪১}

ثم قال رحمه الله: إن أهل الإيمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما شرطه الله عليهم بقوله: ”فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر“ (النساء-٥٩).

والصحابه أجمعوا على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول ﷺ هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. (المصدر نفسه).

অতঃপর তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, ঈমানদার-দেরকে কতিপয় ধর্মীয় আহকামের বিষয়ে মতানৈক্যের কারণে তাদেরকে প্রকৃত ঈমান থেকে বহিস্কৃত করে না যখন তারা তাদের বিতর্কিত বিষয়ের সমাধানকল্পে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যেভাবে আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি শর্তারোপ করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ তোমরা তোমাদের বিতর্কিত বিষয়ের সমাধানকল্পে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক।^{২৪২}

ছাহাবীগণ সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন এ বিষয়ে যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহর দিকে ফিরানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর কিতাব আল কুরআনের দিকে ফিরানো। আর রাসূলের দিকে ফিরানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর মৃত্যুর পূর্ব

২৪১. আ‘লামুল মুয়াক্কেষীন ১ম খণ্ড ৪৯ পৃঃ এবং কিতাবুত তাওহীদ ইবনু মান্দাহ প্রণীত ২য়:খণ্ড ৯ পৃঃ।

২৪২. আন্ নিসাঃ ৫৯ আয়াত।

মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দিকেই, আর মৃত্যুর পর তাঁর সূন্নাহের অর্থাৎ ছহীহ হাদীছের দিকে।^{২৪৩}

১৩. وقال الشاطبي رحمه الله (ت: ٧٩٠هـ): إن الشريعة بينت أن أحكام الله على العباد لا يكون إلا بما شرع في دينه على السنة أنبيائه ورسله، ولذلك قال تعالى: “وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا”

وقال: “فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول”

وقال: “إن الحكم إلا لله”

وأشبه ذلك من الآيات والأحاديث، فخرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل له مجال في التشريع وأنه محسن ومقبح فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه، (الإعتصام ١/ ٤٥).

১৩. ইমাম শাট্বেবী রাহিমাহুল্লাহ (মৃতঃ ৭৯০ হিঃ) বলেছেন যে, ইসলাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, আল্লাহর নির্দেশাবলী তাঁর বান্দাদের উপর কেবল মাত্র তা-ই, যা তিনি তাঁর নবী ও রাসূলগণের মুখে নির্ধারণ করেছেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন যে,

قال الله تعالى: “وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا” (الإسراء: ১০).

আমি কোন জাতিকে ঐ পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করি না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাঝে রাসূল প্রেরণ না করি।^{২৪৪}

وقال: “فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول” (النساء: ৫৭).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ বলেনঃ যদি তোমরা হে (মুসলিমগণ) ধর্মের কোন (মূল ও শাখা) বিষয়ে মতানৈক্য বা ঝগড়ায় লিপ্ত হও তাহলে

বিষয়টিকে সমাধান কল্পে কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দাও, তথা ধাবিত হও।^{২৪৫}

وقال تعالى: “إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ” (الأنعام: ৫৭).

আল্লাহ্ আরো বলেনঃ আল্লাহ্ ছাড়া কারো নির্দেশ চলবে না। (আল আনআমঃ ৫৭ আয়াত)।

এ ধরনের আয়াত ও হাদীছসমূহকে বাদ দিয়ে একটি দল বের হয়েছে যারা বলে যে, শরী‘আতে বিবেকের অবকাশ রয়েছে। সুতরাং এদ্বারা তারা ধর্মে এমন কিছু নব আবিষ্কার করেছে যা ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়।^{২৪৬}

১৬. وقال ابن أبي العز الحنفى رحمه الله (ت: ৭৭৫): وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص، أو عارض النص بالعقول فقد ضاهى إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال: “أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين” (شرح العقيدة الطحاوية ص ১৯০-১৯১).

১৪. আল্লামা ইবনু আবীল ইয়্ হানাফী রাহিমাহুল্লাহ (মৃতঃ ৭৯২ হিজরী) বলেছেন যে, যে সমস্ত লোক ধর্মীয় বিষয়ে ইচ্ছা মারফিক, অভিরূচি এবং রাজনীতি অনুযায়ী নিজের অভিমত পোষণ করে স্পষ্ট দলীল প্রাপ্তির পর, অথবা যুক্তি দ্বারা দলীলের বিরোধিতা করে, সে যেন ইবলীস শয়তানের অনুরূপ কাজ করল। যেহেতু ইবলীস তার প্রভুর আদেশ পালন করেনি বরং বলেছিল যা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেনঃ

قال سبحانه وتعالى: “مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ” (الاعراف - ১২).

২৪৫. আন্ নিসাঃ ৫৯ আয়াত এবং দেখুন তাফসীর ইবনু কাছীর মুহাক্কাক ২য় ভ ৩৪৫- ৩৪৬ পৃঃ।

২৪৬. দেখুন আল ই‘তিহাম আল্লামা শাত্তেবী প্রণীত ১ম খণ্ড ৪৫ পৃঃ।

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ সুবহানাহু অতা‘আলা শয়তানকে বললেন যে, আমি যখন আদেশ করলাম তখন তোমাকে কিসে বাধা দিল আদমকে সাজদা করতে। শয়তান বলল, আমি আদম থেকে উত্তম। কেননা আমাকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নি থেকে আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।^{২৪৭}

অর্থাৎ শয়তান لعنه الله, মহান স্রষ্টার নির্দেশের সম্মুখে এ যুক্তি প্রদর্শন করল যে, হে আল্লাহ! আপনি কিভাবে আমাকে আদমকে সাজদা করতে বলেন অথচ আমি আদম হতে উত্তম। কেননা তাঁর সৃষ্টি মাটি থেকে আর আমার সৃষ্টি অগ্নি থেকে। (অগ্নি মাটি হতে উত্তম) আল্লাহর নির্দেশের সামনে শয়তানের যুক্তি প্রদর্শন ছিল চরম নাফরমানী ও মহা অন্যায়। এছাড়া তার যুক্তিও বাতিল, কেননা আদম আলাইহিস সালামকে স্বয়ং আল্লাহ নিজ হস্তে তৈরী করেছেন এবং জীবন দান করেছেন, ফলে শয়তান অপেক্ষা বহু উর্ধ্ব তাঁর মর্যাদা। শয়তান এ যুক্তির দ্বারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্যের ফলে চিরতরে অভিশপ্ত হয়ে গেল।^{২৪৮}

قال العلامة السيد سابق رحمه الله: والله سبحانه لا يماثله شيء، ولا

يماثل شيئاً، فكل ما خطر ببالك فهو بخلاف ذلك، لأن العقل البشري

أقصر وعاجز من أن يفهم ذلك ولهذا قال سبحانه: 'ليس كمثله شيء'

শাইখ আস সাইয়েদ সাবেক বলেন যে, কোন কিছুই আল্লাহ সুবহানাহু অতা‘আলার আনুরূপ্য গ্রহণ করতে পারে না এবং তিনি কোন বস্তুর আনুরূপ্য গ্রহণ করেন না। তাই সকলের কল্পনায় বা চিন্তা-চেতনায় তাঁর ছিফাত সম্পর্কে যা কিছুই আসবে তিনি তারই বিপরীত এবং বহু উর্ধ্ব। কেননা তা বুঝতে মানুষের বুদ্ধি সম্পূর্ণ অপারগ। তাই তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেছেন যে, “তাঁর মত কোন কিছুই নেই।”

وقال رحمه الله:

ولأن الإنسان خلق ضعيفاً والله قوي عزيز.

২৪৭. আল আরাফঃ ১২ আয়াত, দেখুন শারহু আক্বীদাতিত ত্বাহাবীয়াহ ১৯০-১৯১ পৃঃ।

২৪৮. তাফসীর ইবনু কাছীর ৩য় খণ্ড ৩৯২ পৃঃ।

والإنسان خلق فقيرًا والله غني حميد.
 الإنسان والد ومولود، والله لم يلد ولم يولد.
 الإنسان نسائي، والله لا يضل ولا ينسى.
 الإنسان ناقص، والله هو الكمل المطلق.
 الإنسان محكوم عليه بالموت، والله حي لا يموت.
 انظر العقائد الإسلامية للسيد سابق (ص ৫৭).

তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন আল্লাহর সাথে মানুষের সর্বপ্রকার সাদৃশ্যতা ও উদাহরণ প্রযোজ্য না হওয়ার কতিপয় কারণ হচ্ছে এই যে,

* মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় দুর্বল করে, পক্ষান্তরে আল্লাহ হলেন সীমাহীন শক্তিদর ও পরাক্রমশালী।

* মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দরিদ্র করে, আর আল্লাহ হচ্ছেন প্রশংসিত ধনী (কেননা মানুষের ধন-সম্পদ সীমিত ও অস্থায়ী আর আল্লাহর ধন সীমাহীন ও চিরস্থায়ী)।

* মানুষ মানুষ থেকে জন্ম নেয় এবং জন্ম দেয়, অথচ আল্লাহ কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি। (কারণ তিনি স্রষ্টা আর মানুষ সৃষ্টজীব)।

* মানুষ ভুল করে এবং ভুলে যায়, পক্ষান্তরে আল্লাহ কোন দিন লক্ষ্যচ্যুত হননা এবং কখনো ভুল করেন না।

* মানুষ সর্বদিক থেকে ত্রুটিযুক্ত, আর আল্লাহ সর্বদিকেই কামেল এবং সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। (الله أكبر)

* মানুষ মৃত্যু মুখে ঢলে পড়ে তথা মানুষ মরণশীল। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলা কস্মিনকালেও মৃত্যু বরণ করবেন না। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।^{২৪৯}

সম্মানিত পাঠক,

স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে উপরোক্ত এরূপ শতাধিক পার্থক্যের প্রেক্ষাপটে একথাই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো যে, মহান আল্লাহর গুণাবলী যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা স্বীকৃত ও সাব্যস্ত তা অবশ্যই হক্ক ও যথার্থ। তাঁর পূর্ণ গুণাবলীর সাথে সৃষ্টজীবের দুর্বল ও অপূর্ণ গুণাবলীর কোনই তুলনা করা চলবে না। আনুরূপ্য পোষণ করা বৈধ হবে না এবং ভিন্ন ব্যাখ্যা করে সেসব পবিত্র গুণাবলীকে নিক্রীয় করা বা অমান্য করা কিংবা পরিত্যাগ করা অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

আরো লক্ষণীয় যে, সূরা আশ্ শূরা ১১ আয়াতের আলোকে এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে এরূপ অগণিত পার্থক্যের কারণে কোন ক্রমেই বলা যাবে না যা মুশাব্বিহা সম্প্রদায় বলে থাকে যে, আল্লাহর গুণাবলী বান্দার গুণাবলীর মতই। কেননা এটাও মারাত্মক অপরাধ!

১৬. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (ت: ১৬১২হ): إِنَّ صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية: أن يؤمن بها على ما جاءت، دون أن يرجع الى شيء سوى النصوص.

ويدل لذلك القرآن والعقل: ففي القرآن: يقول الله عز وجل: “قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ” (الأعراف: ৩৩).

ثم قال الشيخ ابن عثيمين: فإذا وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه، فقد قلت عليه ما لا تعلم، وهذا محرم بنص القرآن، وأما الدليل العقلي،

فلأن صفات الله تعالى من الأمور الغيبية ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل، وحينئذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسه، ولا

نكيف صفاته، لأن ذلك غير ممكن، مثل: نعيم الجنة من الفواكه والخور العين وغيرها مع أنه مخلوق ولكن لا ندرك ما وصف الله به لقوله تعالى: “فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون” (السجدة: ١٧).

وفي الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، (رواه البخاري في صفة الجنة).
 فإذا كان هذا في المخلوق الذي وصف بصفات معلومة المعنى ولا تعلم حقيقتها، فكيف بالخالق!

ومثال آخر: الإنسان فيه روح، ولا يحيا إلا بها، لو لا أن الروح في بدنه ما حيي ولكن لا يستطيع أحد أن يصف الروح فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم يصف به نفسه ولا بد إذا تحقق ثبوت الصفات لله، (انظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين رحمه الله تعالى ٧٥/١-٧٦).

১৬. আল্লামা ইবনু উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ (মৃতঃ ১৪২২ হিঃ) (ইতোপূর্বে উল্লেখিত ছিফাতে ভ্রান্তিপূর্ণ ফিকাসমূহের জবাবে) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী হচ্ছে গায়েবী বা অদৃশ্য বস্তুসমূহের অন্তর্গত। আর গায়েবী বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো এই যে, কুরআন ও হুহীহ হাদীছে যেরূপে বর্ণনা এসেছে ঠিক সেরূপেই তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা। দলীল ব্যতীত অন্য দিকে প্রত্যাভর্তন না করা।

উপরোক্ত কথার দলীল হলো পবিত্র কুরআন ও সুস্থ জ্ঞান বুদ্ধি :

প্রথমতঃ কুরআনুল কারীমঃ যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, (হে নবী) আপনি বলুন! আমার পালনকর্তা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন। আর হারাম করেছেন গুনাহ, অন্যায়-বিদ্রোহ, আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কো-

দলীল নাযিল করেননি। আর আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না। (আল আরাফঃ ৩৩ আয়াত)।

শাইখ ইবনু উছাইমীন বলেন যে, যদি আপনি আল্লাহ্র শানে এরূপ গুণাবলী সাব্যস্ত করেন যা আল্লাহু স্বয়ং বলেননি, তাহলে আপনি আল্লাহ্র প্রতি এরূপ কথা বললেন, যে ব্যাপারে আপনার মোটেই জ্ঞান নেই। অর্থাৎ না জেনে কোন বিষয়ে কথা বলা কুরআনের স্পষ্ট দলীল দ্বারা হারাম! (এটা মুশাব্বিহা ও জাহমিয়াদের প্রতি দাঁত ভাঙ্গা জবাব। যারা আল্লাহ্র ছিফাত সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করে যা আল্লাহু বলেননি তারা না জেনে আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে কথা বলে যা শরী‘আতে স্পষ্ট হারাম)।

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ জ্ঞানঃ যেহেতু আল্লাহু তা‘আলার ছিফাতসমূহ হচ্ছে অদৃশ্য বিষয়সমূহের অন্তর্গত, সেহেতু আমাদের সাধারণ জ্ঞান দ্বারা তা-জানা বা বুঝা অসম্ভব। ফলে আমাদের তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বরং আল্লাহু যা বলেননি বা সাব্যস্ত করেননি তা আমরাও বলব না, ও সাব্যস্ত করব না এবং তাঁর মহান গুণাবলীর স্বরূপ বা ধরণ বর্ণনা করব না। কেননা তা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

প্রথম উদাহরণঃ জান্নাতের উন্নত নি‘আমতসমূহের বর্ণনাঃ যেমন ফল-মূল, হূর প্রভৃতি যা আল্লাহু সৃষ্টি করে রেখেছেন, কিন্তু আমরা তার স্বরূপ বর্ণনা করতে অপারগ- যা আল্লাহ্র বাণী দ্বারা জানা যায়।

আল্লাহু তা‘আলা বলেনঃ কেউ জানেনা তার কৃতকর্মের বিনিময়ে কি-কি চক্ষু শীতলকর প্রতিদান লুকায়িত আছে। (আস্ সাজদাঃ ১৭ আয়াত) হাদীছে কুদসীতে রয়েছে আল্লাহু বলেনঃ “আমি আমার সৎ আমলদার বান্দাদের জন্যে এমন উন্নত নি‘আমত তৈরী করে রেখেছি যা কোন চক্ষু কোন দিন দেখেনি, কোন কর্ণ কোন দিন শ্রবণ করেনি এবং কোন মানব মনে উদয় হয়নি। (দেখুন বুখারী শরীফ জান্নাতের অধ্যায়) (আল্লাহু আমাদেরকে জান্নাত নহীব করুন)।

আল্লামা ইবনু উছাইমীন বলেছেন যে, জান্নাতের এসব নি‘আমতের বর্ণনা যার অর্থ আমাদের জানা রয়েছে কিন্তু তার প্রকৃত স্বরূপ বা ধরণ

জানা নেই। তাহলে স্রষ্টা সম্পর্কে কিভাবে জানা যাবে? এবং সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কেই বা কিরূপে জানা সম্ভব হবে?

দ্বিতীয় উদাহরণঃ মানুষের মাঝে জীবন বা আত্মা রয়েছে কোন ক্রমেই তা ব্যতীত কেউ বাঁচবেনা। যদি রুহ বা আত্মা কারো দেহে বিদ্যমান না থাকে তাহলে তাকে মৃত বলা হয়। কিন্তু এ নিখিল ধরণীর কারো ক্ষমতা নেই যে, রুহ বা আত্মার প্রকৃত অবস্থা কিরূপ বা কোন্ আকৃতির তা উদ্ঘাটন করে। মানুষের দেহাভ্যন্তরে থাকার পরও যখন তার স্বরূপ বর্ণনা করতে সবাই-ই অপারগ! তাহলে মানুষ কিরূপে বিশ্বনিয়ন্তা মহান প্রতিপালকের এরূপ গুণাবলী নির্ণয় করার ব্যর্থ চেষ্টা করবে, যে বিষয়ে তিনি স্বয়ং কিছু উল্লেখ করেননি। (الله أكبر)

সেহেতু এতে এটাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হলো যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য অবশ্যই নির্দিষ্ট ছিফাত বা গুণাবলী রয়েছে। (যে রূপে তাঁর মহান শানের জন্য প্রযোজ্য)।^{২৫০}

১৭. نقل العلامة الدكتور صالح الفوزان قول ابن خزيمة في الرد على هؤلاء : حيث قال رحمه الله : أما قول أكابرهم أن معاني هذه النصوص لا يعلمه إلا الله، وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب صرفها عن ظواهرها، فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص لا الملائكة إلى أن قال رحمه الله أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، (انظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ... لفضيحة الدكتور صالح الفوزان ص ١٢٩-١٤٠).

১৭. আল্লামা ডঃ ছালেহ আল ফাউযান ঐসব ভ্রান্ত লোকেদের প্রতিবাদে ইমাম ইবনু খুযাইমার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যাতে তিনি বলেন যে, তাদের পূর্ববর্তীদের আকীদা এই যে, এ সকল ছিফাতের দলীল

২৫০. দেখুন শারহুল আকীদা আল ওয়াসিত্বিয়া শাইখ ইবনু উছাইমীন প্রণীত ১ম খণ্ড ৭৪-৭৬ পৃঃ।

প্রমাণের অর্থ বা উদ্দেশ্য আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানেনা। তাই আল্লাহ্ এদ্বারা যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তার প্রকাশ্য অর্থকে পরিবর্তন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। তাদের ঐসকল কথার আলোকে আরো প্রকাশ পায় যে, নবী ও রাসূলগণের প্রতি নাযিলকৃত ঐ সব দলীল প্রমাণের অর্থ তাঁরা নিজেরাও জানতেন না! ফেরেস্তাগণও নয়, প্রথম যুগের মনীষীবৃন্দও নন। তাই আল্লাহ্ কুরআনে তাঁর যে সকল ছিফাত উল্লেখ করেছেন নবীগণ তার অর্থ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ছিলেন না। বরং তাঁরা (নবীগণ) এরূপ কথা বলতেন যা তাঁরা নিজেরাই জানতেন না। তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, আর ইহা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রতি এবং নবীদের প্রতি স্পষ্ট আঘাত বা অপমানজনক উক্তি! (যা বলা কোন মুসলমানের জন্যে আদৌ সমীচীন নয়)।^{২৫১}

১৮. قال الدكتور محمد الخميس: إذا كانت العقول عاجزة عن إدراك كنه الله تعالى، فهي عاجزة كذلك عن إدراك كيفية صفاته، (نظرات و تأملات ص ২৮৩)।

১৮. ডঃ মুহাম্মদ খুমাইয়িস বলেন যে, বিবেক বুদ্ধি যেমন মহান আল্লাহর প্রকৃত অবস্থা জানতে অপারগ, অনুরূপভাবে তাঁর মহান গুণাবলী সম্পর্কে জানতেও অপারগ।^{২৫২}

১৯. قال الدكتور علي بن محمد الفقيهي: إن سلف الأمة ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، جميعهم على منهج واحد في باب أسماء الله وصفاته يثبتونها لله كما أثبتنا لنفسه، لا يؤلونها ولا يصرفونها عن ظاهرها بل يؤمنون بها إيماناً كاملاً من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وقد تبعهم أكثر العالم الإسلامي في الأحكام الشرعية العملية، فنجد منهم - الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي

২৫১. দেখুন আল ইরশাদ ইলা ছাহীহিল ইতিক্বাদ শাইখ হালেহ আল ফাউযান প্রণীত ১৩৯-১৪০ পৃঃ।

২৫২. নায়ারাত অতা'আম্মুলাত ২৮৩ পৃঃ।

من اتباع هؤلاء الأئمة الأربعة في المذهب مقلدا له وقد يكون متعصبا ولكن عجباً وهم في المعتقد، إما أشعري أو ماتوريدي أو جهمي أو معتزلي! (انظر التعليق على كتاب التوحيد لابن منده ١٣/٣).

১৯. ডক্টর আলী বিন মুহাম্মদ আল ফাকীহী বলেনঃ এ উম্মতের সালাফে ছালাহীন এবং তাদের মাঝে ইমাম চতুষ্টয় আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ রাহিমাহুমুল্লাহ সকলেই আসমা অছছিফাতের ক্ষেত্রে একই মানহাজ বা কর্মধারার উপরে ছিলেন। আল্লাহর জন্য আল্লাহ স্বয়ং যে গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন তারাও তা সাব্যস্ত করেছেন। বিনা প্রশ্নে ঐসব ছিফাত মেনে নিয়েছেন। ঐসব ছিফাতের কোন প্রকার ব্যাখ্যা করেননি এবং তার প্রকাশ্য অর্থ পরিহার করে অন্য কোন রূপক বা গৌণ অর্থ ব্যবহার করেননি। বরং তার প্রতি পূর্ণরূপে ঈমান গ্রহণ করতেন বিনা অনুরূপ বর্ণনায়, বিনা উদাহরণে, বিনা তুলনায় এবং বিনা নিষ্ক্রিয়করণে।

তিনি বিশ্বয় প্রকাশ করে বলেন যে, ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম তাদেরকে (ইমাম চতুষ্টয়কে) শরীয়তের অন্যান্য আমলগত বিষয়ে অনুসরণ করেন। ফলে কেউ হানাফী, কেউ মালেকী, কেউ শাফেয়ী, কেউ হাম্বলী, আবার এদের কেউ কখনো ইমাম চতুষ্টয়ের কারো অস্বাভাবিক চরমে পৌঁছে যায়! অথচ ইসলামের মৌলিক বিষয় তথা আক্বীদার ক্ষেত্রে কেউ আশ'আরী, কেউ মাতুরীদী, কেউ জাহমী, কেউ মুতাজেলী?! (আল্লাহ সবাইকে এ পার্থক্য বুঝে হক্ক গ্রহণের তাওফীক দিন। (আমিন) ২৫০

توحيد الاسماء والصفات قسماً

তাওহীদুল আসমা অছছিফাত বা আল্লাহর নাম ও

গুণাবলীর একত্ব প্রধানত দু'প্রকারঃ

القسم الأول: (سَلْبٌ) أى نفى للنقائص والعيوب عن الله تعالى،

والقسم الثانى: (إِثْبَاتٌ) وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى،

أما القسم الأول: فهو كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ﷺ

من صفات النقص، وهذا السلب على قسمين: سلب متصل وسلب منفصل.

প্রথম প্রকার হচ্ছে (সাল্ব) নির্মলকরণঃ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে সর্বপ্রকার দোষ ত্রুটি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে (ইছবাত) সাব্যস্তকরণঃ তথা মহান আল্লাহর জন্য সর্ব প্রকার পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী সাব্যস্ত করা।

প্রথম প্রকারের সংজ্ঞা হলোঃ ঐ সমস্ত ত্রুটিযুক্ত গুণাবলী হতে আল্লাহকে মুক্ত করা যা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর জন্য নিষেধ করেছেন অথবা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর জন্য নিষেধ করেছেন।

এ সাল্ব (নির্মলকরণ) দু'প্রকারঃ মুত্তাছিল ও মুন্ফাছিল।

سَلْبٌ مُّتَّصِلٌ: هو كل ما يناقض صفة من صفات الكمال التى وصف

الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله ﷺ كنفى الموت المنافى للحياة، قال تعالى

”وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ“ (الفرقان - ৫৮).

ক. মুত্তাছিল

সাল্ব মুত্তাছিল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম- আল্লাহর জন্য যে সমস্ত পরিপূর্ণ গুণাবলী বর্ণনা

করেছেন তাকে অন্য কোন বিনষ্টকারী গুণ থেকে মুক্ত করা। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলার জন্য জীবনের বিপরীত বিষয় 'মৃত্যু' নিষিদ্ধ করা। যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ আপনি সেই চিরজীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই। (আল ফুরকানঃ ৫৮ আয়াত)।

ونفى العجز المنافى للقدرة
নিষিদ্ধ করা।

قال الله عز وجل: ”وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ“ (سورة ق: ৩৮).

যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (ক্বাফঃ ৩৮ আয়াত)।

(ব): سَلْبٌ منفصل: وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من خصائصه التي لا تنبغي إلا له، وذلك كفى الشريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا،

খ. সালব মুন্ফাছিলঃ

সালব মুন্ফাছিল হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু অত্যালাকে তাঁর কোন বৈশিষ্ট্য যা তিনি ব্যতীত অপর কারো জন্য শোভনীয় নয়, তাতে সৃষ্টি জগতের কারো কর্তৃক তাঁর সাথে অংশীস্থাপন থেকে পূত-পবিত্র করা। যেমন তাঁর প্রভুত্বে, দাসত্বে এবং অতি সুন্দর নাম ও উন্নত গুণাবলী হতে অংশীদারিত্ব দূর করে পবিত্র করা।

قال تعالى: نافيًا عن نفسه اتخاذ صاحبة أى الزوجة ومثَرًا نفسه عن الولد والند والشريك، ”قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد“ قوله: الله أحد يعنى هو الواحد الأحد، الذى لا نظير له ولا نديد ولا شبيه ولا عديل (الله الصمد) يعنى الذى يصمد الخلائق فيه فى حوائجهم ومسائلهم، (لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد)

أى: ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، (ابن كثير المحقق ٥٢٧/٨-٥٢٨).

আল্লাহ্ তা‘আলা নিজেকে স্ত্রী, সন্তান ও সর্বপ্রকার শরীক গ্রহণ হতে নিষেধ করেছেন যেমন সূরা ইখলাছে রয়েছে যে, বলুন, আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি, তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই (সূরা ইখলাছ)। “আল্লাহ্ একক”

অর্থাৎ: তিনি এক, একক যার কোন দৃষ্টান্ত নেই, কোন নযীর নেই, কোন শরীক নেই, কোন উপমা নেই এবং কোন সমকক্ষ নেই। “আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন” অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি জগত তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ও দু‘আসমূহে তাঁর দিকেই কেবলমাত্র মুখাপেক্ষী। “তিনি কাউকে জন্ম দেননি” অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র কোন প্রকার ছেলে-মেয়ে, মাতা-পিতা, স্ত্রী কিছুই নেই।^{২৫৪}

এ প্রসঙ্গে কুরআনে একাধিক আয়াত রয়েছে তন্মধ্যে যেমনঃ

قال الله تعالى: “بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” (الأنعام- ١٠١). أى: هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه من نظير يساميه أو قريب يدانيه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ولا يخفى عليه شيء من أمور الخلق. (انظر تفسير ابن كثير ٢/ ٢١٧ والتفسير الميسر ص ١٤٠ والعقيدة الواسطية ٣٣١-٣٣٤).

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক; কিরূপে তাঁর সন্তান হতে পারে? অথচ তাঁর কোন সঙ্গিনীই নেই। তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনি সকল বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত আছেন। (আল্ আন‘আমঃ ১০১ আয়াত)। অর্থাৎ: তিনি প্রত্যেক বস্তুর

একচ্ছত্র মালিক এবং সৃষ্টিকর্তা। তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রী থাকা তো দূরের কথা, সৃষ্টজগতে তাঁর কোন দৃষ্টান্তই নেই যে, সে তাঁর সমকক্ষ বা সমপর্যায়ের হবে। অথবা এমন কোন নিকটস্থ নেই যে তাঁর ধারে কাছে পৌছবে! সুতরাং কিরূপে তাঁর জন্যে এসব হবে অথচ আল্লাহ সৃষ্ট জগতের এসব ছিফাত তথা স্ত্রী, মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি হতে সম্পূর্ণ পুত-পবিত্র, সুউচ্চ ও সুমহান। আর সৃষ্টিকুলের কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকে না।^{২৫৫}

وأما القسم الثاني فهو الإثبات

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ইছবাত (সাব্যস্তকরণ):

وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى

আর তা হচ্ছেঃ আল্লাহ তা‘আলার জন্য কামিল ছিফাতসমূহ বা পূর্ণ গুণাবলী সাব্যস্ত করা

وينقسم إلى قسمين:

القسم الأول الصفات الذاتية: فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا

يزال متصفا بها الله تعالى فهي ملازمة للذات وهي نوعان: معنوية وخبرية، فالمعنوية: مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك وهذا على سبيل التمثيل لا على الحصر.

والخبرية: مثل العلو والعظمة والوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك.

فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان، لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن ولن ينفك عن شيء منه، كما أن الله لم يزل حيًّا ولا يزال حيًّا، لم يزل عالمًا ولا يزال عالمًا ولم يزل قادرًا ولا يزال قادرًا ..

وهكذا يعني ليست حياته تتجدد ولا قدرته تتجدد ولا سمعه يتجدد، بل هو موصوف بهذا أزلاً وأبدًا، فتسمية العلماء رحمهم الله بالصفات الذاتية لأنها ملازمة للذات، لا تنفك عنها.

উক্ত সাব্যস্তকরণ গুণাবলী দু'ভাগে বিভক্তঃ

প্রথম প্রকার আছছিফাতুয যাতিয়াহ বা সত্ত্বাগত গুণাবলী তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা যে সব গুণাবলীসহ অতীতেও ছিলেন এবং অনন্তকাল থাকবেন যা তাঁর মহান সত্ত্বার সাথে চির যুক্ত।

তা আবার দু'প্রকার মা'নুবিয়া ও খাবরিয়া

মা'নুবিয়া বা অভ্যন্তরীণঃ যেমন জীবন, জ্ঞান, শক্তি ও প্রজ্ঞা প্রভৃতি আরো যা এ ধরনের গুণ রয়েছে।

খাবরিয়া বা বাহ্যিকঃ যেমন সর্বোচ্চে থাকা, মহানত্ব, চেহারা, দু'হাত এবং দু'চক্ষু প্রভৃতি আরো যা এরূপ রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তাঁর দু'হাত, চেহারা এবং দু'চক্ষুসহই রয়েছেন। এমন নয় যে, তাঁর কোন একটি ছিল না, পরে নতুন করে হয়েছে। বরং অতীতেও ছিল এবং অনন্ত কাল থাকবে। আর যা কোন দিন কখনো তাঁর থেকে পৃথক হবে না। যেরূপ তিনি জীবিত রয়েছেন এবং অনন্ত কাল থাকবেন। তিনি অনাদি কাল থেকেই সর্বজ্ঞানী এবং অনন্ত কাল সর্বজ্ঞানী বা মহাজ্ঞানী রূপেই থাকবেন। তিনি অনাদি কাল থেকেই মহাশক্তিশালী এবং অনন্ত কাল মহাশক্তিশালীই থাকবেন। এভাবে অন্যান্য গুণাবলীও তদরূপ। এরূপ নয় যে, তাঁর মহান জীবন নতুনভাবে আবির্ভূত হলো বা তাঁর মহা শক্তি নতুনভাবে সংযুক্ত হলো, বা তাঁর শ্রবণশক্তি নতুন করে যুক্ত হলো। বরং তিনি এসব গুণাবলীসহই অনাদি কাল থেকেই আছেন ও অনন্তকালের জন্য থাকবেন।

الله أكبر

আলেম-উলামা কর্তৃক (رحمهم الله) এ ছিফাতকে সত্ত্বাগত গুণাবলীরূপে নামকরণ করার কারণ হলো, যেহেতু এসব গুণাবলী মহান আল্লাহর সাথে চির যুক্ত, কোন ক্রমেই কখনো তাঁর থেকে পৃথক হবে না।

القسم الثاني: الصفات الفعلية، هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، وهي نوعان:

صفات لها سبب معلوم، مثل: الرضى- فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضى رضى كما قال تعالى: “إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ” (الزمر-۷).

وصفات ليس لها سبب معلوم: مثل: النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، والإتيان والمجيء يوم القيامة..... (انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله/ ٧٧-٧٩، والعقيدة الصافية ص-٣٣٧).

দ্বিতীয় প্রকারঃ আছছিফাতুল ফি'লিয়াহ বা কর্মমূলক গুণাবলী যা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। তা দু'প্রকারঃ

ক. এমন ছিফাত বা গুণাবলী যার নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে যেমন الرضا আররিযা- সন্তুষ্ট বা পছন্দ, আল্লাহ তা'আলা যখন সন্তুষ্টির কোন কারণ পান তখন রাযী খুশী হয়ে যান। যেমন আল্লাহ বলেনঃ “ যদি তোমরা কুফরী কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের থেকে সম্পূর্ণ পরওয়াহীন। তিনি তাঁর বান্দাদের কাকের হওয়াটা মোটেই পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে তিনি তা তোমাদের জন্য পছন্দ করেন.. ..”^{২৫৬}

খ. এমন ছিফাত বা গুণাবলী যার কোন কারণ নেই যেমন, রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তা'আলা সর্বনিম্ন আকাশে নেমে আসেন এবং ক্বিয়ামত দিবসে মু'মিন বান্দাদের সম্মুখে নেমে আসবেন (যে রূপ তাঁর মহান শানের জন্য প্রযোজ্য)।^{২৫৭}

২৫৬. আয্ যুমারঃ ৭ আয়াত।

২৫৭. শারহু আল আক্বীদা আল ওয়াসিতিয়া শাইখ ইবনু উছাইমীন রচিত ১ম :

৭৭-৭৯ পৃঃ এবং আল আক্বীদা আছছিফিয়া ৩৩৭ পৃঃ।

دراسة بعض الصفات

কতিপয় হিফাত সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা

সম্মানিত পাঠক,

আমরা এখন অস্তিত্বমূলক এবং কর্মমূলক গুণাবলীর আলোচনা করব কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এবং এর সংগে সালাফে ছালহীনের অভিমতও উল্লেখ করব। - إن شاء الله - যা ইতোপূর্বে উল্লেখিত সকল ফিকার হিফাতের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট জবাবরূপে স্থির করা হবে। তাই আপনারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী গ্রহণ করুন। সালাফে ছালেহীনের কথার প্রতিও গুরুত্ব দিন। এদিক সেদিক বা দেশীয় রসম রেওয়াজের প্রতি তাকাবেন না। - وفقكم الله -

أولاً : ذكر إثبات صفة الإستواء على العرش لله عز وجل

প্রথমতঃ মহান আল্লাহর আরশে সমুন্নত হওয়ার হিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা

মহান আল্লাহ সগুণাকারের উপর আরশে সমুন্নত বা অস্তিত্বমান হওয়ার বর্ণনা পবিত্র কুরআনে বহু আয়াতে এবং অনেক বিশুদ্ধ হাদীছে উল্লেখ রয়েছে।

এ মর্মে দলীল প্রমাণ উপস্থাপনের পূর্বে আরশ সম্পর্কে সংক্ষেপে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন।

التعريف بالعرش আরশের সংজ্ঞাঃ

العرش لغة: السرير الخاص بالملك، والعرش شرعاً: هو السرير العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وهو سقف المخلوقات وهو ذو القوائم تحمل الملائكة و وصفه الله عز وجل بأنه عظيم، (انظر العقيدة الصافية ص: ٣٥٠).

আরশের শাব্দিক অর্থ হলো বাদশাহর জন্য বিশেষ চৌকি বা রাজ সিংহাসন।

শরী'য়াতের পরিভাষায় আরশ বলা হয় এমন এক মহান আসন বা সিংহাসনকে, যাতে মহিমাময়, অতিশয় দয়ালু আল্লাহ তা'আলা সমুন্নত আছেন যা সপ্ত আকাশ ও সমস্ত মাখলুকাতে চেয়ে বড় ও বহু উর্ধ্ব। আর যা সমগ্র মাখলুকের ছাদস্বরূপ যা খুঁটিবিশিষ্ট, একে ফেরেস্তাগণ বহন করছেন ও করবেন। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা যার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছেন এরূপে যে, তা عظيم তথা অতি মহান।^{২৫৮}

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আরশের সীমাহীন বড়ত্ব ও পরিধি বর্ণনার্থে ঐ ফেরেস্তাদের দৈহিক সামান্য পরিচয় দিয়েছেন যারা আরশ বহন করছেন ও করবেন যেমন আল্লাহ বলেনঃ “ কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেস্তা তাদের উপরে আপনার প্রভুর আরশ বহন করবেন।” (আল হাক্কাহঃ ১৭ আয়াত)।

فقال ﷺ: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة، (رواه أبو داؤد برقم: ৬৭২৭، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع برقم: ৪০৬ والصحيحة ১/২৪২ برقم: ১০১).

বিশ্বনবী (ﷺ) বলেছেন, আমাকে আরশ বহনকারী ফেরেস্তাসমূহের মাঝে কোন একজনের দৈহিক বড়ত্বের বর্ণনা করতে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ঐ একজন ফেরেস্তা (এত বড় দেহের অধিকারী যে) তার কানের লতি হতে কাঁধ পর্যন্ত সাত শত বৎসরের রাস্তা।^{২৫৯} **اللَّهُ أَكْبَرُ**
وفي حديث آخر، قوله ﷺ: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة
العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه
وعاتقه خفقان الطير سبعمئة عام، .. (انظر صحيح الجامع ٢٠٨/١ برقم:
الحديث ٨٥٣ والصحيحة برقم-١٥).

অপর হাদীছে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন যে, আমাকে আরশ বহনকারী ফেরেস্তাসমূহের মাঝে কোন একজনের দৈহিক বড়ত্বের বর্ণনা করতে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আরশ বহনকারী ফেরেস্তার পদদ্বয় যমীনের সর্ব নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং আরশ তাঁর মাথায় শিং-এ বহনকৃত রয়েছে। তাঁর কর্ণদ্বয়ের লতি হতে স্কন্ধের দূরত্ব দ্রুতবেগে উড়ন্ত পাখির সাত শত বৎসরের রাস্তা।^{২৬০}

আল্লাহু আকবার! একজন ফেরেস্তার দেহই যদি এত বড় বিশাল আকৃতির হয় তাহলে আরশের পরিধি কত বড়, তা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না।

অতঃপর আল্লাহর সৃষ্ট ঐ আরশ অপেক্ষা আল্লাহ্ তা‘আলা যে কত বড় ও মহান তা বুঝার ক্ষমতা কারো নেই, একেবারেই কল্পনাতিত। যেহেতু এ বিশ্ব চরাচরে যা রয়েছে তার সব কিছুই তিনি স্রষ্টা। সেহেতু আল্লাহর ভাষায় বলতে হয় “ তাঁর সাথে কোন কিছুই সাদৃশ্য নেই, তিনি সর্ব শ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা” (আশশুরা ১১ আয়াত)।

২৫৯. আবু দাউদ হাদীছ নং ৪৭২৭, হাদীছটি বিম্বন্ধ দেখুন হুহীহুল জামে’ হাদীছ নং ৮৫৪, সিলসিলা আছছাহীহা ১ম খণ্ড ২৮২ হাদীছ নং ১৫১।

২৬০. এ হাদীছটিও বিম্বন্ধ দেখুন হুহীহুল জামে’ ১ম খণ্ড ২০৮ পৃঃ হাদীছ নং ৮৫৩ এবং সিলসিলা ছাহীহা হাদীছ নং ১৫০।

معنى الإستوى

ইস্‌তিওয়ার ব্যাখ্যা

১. قال البخارى في الصحيح : قال مجاهد : استوى أى علا على العرش . (البخارى مع الفتح ٤١٤/١٣).

১. ইস্‌তিওয়া শব্দের অর্থ করতে গিয়ে ইমাম বুখারী স্বীয় জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ বুখারী শরীফে প্রখ্যাত তাবেয়ী মুফাসসির মুজাহিদের তাফসীর বা ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন যে, মুজাহিদ বলেছেন استوى এর অর্থ : (মহান আল্লাহ) আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন।^{২৬}

২. قال الإمام هبة الله اللالكائي في بيان معنى الإستوى بما يلي:

১. 'استوى': أقبل عليه

২. "ثم استوى إلى السماء" أي : أقبل إلى السماء.

৩. "واستوى على العرش" : علا على العرش.

৪. "واستوى وجهه" : اتصل وجهه (بالجسم)

৫. "استوى القمر" : امتلأ القمر.

৬. "استوى زيد وعمر" : تشابها زيد وعمر (إما في الخير أو الشر)

هذا الذي يعرف من كلام العرب (انظر شرح أصول الاعتقاد ... ৩/৩৯৯-৪০০).

২. ইমাম হিবাতুল্লাহ আল্লা-লাকারী ইস্‌তিওয়ার নিম্নোক্ত অর্থ করেছেনঃ

(ক) استوى অর্থাৎ তার দিকে অগ্রসর হলেন।

(খ) ثم استوي إلى السماء অতঃপর তিনি আসমানের দিকে অগ্রসর হলেন।

(গ) واستوى على العرش আরশে সম্মুখ হলেন।

(ঘ) استوى وجهه তার চেহারা (শরীরের সাথে) মিলিত হল।

(ঙ) استوى القمر চন্দ্র পূর্ণত্বে পৌঁছল।

(চ) استوى زید وعمر ঐয়াদ এবং উমর পরস্পরে বরাবর হয়েছে।
(ভাল কাজে কিংবা মন্দ কাজে)।

এটাই আরবী ভাষায় ইস্তিওয়ার অর্থরূপে পরিচিত।^{২৬২}

৩. قال الإمام ابن عبد البر والمفسر القرطبي رحمهما الله : الإستواء في

اللغة : الإرتفاع والعلو على شيء والاستقرار، (انظر التمهيد ١٣١/٧
والتفسير القرطبي ٢٥٥/١)

৩. ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র এবং মুফাসসির আল্লামা কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) ইস্তিওয়ার অর্থ করেছেন এরূপে যে, তা হচ্ছে কোন বস্তুর উপর সুউচ্চ হওয়া, সম্মুখ হওয়া, স্থিতিশীল হওয়া।^{২৬৩}

৪. وقد بَطَّلَ شيخ الإسلام تأويل من تأول استوى بمعنى استولى بوجهه كالتالي:

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ ইস্তাওয়া (ক্রিয়া) শব্দটির ব্যাখ্যা ইস্তাওলা দ্বারা ব্যাখ্যাকারীদের ব্যাখ্যা (দখল কিংবা কর্তৃত্ব লাভ করা - এ অর্থকে) নিম্ন বর্ণিত একাধিক কারণে বাতিল বলেছেনঃ

الأول: إن هذا التفسير لم يفسه أحد من السلف من سائر المسلمين

من الصحابة والتابعين، بل أول من قال ذلك: بعض الجهمية والمعتزلة.

الثاني: إن معنى هذه الكلمة مشهورة ولهذا لما سئل ربيعة بن أبي عبد

الرحمن ومالك بن أنس عن قوله: (الرحمن على العرش استوى) قالوا:

الاستواء معلوم، والكيف مجهول.

২৬২. দেখুন শারহু উছুল ইতিকাদ... .. ৩য় খণ্ড ৩৯৯-৪০০ পৃঃ।

২৬৩. দেখুন আত্ তাহীদ ৭ম খণ্ড ১৩১ পৃঃ এবং তাফসীর কুরতুবী ১ম খণ্ড ২৫৫ পৃঃ।

الثالث: إنه كان معلومًا في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلومًا في القرآن.

الرابع: الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في المخلوقات كالربوبية.

الخامس: إنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى؛ إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور.

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق ولم يثبت نقل صحيح إنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا: انه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب: ولا هو جائز في لغتها، وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله؛ فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل.

سادسًا: إنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في حق من كان عاجزًا ثم ظهر، والله سبحانه لا يعجزه شيء، والعرش لا يغالبه في حال، فامتنع أن يكون بمعنى استولى.

السابع: فأهل اللغة قالوا: لا يكون استوى بمعنى استولى إلا فيما كان منازعا مغالبا، فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل: استولى، والله لم ينزعه أحد في العرش. (انظر فتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية ١٤٤/٥-١٤٤٧).

প্রথমতঃ ইস্তিওয়া শব্দকে সালাফে ছালেহীনের কোন ছাহাবী বা তাবেরী কেউ কখনো নিয়ন্ত্রণের অর্থ করেননি। বরং সর্বপ্রথম কতিপয় জাহমিয়া এবং মু'তাযিলা একে নিয়ন্ত্রণের অর্থে ব্যবহার শুরু করেছে।

দ্বিতীয়তঃ ইস্তিওয়ার অর্থ সমুন্নত হওয়া প্রসিদ্ধ বলেই রাবিয়া ইবনু আবী আদ্রির রাহমানকে এবং ইমাম মালেককে ‘الرحمن على العرش استوى’ এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা উভয়ে বলেছিলেন যে, ইস্তিওয়া শব্দের অর্থ কারো অজানা নেই। তবে তার স্বরূপ অজানা ..।

তৃতীয়তঃ আরবী ভাষায় ইস্তিওয়া পরিজ্ঞাত ছিল বলেই ঐ ভাষায়ই কুরআন নাযিল করা হয়েছে। তাই কুরআনে তা সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত রয়েছে।

চতুর্থতঃ ইস্তিলার অর্থ শক্তি হোক বা জবরদখল বা বিজয় হোক তা আ‘ম। কেননা সাধারণভাবে আল্লাহর শক্তি বা বিজয় তার প্রভুত্বের ন্যায় সমস্ত মাখলুকাতের উপরই সমভাবে প্রযোজ্য। সেহেতু তখন তা আরশের উপর খাছ বা নির্দিষ্ট থাকবে না।

পঞ্চমতঃ অনেকে ইস্তাওয়ার অর্থ ইস্তাওলা ব্যবহার করে থাকে নিম্নোক্ত কবিতাংশের দ্বারা প্রমাণ সাপেক্ষে। আর তাহলো “বিশ্র (নামক ব্যক্তি) ইরাকের উপর বিজয় লাভ করেছে বা তার নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছে বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে।”

এর উত্তরে বলা হয় যে, এটা আরবী কবিতা নয়। আরবী ভাষার ইমামগণ বলেছেন যে, এটা কখনো কবিতা নয়। বরং তা বানোয়াট বা মনগড়া মাত্র। আরবী ভাষার পণ্ডিত খলীলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ইস্তাওয়া এর অর্থ ইস্তাওলা পেয়েছেন কি? তখন তিনি বললেন যে, আরব এ অর্থ মোটেই অবগত নয়। তাই তা ভাষায় প্রয়োগ বৈধ নয়। যেহেতু খলীল হলেন ভাষার ইমাম, সেহেতু উক্ত অর্থ বাতিল বলে প্রমাণিত হ’ল।

ষষ্ঠতঃ নাহুবিদ বা আরবী ব্যাকরণবিদদের একটি জামা‘আত থেকে বর্ণিত আছে তারা বলেছেন যে, ইস্তাওয়া এর অর্থ ইস্তাওলা করা যায় ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে প্রথমে দুর্বল ছিল অতঃপর শক্তিশালী হয়েছে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন এক মহান সত্তা যাঁকে আসমান ও যমীনের কোন কিছুতেই অপারগ বা দুর্বল করতে পারেনা। আরশেও তাঁকে কেউ কখনো পরাভূত করতে পারে না। সেহেতু তাকে ইস্তাওলার অর্থ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

সমুদ্রতঃ ভাষাবিদগণ আরো বলেন যে, ওটা ইস্তিওলা বা বিজয়ের অর্থ হবে ঐ সময় যখন পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ চলতে থাকে, অতঃপর একে অপরের উপর বিজয়ী হয়। তখন কাউকে বলা হয় যে, সে তার সাথীর উপর বিজয়ী হয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার সাথে কেউ আরশে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়নি! (আল্লাহর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস কারো নেই। কেননা সবই আল্লাহর সৃষ্টি)!

সুতরাং এটিকে আল্লাহর মহান শানে নিয়ন্ত্রণ কিংবা বিজয়ের অর্থ ব্যবহার করা কোনক্রমেই সমীচীন নয়।^{২৬৪}

৫. وقال ابن القيم : معناه العلو والارتفاع، ليس الاستيلاء البتة،
(مختصر الصواعق المرسلة ص ৩০২).

৫. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম বলেছেন যে, তার অর্থ হচ্ছে সমুন্নত হওয়া ও সুউচ্চ হওয়া, কোন ক্রমেই বিজয়ী হওয়ার অর্থে নয়।^{২৬৫}

الأدلة على استوائه تعالى على العرش:

আল্লাহ তা'আলার আরশে সমুন্নত হওয়ার দলীলসমূহ

لقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم استوائه على العرش في سبعة مواضع هي:

আল্লাহর সাত আসমানের উপরে আরশে সমুন্নত হওয়ার দলীল মহা গ্রন্থ আল কুরআনে সরাসরি সাতটি স্থানে স্পষ্টভাবে এসেছে যেমনঃ

১. في سورة الأعراف قال الله تعالى : ”إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ“ (الآية - ৫৫).

২৬৪. দেখুন ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ৫ম খণ্ড ১৪৪-১৪৭

২৬৫. মুখতাহার আছছাওয়ায়িকু আল মুরসালা ৩৫২ পৃঃ।

২. في سورة يونس قال سبحانه وتعالى: "إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ" (الآية - ৩).
৩. في سورة الرعد قال الله تعالى: "اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ" (الآية - ২).
৪. في سورة طه قال الله عز وجل: "الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" (الآية - ৫).
৫. في سورة الفرقان قال الله جل وعلا: "ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ" (الآية - ৫৭).
৬. في سورة السجدة قال الله رب العالمين: "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ" (الآية - ৪).
৭. في سورة الحديد قال الله سبحانه وتعالى: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ" (الآية - ৪).

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন, “তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি আকাশসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন”। (আল আ'রাফঃ ৫৪ আয়াত)।

২. মহিমাময় আল্লাহ বলেন, “তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি আকাশসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন”। (ইউনুসঃ ৩ আয়াত)।

৩. আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আল্লাহ তিনি যিনি আকাশসমূহ খুঁটি বিহীনভাবে সুউচ্চে স্থাপন করেছেন, তোমরা যা অবলোকন করছ। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন”।

(আর রা'আদঃ ২ আয়াত)।

৪. মহান আল্লাহ বলেন, “করুণাময় (আল্লাহ) আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন”। (ত্বাহাঃ ৫ আয়াত)।

৫. মহান প্রভুর পবিত্র বাণীঃ “যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মাঝে সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন। তিনি অসীম করুণাময়”---। (আল ফুরক্বানঃ ৫৯ আয়াত)।

৬. আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেনঃ “আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন”। (আস সাজদাঃ ৪ আয়াত)।

৭. আল্লাহ সুবহানাহু অতা‘আলা বলেনঃ “তিনি সেই মহান সত্তা যিনি আকাশসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন”... ..। (আল হাদীদঃ ৪ আয়াত)।

এ মর্মে কুরআন কারীমে পরোক্ষভাবে আরো কতিপয় দলীল রয়েছে যেমনঃ

৮. قال تعالى: “بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ” (النساء-১০৮)।

৮. আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ বরং আল্লাহ তা‘আলা ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর দিকে (আকাশে) উত্তোলন করে নিয়েছেন। (আন নিসাঃ ১৫৮ আয়াত, তাফসীর আল মুইয়াসসার ১০৩ পৃঃ)।

৯. قال تعالى: “وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ” (الأنعام-১৮)।

৯. আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ তিনিই সুবহানাহু অতা‘আলা পরাক্রমশালী বিজয়ী তাঁর বান্দাদের সর্বোচ্চে আছেন। (আল আনআমঃ ১৮ আয়াত, তাফসীর আল মুইয়াসসার ১২৯ পৃঃ)।

১০. قال تعالى: “رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ” (المؤمن-১০)।

১০. তিনিই সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মালিক। (আল মুমিন/গাফিরঃ ১৫ আয়াত)।

১১. أأنتم من في السماء ... (الملك - ১৬) معنى في السماء أى على

السماء كما قال تعالى: فسيحوا في الأرض (التوبة - ২)।

وقال : لأصلبنكم في جذوع النخل (طه - ٧١). قال الإمام البيهقي معناه على الأرض وعلى جذوع النخل، فكذا قوله في السماء أي على العرش فوق السماء كما صحت الأخبار عن النبي ﷺ (الأسماء والصفات للبيهقي بتحقيق الحاشدي ٣٢٤/٢ والتمهيد لابن عبد البر ١٣٠/٧).

১১. আল্লাহর বাণীঃ তোমরা কি নিরাপদ ভাবছ তাঁর থেকে যিনি আকাশে আছেন (আল মুলক ১৬ আয়াত) উক্ত আয়াতে ‘فی’ ‘ফী’ অব্যয়টির অর্থ এখানে ‘على’ এর “আ‘লার’ অর্থে ব্যবহৃত হবে, যার অর্থ হলো উপর। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর।” অর্থাৎ যমীনের উপর ভ্রমণ কর। (তাওবা ২ আয়াত)।

আল্লাহ ফির‘আউনের উক্তি উল্লেখ করে বলেনঃ “আমি অবশ্যই তোমাদেরকে খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলে চড়াব।” (ত্বাহাঃ ৭১ আয়াত)।

ইমাম বায়হাকী বলেন প্রথম আয়াতে “ফিল আরধে” অর্থ ‘আলাল আরধে (যমীনের উপর), দ্বিতীয় আয়াতে “ফী জযূয়িন নাখলি” (বৃক্ষের শাখার উপর)। তদরূপ আল্লাহর বাণী : “ফিসসামায়ি” তথা ‘আলাল আরশি ফাউক্বাস সামায়ি- আসমানের উপর আরশে (বা আরশের উপর)।^{২৬৬}

١٢. قال عز وجل: أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ (الملك-١٧).

أي: هل أمنتُم الله الذي في السماء أن يرسل عليكم ريحًا يرمحكم بالحجارة الصغيرة، فستعلمون- أيها الكافرون! كيف تحذيري....
وفي الآية إثبات العلو لله تعالى، كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى،
(الميسر ص-٥٦٣).

২৬৬. দেখুন আল আসমা অছছিফাত ইমাম বায়হাকী প্রণীত তাহকীক আল হাশেদী ২য় খণ্ড ৩২৪ পৃঃ এবং আত্ তাহহীদ আল্লামা ইবনু আল্লামা ইবনু আদিল বার প্রণীত ৭ম খণ্ড ১৩০ পৃঃ।

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ

মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা কি আল্লাহকে নিরাপদ ভাবছ যিনি আসমানে রয়েছেন? তিনি তোমাদের প্রতি প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহের দ্বারা তোমাদেরকে ক্ষুদ্র প্রস্তারাঘাতে হত্যা করে ফেলবেন। হে কাফের জাতি! তখন তোমরা অনুধাবন করতে পারবে যে, আমার ভয় প্রদর্শন কিরূপ নযীর বিহীন!

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার হিফাত সর্বোচ্চে (সাত আসমানের উপর) থাকা সাব্যস্ত রয়েছে, যেক্ষণ তাঁর মহান শানের জন্য সামঞ্জস্যশীল।^{২৬৭} এ মর্মে হাদীছ থেকে দলীল-

১. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ كَانَتْ لِي غَنَمٌ بَيْنَ أُحُدٍ وَالْجَوَانِيَةِ فِيهَا جَارِيَةٌ لِي، فَأَطْلَعْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، فَاسْفُتُ... قَالَ أَتَيْتُ بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا : أَتَيْنَ اللَّهَ؟ قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ قَالَ : مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ : إَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِرَقْمٍ : ٥٣٧، أَبُو دَاوُدَ بِرَقْمٍ : ٩٣٠، النَّسَائِيُّ ٣/ ١٤- ١٨ وَأَحْمَدُ ٥/ ٤٤٧- ٤٤٩).

১. মু'আবিয়া বিন আল হাকাম আসসুলামী বলেন যে, আমার জাওয়ানিয়া ও উহুদের মধ্যবর্তী স্থানে (মদীনা শরীফের উত্তর দিকে) কতিপয় ছাগল পাল ছিল, যা চরানোর জন্য একটি দাসী ছিল। একদা আমি তা পরিদর্শনের জন্য গিয়ে দেখতে পেলাম যে, একটি ছাগলকে নেকড়ে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে। আমি যেহেতু একজন আদম সন্তান সেহেতু (মানবীয় দুর্বলতার কারণে) রাগান্বিত হলাম এবং দাসীটিকে সজোরে চপেটাঘাত করলাম।

২৬৭. আল মুলক : ১৭ আয়াত এবং তাফসীর আল মুইয়াসসার ৫৬৩ পৃঃ, দেখু হিফাতুল উ'লু ইবনু কুদামা প্রণীত ৪৫-৪৬ পৃঃ, লুম'আতুল ই'তিক্বাদ ইবনু কুদা প্রণীত ১৩৯-১৪০ পৃঃ, ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া ৫ম খণ্ড ১৬৪-১৬৫ পৃঃ।

অতঃপর আমি এ ঘটনা নবী (ﷺ)কে জানালাম। তিনি আমার প্রতি একটু বিষণ্ণ হলেন। তখন আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাকে স্বাধীন করে দেব? তখন তিনি বললেন যে, দাসীকে ডেকে আনো। আমি তাকে ডেকে আনলাম, তখন তিনি (ﷺ) তাকে বললেন; বলতো আল্লাহ কোথায় আছেন? দাসীটি বলল, (আল্লাহ আছেন) আসমানের উপরে। তিনি বললেন বলতো আমি কে? তখন দাসী বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি (রাসূল) বললেন, দাসীটিকে স্বাধীন করে দাও। কেননা সে মুমিনা মহিলা।^{২৬৮}

২. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ مِنْ قَوْقِ سَبْعِ سَمُوتٍ. (أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ حَيْثُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْحَدِيثُ أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ مُخْتَصَرًا انْظُرْ مُخْتَصَرَ الْعُلُو ص ٨٧).

২. সা'দ বিন আবী অক্বাছ হতে বর্ণিত নবী (ﷺ) সা'দ বিন মুয়াযকে বললেন, তুমি তাদের ব্যাপারে সাত আসমানের উপর থেকে মহান বাদশাহর ফয়ছালা দ্বারা ফয়ছালা করেছ।^{২৬৯}

৩. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا يُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

২৬৮. মুসলিম হাদীছ নং ৫৩৭, আবু দাউদ হাদীছ নং ৯৩০, নাসাই ৩য় খণ্ড ১৪-১৮ এবং আহমাদ ৫ম খণ্ড ৪৪৭-৪৪৯ পৃঃ।

২৬৯. নাসায়ী। আলবানী ছহীহ বলেছেন। হাদীছটি মূলত সংক্ষেপে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে আবু সাঈদ খুদরী থেকে। দেখুন মুখতাছার আল উলূ' ৮৭ পৃঃ।

৩. আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) সূর্য অস্ত যাবার সময় আবু যার (রাঃ)-কে বললেন, তুমি কি জান, সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, তা যেতে যেতে আরশের নীচে গিয়ে সাজ্জদাহয় পড়ে যায়। অতঃপর সে আবার উদিত হবার অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়। আর শীঘ্রই এমন সময় আসবে যে, সিজ্জদা করবে কিন্তু তা কবুল করা হবে না এবং সে অনুমতি চাইবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। তাকে বলা হবে, যে পথ দিয়ে আসলে ঐ পথেই ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক হতে উদিত হয়— এটাই মর্ম হল মহান আল্লাহর বাণীর : “আর সূর্য নিজ গন্তব্যে (অথবা) কক্ষ পথে চলতে থাকে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।” (ইয়াসীন ৩৮)^{২৭০}

৪. عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَمَّا فَرَغَ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ، (رواه ابن القيم في الجيوش الإسلامية ص ١٠١، قال العلامة الألباني وإسناده صحيح انظر مختصر العلو رقم الحديث: ٩٨، ٣٨).

৪. ক্বাতাদা বিন নু‘মান হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ যখন সৃষ্টি সমাপ্ত করলেন, তখন তিনি তাঁর আরশে সমুন্নত হলেন।^{২৭১}

৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، (حديث صحيح، قاله الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم ٢٧٠/١ ومختصر العلو للألباني برقم: ٢١، وص ٩٢، وانظر الصحيحة ١٧١/١ برقم: ١٦٢٠).

২৭০. বুখারী ৩১৯৯, মুসলিম ১৫৯।

২৭১. ইবনুল ক্বাইয়িম প্রণীত আল জযু'ল ইসলামিয়া ১০১ পৃঃ, শাইখ আলবানী বলেছে তার সনদ হুহীহ। দেখুন মুখতাছার আল উলূ হাদীছ নং ৩৮, ৯৮ পৃঃ।

৫. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ সৃষ্টি জগত সৃষ্টির পূর্বে তাঁর নিকট আরশের উপরে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যে, আমার (রহমত) করুণা আমার ক্রোধের উপর অগ্রগামী হয়েছে।^{২৭২}

৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةً دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهَا أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَسَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ، (البخاري برقم: ৭৬২৩, ৭৭৭০, ১/৩৩০).

৬. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি যথাযোগ্যভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করবে, রমায়ানের ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহর প্রতি হক্ হলো তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন..। জান্নাতের মাঝে একশতটি স্তর রয়েছে যা তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। এক স্তর হতে অপর স্তরের ব্যবধান বা দূরত্ব হচ্ছে আসমান ও যমীনের ব্যবধানের ন্যায়। তোমরা যখন আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করবে তখন ফিরদাউস প্রার্থনা করবে। কেননা তা সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আর তার ছাদ হচ্ছে পরম করুণাময় আল্লাহর আরশ। (ঐ স্থান হতেই সকল ঋণাধারা প্রবাহিত হয়।)^{২৭৩}

২৭২. ছহীহ, আসসুন্নাহ ইবনু আবী আছিম প্রণীত শাইখ আলবানী কর্তৃক তাখরীজ কৃত ১ম খণ্ড ২৭০ পৃঃ এবং মুখতাছার আল্ উল্ ইমাম যাহাবী প্রণীত মুহাদ্দিছ আলবানী কর্তৃক তাহকীক কৃত হাদীছ নং ২১, ৯২ পৃঃ, দেখুন সিলসিলাতুছ ছাহীহা ৪র্থ খণ্ড ১৭১ পৃঃ, হাদীছ নং ১৬২৯।

২৭৩. বুখারী শরীফ হাদীছ নং ২৭৯০, ৭৪২৩ এবং আহমাদ ২য় খণ্ড ৩৩৫ পৃঃ।

৭. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ إِهْتَرَأَ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ. (مسلم ١٥٠/٧ وأحمد ٢٣٤/٣ والسنة لابن أبي عاصم ٢٤٧/٢ برقم ٥٦١).

৭. আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, সা'দ বিন মুয়াযের মৃত্যুর কারণে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে।^{২৭৪}

২৭৪. মুসলিম ৭ম খণ্ড ১৫০ পৃঃ, আহমাদ ৩য় খণ্ড ২৩৪ পৃঃ এবং কিতাবুস সুন্নাহ ইবন আবী আ'ছিম (মৃতঃ ২৮৭ হিজরী) প্রণীত, শাইখ আলবানী তাখরীজ কৃত ২ঃ খণ্ড ২৪৭ পৃঃ, হাদীছ নং ৫৬১।

أقوال الصحابة والتابعين

ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেরীদের আক্বীদা

عقيدة أبي بكر الصديق رضي الله عنه

সর্বশ্রেষ্ঠ ছাহাবী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুয়র আক্বীদা

১. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهِ فَأَكْبَّ عَلَيْهِ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ وَقَالَ: يَا بَنِي آئَتٍ وَأُتِي، طُبِّتَ حَيًّا وَمَيِّتًا. وَقَالَ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فِي السَّمَاءِ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. (مجمع الزوائد ٣٧-٣٨/٩ وقال الذهبي عنه: هذا حديث صحيح، وقيل حسن، انظر العلولا بن قدامة ص ١١).

১. ইবনু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মৃত্যু বরণ করেন তখন আবু বকর তাঁর নিকট এলেন, অতঃপর তাঁর প্রতি একটু ঝুকলেন তথা নিচু হলেন এবং তাঁর কপালে চুম্বন করলেন। আর বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আপনার জীবন ও মরণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আরো বলেন যে, যারা মুহাম্মাদের ইবাদত করত তারা জানুক যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) মৃত্যু বরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করত তারা জানুক যে, আল্লাহ্ আছেন আসমানের উপরে জীবিত; তিনি কোন দিন মৃত্যু বরণ করবেন না।^{২৭৫}

عقيدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ইসলামের দ্বিতীয় খালীফা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুয়র আক্বীদা

২. إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَمَرَّ بِعَجُوزٍ فَاسْتَوْقَفَتْهُ فَوَقَّفَ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهَا وَتُحَدِّثُهُ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! حَبَسْتَ النَّاسَ

২৭৫. মাজমাযুয যাওযায়েদ ৯ম খণ্ড ৩৭-৩৮ পৃঃ, ইমাম যাহাবী বলেছেন যে, হাদীছটি ছহীহ, কেউ বলেছেন তা হাসান। দেখুন আল উলূ ইবনু কুদামা প্রণীত ১১০ পৃঃ

عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ! قَالَ: وَيْلَكَ! أَتَذَرِي مَنْ هِيَ؟ هَذِهِ امْرَأَةٌ سَمِعَ اللَّهُ شَكْوَاهَا مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ، هَذِهِ حَوَّلَهُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ. (الاستيعاب ٢٩١/٤ والعلو ص ١١).

২. একদা উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কতিপয় লোকসহ বের হলেন। পশ্চিমদ্যে একজন বৃদ্ধা মহিলা তাঁকে থামতে বললে তিনি থেমে গেলেন। অতঃপর পরস্পরে কথোপকথোন হল। তখন এক ব্যক্তি বলল যে, হে আমীরুল মু‘মেনীন! এ বৃদ্ধা মহিলার কারণে সবাইকে আটকে রাখলেন? তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হউক! তুমি কি জান ইনি কে? ইনি এমন মহিলা যার অভিযোগসমূহ আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে শুনেছেন। ইনি হলেন খাওলা বিনতে ছা‘আলাবা।^{২৭৬}

عقيدة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

শ্রেষ্ঠ মুফাসসির আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের আকীদা

৩. عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ عَلَى عَرْشِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا. (اخرجه اللالكائي برقم: ٦٦٠ واسناده صحيح).

৩. প্রখ্যাত তাব্‘য়ী মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা আল্লাহ সম্পর্কে আকীদা পোষণ করতেন যে, অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলা আছেন আরশের উপরে সব কিছু সৃষ্টির পূর্ব হতেই ..।^{২৭৭}

عقيدة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

ফাকীহ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের আকীদা

৪. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ”الْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ نِيٌّ مِنْ أَعْمَالِكُمْ“ (أبو الشيخ في كتاب العظمة ٥٦٥/٢ وابن

২৭৬. ইমাম আব্দিল বার প্রণীত আল ইস্তীযাব ৪র্থ খণ্ড ২৯১ পৃঃ এবং আল উল্ ১১১ পৃঃ

২৭৭. ইমাম হিবাতুল্লাহ আললা-লাকায়ী স্বীয় গ্রন্থ উছুল ই‘তিক্বাদে ৬৬০ ক্রমি নাম্বারে চয়ন করেছেন বিশুদ্ধ সনদে।

خزيمه في توحيدہ ۱/۲۴۴ والذهبي في العلو بسند صحيح، انظر مختصر العلو بتحقيق الألباني ص ۱۰۳).

৪. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেছেন যে, আরশ হচ্ছে পানির উপর। আর আল্লাহ হচ্ছেন আরশের উপর। (আল্লাহ এত অধিক দূরত্বে আরশে সমুন্নত থাকার পরও) তোমাদের কোন আমল তাঁর নিকট গোপন থাকেনা। অর্থাৎ তিনি সব জানেন।^{২৭৮}

৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى أُخْرَى مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى الْكُرْسِيِّ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ الْكُرْسِيِّ إِلَى الْمَاءِ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، وَاللَّهُ عَلَى الْعَرْشِ وَيَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ" (ابن خزيمة في كتابه التوحيد ۱/২৪২-২৪৩).

৫. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, এক আসমান হতে অপর আসমানের দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের রাস্তা, এবং আসমান ও যমীনের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে (তদরূপ) পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। সপ্ত আকাশ এবং কুরসীর মাঝে ব্যবধান হচ্ছে পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। আর কুরসী এবং পানির দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। আরশ হচ্ছে পানির উপর। আর আল্লাহ হচ্ছেন আরশের উপর এবং তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত আছেন।^{২৭৯}

৬. عَنْ كَعْبِ الْأَخْبَارِ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي التَّوْرَةِ: (أَنَا اللَّهُ فَوْقَ عِبَادِي، وَعَرْشِي فَوْقَ جَمِيعِ خَلْقِي، وَأَنَا عَلَى عَرْشِي، أُدَبِّرُ أُمُورَ عِبَادِي، لَا يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ).

২৭৮. আবুশ শাইখ আল স্পাহানী প্রণীত কিতাবুল আযামাহ ২য় খণ্ড ৫৬৫-৫৬৬ পৃঃ, ইবনু খুযাইমা রচিত তাওহীদ গ্রন্থে ১ম খণ্ড ২৪৪ পৃঃ এবং ইমাম যাহাবী তাঁর উলূতে উল্লেখ করেছেন বিস্বন্ধ সনদে। আরো দেখুন মুখতাছারুল উলূ শাইখ আলবানী তাহকীকু কৃত ১০৩ পৃঃ।

২৭৯. ইবনু খুযাইমা সন্য গ্রন্থ কিতাবুত তাওহীদে উল্লেখ করেছেন। ১ম খণ্ড ২৪২-২৪৩ পৃঃ।

(العلو للإمام الذهبي بتحقيق الشيخ الألباني ص ١٢٨ والجيش الإسلامية لابن القيم ص ١٠٢ وقال هذا صحيح).

৬. কা'ব আল আহবার হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, মহান আল্লাহ তাওরাতে বলেছেন, আমি আল্লাহ বান্দাদের উপরে রয়েছি, আমার আরশ সমস্ত সৃষ্টি জীবের উপরে এবং আমি রয়েছি আরশের উপরে। আমি আমার বান্দাদের কার্যকলাপ পরিচালনা করি, আমার নিকট আসমান ও যমীনের মাঝে কোন কিছুই গোপন নেই।^{২৮০}

٧. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: رَزَجَكُنْ أَهْلِي كُنْ وَرَزَجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، وَفِي لَفْظٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: رَزَجَنِيكَ الرَّحْمَنُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ. (أخرجه البخاري برقم ٧٤٢٠).

৭. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, যায়নাব বিনতে জাহশ (রাসূলের সহধর্মিণী) নবী ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীদের উপর গর্ব করতেন এ বলে যে, আপনাদের সকলের বিবাহ দিয়েছেন আপনাদের পরিবারের অবিভাবকগণ, আর আমাকে স্বয়ং আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে বিবাহ দিয়েছেন। অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি নবী (ﷺ)কে লক্ষ্য করে বলতেন আপনার সাথে আমার বিবাহ প্রদান করেছেন স্বয়ং রাহমান (আল্লাহ) তাঁর আরশের উপর থেকে।^{২৮১}

٨. عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَدَّثَنِي الصِّدِّيقُ بِنْتُ الصِّدِّيقِ، حَبِيبَةُ حَبِيبِ اللَّهِ، الْمُرَّةُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ.

(إسناده صحيح العلو للذهبي بتحقيق الألباني ص ١٢٨ والجيش الإسلامية لابن القيم ص ١٠٢).

২৮০. ইমাম যাহাবী প্রণীত শাইখ আলবানী তাহকীক কৃত আল উ'লূ ১২৮ পৃঃ, এবং ইবনুল কাইয়িম প্রণীত আল জুয়ুশুল ইসলামিয়াহ ১০২ পৃঃ এবং তিনি উহাকে বিগ্ধ বলেছেন।

২৮১. বুখারী হাঃ ৭৪২০।

৮. মাসরু'কু হতে বর্ণিত, তিনি যখন মা আয়েশা হতে হাদীছ বর্ণনা করতেন তখন বলতেন যে, আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ছিদীকের মেয়ে ছিদীকা আল্লাহর বন্ধুর বান্ধবী, সপ্ত আকাশের উপর থেকেই তিনি দোষমুক্ত। অর্থাৎ ঐ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে পবিত্র বলা হয়েছে যিনি সপ্ত আকাশের উপর রয়েছেন।^{২৮২}

৯. عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَآبِعُهُمْ الآية، قال: هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا. (ابن عبد البر في التمهيد ١٣٩/٧ ومجموع فتاوى لابن تيمية ٤٩٥/٥).

৯. তবে'য়ী যাহহাক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ তিন ব্যক্তির মাঝে এমন কোন পরামর্শ হয়না যাতে চতুর্থ জন হিসাবে তিনি (আল্লাহ) থাকেন না। (মুজাদালাঃ ৭ আয়াত)।

আল্লাহ আছেন আরশের উপরে আর তাঁর জ্ঞান তাদের সাথে রয়েছে তারা যেখানেই থাক না কেন।^{২৮৩}

১০. عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُبَارَكٍ يَقُولُ: نَعْرِفُ رَبَّنَا فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ عَلَى الْعَرْشِ إِسْتَوَى بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا نَقُولُ كَمَا قَالَتِ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنَّهُ هَهُنَا- وَأُشَارَ إِلَى الْأَرْضِ، (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَقَالَ الْمَحْقُوقُ لَهُ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ٣٣٦/٢).

১০. আলী ইবনুল হাসান বিন শাক্কীক বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমরা আমাদের প্রভু সম্পর্কে এটাই জানি যে, তিনি তাঁর সৃষ্টি জগৎ থেকে পৃথক অবস্থায় সপ্ত আকাশে

২৮২. শাইখ আলবানী তাহকীককৃত যাহাবী প্রণীত আল উ'লূ ১২৮ পৃঃ, তিনি (যাহাবী তার সনদকে বিশুদ্ধ বলেছেন। এবং আল জুয়ুশুল ইসলামিয়াহ ইমাম ইবনুল কাইয়িম প্রণীত ১০২ পৃঃ।

২৮৩. আত্ তামহীদ ইবনু আদিল বার রচিত ৭ম খণ্ড ১৩৯ পৃঃ এবং মাজমু' আল ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া রচিত ৫ম খণ্ড ৪৯৫ পৃঃ।

আরশের উপর সমুন্নত আছেন। আর আমরা জাহমিয়াদের ন্যায় বলব না যে তিনি যমীনে আছেন। (তথা আল্লাহ পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান একথা আমরা বলব না এবং বিশ্বাসও করব না)।^{২৮৪}

১১. حَدِيثُ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَمُوتُ فَقَالَ لَهَا: كُنْتُ أَحَبَّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ يُحِبُّ إِلَّا طَيِّبًا، وَأَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكَ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ. أَخْرَجَهُ عَثْمَانُ الدَّارِمِيُّ فِي “الرَّدِّ عَلَى بَشْرِ بْنِ غِيَاثِ الْمُرَيْسِيِّ” (ص ১০৫) وَأَخْرَجَهُ فِي “الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ” أَيْضًا ص ৫৭ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ، قَالَ الْأَلْبَانِيُّ بِتَحْقِيقِهِ الْعُلُوصُ ص ১৩).

১১. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার হাদীছ, যখন তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন তখন ইবনু আব্বাস তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে (সান্ত্বনামূলক বাণী শুনানোর উদ্দেশ্যে) বললেন, আপনি রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট তাঁর অন্যান্য স্ত্রীগণের মাঝে সর্বাধিক প্রিয়তমা ছিলেন। তিনি কেবল পবিত্র বস্তুই ভালবাসতেন। আপনার পবিত্রতা আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে অবতীর্ণ করেছেন।^{২৮৫}

উল্লেখ্য যে, সকল ছাহাবী ও তাবেয়ীদের আকীদা ও অভিमत হচ্ছে যে, আল্লাহ আছেন আরশের উপরে এবং তাঁর জ্ঞান রয়েছে সর্বত্র।^{২৮৬}

২৮৪. আল-আসমা ওয়াছ ছিফাত, ইমাম বায়হাকী প্রণীত এবং উক্ত গ্রন্থের মুহাক্কিক আল্লামা হাশেদী এ আছারের সনদকে ছহীহ বলেছেন। ২য় খণ্ড ৩৩৬ পৃঃ।

২৮৫. উছমান আদদারেমী, “আর রদ আলাল বিশর আলমুরায়সী নামক গ্রন্থে চয়ন করেছেন ১০৫ পৃঃ, আর রদ আলাল জাহমিয়াতেও তিনি উল্লেখ করেছেন ৫৭ পৃঃ, শাইখ আলবানী তার সনদ ছহীহ বলেছেন সীয় তাহক্কীক কৃত মুখতাছার আল উ'লূতে ১৩০ পৃঃ।

২৮৬. দেখুন আস-সুন্নাহ ৭১পৃঃ এবং তামহীদ ৭ম খণ্ড ১৩৮পৃঃ।

عقيدة الأئمة والمحدثين

ইমাম ও মুহাদ্দেছগণের আক্বীদা

ইমাম রাবী‘আ আররায় রাহিমাহুল্লাহ-র (মৃত ১৩৬ হিঃ) আক্বীদা
 عن عبد الله بن صالح بن مسلم قال سئل ربيعة الرأي: قول الله
 تبارك وتعالى: 'الرحمن على العرش استوى' - كيف استوى؟ قال الكيف
 غير معقول والاستواء غير مجهول ويجب عليّ وعليكم الإيمان بذلك كله،
 (انظر الأسماء والصفات مع الحاشية وهو صحيح ٣٠٧/٢).

আবদুল্লাহ বিন ছালেহ বিন মুসলিম হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে,
 الرحمن على العرش (রাহমান আরশে সমুন্নত) আরশে কিভাবে সমুন্নত জিজ্ঞেস করা
 হলে, তদুত্তরে তিনি বললেন যে, স্বরূপ বোধগম্য নয় এবং ইস্তিওয়া বা
 সমুন্নত হওয়া অপরিচিত নয়, তাই আমার এবং আপনাদের প্রতি ফরয
 হলো এসবের প্রতি ঈমান আনয়ন করা।^{২৮৭}

وأيضًا ثبت عن ابن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال: لما سئل ربيعة ابن
 أبي عبد الرحمن: كيف الإستواء؟ قال الإستواء غير مجهول والكيف غير
 معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق.

(أخرجه اللالكائي برقم: ٦٦٥ ٣/٣٩٨، وصححه المحقق تيسير العزيز

الحميد ص ٦٤٠).

ইবনু উয়ায়নাহ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে আরো সাব্যস্ত রয়েছে তিনি
 বলেছেন যে, রাবী‘আ ইবনু আবী আব্দির রহমানকে জিজ্ঞাসা করা হলো,
 ইস্তিওয়া কিরূপ? তিনি বললেন যে, ইস্তিওয়া অজানা নয় আর তার

ধরণ বা পদ্ধতি সম্পূর্ণ অজানা। দ্বীন আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত আর রাসূলের কাজ হচ্ছে পৌঁছানো, আর আমাদের প্রতি ফরয হচ্ছে তা বিশ্বাস করা।^{২৮৮}

عقيدة أبي حنيفة رحمه الله

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-র (মৃতঃ ১৫০ হিজরী) আক্বীদা ও অভিমত

قال الحافظ الذهبي بلغنا عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله عَمَّن يَقُول: لا أعرف ربي في السماء، أو في الأرض. فقال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى“ وعرشه فوق سمواته ... العلو للذهبي ص ١٣٥-١٣٦).

হাফেয যাহাবী বলেছেন, আমাদের নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আবু মুতী আল হাকাম বিন আবদুল্লাহ আল বালাখী বলেছেন যে, আমি ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলাম ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে বলে যে, আমি জানিনি আমার (রব) প্রভু কোথায় আছেন আসমানে না যমীনে। তদুত্তরে মাননীয় ইমাম বললেন যে, সে কাফির হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং বলেন যে, “পরম করুণাময় আরশে সমুন্নত আছেন।”^{২৮৯} তাঁর আরশ সপ্ত আকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত...^{২৯০}

ملحوظه:

قال الشيخ المحدث الألباني رحمه الله : أبو مطيع هذا من كبار أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وفقهائهم، و قوله رحمه الله: لأن الله تعالى

২৮৮. আল্ লালাকাযী নং ৬৬৫, ৩য় খণ্ড ৩৮৯ পৃঃ, মুহাক্কিক তাইসিরুল আযীযিল হামীদ উক্ত আছারটিকে ছহীহ বলেছেন ৬৪০ পৃঃ।

২৮৯. ত্বাহাঃ ৫ আয়াত।

২৯০. আল উ‘লু‘ আল্লামা যাহাবী প্রণীত ১৩৫-১৩৬ পৃঃ।

يقول: "الرحمن على العرش استوى" فهذا صريح في أن العلة كفره إنما هو إنكاره لما دلت هذه الآية صراحة من استعلائه سبحانه وتعالى على عرشه، لا لأنه يوهم أن له تعالى مكاناً، سبحانه وتعالى عن ذلك، وقال الشيخ الألباني: ومن ذلك يقوي قول الإمام أبي حنيفة تصريح الإمام أبي جعفر الطحاوي، قال في عقيدته : بأن الله تعالى مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء، أى: علمه و قال شارح الطحاوية رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر رواية أبي مطيع البلخي ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، (انظر المرجع السابق ص ١٣٦ وشرح العقيدة الطحاوية ص ٢٨٠).

দ্রষ্টব্যঃ

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আল্লামা আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, ‘আবু মুতী’ এ ভদ্র লোক ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহুর একজন উদ্ধৃত সাথী এবং তাদের মাঝে একজন খ্যাতনামা ফাকীহ ছিলেন। শাইখ আলবানী বলেনঃ ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহর উক্ত প্রশ্নকারীকে ‘কাফের হয়ে গেছে’ এটা বলার কারণ তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, আল্লাহ বলেছেন; রাহমান (আল্লাহ) আরশে সমুন্নত। আর ঐ প্রশ্নকারী বলেছিল যে আমি জানিনা আমার রব কোথায় আছেন! এতে স্পষ্ট রূপে বুঝা যায় যে, এখানে কুফরীর কারণ হলো উক্ত আয়াতে যা বুঝায় তা অস্বীকার করা। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু অত্যালা বলেছেন যে তিনি আরশে সমুন্নত আছেন। আর সে বলেছে আমি জানিনা আমার রব কোথায় আছেন। প্রকারান্তরে প্রশ্নকারী ঐ আয়াতকে অস্বীকার করল। তাই তিনি বলেছেন যে, সে কাফের হয়ে গেছে। কত্মিনকালেও এটি এ ব্যাপারে

সংশয় সৃষ্টি করেনা যে, তাঁর জন্য নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। তিনি (আল্লাহ তা'আলা) নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ হওয়া থেকে পূত-পবিত্র ও মহান।

শাইখ আলবানী বলেনঃ ইমাম আবু হানীফার এ কথাটিকে ইমাম আবু জাফর আততুহাবীর ঘোষণায় শক্তিশালী ও দৃঢ় করে। তিনি তার আকীদায় বলেছেন যে, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আরশ বা সেটা ব্যতীত অন্য যা কিছু আছে এর কোন কিছুই মুখাপেক্ষী নন। তিনি সর্ব বিষয়ের উপর পরিবেষ্টনকারী। অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী। আকীদাহ ত্বাহাবীয়ার ভাস্যকার আবু মুতী'র উক্ত বর্ণনাটি উল্লেখের পর বলেছেন যে, আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ-র মাযহাবের দিকে সম্পর্কযুক্ত যে ব্যক্তি আল্লাহর আরশে সমুন্নত হওয়াকে অস্বীকার করে তার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাবে না। কারণ মু'তাযিলা সম্প্রদায় এবং অন্যান্য দল যারা আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ-র দিকে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে, তারা বহু আকীদাগত বিষয়ে তাঁর বিরোধী।^{২১১}

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قول أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر، (فتاوى ابن تيمية ٤٩/٥ والعلو- ص ١٣٧).

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহর উক্তি উল্লেখ করেছেন, যাতে তিনি বলেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ আসমানের উপরে (আরশে) রয়েছেন একথা অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে।^{২১২}

عقيدة الإمام الأوزاعي رحمه الله

ইমাম আওযায়ী রাহিমাহুল্লাহ-র (মৃত-১৫৭ হিজরী) আকীদা

روى الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله قال: كُتِّبَ والتابعون متوافرون- نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت فيه السنة

২১১. প্রাগুক্ত ১৩৬-১৩৭ পৃঃ এবং শারহু আকীদা-আততুহাবিয়া ২৮০পৃঃ।

২১২. ফাতওয়া ইবনু তাইমিয়া প্রণীত ৫ম খণ্ড ৪৯ পৃঃ এবং আল উ'লূ ১৩৭ পৃঃ।

من صفاته جل وعلا. (البيهقي في الأسماء والصفات ٣٠٤/٢ وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه ٣٩/٥).

হাকেম আওয়ামী রহিমাল্লাহ হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে, আমরা এবং তাবে'য়ীগণ পর্যাণ্ড পরিমাণে জীবিত ছিলাম। আমরা সকলে এ আক্বীদা পোষণ করতাম যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের উপরে আছেন এবং মহান আল্লাহর সর্বপ্রকার ছিফাত যা সুন্নাতে (তথা হাদীছে) এসেছে সে সবের প্রতি ঈমান রাখতাম।^{২৯৩}

وروى أبو اسحاق الثعلبي قال: سئل الأوزاعي عن قوله تعالى: “ثم استوى على العرش” فقال هو على عرشه كما وصف نفسه. (انظر العلوص ١٣٨).

ইমাম আবু ইসহাক আছছালাবী বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আওয়ামীকে জিজ্ঞাসা করা হলো আল্লাহর ঐ আয়াত সম্পর্কে যে, “অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হলেন।” তদুত্তরে তিনি বললেন আল্লাহ যেক্ষেপে তাঁর নিজের জন্য ছিফাত বা গুণ বর্ণনা করেছেন সেক্ষেপেই তিনি আরশে সমুন্নত। (সেহেতু বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে হবে যে, তিনি আরশেই সমুন্নত)।^{২৯৪}

وقال أيضًا عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول (أخرجه الأجرى في الشريعة ص ٦٣ بسند صحيح ولمعة الاعتقاد لابن قدامة ص ١٧٥).

ইমাম আওয়ামী আরো বলেছেন, তোমার প্রতি উচিত হলো সালাফে ছালেহীনের আছার তথা ছাহাবীগণের হাদীছ গ্রহণ করা যদিও লোকেরা তোমাকে পরিত্যাগ করে। আর লোকেদের রায়-ক্বিয়াস হতে সাবধান হও যদিও তা তোমার নিকট খুব সাজিয়ে গুছিয়ে বর্ণনা করে।^{২৯৫}

২৯৩. ইমাম বায়হাকী কর্তৃক প্রণীত আল আসমা অছছিফাত ২য় খণ্ড ৩০৪ পৃঃ, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া উহাকে ছহীহ বলেছেন, ফাতাওয়া ৫ম খণ্ড ৩৯ পৃঃ।

২৯৪. দেখুন আল উ'লূ- ১৩৮ পৃঃ।

২৯৫. আল্লামা আজুররী তাঁর শরী'য়ত নামক গ্রন্থে ৬৩ পৃষ্ঠায় বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন এবং লুম'আতুল ই'তিক্বাদ ইবনু কুদামা প্রণীত ১৭৫ পৃঃ।

عقيدة الإمام مالك رحمه الله

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ-র (মৃতঃ ১৭৯ হিজরী) আক্বীদা

قال مالك بن أنس رحمه الله (ت: ১৭৯هـ): الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، (أخرجه عبد الله في السنة ص ১১ وأبو داود في المسائل ص ২৬৩، وسنده صحيح).

ইমাম মালেক বিন আনাস (মৃতঃ ১৭৯) রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ্ আছেন আকাশে এবং তাঁর জ্ঞান রয়েছে আসমান যমীনের সর্বত্র। কোন বস্তুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়।^{২৯৬}

عن يحيى التيمي يقول: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله "الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعاً فأمر به أن يخرج، (انظر الأسماء والصفات للبيهقي وقد صححه الحاشدي ৩/ ৩৭৮، وأبو نعيم في الحلية ১/ ২৩৫ وابن عبد البر في التمهيد ১/ ১০১).

ইয়াহইয়া আত্ তাইমী হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একদা ইমাম মালেকের নিকট উপস্থিত ছিলাম ইত্যবসরে একজন লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল যে, হে আবু আবদুল্লাহ! “রাহমান (আল্লাহ্) আরশে সমুন্নত”, কিভাবে সমুন্নত আছেন? বর্ণনাকারী বলেছেন যে, তিনি (ইমাম মালেক) চিন্তায় কিছুক্ষণ মাথা নিচু করলেন যার ফলে তাঁর মাথা ঘর্মাক্ত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি জবাব দিলেন যে, ‘ইস্তিওয়া’ সমুন্নত হওয়া,

২৯৬. তার সনদ ছহীহ। ইমাম আবদুল্লাহ্ স্বীয় গ্রন্থ সুন্নাতে চয়ন করেছেন ১১ পৃঃ, আবু দাউদ তাঁর মাসায়িলে ২৬৩ পৃঃ।

এটা কারো নিকট অজানা নেই, কিন্তু এর স্বরূপ ও অবস্থা জানা বা বুঝা (সৃষ্ট জীবের জন্য) অসম্ভব। এটি বিশ্বাস করা ফরয আর এর স্বরূপ জানতে চাওয়া বা জিজ্ঞেস করা বিদ'আত। (যেহেতু ছাহাবায়ে কিরাম এ মর্মে বিনা জিজ্ঞাসায় ঈমান আনয়ন করেছিলেন সেহেতু পরবর্তীতে তা জিজ্ঞাসা করা বিদ'আত বলেই গণ্য হবে)। তাই আমি মনে করি তুমি একজন বিদ'আতী লোক, তখন তিনি আদেশ দিলেন ঐ বিদ'আতীকে তাঁর মাজলিস থেকে বের করে দিতে।^{২৯৭}

عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله

ইমাম শাফে'রী রাহিমাহুল্লাহ-র (মৃতঃ ২০৪ হিজরী) আক্বীদা

قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: وأن الله على عرشه في سمائه، يَقْرُبُ من خلقه كيف شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء. (العلو لابن قدامة ص ١٣٥).

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস আশ শাফে'রী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ্ আছেন আরশে। তিনি তাঁর সৃষ্ট জগতের নিকটবর্তী হয়ে থাকেন যেক্ষেপে ইচ্ছা করেন এবং আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবী আসমানে (সর্বনিম্ন আকাশে) যেক্ষেপে ইচ্ছা অবতরণ করেন।^{২৯৮}

২৯৭. ইমাম বাইহাকী প্রণীত আল আসমা অছছিফাত ২য় খণ্ড ৩০৬ পৃঃ, মুহাক্কিক আল হাশেদী এ আছারটিকে ছহীহ বলেছেন। ইমাম আদ দারেমীর জাহমিয়াদের প্রতিবাদ ১০৪, আল লালাকাযী ৩য় খণ্ড ৩৯৮ পৃঃ, আবু নুআইম কর্তৃক প্রণীত আল হুলইয়া ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৩৫ পৃঃ এবং ইবনু আব্দিল বার্ব প্রণীত তাঁর জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ আততামহীদ ৭ম খণ্ড ১৫১ পৃঃ।

২৯৮. দেখুন আল উলূ ইবনু কুদামা প্রণীত ১৩৫ পৃঃ।

عقيدة الإمام أحمد رحمه الله

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ-র (মৃতঃ ২৪১ হিজরী)

আক্বীদা

قيل لأحمد بن حنبل: الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال نعم على العرش ولا يخلو شيء من علمه، (العلو لابن قدامة ص ١٢٨-١٢٧ واجتماع الجيوش لابن قيم ص ١٢٣).

আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, মহান আল্লাহ কি সাত আসমানের উপর আরশে আছেন, সৃষ্ট জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে? তাঁর শক্তি ও জ্ঞান কি আসমান ও যমীনের সর্বত্রই? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আরশের উপর আছেন, তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নেই।^{২৯৯}

عن الإمام أحمد: “مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَايَهُمْ”

(المجادلة-٧).

قال: علمه، علمه محيط بكل شيء علام الغيوب، ربنا على العرش، بلا حدٍ ولا صفة. (العلو لابن قدامة ص ١٢).

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তাঁর জ্ঞান তাদের সাথে আছে। তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী প্রত্যেক বস্তু বেষ্টনকারী, তিনি সর্বপ্রকার গায়েবের সংবাদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন। আমাদের প্রভু আছেন আরশে, বিনা ব্যাখ্যায় ও বিনা অনুরূপ বর্ণনায়।^{৩০০}

২৯৯. আল উলূ আল্লামা ইবনু কুদামা প্রণীত ১২৭-১২৮ পৃঃ এবং ইজতিমাযুল জুযু'ল

ইসলামিয়া ইবনু কাইয়িম প্রণীত ১২৩ পৃঃ।

৩০০. আল উলূ ইবনু কুদামা প্রণীত ১২৭ পৃঃ

عقيدة الإمام البخاري رحمه الله

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-র (মৃত্যু
২৫৬হিঃ) আকীদা

قال الإمام البخاري رحمه الله : إن الله عز وجل مستوي على عرشه، وقد استدل بأية (من سورة الأعراف : برقم ٥٤) وقد مضت ذكرها أنفاً،

মহান আল্লাহ আরশে সমুন্নত আছেন, এ মর্মে তিনি সূরা আরাফের ৫৪ আয়াত তুলে ধরেন যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।^{৩০১}

عقيدة الإمام أبي زرعة رحمه الله

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আবু যুর'আ আররাযী রাহিমাহুল্লাহ-র (মৃত
২৬৪হিঃ) আকীদা

قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله : إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ بلا كيف ؟ أحاط كل شيء علماً . وقد نقل عنه الإمام اللالكائي في كتابه، (انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١/ ١٩٨) .

ইমাম আবু যুর'আ আররাযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন যে, অবশ্যই মহান আল্লাহ আছেন আরশের উপরে, সৃষ্ট জগত হতে পৃথকভাবে যেরূপ তিনি নিজেই তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রাসূলের যবান দ্বারা বর্ণনা করেছেন কোনরূপ ধরণ-প্রকৃতি ছাড়াই। প্রত্যেক বস্তুই তাঁর জ্ঞানের আয়ত্তে রয়েছে। ইমাম আল-লালাকায়ী এ তথ্যটি স্বীয় গ্রন্থে সংকলন করেছেন।^{৩০২}

৩০১. শারহু অছুল ই'তিকাদ ইমাম আল-লালাকায়ী প্রণীত ২য় খণ্ড: ১৯৬ পৃঃ।

৩০২. আল লালাকায়ী রচিত শারহু উছুল ২য় খণ্ড: ১৯৮ পৃঃ।

عقيدة الإمام ابن خزيمة رحمه الله

ইমাম ইবনু খুযাইমা রাহিমাহুল্লাহ-র (মৃঃ৩১১ হিজরী) আক্বীদা
 ونقل ابن القيم عن قول الإمام أبي بكر بن خزيمة صاحب الصحيح
 رحمه الله (ت ٣١١هـ) أنه قال : من لم يُقَرَّ بِأَنَّ الله على عرشه استوى فوق
 سبع سماواته وأنه بائن من خلقه فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب، وإلا
 ضربت عنقه وأُلقي على مزبلة لئلا يتأذى بريجه أهل القبلة وأهل الذمة،
 (انظر صفة العلو لابن قدامة ص ١٣٨-١٣٩، الفتاوى لابن تيمية
 ٥/١٣٨، ٥٢، عقيدة السلف للصابوني ١/١١١، مختصر العلو للذهبي بتحقيق
 الألباني ص ٢٢٦ وإجماع الجيوش لابن القيم ص ١٩٤).

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম ইমাম আবু বকর ইবনু খুযাইমার উক্তি উল্লেখ
 করে বলেন, (যিনি ছহীহ ইবনু খুযাইমার প্রণেতা) যে ব্যক্তি এ কথা
 স্বীকার করবে না যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি জগৎ থেকে পৃথকভাবে
 সপ্ত আকাশের উপরে আরশে সমুন্নত আছেন, সে ব্যক্তি কাফির ও
 মুর্তাদ। তাকে তাওবার সুযোগ দেয়া হবে, যদি সে তাওবা করে ফিরে
 আসে এবং তা স্বীকার করে তাহলে কোন কথা নেই, তবে তাকে গ্রহণ
 করা হবে। নতুবা তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে এবং তার অপবিত্র লাশ
 ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করা হবে যাতে তার দুর্গন্ধে মুসলিমগণ এবং কর
 প্রদানকারীগণ (অমুসলিমরা) কষ্ট না পায়।^{৩০৩}

৩০৩. ছিফাতুল উ'ল্ ইবনু কুদামা প্রণীত ১৩৮-১৩৯ পৃঃ, মাজমু' আল ফাতওয়া ইবনু
 তাইমিয়া প্রণীত ৫ম খণ্ড ৫২, ১৩৮, আক্বীদাতুস সালাফ ইমাম ছাব্বনী প্রণীত
 ১ম খণ্ড ১১১ পৃঃ, মুখতাহার আল উ'ল্ ইমাম যাহাবী প্রণীত শাইখ আলবানী
 তাহক্বীক্কৃত ২২৬ পৃঃ এবং ইজতিমাউল জুযুশিল ইসলামিয়া ইমাম ইবনুল
 কাইয়িম প্রণীত ১৯৪ পৃঃ।

عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله

ইমাম আবুল হাসান আল আশ‘আরী রাহিমাহুল্লাহ-র (মৃতঃ
৩২৪হিঃ) আক্বীদা

قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله (ت: ٣٢٤هـ): إن الله عز وجل
يستوى على عرشه استواءً يليق به (الإبانة ص ٩٧).

ইমাম আবুল হাসান আল আশ‘আরী বলেছেন যে, অবশ্যই মহান
আল্লাহ তাঁর আরশে সমুন্নত আছেন যে রূপ তাঁর শানে সামঞ্জস্যপূর্ণ।^{৩০৪}

عقيدة الحافظ عبيد الله رحمه الله

হাফেয উবায়দুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ-র (মৃত ৪৪৪ হিজরী) আক্বীদা

ذكر حافظ عبيد الله أبو نصر السجزي الوائل (٤٤٤هـ) من أهل
الحديث في كتابه “الإبانة”: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن
زيد وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، متفقون على
أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان، (الفتاوى لابن تيمية ٥/
١٩٠ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ٢٤٦).

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ হাফিয উবাইদুল্লাহ আবু নাছর আসসাজাজী আল
ওয়ায়িল- যিনি আহলু হাদীছদের একজন বিশিষ্ট মনীষী ছিলেন- তিনি তাঁর
গ্রন্থ “আল ইবানাহ”য় আহলু হাদীছের আক্বীদা উল্লেখ করে বলেন,
আমাদের ইমামদের যেমন ছাওরী, মালিক, ইবনু উয়াইনা, হাম্মাদ বিন
যায়দ, ফুযাইল বিন ইয়ায, আহমাদ বিন হাম্বল এবং ইসহাক বিন
রাহওয়াযহ এঁরা সকলেই এ কথায় একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা
অবশ্যই সত্ত্বাগতভাবে আরশের উপর সমুন্নত আছেন, আর তাঁর জ্ঞান
সর্বত্র বিরাজমান।^{৩০৫}

৩০৪. আল ইবানাহ ফী উছূলিদ দিয়ানা হ ৯৭ পৃঃ।

৩০৫. ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া ৫ম খণ্ড ১৯০ পৃঃ এবং ইবনুল কাইয়িম প্রণীত
ইজতিমাউল জুযুশিল ইসলামিয়া ২৪৬ পৃঃ।

عقيدة الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله

ইমাম আবু উছমান আছছাবুনী রাহিমাহুল্লাহ-র (মৃত ৪৪৯
হিজরী) আক্বীদা

ذكر ابن القيم عن الإمام أبي عثمان الصابوني إمام أهل الحديث
والفقه (ت ٤٤٩هـ) أنه قال في كتابه “الرسالة في السنة”: إن الله فوق
سماواته على عرشه بائن من خلقه، (انظر فتاوى لابن تيمية ١٩٢/٥
وإجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ٢٤٧)

ইমাম ইবনুল কাইয়িম শাইখ আবু উছমান আছছাবুনীর উক্তি উল্লেখ
করেন (যিনি হাদীছ বিশারদ ও ফিকহ বিশারদদের ইমাম)। তিনি তাঁর
রচিত “আর রিসালা ফি-সসুন্নাহ” গ্রন্থে বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্ট
জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে সত্তা আকাশের উপরে আরশে আছেন।^{৩০৬}

عقيدة الإمام ابن عبد البر رحمه الله

ইমাম ইবনু আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহ-র (মৃত ৪৬৪ হিজরী) আক্বীদা

ونقل ابن عبد البر (ت: ٤٦٤هـ) إجماع الصحابة والتابعين: على أن الله
على العرش وعلمه معهم، (السنة لعبد الله بن أحمد ص ٧١ والتمهيد لابن
عبد البر ٧ / ١٣٨-١٣٩).

ইমাম ইবনু আবদিল বার ছাহাবায়ে কিরাম ও তাবয়ী‘দের এ মর্মে
ঐকমত্য সংকলন করেছেন যে, আল্লাহ আছেন আরশের উপরে, আর তাঁর
জ্ঞান রয়েছে তাদের সাথে সর্বত্র।^{৩০৭}

৩০৬. ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া ৫ম খণ্ড ১৯২ পৃঃ এবং ইজতিমাউল জুযুশিল
ইসলামিয়া ২৪৭ পৃঃ।

৩০৭. আসসুন্নাহ আবদুল্লাহ বিন আহমাদ প্রণীত ৭১ পৃঃ এবং আততামহীদ ইবনু
আবদিল বার প্রণীত ৭ম খণ্ড ১৩৮-১৩৯ পৃঃ।

عقيدة الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله

শাইখ আবদুল কাদির জীলানী রাহিমাহুল্লাহ-র (মৃত ৫৬১
হিজরী) আক্বীদা

قال الشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي شيخ العراق رحمه الله تعالى
(ت: ٥٦١-٤٧١ هـ) في كتابه الغنية : أما معرفة الصانع بالآيات والدلائل
على وجه الاختصار، فهو أن يعرف ويتيقن لأن الله واحد أحد، وهو مستو
على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء، ولا يجوز وصفه بأنه في
كل مكان بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال ”الرحمن على العرش
استوى“ (طه-٥). وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وكونه
تعالى على العرش فمذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف،
(انظر غنية الطالبين للجيلاني ص ٥٤-٥٥ والفتاوى لابن تيمية ٨٥/٥-٨٦
والعلو للذهبي ص ٢٨٤ وطبقات الحنابلة ٣/٢٤٨-٢٤٩).

শাইখ আবদুল কাদের জীলানী আল হাম্বলী শাইখুল ইরাক (ইরাকের
ধর্মীয় নেতা, জন্ম ৪৭১ মৃত্যু ৫৬১ হিজরী) স্বীয় গ্রন্থ ‘আল গুনিয়াতে’
বলেছেন যে, বিভিন্ন নিদর্শনাবলী ও প্রমাণাদির মাধ্যমে সংক্ষেপে
সৃষ্টিকর্তার পরিচয় হলো এটা জানা ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, অবশ্যই
আল্লাহ এক এবং একক। তিনি আরশের উপর সমুন্নত, বিশ্বরাজত্বের উপর
কর্তৃত্বকারী। তাঁর জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টনকারী। তাঁর মহান শানে এটা
বলা কোন ক্রমেই সমীচীন বা বৈধ নয় যে তিনি পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান!
বরং এটাই বলতে হবে যে, তিনি আসমানে আরশের উপরে আছেন,
যে রূপ তিনি ইরশাদ করেছেন যে, “রাহমান আরশে সমুন্নত”।^{৩০৮}

তাই সকলের প্রতি একান্তই কর্তব্য হলো আল্লাহ্ তা‘আলার আরশের উপর সমুন্নত হওয়াকে কোন প্রকার দূরবর্তী ব্যাখ্যা না করেই মেনে নেয়া। আর তা এ জন্য যে, তাঁর আরশে সমুন্নত হওয়াটা প্রত্যেক নবী রাসূলদের প্রতি নাযিল কৃত স্ব-স্ব কিতাবে বিনা স্বরূপ বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে।^{৩০৯} ”الموفق للجميع“

সংশয় নিরসন

অনেকে বলেন আল্লাহ্ আছেন সবার সাথে বা তিনি পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। তারা দলীল স্বরূপ কুরআনুল কারীমের ঐ সকল আয়াত উল্লেখ করেন যাতে তিনি বান্দার সাথে রয়েছেন বুঝায়। যেমন সূরা হাদীদে ৪নং আয়াতে রয়েছে যে, وهو معكم أينما كنتم অর্থাৎ “তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সাথে রয়েছেন তোমরা যেখানে থাক না কেন।” (সূরা আল হাদীদ ৪ আয়াত)। তারা এই ‘সঙ্গে থাকার’ ব্যাখ্যা করেন যে, আল্লাহ বাস্তবে বান্দাদের সংগে রয়েছেন। তারা আরো বলেন, তিনি সর্বাবস্থায় ও সর্বত্র মানুষের সংগে আছেন।^{৩১০} এরূপ ব্যাখ্যা যথার্থ হয়নি বরং ভুলের সংমিশ্রণ ঘটেছে। তাই মহান আল্লাহ্র শানে এরূপ আকীদা পোষণ কোন ক্রমেই সমীচীন হবে না। কেননা এখানে সংগে থাকার আসল অর্থ হলো পর্যবেক্ষণ, অবলোকন, জ্ঞান প্রভৃতি। সুতরাং উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য হবে “আল্লাহ তোমাদের সংগে রয়েছেন তাঁর শ্রবণ শক্তি, তাঁর দৃষ্টি শক্তি এবং তাঁর জ্ঞান শক্তির মাধ্যমে। অর্থাৎ, তিনি তোমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন, তোমরা পৃথিবীর যে কোন স্থানে যা কিছু করছ সে সবই তিনি শুনছেন, অবলোকন করছেন এবং তাঁর সে সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রয়েছে।^{৩১১}

৩০৯. দেখুন গুনিয়াতুত্ ত্বালেবীন শাইখ জীলানী প্রণীত ৫৪-৫৫ পৃঃ, ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া ৫ম খণ্ড ৮৫-৮৬ পৃঃ, যাহাবী প্রণীত আল উলূ ২৮৪ পৃঃ এবং ত্ববাকাতুল হানাবিলাহ ৩য় খণ্ড ২৪৮-২৪৯ পৃঃ।”

৩১০. মাওঃ মহিউদ্দিন কতর্ক অনুদিত তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন ১৩৩৩ পৃষ্ঠা।

৩১১. তাফসীর ইবনু কাছীর ৪র্থ খণ্ড ৩৯০ পৃষ্ঠা।

উল্লেখ্য, তাফসীর ইবনু কাছীরের এ ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে সঠিক ও যথার্থ। তার প্রমাণ হলো এ আয়াতের প্রথমে রয়েছে যে, “তিনি সেই মহান সত্তা যিনি আকাশসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন..।” এছাড়া এ মর্মে ইতোপূর্বে একাধিক আয়াত, বহু হাদীছ এবং ছাহাবা তাবেরীয়ন ও ইমামদের উক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ কোথায় আছেন এ নিয়ে আরো একটি অসত্য ও কল্পিত ধারণা বা বিশ্বাস সাধারণ সমাজে চালু আছে! তাহলো এই যে, কেউ কেউ বলে যে, আল্লাহ্ আছেন মু’মিনদের কুলবে! যেমন তারা একটি আরবী গদ দলীল বা হাদীছ হিসাবে উপস্থাপন করার অপচেষ্টা করে থাকে যেমন **قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ عَرَشُ اللَّهِ** “মু’মিনদের কুলবসমূহে আল্লাহ্র আরশ।” এটা না কুরআনে রয়েছে, না কোন বিশুদ্ধ বা অশুদ্ধ হাদীছে আছে। আর অশুদ্ধ হাদীছে থাকলেও সেটা ধর্মে স্বীকৃত নয়! সেহেতু এ গদটি ধর্মীয় মূল বিশ্বাস বিনষ্টকারী, আক্বীদা ভ্রষ্ট ইসলামের কোন দুশমনের দ্বারা সৃষ্ট একটি অপবাদ, অথবা এটা কোন অর্থ লোভী বা প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত একটি অপপ্রচার মাত্র যা ইতোপূর্বে আলোচিত আল্লাহ্র একাধিক বাণীর বিরোধী তথা আল কুরআন বিরোধী, বিশুদ্ধ হাদীছসমূহের বিরোধী এবং সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা বিরোধী। তাই এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ বাতিল। সুতরাং যাঁরা বলেন যে মহান আল্লাহ্ আছেন সপ্ত আকাশের উপরে আরশে সমুন্নত, তাদের কথাই ১০০% সঠিক ও যথার্থ। কেননা তাদের কথা বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক। যাতে ইতোপূর্বে কুরআনের একাধিক (১২ টি) আয়াত ও বহু ছহীহ হাদীছ, ছাহাবা, তাবেরীয়, তাবেরী তাবেরীয় ও ইমামদের আক্বীদা ও অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হলো যে, মহান আল্লাহ্ সপ্ত আকাশের উপরে আরশে সমুন্নত আছেন, যেক্ষেপে তাঁর মহান শানের জন্য সামঞ্জস্যশীল।

(আল্লাহ্ আপনি দয়া করে আমাদের সকলের আক্বীদা বিশুদ্ধ করার মানসিকতা সৃষ্টি করে দিন আমীন)।

ثَانِيًا: ذكر إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলার জন্য চেহারার
ছিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা

إن لله تعالى وجهًا لا يشبه وجوه المخلوقين، نصدق بذلك ونؤمن به لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك في كتابه، ونص على ذلك رسولنا الكريم ﷺ في الأحاديث، فصفة الوجه ثابتة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف رحمة الله عليهم، فيجب على المسلم والمسلمة إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله جل وعلا. (انظر العقيدة الصافية ص ٣٣٨).

প্রকাশ থাকে যে, মহান আল্লাহর পবিত্র চেহারা রয়েছে কিন্তু সৃষ্ট জীবের চেহারা সমূহের সাথে কোন মিল বা তুলনা নেই। আমরা একথা বিশ্বাস করব, এর প্রতি ঈমান আনব। কারণ এ মর্মে আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলা স্বয়ং তাঁর আল কুরআনে সংবাদ প্রদান করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তা হাদীছে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং আল্লাহর চেহারার গুণটি কুরআন, হাদীছ এবং সালাফে ছালেহীনের ঐকমত্যে সাব্যস্ত হয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উচিত হচ্ছে আল্লাহর উক্ত গুণ প্রকৃত রূপেই সাব্যস্ত করা। যেক্রপ তাঁর মহান শানের জন্য প্রযোজ্য। কোন রূপ পরিবর্তন, নিষ্ক্রিয়করণ ব্যতীত এবং অনুরূপ পোষণ ও উদাহরণ ব্যতীত।^{৩১২}

والدليل على ذلك من القرآن الكريم

এ মর্মে পবিত্র কুরআন থেকে দলীল

قال تعالى: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (الرحمن - ২৭).

ولقد وصف الله عز وجل - وجهه بالجلال والإكرام، وذلك لأن الوجه جاء في الآية مرفوعًا وجاء الوصف أيضًا مرفوعًا “ذو الجلال والإكرام” في ‘ذو’ مرفوعة لأنها تصف الوجه، ليس الوصف هنا للرب كما ادّعى البعض!

আল্লাহ্ বলেনঃ আর কেবল আপনার প্রভুর সুমহান ও সম্মানিত চেহারা অবশিষ্ট থাকবে। (আর রাহমানঃ ২৭ আয়াত)।

আল্লামা সাইয়্যিদ আবদুল গণী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, মহান আল্লাহ্ স্বীয় চেহারার ছিফাত বর্ণনা করেছেন মহান ও অতিশয় সম্মান দ্বারা। যেমন উক্ত আয়াতে ‘অজহ’ শব্দটি এসেছে مرفوع রূপে যা موصوف আর (ذوالجلال والإكرام) শব্দদ্বয় এসেছে যা صفة (আর موصوف এবং উভয়ের একই ই‘রাব হয়ে থাকে)। আয়াতে ذو অব্যয়টি مرفوع ‘অজহ’ এর ছিফাত। ফলে উভয় শব্দে একই ই‘রাব হয়েছে। যদিও অনেকে ভুল দাবী করে যে, ওটা রবের ছিফাত, রবের ছিফাত হলে তো অবশ্যই ذو অব্যয়টি ذى হতো।^{৩১৩}

كما ذكر المفسر ابن جرير الطبري: ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال والإكرام، وذو الجلال والإكرام من نعت الوجه، فذلك رفع ذو، (تفسير الطبري ১৮০/৭)।

যেমনটি প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবনু জারীর আতুতাবারী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, “আর হে মুহাম্মদ! আপনার প্রভুর সম্মানিত ও মহান চেহারা অবশিষ্ট থাকবে।” ذو - وجه - الجلال والإكرام শব্দের ছিফাত (গুণ) হিসাবে এসেছে, ফলে হালাতে رفعি হিসাবে ذو হয়েছে।^{৩১৪}

৩১৩. প্রাগুক্ত।

৩১৪. তাফসীর আতুতাবারী ৭ম খণ্ড ১৮৫ পৃঃ।

উল্লেখ্য জনাব মাওঃ মুহিউদ্দিন কর্তৃক অনূদিত তাফসীর মা‘আরিফুল কুরআনে (১৩১৮ পৃষ্ঠায়) উক্ত আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে, “একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্ত্বা ছাড়া।” এখানে দু’টি মারাত্মক ভুল পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন হয়তোবা ভুল দু’টি অনিচ্ছায় হয়েছে। যেমন একটি হলোঃ “আপনার মহিমায়”, আসলে এখানে হবে “আপনার মহিমাময়”, কেননা যদি আপনার তথা রাসূলের মহিমায় ধরা হয়, তাহলে তো শির্কে আকবার হয়ে যাবে। তাই হয়তো ভুলে এখানে মহিমাময় এর স্থলে মহিমায় লেখা হয়েছে। কিংবা মুদ্রণগত ভুলও হতে পারে।

অপরটি হলোঃ “পালনকর্তার সত্ত্বা ছাড়া” এভাবে মা‘আরিফুল কুরআনে ১০২৩ পৃষ্ঠায়, আল ক্বাছাছ ৮৮ আয়াতেও বলা হয়েছে যে, “আল্লাহ্র সত্ত্বা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংস হবে।”

আসলে وجه অজহ শব্দের অর্থ ‘চেহারা’, কিন্তু তা না করে এর অর্থ করা হয়েছে ‘সত্ত্বা’। তাতে আল্লাহ্র চেহারার ছিফাতটি সাব্যস্ত করা হয়নি। বরং তা না করে দূর্বতী ব্যাখ্যা করা হয়েছে সত্ত্বা দ্বারা! অথচ ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ্র উক্তি বা আক্বীদা হলো আল্লাহ্র ‘অজহ’ বা চেহারা রয়েছে। যা এ অধ্যায়েই **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** উল্লেখ করা হবে।

এ মর্মে আরো দলীল

وقال الله تعالى: إِبْتِئَاءً لِّصِفَتِهِ الْوَجْهَ: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেনঃ তাঁর চেহারা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল।^{৩১৫} উপরোক্ত দু’আয়াতে শুধু আল্লাহ্র চেহারা ব্যতীত সবই ধ্বংস হবে। এদ্বারা এটা বুঝা ঠিক হবে না যে, তাঁর শুধু চেহারাই অবশিষ্ট থাকবে আর সম্পূর্ণ অস্তিত্ব ধ্বংস হবে! -والعياذ بالله- কেননা মানতিক বা আরবী গ্রামার (নীতিমালা) অনুযায়ী **جزء** বলে **كل مراد** অর্থাৎ আংশিক বলে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য নেয়া হয়, আরবী ভাষায় কখনো কখনো এরূপ ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে,

ক. ভবনটির ছাদ যথেষ্ট ময়বৃত্ত হয়েছে বা দেখতে খুবই সুন্দর হয়েছে। এদ্বারা এটা বুঝাবে না যে, এ ভবনটির শুধু ছাদই আছে, খুঁটি দেয়াল বা ভিত্তি নেই বরং ছাদের সাথে অন্যান্য সবসহই বুঝাবে।

খ. কেউ কাউকে বলল যে অমুক ব্যক্তিকে আসতে বলবেন তার চেহারাটা দেখার খুব ইচ্ছা করে। এর অর্থ এই নয় যে, শুধু তার চেহারাটাই আসতে বলা হলো বরং ঐ ব্যক্তির পূর্ণ সত্তা বা দেহসহই উপস্থিত হওয়া উদ্দেশ্য। তদরূপ আল্লাহর চেহারা বুঝানোর সাথে তাঁর সত্তা বা অস্তিত্বও বুঝাবে। **اللَّهُ أَعْلَمُ**

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত উদাহরণ দুটি আল্লাহর সাথে নয়, বরং উল্লেখিত আয়াতদ্বয় সহজে হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে উদাহরণ মাত্র। এরূপ আয়াত বুঝার উদাহরণ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া এবং শাইখ ইবনু উছাইমীন রাহিমাহুমান্নাহ প্রয়োগ করেছেন।^{১১৬}

والدليل على ذلك من الحديث

এ মর্মে হাদীছ থেকে দলীল

وأثبت له الرسول ﷺ صفة الوجه في أحاديث معروفة مشهورة منها:

(١) حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا وَفِيهِ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَتَبَغَّى لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفُضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النَّورُ“ وفي رواية! لو كَشَفَهُ لَأُخْرِقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ. (مسلم ٢٦١/١).

১. বিশ্বনবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর জন্য চেহারা সাব্যস্ত করেছেন, যা একাধিক প্রসিদ্ধ হাদীছে বিদ্যমান রয়েছে।

যেমন আবু মূসা আল আশ‘আরীর মারফু‘ হাদীছ। যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, মহান আল্লাহ ঘুমান না, তাঁর ঘুমানো সমীচীন নয়। তিনি আমল ওয়নের মাপযন্ত্র (দাঁড়িপাল্লা) নিচু করেন ও উঁচু করেন। রাতের আমল দিবসের আমলের পূর্বে তাঁর নিকট পৌঁছে এবং দিবসের আমল পৌঁছে রাতের আমলের পূর্বে। তাঁর হিজাব বা আবরণ হচ্ছে নূর বা আলোক রশ্মি।

অপর বর্ণনায় এসেছে যে, যদি তিনি তাঁর সে আবরণ সরান তাহলে তাঁর চেহারার বড়ত্ব ও মহত্ব দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত সৃষ্টি জগতকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মিভূত করে দিবে।^{৩১৭}

২. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ “قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ قَوْكُمْ” (الأنعام - ৬০)۔ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَعُوذُ بِوَجْهِكَ.. (رواه البخارى مع شرحه (১৩/৬০: برقم: ৭৬০৬) فى التوحيد، قول الله عزوجل “كل شيء هالك الا وجهه”)

২. জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, যখন এ আয়াতটি নাযিল হলো “আপনি বলুন, তিনিই এ বিষয়ে শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন.. .” (আল আন‘আমঃ ৬৫ আয়াত)। তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, (হে আল্লাহ) আমি আপনার চেহারার অসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি..।”^{৩১৮}

৩. وَكَانَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: “وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ.” (أخرجه ابن ابى عاصم فى السنة (১৮০/১) والنسائى

৩১৭. মুসলিম ১ম খণ্ড ২৬১ পৃঃ।

৩১৮. বুখারী শরীফ ব্যাখ্যাসহ তাওহীদ অধ্যায়, মহান আল্লাহর বাণীঃ “প্রত্যেক বস্তু ধ্বংস হবে আল্লাহর চেহারা ব্যতীত” ১৩তম খণ্ড ৪০০ পৃঃ, হাদীছ নং ৭৪০৬।

في سننه (٤/٣) في الصلاة باب الدعاء بعد الذكر وصححه الألباني في صحيح الجامع ٢٧٩/١ برقم: ١٣٠١).

৩. নবী (ﷺ)-এর দু'আসমূহের মাঝে এ দু'আও ছিল (তিনি দু'আ করতেন যে,) হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ পরায়ণ চেহারা দেখার স্বাদ পেতে চাই এবং আপনার দিদার বা সাক্ষাতের আগ্রহ চাই।^{৩১৯}

সুতরাং উপরোক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদীছসমূহ হতে আমরা অবগত হলাম যে, মহান আল্লাহর চেহারা রয়েছে, যা তাঁর অস্তিত্বমূলক ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত। যেক্রপ তাঁর মহান শানের জন্য প্রযোজ্য বা সামঞ্জস্যশীল।

৩১৯. ইবনু আবী আ'হেম প্রণীত আসসুন্নাহ ১ম খণ্ড ১৮৫ পৃঃ এবং নাসায়ী ছালাত অধ্যায় ৩য় খণ্ড ৪ পৃঃ আল্লামা আলবানী উক্ত হাদীছকে বিশ্বুদ্ধ বলেছেন। ছহীহুল জামে' ১ম খণ্ড ২৭৯ পৃঃ, হাদীছ নং ১৩০১।

ثالثًا: ذكر إثبات صفة اليمين لله تعالى

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্ তা‘আলার জন্য দু‘হাতের ছিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা

لله تعالى يدان تليقان بجلاله وكماله لا تشبهان شيئًا من أيدي المخلوقين، وهي من صفات الله الذاتية، وهي ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف فيجب إثباتها لله تعالى، وذلك بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، (العقيدة الصافية ص ٣٣٩).

মহান আল্লাহর দু‘হাত রয়েছে, যেখানে তাঁর মহান শানের জন্য প্রযোজ্য। সৃষ্ট জীবের হাতের সংগে কোন মিল বা সাদৃশ্য নেই। তা তাঁর অস্তিত্বমূলক ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত যা কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে ছালেহীনের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। সেহেতু আল্লাহর জন্য তা বিনা পরিবর্তনে, বিনা নিজীকরণে, বিনা অনুরূপ বর্ণনায় এবং বিনা উপমায় সাব্যস্ত করতে হবে।^{৩২০}

والدليل على ذلك من القرآن الكريم

এ মর্মে পবিত্র কুরআন থেকে দলীল

قال سبحانه وتعالى: “بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ...” (المائدة - ٦٤).

আল্লাহ্ সুবহানাহু অতা‘আলা বলেনঃ বরং তাঁর দু‘হাত প্রসারিত ...।^{৩২১}

وقال الله عز وجل: “يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي”

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ হে ইবলীস! তোমাকে কিসে নিষেধ করল তাকে (আদমকে) সাজদা করতে, যাকে আমি দু‘হাত দ্বারা তৈরী করলাম।^{৩২২}

৩২০. আক্বীদাতুছ ছাফিয়া ৩৩৯ পৃঃ।

৩২১. আল- মায়িদাঃ ৬৪ আয়াত।

৩২২. ছোয়াদঃ ৭৫ আয়াত।

وقال أصحاب التفسير الميسر: وفي الآية إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه. (التفسير الميسر ص ٤٥٧)

তাফসীর আল মুইয়াসসারের বিজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাবারাকা অতা‘আলার (অস্তিত্বমূলক) গুণ দু‘হাতের পরিচয় পাওয়া যায়, বা দু‘হাত সাব্যস্তের দলীল পাওয়া যায়। যেরূপ তাঁর মহান শানের জন্য প্রযোজ্য।^{৩২৩}

وقال تعالى: “يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ” (الفتح-١٠).

وفي الآية إثبات صفة اليد لله تعالى بما يليق به سبحانه وتعالى دون تشبيه ولا تكيف، (الميسر ص ٥١٢).

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপরে”।^{৩২৪}

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু অতা‘আলার জন্য হাতের গুণ সাব্যস্ত রয়েছে, যেরূপ তাঁর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কোনরূপ তুলনা এবং সাদৃশ্য ব্যতিরিকে।^{৩২৫}

وقد بَوَّبَ الإمام البخاري بهذه الآية في كتاب التوحيد لإثبات صفة اليدين لله تعالى ثم أورد الحديث، وقد ذكر ابن حجر في شرحه أقوال العلماء الذين بينوا أن المقصود الأصلي به إثبات صفة اليدين حقيقة على ما يليق بجلال الله وكماله، وأنه لا يصح بوجه من الوجوه في اللغة العربية أن تأول اليد هنا بمعنى القدرة أو النعمة، فقال ابن بطال رحمه الله: في هذه الآية اثبات اليدين لله وهما صفتان من صفات ذاته وليستا بجارحتين، ويكفي في الرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة، ولكن يدل على أن

৩২৩. তাফসীর আল মুইয়াসসার ৪৫৭ পৃঃ।

৩২৪. আল- ফাত্হঃ ১০ আয়াত।

৩২৫. তাফসীর আল মুইয়াসসার ৫১২ পৃঃ।

اليدين ليستا بمعنى القدرة في قوله تعالى لإبليس ”ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي“ إشارة إلى المعنى الذى أوجب السجود فلو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل منهما به وهى قدرته. ولقال إبليس: وأئى فضيلة له عآى وأنا خلقتنى بقدرتك كما خلقته بقدرتك، فلما قال ”خلقتنى من نار وخلقته من طين“ دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه ولا جائز أن يراد باليدين النعمتان لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق لأن النعم مخلوقة، (انظر فتح البارى ١٣/ ٤٠٥ والتعليق على كتاب التوحيد لابن منده ٢٣/٣).

ইমাম বুখারী তাওহীদ অধ্যায়ে আল্লাহ্ তা‘আলার জন্য দু’হাতের ছিফাত সাব্যস্ত করণার্থে উক্ত আয়াতের আলোকে অনুচ্ছেদ সূচিত করে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আসক্বালানী ঐ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইসলামী মনীষীবৃন্দের এমন উক্তিসমূহ উপস্থাপন করেছেন যারা এ হাদীছের মর্মার্থ বিশ্লেষণ করেছেন এরূপে যে, নিঃসন্দেহে উক্ত হাদীছের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহ্র জন্য প্রকৃ্তরূপে দু’হাতের ছিফাত সাব্যস্ত করা যা তাঁর পূর্ণত্বের শানে সামঞ্জস্যশীল। তাঁরা আরো বলেন যে, আরবী ভাষার কোন সূত্রের মাধ্যমে এখানে কোনক্রমেই হাতের দ্বারা কুদরতী হাত বা নিয়ামতী হাত ব্যাখ্যা করা সমীচীন হবে না। ইবনু বাতত্বাল বলেন যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলার জন্য দু’হাত সাব্যস্তের প্রমাণ পাওয়া যায়। তা আল্লাহ্র সত্ত্বাগত ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত আর ঐ দুটি অংগ নয়। যারা আক্বীদা পোষণ করে যে, দু’হাত দ্বারা কুদরত উদ্দেশ্য, তাদের আক্বীদার প্রতিবাদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, এর দ্বারা কোনক্রমেই কুদরত উদ্দেশ্য নয় বরং প্রকৃ্তপক্ষে তাঁর দু’হাতই উদ্দেশ্য। যেমনটি আল্লাহ্র বাণী বুঝায়। (যাতে ইবলীসকে লক্ষ্য করে) আল্লাহ্ বললেনঃ তোমাকে কিসে বিরত রাখল তাকে সাজদা করতে, যাকে আমি দু’হাত দ্বারা সৃষ্টি করলাম। এতে দিক নির্দেশনা রয়েছে এ অর্থের প্রতি যে ,

আল্লাহ্ আদমকে সাজদা করতে অপরিহার্য করেছিলেন। যদি হাত দ্বারা কুদরত বুঝানো হত তাহলে আদম ও ইবলীসের মাঝে সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভিন্নতাই দেখা দিত না। তাহলে ইবলীস অবশ্যই বলত যে, আমার উপর আদমের ফযীলত বা শ্রেষ্ঠত্ব কিভাবে অধিক হলো যখন আমার সৃষ্টি ও আদমের সৃষ্টি একই বস্তু থেকে অর্থাৎ কুদরত থেকে! বরং তা না বলে যেহেতু বলল যে, আমাকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নি থেকে আর তাঁকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। এতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, অবশ্যই আদমের বিশেষত্ব ও স্বকীয়তা ছিল ইবলীসের উপর। যেহেতু আদমকে আল্লাহ্ তাঁর দু'হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তিনি (ইবনু বাত্বাল) আরো বলেন যে, দু'হাতের দ্বারা দু'নি'আমত উদ্দেশ্য নেয়া অবৈধ (চরম অন্যায়)। কেননা এতে সৃষ্টি জীবকে সৃষ্ট বস্তুর দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন বলে বুঝায় যা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা নি'আমত আল্লাহ্র সৃষ্টি!^{৩২৬}

وقال أبو الحسن الأشعري: وليس يجوز في لسان العرب أن يقول القائل: عملت كذا "بيدي" ويعني به النعمة، ولا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يد بمعنى نعمة، فبطل أن يكون معنى قوله عز وجل بيدي النعمة، (انظر الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري ص ١٠٦-١٠٧).

ইমাম আবুল হাসান আল আশ'আরী বলেন, আরবী ভাষায় কারো এরূপ বলা যে, আমি একাজ করেছি হাত দ্বারা অর্থাৎ নি'আমত দ্বারা বলা বৈধ নেই। তদরূপ তার উপর আমার হাত তথা নি'আমত আছে বলাও বৈধ নেই। সুতরাং এ প্রেক্ষাপটে মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ “আমার দু'হাত” এর অর্থ নি'আমত অর্থে গ্রহণ করা বাতিল বলে গণ্য হলো।^{৩২৭}

৩২৬. ফাতহুল বারী ১৩তম খণ্ড ৪০৫ পৃঃ এবং আততা'লীক আ'লা কিতাবিত তাওহীদ

ইমাম ইবনু মান্দাহ প্রণীত ৩য় খণ্ড ২৩ পৃঃ।

৩২৭. আল ইবানা ইমাম আবুল হাসান আল আশ'আরী প্রণীত ১০৬-১০৭ পৃঃ।

والدليل على ذلك من الحديث

এ মর্মে হাদীছ থেকে দলীল

۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَدُ اللَّهِ مَلَأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَقَالَ! أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَغْضُ مَا فِي يَدِهِ. (رواه البخارى مع الفتح فى كتاب التوحيد ٤٠٤/١٣ برقم: ٧٤١١).

১. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহর হাত ধনে বা সম্পদে এমন ভাবে পরিপূর্ণ যে, বিরামহীনভাবে ব্যয় করছেন, কিন্তু তাতে সামান্যতমও হ্রাস পায়নি। আল্লাহর রাসূল এর ব্যাখ্যা করে বলেন যে, তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, আকাশ ও যমীন আল্লাহ যেদিন হতে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে তিনি খরচ করছেন কিন্তু তাঁর মহাপবিত্র হাতে যা রয়েছে তা থেকে বিন্দু পরিমাণও হ্রাস পায়নি...।^{৩২৮}

۲. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءَ النَّهَارِ، وَبِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (رواه مسلم برقم: ২৭০৭).

২. আবু মূসা আল আশ'আরী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাত প্রতি রাতে প্রসারিত করেন, যাতে দিবসের ভুলকারী ব্যক্তি তাওবা করতে পারে। আর দিবসে (হাত প্রসারিত করেন) যাতে রাতের ভুলকারী ব্যক্তি তাওবা করতে পারে। আল্লাহ এরূপ করতে থাকবেন সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়া পর্যন্ত।^{৩২৯}

৩২৮. বুখারী শরীফ ভাষ্য- সহ ফাতহুল বারী ১৩তম খণ্ড ৪০৪ পৃঃ হাদীছ নং ৭৪১১।

৩২৯. মুসলিম শরীফ হাদীছ নং ২৭৫৯।

৩. عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: فَذَكَرَ دُعَاءَ الْإِسْتِفْتَاخِ، وَفِيهِ قَالَ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحُزَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، (رواه مسلم برقم: ১১১)।

৩. আলী বিন আবী তালেব রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ছালাত আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন ছালাতে দাঁড়াতেন .. অতঃপর দু'আ ইসতেফতাহ (ছানা) পাঠ করতেন। ঐ সময় (ছানা পাঠের ভেতর) বলতেন যে, হে আল্লাহ, আমি আপনার দরবারে উপস্থিত। সকল মহিমা গুণকীর্তন আপনারই এবং সকল প্রকার কল্যাণ আপনার দু' হাতেই।^{৩৩০}

৪. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ حِينَ خَلَقَ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي، (أخرجه الترمذي ২/২১১) واللفظ له وأحمد ২/৪৩৩، وابن ماجه برقم : ৪৯৫، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقال الإمام الألباني وسنده حسن، والحديث صحيح، انظر السنة لابن أبي عاصم ১/ ২১০ والصحيحة له ১/ ১১১)।

৪. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ যখন সৃষ্টজীব সৃষ্টি করেন, তখন নিজ হাতে তাঁর নাফসের উপরে লিখে দিয়েছেন যে, অবশ্যই আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী হবে।^{৩৩১}

৫. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كُنْتُمْ تَكُونُونَ فِي بُيُوتِكُمْ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي تَكُونُونَ عَلَيْهَا عِنْدِي، لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ،

৩৩০. মুসলিম শরীফ হাদীছ নং ৭৭১।

৩৩১. ইমাম তিরমিযী নিজস্ব শব্দে বর্ণনা করে হাসান, ছহীহ, গারীব বলেছেন। ২য় খণ্ড ২৭১ পৃঃ, আহমাদ ২য় খণ্ড ৪৩৩ পৃঃ, ইবনু মাজা হাদীছ নং ৪২৫৯, ইমাম আলবানী বলেছেন যে, উক্ত হাদীছের সনদ হাসান, আর হাদীছ ছহীহ। দেখুন আস্ সুন্নাহ ইবনু আবী আ'ছেম ১ম খণ্ড ২৭০ পৃঃ এবং ছাহীহা ১ম খণ্ড ১৭১ পৃঃ

وَلَا ظَلَمْتُكُمْ بِأَجْنِحَتَيْهَا، وَلَكِنْ يَا حَنَظَلَّةُ! سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ. (صحيح الجامع ١١٩٠/٢ والصحيح ١٩٤٨).

৫. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি ঐ মহান সত্তার কসম করে বলছি, যাঁর হস্তে আমার জীবন, তোমরা আমার নিকট যেরূপ (আল্লাহ্‌ ভীরু) অবস্থায় অবস্থান কর সেরূপ যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কালীণ সময়ে থাকতে পারতে, তাহলে অবশ্যই ফেরেস্তাগণ তোমাদের সাথে মুছাফাহা করতেন। আর তাঁদের ডানা দ্বারা তোমাদেরকে ছায়া প্রদান করতেন। কিন্তু হে হানযালা! তোমাদের আল্লাহ্‌ভীরুতা কখনো বৃদ্ধি পায় আবার কখনো হ্রাস পায়।^{৩৩২}

তাই উপরোক্ত দলীলসমূহের আলোকে সকলের প্রতি অপরিহার্য কর্তব্য হলোঃ আল্লাহ্র জন্যে এ ছিফাত সাব্যস্ত করা যেরূপ তাঁর বড়ত্বের শানে প্রযোজ্য।

رابعًا: ذكر إثبات صفة النفس لله عز وجل

চতুর্থতঃ মহান আল্লাহ্র নাফস বা আত্মার ছিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা

মহান আল্লাহ্র নাফস বা হৃদয় রয়েছে। কিন্তু কিরূপ তা আমাদেরকে জানানো হয়নি। তাই তাঁর উক্ত ছিফাত বিনা প্রশ্নে ও বিনা সাদৃশ্যে আমাদের সাব্যস্ত করতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যেরূপ তাঁর মহান শানের জন্য সামঞ্জস্যশীল।

والدليل على ذلك من القرآن الكريم

এ মর্মে পবিত্র কুরআন থেকে দলীল

١. قال الله سبحانه وتعالى: ”وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ“

يعنى و يخوفكم الله من نفسه أن تركبوا معاصيه (تفسير الطبرى - ٢/٢٤٢).

১. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন যে, (তোমরা তাঁর নাফরমানী করার কারণে) আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর 'নাফস' হতে ভয় প্রদর্শন করেন। কেননা মৃত্যুর পরে তাঁর নিকটই তোমাদের গন্তব্য স্থল।^{৩৩}

২. قال الله تعالى: "وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ"

২. আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমাদেরকে তাঁর নাফস হতে ভয় প্রদর্শন করেন আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সীমাহীন অনুগ্রহশীল। (আলে ইমরানঃ ৩০ আয়াত)।

৩. وقال تعالى على لسان عيسى عليه السلام: تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ (المائدة - ١١٦).

৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ঈসা আলাইহিস সালামের যবানীতে বলেছেন যে, "আপনি আমার হৃদয়ের ভিতরের সব কিছু জানেন আর আমি আপনার হৃদয়াভ্যন্তরের কিছুই জানিনা"। (আল মায়িদাহঃ ১১৬ আয়াত)।

৪. قال الله تعالى: "كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ" (الأنعام - ৫৬)

৪. يعنى: أوجب على نفسه الرحمة بعباده تَفَضُّلاً ... (زبدة التفسير ص ১৭০ والميسر ص ১৩৩)

৪. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমাদের পালন কর্তা করুণাবশতঃ তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করা তাঁর নাফসের প্রতি অপরিহার্য করেছেন।^{৩৪}

৩৩৩. আলে ইমরানঃ ২৮ আয়াত, তাফসীর আত-ত্বাবারী ২য় খণ্ড ২৪২ পৃঃ।

৩৩৪. আল আন'আমঃ ৫৪ আয়াত, যুবদাতুত তাফসীর ১৭০ পৃঃ এবং আল মুইয়াসসার ১৩৩ পৃঃ।

৫. قَالَ تَعَالَى لِرَسُولِهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: "ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي" (طه - ৬০-৬১)।

৫. আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল মুসা আলাইহিস সালামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তুমি নির্ধারিত সময়েই এসে উপস্থিত হয়েছ হে মুসা! আর আমি তোমাকে আমার নাফসের জন্য তৈরী করেছি।" ৩৩৫

والدليل على ذلك من الحديث

এ মর্মে হাদীছ থেকে দলীল

১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ - كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضَعُ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَلَى غَضَبِي. (البخارى - برقم: ৭৬০৬)।

১. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন, যখন আল্লাহ্ সৃষ্টজগৎ সৃষ্টি করলেন তখন তিনি তাঁর নাফসের প্রতি অপরিহার্য করে তাঁর কিতাবে এ কথা লিখে আরশের উপর তাঁর নিকট সংরক্ষিত রেখেছেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাবে। ৩৩৬

২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، ... (رواه البخارى - برقم: ৭৬০৫)।

২. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি তার নিকটে থাকি। কেউ বলেছেন যে, বান্দা আমার প্রতি যদরূপ জ্ঞান রাখবে, তদরূপ তার সাথে

ব্যবহার করব। আবার কেউ বলেছেন, আমার বান্দার ধারণা অনুপাতে তার দু'আ করার সময় দু'আ গ্রহণ করব। ধারণা অনুপাতে তাওবা করার সময় তাওবা কবুল করব। ধারণা অনুপাতে ইস্তিগফারের সময় ক্ষমা করে দেব। ধারণা অনুপাতে শর্তসহ ইবাদত করার সময় তার ইবাদতে পুরস্কার প্রদান করব। মোট কথা ধারণা ভাল রেখে তদনুযায়ী আমল করলে পরিণতি উত্তম হবে, আর ধারণা খারাপ রেখে আমল করলে বা না করলে পরিণতি ভয়াবহ হবে।

أنا معه إذا ذكرني أى بعلمى আমি তার সাথেই আছি জ্ঞানের মাধ্যমে (স্বশরীরে নয়)। فإن ذكرني في نفسى যদি সে আমাকে তার মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার মনে মনে স্মরণ করব।^{৩৩৭}

৩. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَالَمُوا، (মختصر مسلم برقم: ১৮২৮ وصحيح الجامع ৮/১০০)।

৩. আল্লাহ্ তা'আলা হাদীছে কুদসীতে বলেছেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নাফসের প্রতি যুলুম হারাম করেছি। আর তোমাদের মাঝেও হারাম করেছি। তাই তোমরা পরস্পরে যুলুম করো না।^{৩৩৮}

দু'আ কনূতেও আল্লাহ্‌র নাফস বা হৃদয় সাব্যস্ত রয়েছে যেমনঃ
 ৪. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اُثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ. (صحيح الترمذی ১৮০/৩ وصحيح ابن ماجه ১/১৭৬ والإرواء ১/১৭০)।

৩৩৭. বুখারী- হাদীছ নং ৭৪০৫ ফাতহুল বারী ১৩তম খণ্ড ৩৯৫ পৃষ্ঠা।

৩৩৮. মুখতাছার মুসলিম ১৮২৮ নং হাদীছ এবং ছহীহুল জামে' ২য় খণ্ড ৮০০ পৃঃ।

৪. রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন, হে আল্লাহ্! আমি আপনার সন্তুষ্টির দ্বারা আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাই। আপনার ক্ষমা দ্বারা আপনার শাস্তি থেকে বাঁচতে চাই, এবং আমি আপনার (রহমত) দ্বারা আপনার (আযাব) থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই। আমি আপনার প্রশংসা যথার্থরূপে গণনা করতে পারব না বরং আপনিই আপনার নাফসের প্রতি যেকোন প্রশংসা করেছেন তাই যথাযথ।^{৩৩৯}

সকাল-সন্ধ্যার যিকিরের অধ্যায়ে একটি যিকির বর্ণিত হয়েছে যা সকালের পাঠ্য যিকির। যিকিরটি নিম্নরূপ:

۝. سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ

كَلِمَاتِهِ. (মুসলিম ২০৯০/৬)

৫. রাসূল বলেন, আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁর সৃষ্টিকুল সংখ্যার সমপরিমাণ, তাঁর নাফসের রেযামন্দির সমপরিমাণ, তাঁর আরশের ওয়নের সমপরিমাণ এবং তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালি পরিমাণ অগণিত বার। (মুসলিম ৪র্থ খণ্ড ২০৯০ পৃঃ)।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

উপরোক্ত তিনটি ছিফাতের “وجه الله، يداه ونفسه” তথা মহান আল্লাহ্র ‘চেহারা’, ‘দু’হাত’ এবং ‘নাফস’ সম্পর্কে এতক্ষণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে একাধিক দলীল প্রমাণ উল্লেখ করা হলো। এ মর্মে এখন সম্মানিত ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম শাফেয়ী‘ রাহিমাহুল্লাহর আক্বীদা ও উক্তি উপস্থাপন করা হচ্ছে যা নিম্নরূপঃ

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: وله يد ووجه ونفس، كما ذكر في القرآن، فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته، لأن فيه إبطال

৩৩৯. ছহীহ তিরমিযী ৩য় খণ্ড ১৮০ পৃঃ, ছহীহ ইবনু মাজাহ ১ম খণ্ড ১৯৪ পৃঃ, ইরউআ-যুলগালীল ২য় খণ্ড ১৭৫ পৃঃ।

الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته بلا كيف،
(الفقه الأكبر ص ٣٦).

মহামতি ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলার হাত, চেহারা এবং নাফস (হৃদয়) অবশ্যই রয়েছে, যেরূপ আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে যে সব ছিফাত উল্লেখ করেছেন যেমন চেহারা, হাত এবং নাফস সে সব প্রকৃত পক্ষেই তাঁর জন্য ছিফাত বা গুণ রয়েছে বিনা নমুনায়। কোন ক্রমেই বলা সমীচীন হবে না যে তাঁর হাত হচ্ছে তাঁর কুদরত (বা কুদরতী হাত) অথবা নি'আমত। কেননা এতে আল্লাহর ছিফাত বাতিল বা ধ্বংস করে দেয়া হয়। যা (ভ্রান্ত) ক্বাদরিয়া ও মুতায়িলীদের আক্বীদা ও মতামত! আর তাঁর হাত হচ্ছে গুণ বিনা সাদৃশ্যে।^{৩৪০}

وقال أيضًا: “يد الله فوق أيديهم” (الفتح-١٠) ليست كأيدي خلقه
وليست جارحة (مثل خلقه) وهو خالق الأيدي، (انظر الفقه الأبسط
ص ١٠٤-١٠٦).

তিনি আরো বলেছেন যে, “আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।” কিন্তু তাঁর হাত সৃষ্ট জগতের হাতের মত নয়। আর তাঁর হাত সৃষ্টিকুলের হাতের মত অংগ নয়। তিনিই সকলের হাত সৃষ্টি করেছেন।^{৩৪১}

وسئل الإمام الشافعي رحمه الله عن صفات الله عز وجل وما ينبغي أن
يؤمن به، فقال: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وخبر بها
نبيه ﷺ أمته أخبر الله عز وجل أنه سمع وأن له يدين بقوله عز
وجل: “بل يده مبسوطتان” (المائدة: ٦٤).

৩৪০. দেখুন আল ফিকহুল আকবার ডঃ আল খুমাইস কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত ৩৬ পৃঃ।

৩৪১. দেখুন আল ফিকহুল আবসাত ১০৪-১০৬ পৃঃ।

وَأَن لَّهِ يَمِينًا بَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ (الزمر: ٦٧).
 أَن لَّهِ وَجْهًا بَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: “كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ” (القصص: ٨٨).
 (انظر اعتقاد أئمة السلف ص ٤٠-٤١).

ইমাম শাফেয়ী রাহিমাতুল্লাহকে মহান আল্লাহর ছিফাত এবং মু'মিন ব্যক্তির করণীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তদুত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তাবারাকা অতা'আলার জন্য অবশ্যই নির্দিষ্ট নাম ও গুণাবলী রয়েছে। এ মর্মে দৃঢ়ভাবে ঈমান আনয়ন করা যে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং নবী (ﷺ) হাদীছে তাঁর উম্মতকে সংবাদ প্রদান করেছেন।

মহান আল্লাহ স্বয়ং সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি অতিশয় শ্রবণকারী এবং তাঁর দুটি হাত রয়েছে যেমন আল্লাহর বাণী “বরং তাঁর দু হাত প্রসারিত”^{৩৪২} এবং তাঁর ডান হাতও রয়েছে, যেমন মহান আল্লাহর বাণীঃ “আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে।”^{৩৪৩}

আর আল্লাহর চেহারা রয়েছে, যার স্বপক্ষে আল্লাহর বাণী রয়েছে যেমনঃ “প্রত্যেক বস্তুই ধ্বংসশীল শুধুমাত্র তাঁর (আল্লাহর) চেহারা ব্যতীত।”^{৩৪৪}

৩৪২. আল মায়িদাহঃ ৬৪ আয়াত।

৩৪৩. আযযুমারঃ ৬৭ আয়াত।

৩৪৪. আল কাছাছঃ ৮৮ আয়াত। দেখুন ই'তিক্বাদু আয়িম্মাতিস সালাফ ৪০-৪১ পৃঃ।

خامساً: ذكر إثبات صفة العيين لله تعالى

পঞ্চমতঃ আল্লাহ্ তা‘আলার দু’চক্ষুর হিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা

قال صاحب العقيدة الصافية:

إن لله تعالى عينين تليقان بجلاله، وذلك كما أثبت لنفسه جلّ وعلاً في كتابه العزيز وكما أثبت له ذلك نبيه ﷺ في أحاديثه الصحيحة، وصفة العيين ذاتية لله عز وجل وليستا بجارحتين، ونؤمن بهما بدون تعطيل ولا تمثيل، ونثبتهما لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله، بقوله تعالى: ”ليس كمثله شيء وهو السميع البصير“ (الشورى - ١١ وانظر العقيدة الصافية ص ٣٥٥).

আক্বীদা আছছাফিয়ার লেখক বলেছেন, আল্লাহ্ তা‘আলার দুটি চক্ষু রয়েছে যেরূপ তাঁর মহান শানের জন্য প্রযোজ্য। আর তা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ জাল্লা অ‘আলা তিনি নিজেই তাঁর জন্য তা সাব্যস্ত করেছেন তাঁর প্রিয় গ্রন্থে। তদরূপ তাঁর নবী (ﷺ) তাঁর বিশুদ্ধ হাদীছসমূহে সাব্যস্ত করেছেন। আর মহান আল্লাহ্র দু’চক্ষুর হিফাত আল্লাহ্র অস্তিত্বমূলক গুণাবলীর অন্তর্গত। (সৃষ্ট জীবের) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় নয়। আমরা তাঁর চক্ষুদ্বয়ের প্রতি ঈমান আনয়ন করব বিলুপ্তিকরণ ব্যতীত এবং উদাহরণ ব্যতীত। আর তা সাব্যস্ত করব যেভাবে তাঁর পূর্ণত্ব ও মহত্বের শানে প্রযোজ্য। আল্লাহ্র এ বাণীর আলোকে যেমনঃ “তাঁর মত কোন কিছুই নেই অথচ তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।”^{৩৪৫}

والدليل على ذلك من القرآن الكريم

এ মর্মে আল-কুরআনুল কারীম থেকে দলীল

١. قال الله عز وجل: ”وَلَيْتُصَنَّ عَلَىٰ عَيْنِي“ (طه - ٣٩).

قال قتادة: أي تغذى على عيني، قيل لتربي على عيني، وحفظي، وفي الآية إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وكماله، (تفسير ابن كثير ٥/ ٢٨٤ والميسر ص ٣١٤).

১. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ মহান আল্লাহ তা‘আলার এ বাণীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রখ্যাত তাবেরী কাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, (হে মূসা)! আর তুমি আমার চক্ষুর সম্মুখে প্রতিপালিত হবে। কেউ বলেন, তোমাকে আমার রক্ষণা-বেক্ষণে ও চক্ষুর সামনে লালন-পালন করা হবে। এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু অতা‘আলার হিফাত চক্ষু সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর চক্ষুদ্বয় কিরূপ এর উত্তরে বলা হবে যে, যেকরূপ তাঁর মহান ও পূর্ণ শানে প্রযোজ্য তদরূপ।^{৩৪৬}

٢. قال تعالى: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (الطور - ٤٨).

أي: واصبر يا محمد! لحكم ربك وأمره فيما حملك من الرسالة وعلى ما يلحقك من أذى قومك، فإنك بمرأى منا وحفظ واعتناء... .. وفي هذه الآية إثبات لصفة العينين لله تعالى بما يليق به دون تشبيه بخلقه أو تكيف لذاته سبحانه وبحمده، واللفظ ورد هنا بصيغة الجمع للتعظيم. (التفسير الميسر ص ٥٢٥).

২. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনাকে আপনার প্রভুর পক্ষ হতে আদেশ নিষেধসহ রিসালতের যে দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে তা পালনে আপনার জাতির পক্ষ হতে যে সকল লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, গ্লানি ও দুঃখ-কষ্ট আসবে তাতে আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন। নিশ্চয় আপনি আমার দৃষ্টির সম্মুখে, দায়িত্বে ও হেফাযতে রয়েছেন। উক্ত আয়াতে আল্লাহর চক্ষুদ্বয়ের হিফাত সাব্যস্ত হয়েছে। তাঁর

৩৪৬. ত্বাহাঃ ৩৯ আয়াত, তাফসীর ইবনু কাছীর ৫ম খণ্ড ২৮৪ পৃঃ এবং তাফসীর আল মুইয়াসসার ৩১৪ পৃঃ।

চক্ষুদয় (কিরূপ? উত্তরঃ) যেরূপ তাঁর মহান শানের জন্য প্রযোজ্য সেরূপ। এতে সৃষ্টজীবের সাথে আদৌ মিল নেই অথবা তাঁর মহান সত্তার নমুনাও নেই। তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করি তাঁর প্রশংসার সাথে। এখানে اَعْيُنُ ‘চক্ষুসমূহ’ অর্থাৎ বহুবচন এসেছে সম্মানার্থে।^{৩৪৭}

৩. قال سبحانه: واصنع الفلك بأعيننا، اى: نحن نراك ونحفظك (انظر

فتح البارى ১৩:৬০১)

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ নুহ আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, তুমি আমার চক্ষুর সম্মুখে নৌকা তৈরী কর। অর্থাৎ আমি তোমাকে দেখবো এবং হেফায়ত করব।^{৩৪৮}

৬. وقال تعالى: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا (القمر - ১৬).

أي تجري بمرأى منا وحفظ، ... وفي هذا دليل على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق به. (التفسير الميسر ص ৫২৭).

৪. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যা আমার হিফায়তে ও দৃষ্টির সম্মুখে চলমান। এ আয়াতে আল্লাহর চক্ষুদ্বয়ের হিফাত সাব্যস্তের স্পষ্ট দলীল রয়েছে। যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু অতা‘আলার শানে প্রযোজ্য সেভাবেই।^{৩৪৯}

والدليل على ذلك من الحديث

এ মর্মে হাদীছ থেকে দলীল

১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَالُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَأَشَارَ إِلَى عَيْنِهِ ”وَأَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، (أَخْرَجَهُ البخاري - برقم: ৩৬৩৭, ৭৬০৭).

৩৪৭. আততূরঃ ৪৮ আয়াত এবং তাফসীর আল মুইয়াসসার ৫২৫ পৃঃ।

৩৪৮. ফতহুল বারী ১৩তম খঃ ৪০১পৃঃ।

৩৪৯. আল ক্বামারঃ ১৪ আয়াত এবং তাফসীর আল মুইয়াসসার ৫২৯ পৃঃ।

১. আবদুল্লাহ্ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী (ﷺ) এর নিকট দাজ্জালের কথা উল্লেখ করা হচ্ছিল; তখন তিনি বললেন, তোমাদের নিকট আল্লাহ্ তা‘আলার কোন কিছুই গোপন থাকবেনা। এরপর তিনি তাঁর চক্ষুর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, আল্লাহ্র চক্ষুতে কোন প্রকার ক্রটি-বিচ্যুতি নেই। তিনি কানা নন। পক্ষান্তরে মাসীহ দাজ্জালের ডান চক্ষু হবে কানা এবং বেড়ে উঠা উঁচু আগুর দানার মত।^{৩৫০}

২. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ. (أخرجه البخاري-برقم: ৭৬০৮).

২. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা‘আলা যখনই কোন নবী প্রেরণ করেছেন তখনই তিনি তাঁর জাতিকে চরম মিথ্যাবাদী কানার ভয় দেখিয়েছেন। ঐ মিথ্যাবাদী (দাজ্জাল) হবে কানা। আর তোমাদের প্রতিপালক কানা নন। আর দাজ্জালের উভয় চোখের মাঝখানে (জন্মগতভাবে) লেখা থাকবে কাফের।^{৩৫১} الله المستعان

نقل ابن حجر العسقلاني عن البيهقي قوله: منهم من قال العين صفة ذاتٍ كما تقدم في الوجه، ومنهم من قال: المراد بالعين الرؤية، ومال إلى ترجيح الأول لأنه مذهب السلف ويتأيد بما وقع في الحديث وأشار بيده فإن فيه إيماء إلى الردّ على من يقول معناها القدرة، صرح بذلك قول من قال إنها صفة ذاتٍ، وقد نقل أيضًا قول ابن المنير: فقال: وجه الاستدلال على إثبات العين لله من حديث الدجال من قوله: “إن الله ليس بأعور” من جهة أن العور عرقًا عدم العين وضد العور ثبوت العين، فلما نزع

৩৫০. বুখারী শরীফ হাদীছ নং ৩৪৩৯, ৭৪০৭।

৩৫১. বুখারী শরীফ হাদীছ নং ৭৪০৮।

هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود العين. (انظر فتح الباري - ٤٠١/١٣).

আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী ইমাম বাইহাক্কীর অভিমত উল্লেখ করেছেন যে, অনেকে বলেন, চক্ষু আল্লাহর সত্তার ছিফাত বা গুণ যেস্বরূপ ইতোপূর্বে আল্লাহর চেহারার (তাঁর অস্তিত্বের ছিফাত) বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। আর কতিপয় লোক বলেন যে, চক্ষু দ্বারা দৃষ্টিশক্তি বুঝানো হয়েছে। কিন্তু ইমাম বাইহাক্কী প্রথম অভিমতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা তা সালাফে ছালেহীনের মাযহাব বা নীতি। আর এ মতটিকেই হাদীছে বর্ণিত وأشار بيده বাক্যকে (তিনি তাঁর হাত দ্বারা চক্ষুর দিকে ইঙ্গিত করলেন) শক্তিশালী করে। কেননা এতে ঐ সমস্ত লোকদের আক্বীদার প্রতিবাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যারা (অর্থাৎ মু'তায়েলা ও আশায়েরাগণ) বলে যে চক্ষু দ্বারা কুদরত উদ্দেশ্য। এতে সালাফদের আক্বীদাই স্পষ্ট হয়েছে যারা বলেন যে, এটা আল্লাহর সত্তার গুণ।

ইবনু হাজার ইবনুল মুনাইয়ের একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, দাজ্জালের (বর্ণনা সম্বলিত) হাদীছে আল্লাহর জন্য চক্ষু সাব্যস্ত করার দলীল উপস্থাপনের দিকটি হচ্ছে এই যে, “আল্লাহর কোন চক্ষু কানা নয়” প্রচলিত ভাষায় কানা বলা হয় চক্ষু না থাকাকে, আর কানার বিপরীত হলো চক্ষু মওজুদ থাকা। তাই যখন ত্রুটি অপসারণ করা হলো তখন স্বভাবতই তার বিপরীত দিক পূর্ণত্ব সাব্যস্ত হলো তা হচ্ছে চক্ষু থাকা।^{৩৫২}

قال العلامة أبو الحسن الأشعري: وأن له عينًا بلا كيف كما قال سبحانه: “تجري بأعيننا” (القمر- ١٤، والإبانة- ٤٤).

আল্লামা আবুল হাসান আল আশ‘আরী বলেছেন, মহান আল্লাহর জন্য চক্ষু রয়েছে বিনা সাদৃশ্য পোষণে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন যে, “যা আমার চক্ষুর সামনে চলমান”^{৩৫৩}

৩৫২. দেখুন ফাতহুল বারী ১৩তম খণ্ড ৪০১ পৃঃ।

৩৫৩. আল ক্বামারঃ ১৪ আয়াত এবং দেখুন আল ইবানা ৪৪ পৃঃ

سادساً: شرح إثبات صفة معية الله تعالى لخلقه ষষ্ঠতঃ আল্লাহ তা‘আলার সাথীত্বের হিফাত সাব্যস্তের বিবরণ

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টিকুলের সাথে বা সংগে রয়েছেন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এ মর্মে একাধিক আয়াত ও হাদীছ উল্লেখ রয়েছে। এ সংশ্রবতার প্রকৃত অর্থ হলো সাহায্য, শক্তি, দৃষ্টি, শ্রবণ, জ্ঞান ও বেষ্টন প্রভৃতি। স্থান কাল পাত্র ভেদে এ সকল অর্থ প্রযোজ্য হবে।

المعية قسمان: ١. الخاصة ٢. والعامة (شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين

٤٠١/١).

সাথীত্ব প্রধানত দু’প্রকার

ক. খাছ তথা বিশেষ সাথীত্ব বা সংশ্রবতা।

খ. ‘আম তথা সাধারণ সাথীত্ব বা সংশ্রবতা।^{৩৫৪}

والخاصة تنقسم إلى قسمين:

١. مقيدة بشخص معين ٢. ومقيدة بوصف.

খাছ বা বিশেষ সংশ্রবতা দু’প্রকার

১. বিশেষ ব্যক্তির সাথে নির্দিষ্ট সংশ্রবতা। ২. বিশেষ গুণের সাথে নির্দিষ্ট সংশ্রবতা।

প্রথম প্রকার খাছের দলীল

قول الله عز وجل عن نبيه: “إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا”

أى: لا تحزن إن الله معنا بنصره وتأييده، (التفسير الميسر ص ١٩٣).

মহান আল্লাহ তাঁর নবীর কথা উল্লেখ করেছেন, “যখন তিনি তাঁর সাথীকে বললেন কোন প্রকার চিন্তা করো না অবশ্যই আল্লাহ আমাদের

সঙ্গে আছেন।” (আত তাওবাঃ ৪০ আয়াত)। অর্থাৎঃ তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তাঁর সাহায্য ও সমর্থন দানের মাধ্যমে।^{৩৫৫}

وقال تعالى لموسى وهارون : إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى (طه - ৬৭)।

আয়: وأنا معكما بحفظي ونصري وتأيدي. (انظر تفسير ابن كثير ২/১৭৬)।

আল্লাহ্ তা‘আলা মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামকে বললেন, “আমি তোমাদের সাথেই রয়েছি শুনি ও দেখি।” (ত্বহা ৪৬ আয়াত) অর্থাৎঃ আমি তোমাদের সাথেই রয়েছি, আমার রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা, সাহায্য ও সমর্থনের দ্বারা।^{৩৫৬}

সুতরাং এ প্রকার সাথীত্বের অর্থ হলো সাহায্য, সমর্থন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

দ্বিতীয় প্রকার খাছের দলীল

وقال تعالى : “إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ” (النحل - ১২৮)।

আয়: إن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا الفواحش والكبائر بالنصر والتأييد، ومع الذين يحسنون أداء فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته، بعونه وتوفيقه ونصره، (التفسير الميسر ص ২৮১)।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, অবশ্যই আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন এবং রয়েছেন সৎকর্ম পরায়ণদের সাথে।^{৩৫৭}

অর্থাৎ আল্লাহ্র সাহায্য এবং শক্তি ও সমর্থন ঐ সকল লোকদের সাথে রয়েছে যারা কবীরা গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন। আর ঐ সমস্ত লোকদের সাথেও আল্লাহ্র সাহায্য ও তাওফীক থাকে যারা

৩৫৫. তাফসীর আল মুইয়াসসার ১৯৩ পৃঃ।

৩৫৬. দেখুন তাফসীর ইবনু কাছীর ৫ম খণ্ড ২৯৬ পৃঃ।

৩৫৭. আন নাহাল ১২৮ আয়াত।

উত্তমরূপে ফরয কার্যাবলী সম্পাদন করেন এবং আল্লাহর যথাযথ আনুগত্য করেন।^{৩৫৮}

এ প্রকার আল্লাহর সংশ্রবতার অর্থ প্রথম প্রকারের ন্যায়। তথা আল্লাহর সাহায্য, তাওফীক বা শক্তি এগুলো ঈমানদার এবং তাক্বওয়াশীল লোকেদের জন্য সুনির্দিষ্ট।

খ. العامة আল আম্মাহ বা সাধারণ সংশ্রবতা, যা প্রত্যেক মু'মিন, কাফির, নেককার, বদকার সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য।

كما قال تعالى : ”وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ..“ (الحديد ٤) أي: وهو سبحانه وتعالى معكم بقدرته وملكه وعلمه ... (انظر تفسير القرطبي ٢٣٧/٩) وقيل: وهو سبحانه معكم بعلمه أينما كنتم (التفسير الميسر ص ٥٣٨).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানে থাকনা কেন। (আল হাদীদ ৪ আয়াত)। অর্থাৎ তিনি সুবহানাহু অতা'আলা তাঁর শক্তি, রাজত্ব এবং জ্ঞানের মাধ্যমে তোমাদের সংগে রয়েছেন।^{৩৫৯}

কেউ বলেছেন তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সাথে আছেন জ্ঞানের মাধ্যমে।^{৩৬০}

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علمًا وَقُدْرَةً وَسَمْعًا وَبَصَرًا وَسُلْطَانًا وَغَيْرَ ذَلِكَ . (انظر العقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين رحمه الله ١/ ٤٠١ - ٤٠٢).

শাইখ ইবনু উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, মা'য়িয়াহ আম্মাহ বা আল্লাহর সাধারণ সাথীত্ব সৃষ্টজগতকে তাঁর জ্ঞান, শক্তি, শ্রবণ, দৃষ্টি এবং ক্ষমতা প্রভৃতির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করাকে অপরিহার্য করে। অর্থাৎ

৩৫৮. তাফসীর আল মুইয়াসসার ২৮১ পৃঃ।

৩৫৯. দেখুন তাফসীর আল কুরত্ববী ৯ম খণ্ড ২৩৭ পৃঃ।

৩৬০. তাফসীর আল মুইয়াসসার ৫৩৮ পৃঃ।

আল্লাহর জ্ঞান, দৃষ্টি, শ্রবণ শক্তি ও রাজত্ব প্রভৃতি সৃষ্টজগতের সবকিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে।^{৩৬১}

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : إِنَّهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَأَنْ كُونَهُ
معنا حق على حقيقته لكن ليست كمعية الإنسان للإنسان، لأن معية
الله عز وجل ثابتة له وهو في علوه، فهو معنا وهو عالٍ عَلَى عرشه فوق كُلِّ
شيءٍ، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يَكُونَ معنا في الأمكنة التي
نحن فيها. إِذَا هَل بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعُلُوِّ تَنَاقُضٌ؟

الجواب : لا، إذ من الممكن أن يكون الشيء عَالِيًا وهو معك، ومنه
ما يقوله العرب : القمر معنا ونحن نسير، والشمس معنا ونحن نسير
والقطب معنا ونحن نسير، مع أن القمر والشمس والقطب كلها في السماء،
فاذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق فاجتماعهما في الخالق من
باب أولى، (المرجع السابق ١/ ٤٠٤).

قال الشيخ ابن عثيمين :

فالمعية إِذَا كَمَا قَالَ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكما هو ظاهر
من شواهد اللغة، مدلولها مطلق المصاحبة مثل فلان مع جُنُودِهِ وَإِنْ كَانَ
هو في غرفة القيادة لكن يُوجَّهُهُمْ، فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة
في مكان، ويقال : زوجة فلان معه، وإن كانت هي في المشرق وهو في
المغرب، ثم هي بحسب ما تضاف إليه،
فإذا قيل، ”إن الله مع الذين اتقوا“ (النحل - ١٢٨) فلا يقتضى ذلك لا
اختلاطًا ولا مشاركةً في المكان، بل هي معية لاثقة بالله، ومقتضاها النصر
والتأييد، (المرجع السابق ١/ ٤٠٥).

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, এ সাথীত্ব প্রকৃতভাবেও হতে পারে যে, তিনি আমাদের সংগে আছেন। কিন্তু মানুষ বা প্রাণী একজন অপরজনের সাথে থাকার মত নয়। কেননা আল্লাহর সাথীত্ব সাব্যস্ত রয়েছে এমতাবস্থায় যে, তিনি আরশের উপরে সমুন্নত রয়েছেন। সেহেতু তিনি আমাদের সাথে আছেন, অথচ তিনি প্রত্যেক বস্তুর উর্ধ্বে আরশের উপরে। কোন ক্রমেই বা কোন অবস্থাতেই আমরা যেখানে পৃথিবীতে আছি তিনি সেখানে নেই।

প্রশ্নঃ তাহলে কি আল্লাহর সর্বোচ্চ স্থান আরশে থাকা এবং আমাদের সংগে থাকা পরস্পরে বিরোধ পরিলক্ষিত হয় না?

এর উত্তরে বলা হবে যে, না বিরোধ হয় না, কারণ কখনো এরূপ সম্ভব হয় যে, কোন বস্তু উপরে অবস্থান করেও তা আপনার সাথে থাকতে পারে। যথা আরবগণ বলে থাকেন যে, আমরা রাতে ভ্রমণ করি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাই অথচ চাঁদ আমাদের সাথেই থাকে। আমরা দিবসে ভ্রমণ করি সূর্য আমাদের সাথেই থাকে। তদরূপ রাতে ভ্রমণ করি প্লেবতারা আমাদের সাথেই থাকে। অথচ চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র এ সবই তো আকাশে নিজ নিজ কক্ষ পথে বিচরণ করছে। সৃষ্টজীবের জন্য যদি ঐ সব উপরে অবস্থান করেও সাথে থাকা সম্ভব হয়, তাহলে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর জন্য (যাঁর সাথে কোন কিছুর মিল বা তুলনা নেই) সপ্ত আকাশের উপরে আরশে সমুন্নত থেকেই বান্দার সাথে থাকা অতি সহজেই বা উত্তমরূপেই সম্ভব।^{৩৬২}

শাইখ ইবনু উছাইমীন বলেছেন যে, আল্লাহর সাথীত্ব শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার দৃষ্টিতে আরবী ভাষার বাহ্যিক উপমার আলোকে সাথীত্বের অর্থ হলো সাধারণ সাহচর্য্যতা। যেমন কোন সেনাপতি তাঁর সৈন্য বাহিনীর সংগেই আছেন, অথচ তিনি তাঁবুতে (ক্যাম্পে) অবস্থান করছেন, বরং তিনি সেখান থেকে শুধু তাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন।

অনুরূপভাবে বলা হয় যে, অমুকের স্ত্রী তার সংগেই রয়েছে, যদিও একজন অপরজন থেকে বহু দূরে তথা স্ত্রী পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে ও স্বামী পশ্চিম প্রান্তে। অতঃপর ইহা সাধারণ সাথীত্বের অর্থে ব্যবহৃত হবে যেভাবে তাকে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। সুতরাং পরিশেষে এটাই বলা হবে যে, আল্লাহ মুত্তাক্বীন (আল্লাহভীরু) লোকদের সাথে আছেন।^{৩৬৩}

কখনো এটা বাহ্যিক নির্দিষ্ট স্থানে সংমিশ্রণ বা সংস্পর্শে নয়, বরং এটা এমন সাথীত্ব যা মহান আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। আর যার চাহিদা হলো তাঁর বান্দাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা, (বা শক্তি প্রদান করা।)^{৩৬৪}

زعمت المعتزلة والجهمية: أن الله عز وجل في كل مكان فلزمه أنه في الحشوش والأخليه، وهذا خلاف الدين، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً، (انظر الإبانة ص ٩٩).

মুতায়িলা ও জাহমিয়া সম্প্রদায় বলে থাকে যে, আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক স্থানে আছেন। তাদের এ আক্বীদার পরোক্ষ দাবী হ’ল আল্লাহ আবর্জনা ও মলত্যাগের স্থানেও আছেন। আল্লাহ তাদের এ ঘৃণ্য দাবী থেকে পূত-পবিত্র, মহান ও সুউচ্চ।^{৩৬৫}

সংশয়ঃ

হুলুলীয়া সম্প্রদায় (সংমিশ্রণবাদী বা লীনবাদীরা) বলে যে, আল্লাহ সত্তাগতভাবেই আমাদের সাথে আছেন। আমরা মসজিদে থাকলে সেখানেই, বাজারে থাকলে সেখানেই, পায়খানায় থাকলে সেখানেই।^{৩৬৬}

تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً

নিরসনঃ

উক্ত দাবী ও আক্বীদা সম্পূর্ণ বাতিল নিম্নবর্ণিত কারণেঃ

৩৬৩. আন নাহলঃ ১২৮ আয়াত।

৩৬৪. প্রাগুক্ত ১ম খণ্ড ৪০৪-৪০৫ পৃঃ।

৩৬৫. আল ইবানা ৯৯ পৃঃ।

৩৬৬. আক্বীদা আল ওয়াসিতিয়া ১ম খণ্ড ৪০৭ পৃঃ।

১. উক্ত বিশ্বাস আল্লাহ্র একাধিক বাণী যে, “তিনি আরশে সমুন্নত আছেন” এর বিরোধী এবং অস্বীকারের শামিল!

২. কুরআনে এ মর্মে কোন আয়াত নেই যে, তিনি সত্ত্বাগতভাবেই মানুষের সংগে পৃথিবীতে আছেন। তদরূপ বিশুদ্ধ কোন হাদীছও নেই।

৩. ঐ সাথীত্ব দ্বারা সাধারণ সাথীত্ব উদ্দেশ্য, অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রকৃত পক্ষে রয়েছেন আরশেই, সে স্থান হতেই আমাদের সাথে আছেন। যেভাবে তাঁর মহান শানের জন্য প্রয়োজ্য। যেরূপ ইতোপূর্বেই বলা হলো যে, রাত্রি চলাকালীন চাঁদ সাথে থাকে, দিবসে সূর্য্য সাথে থাকে যে যেখানেই যাক না কেন। তদরূপ স্ত্রী স্বামীর সাথেই রয়েছে একে অপর হতে যতই দূরে অবস্থান করুক না কেন ইত্যাদি। এতদসত্ত্বেও যে আয়াতে রয়েছে যে, “আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন”^{৩৬৭} সে আয়াতের প্রথমে রয়েছে যে, তিনি আরশের উপর সমুন্নত আছেন। সেহেতু ঐ সংগের আসল স্বরূপ বা অবস্থা ইতোপূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন তিনি তোমাদের সংগে আছেন জ্ঞান, শক্তি, দৃষ্টি প্রভৃতির মাধ্যমে, সত্ত্বাগতভাবে নয়।

৪. সংমিশ্রণবাদীদের দাবী অনুযায়ী পায়খানাতেও আল্লাহ্ আছেন বুঝায়! والعياذ بالله যেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ্ পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। মহান আল্লাহ্র মহান শানে এটা চরম ক্রটিমূলক কথা! যা ধৃষ্টতাপূর্ণ বেয়াদবী ও অমার্জনীয় অপরাধ সমতুল্য আক্বীদা!! এরূপ আক্বীদাকে শাইখ ইবনু বায কুফরী আক্বীদাহ বলেছেন।

৫. আল্লাহ সবার সাথে আছে তাদের এ কথা অনুযায়ী আল্লাহকে হয় ভাগ ভাগ হতে হয় নতুবা অগণিত হতে হয়- নাউযুবিল্লাহ এর উভয়টাই কুফরী ও শির্ক!^{৩৬৮}

(আল্লাহ্ তাদের আক্বীদা সঠিক করার তাওফীক দিন।) آمين

৩৬৭. আল হাদীদ : ৪ আয়াত।

৩৬৮. শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসিতিয়া শাইখ ইবনু উছাইমীন প্রণীত ১ম খণ্ড ৪০৯ পৃঃ।

সابعًا : ذكر إثبات صفة النزول لله تعالى

সপ্তমতঃ আল্লাহ্ তা‘আলার জন্য অবতরণের হিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা

১. وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف : وثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له ينزل المخلوقين ولا تمثيل ولا تكيف بل يثبتون ما أثبتته رسول الله ﷺ. ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكفون علمه إلى الله، (انظر عقيدة السلف ص ٧٥).

ইমাম ছাবুনী আক্বীদাতুস সালাফ নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, হাদীছপছীগণ মহান প্রভু আল্লাহ সুবহানাহু অতা‘আলার প্রত্যেক রাতে দুনিয়ার আকাশে অর্থাৎ সর্বনিম্ন আকাশে অবতরণ করাকে সাব্যস্ত করেন। সৃষ্টজীবের অবতরণের সাথে বিনা সদৃশ পোষণে, বিনা উদাহরণে এবং বিনা ধরণ বা অনুরূপ বর্ণনায় বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা সাব্যস্ত করেছেন তারাও তা সাব্যস্ত করেন। তারা (হাদীছের অনুসারীগণ) এ মর্মে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীছকে প্রকাশ্য অর্থেই প্রয়োগ করে থাকেন। আর উক্ত অবতরণ করা গুণের পদ্ধতি ও ধরনের জ্ঞানকে আল্লাহর দিকে সোপর্দ করে থাকেন।^{৩৬৯}

* ثم روى الإمام بسنده حكاية فيها أن الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان سأل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن كيفية النزول فأجابه إسحاق: لا يقال لأمر الرب كيف! إنما ينزل بلا كيف.

* অতঃপর ইমাম ছাবুনী তাঁর নিজস্ব সনদে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, খুরাসানের আমীর আব্দুল্লাহ বিন ত্বাহির ইসহাক বিন

ইবরাহীম আলহানযালীকে আল্লাহর অবতরণের ধরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তদুত্তরে বললেন, মহান পালনকর্তার কর্ম অবতরণ সম্পর্কে ‘কিরূপ’ বলা সমীচীন নয়! বরং তিনি যে রূপ ইচ্ছা সে রূপভাবেই অবতরণ করেন বিনা স্বরূপে।

* وروى أيضًا حكاية أخرى فيها أن محمد بن سلام سأل عبد الله بن المبارك عن كيفية النزول وقال: ليس يخلو ذلك المكان منه! فأجابه ابن المبارك بقوله: ينزل كيف يشاء. (المرجع السابق ص ٧٦)

* তিনি এরূপ আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ বিন সাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারককে আল্লাহর অবতরণের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করল এবং বলল যে, এতে কি উক্ত স্থান (আরশ) খালি হয়না? অদুত্তরে ইবনুল মুবারক বললেন, তিনি তার ইচ্ছাধীন অবতরণ করেন।^{৩৭০}

২. قال صاحب العقيدة الصافية : إن النزول من الصفات الثابتة لله تعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وهذه صفة فعلية لله تعالى، فيجب الايمان بها. (العقيدة الصافية ص ٣٥٨).

২. বিশুদ্ধ আকীদার গ্রন্থের লেখক আল্লামা সাইয়্যিদ সাইদ বলেছেন যে, অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলার জন্য অবতরণ করার গুণ সাব্যস্ত রয়েছে, যেভাবে তাঁর মহান ক্ষমতা ও বড়ত্বের জন্য প্রযোজ্য। এটি আল্লাহর কর্মমূলক ছিফাত, তাই এর প্রতি ঈমান আনয়ন ফরয।^{৩৭১}

৩. وقال الشيخ الدكتور محمد الخميس : يؤمن أهل السنة بصفة النزول الإلهي على الكيفية اللاتئة بالله تعالى وأنه نزول حقيقي إلى السماء الدنيا كلَّ لَيْلَةٍ. (إعتقاد أئمة السلف ص ٣٠٦).

৩. শাইখ ডঃ মুহাম্মদ আল্ খুমাইয়িস বলেছেন, সুন্নাহের অনুসারীগণ ঈমান আনয়ন করেন মহান আল্লাহর অবতরণ করার ছিফাতের প্রতি এরূপে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষেই প্রতি রাতে দুনিয়াবী (সর্ব নিম্ন) আকাশে অবতরণ করেন। যেভাবে তাঁর মহান শানের জন্য প্রয়োজ্য সেভাবেই।^{৩৭২}

والدليل على ذلك من الحديث

এ মর্মে হাদীছ থেকে দলীল

প্রথম হাদীছ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ، فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي ؟ فَأَسْتَجِيبُ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي ؟ فَأُعْطِيهِ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي ؟ فَأَغْفِرُ لَهُ (رواه البخاري في كتاب الدعوات باب الدعاء نصف الليل، برقم : ١١٤٥ ومسلم كتاب الصلاة باب صلاة الليل مثنى مثنى برقم : ٧٥٨ وصحيح أبو داود برقم : ١١٨٨ وابن ماجه برقم : ١٣٦٦).

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমাদের মহান প্রভু রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। অতঃপর বলতে থাকেন, কে আছে আমার নিকট দু'আ করবে আমি তার দু'আ গ্রহণ করব। কে আছে আমার নিকট কিছু পেতে চায় আমি তাকে তা প্রদান করব। কে আছে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।^{৩৭৩}

৩৭২. ই'তিকাদু আযিম্মাতিস সালাফ ৩০৬ পৃঃ।

৩৭৩. বুখারী শরীফ কিতাবুদ দা'ওয়াত, অর্ধ রাত্রে দু'আর অধ্যায়, হাদীছ নং ১১৪৫, মুসলিম শরীফ কিতাবুছ ছালাত, রাতের ছালাত দু- দু রাকা'আত করে আদায় করার অধ্যায়, হাদীছ নং ৭৫৮, ছহীহ আবু দাউদ হাদীছ নং ১১৮৮ এবং ইবনু মাজাহ হাদীছ নং ১৩৬৬।

وهذا الحديث نص صريح وصحيح في ثبوت النزول لله سبحانه وتعالى.
(العقيدة الصافية ص ٣٥٩).

এ হাদীছটি আল্লাহ সুবহানাহু অত্যাশ্চর্য অবতরণ করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ দলীল।^{৩৭৪}

দ্বিতীয় হাদীছ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، فَيَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي، فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي، فَأَغْفِرَ لَهُ؟ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ، حَتَّى يُضِيَّ الْفَجْرُ (وفي رواية حتى يطلع الفجر - وهو حديث صحيح (رواه الترمذی بسند صحيح، انظر صحيح الترمذی ٢٥٤/١ برقم : ٤٤٦، وصحيح ابن ماجه برقم : ١٣٦٦، والإرواء ١٩٨/٢).

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক রাত্রে যখন প্রথম তৃতীয়াংশ চলে যায় তখন আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে (নিম্ন আকাশে) অবতরণ করেন। অতঃপর বলতে থাকেন, আমিই বাদশাহ্। কোন্ ব্যক্তি আমার নিকট দু'আ করবে আমি তার দু'আ কবুল করব। কোন্ ব্যক্তি আমার নিকট কিছু পেতে চায় আমি তাকে তা প্রদান করব। কোন্ ব্যক্তি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। এভাবে ফজর প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত বলতে থাকেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত এরূপ বলতে থাকেন।^{৩৭৫}

৩৭৪. আল আক্বীদাতুছ ছাফিয়া ৩৫৯ পৃঃ।

৩৭৫. তিরমিযী ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন দেখুন ছহীহ তিরমিযী ১ম খণ্ড ২৫৪ পৃঃ হাদীছ নং ৪৪৬, ছহীহ ইবনু মাজাহ হাদীছ নং ১৩৬৬ এবং ইরওয়াউল গালীল ২য় খণ্ড ১৯৮ পৃঃ।

তৃতীয় হাদীছ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ هَبِطَ إِلَى هَذِهِ السَّمَاءِ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِ السَّمَاءِ فَفُتِحَتْ، فَقَالَ : هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِيبَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأُغْفِرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُضْطَرٍّ أَكْشِفَ عَنْهُ ضَرَّهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغِيثٍ أَغِيثُهُ؟ فَالَا يَزَالُ ذَلِكَ مَكَاتَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنَ الدُّنْيَا" (رواه الدارقطني في كتابه النزول ص ۱۳۳).

আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ (তঁার বান্দাদের) অবকাশ দিয়ে থাকেন। যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ চলে যায় তখন আল্লাহ এই নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন। অতঃপর আকাশের দরজাসমূহ তঁার নির্দেশে খুলে দেয়া হয়, এরপর বলতে থাকেন, কোন প্রশ্নকারী আছে কি যার উত্তর দিব। কোন দু'আকারী আছে কি যার দু'আ গ্রহণ করব। কোন পাপ ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি যার পাপ ক্ষমা করব। কোন কষ্টে নিপতিত ব্যক্তি আছে কি যার কষ্ট দূর করব। কোন আশ্রয়প্রার্থী আছে কি যাকে আশ্রয় দান করব। প্রতি রাতেই উক্ত স্থানে এরূপ বলতে থাকেন ফজর প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত।^{৩৭৬}

চতুর্থ হাদীছ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : "إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ هَبِطَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ مُذْنِبٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ" (رواه مسلم بشرح النووي ۳۶/۶ وانظر المسند للإمام أحمد ۳۴/۶ ورواه الدارقطني في كتابه النزول ص ۱۳۶).

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ অবকাশ দিয়ে থাকেন, যখন রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ চলে যায় তখন দুনিয়ার আকাশে অবতরণ

করে বলতে থাকেন, কোন পাপী আছে কি কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? কোন প্রশংসারী আছে কি? কোন দু'আকারী আছে কি? এরূপে ফজর প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত বলতে থাকেন।^{৩৭৭}

পঞ্চম হাদীছ

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ يَنْزِلُ اللَّهُ فِيهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ : أَنْظَرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْنًا غَيْرًا ضَاحِكِينَ . جَاؤُوا مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي" فَلَمْ يَرِ يَوْمَ أَكْثَرَ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ (صحيح ابن حبان ٦٢/٦).

জাবির হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ আরাফার দিন বিকেলে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।

অতঃপর তিনি দুনিয়াবাসীকে (আদম সন্তানকে) নিয়ে আকাশবাসীর (ফেরেস্টাদের) নিকট গর্ব করেন আর বলেনঃ তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকাও তারা প্রথর রৌদ্রে দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে আলু থালু কেশে ধুলি মিশ্রিত বস্ত্রে উপস্থিত হয়েছে। তারা আমার রহমত কামনা করছে অথচ তারা আমার আযাব প্রত্যক্ষ করেনি। (রাসূল বলেন) আরাফার দিন অপেক্ষা এত অধিক সংখ্যক দোষখী লোক আর কোন দিন মুক্তি দিতে দেখা যায়নি।^{৩৭৮}

টীকাঃ উপরোল্লিখিত হাদীছসমূহে মহান আল্লাহর অবতরণের একাধিক সময় পরিলক্ষিত হয়। যেমন কোন হাদীছে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে, কোন হাদীছে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশের পর, আবার কোন হাদীছে অর্ধ রাতে। এ মর্মে ইসলামী মনীষীগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যা নিম্নরূপঃ

৩৭৭. মুসলিম, শারহু নাববী ৬ষ্ঠ খঃ ৩৯পৃঃ কতিপয় শব্দ পার্থক্যে, আহমদ ৩য় খঃ

৩৪পৃঃ, দারাকুতুনী সীয নুযূল গ্রন্থে ১৩৬ পৃঃ।

৩৭৮. ছহীহ ইবনু হিব্বান ৬ষ্ঠ খঃ ৬২পৃঃ।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া এর সমাধান কল্পে বলেন যে, এ মর্মে রাসূলের প্রদত্ত বাণী সবই সত্য, এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। তবে বুখারী ও মুসলিমের ঐক্যমতে আবু হুরায়রার মুতাওয়াতির হাদীছ যাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ উল্লেখ রয়েছে, এ সময়েই মহান আল্লাহর অবতরণ অন্যান্য সময় অপেক্ষা বেশী হয়ে থাকে।

কেউ বলেছেন আল্লাহর অবতরণ যে সময় রাত দীর্ঘ সে সময় প্রথম তৃতীয়াংশ শেষ হওয়ার পর। যে সময় রাত-দিন সমান হয় সে সময় মধ্যরাতে। আর যে সময় রাত দিন অপেক্ষা ক্ষুদ্র হয় সে সময় শেষ তৃতীয়াংশে ঘটে থাকে।

আবার কেউ বলেছেন, মহান আল্লাহ অবতরণ করেন রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ শেষ হওয়ার পর। আর বান্দাদের উদ্দেশ্যে কথা বলা শুরু করেন অর্ধরাতে ও শেষ তৃতীয়াংশে ^{৩৭৯}والله أعلم

سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه : ما يقول في رجلين تنازعا في "حديث النزول": أحدهما مثبت، والآخر نافي. فقال المثبت: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فقال النافي: كيف ينزل؟ فقال المثبت: ينزل بلا كيف، فقال النافي: يخلو منه العرش أم لا يخلو؟ فقال المثبت: هذا قول مبتدع، فقال النافي: ليس هذا جوابي، بل هو حيدة عن الجواب، فقال له المثبت: هذا جوابك. فقال النافي: إنما ينزل أمره ورحمته، فقال المثبت، أمره ورحمته ينزلان كل ساعة، والنزول قد وقت له رسول الله ﷺ ثلث الليل الآخر، فقال النافي: الليل لا يستوى وقته في البلاد، وقد يستوى الليل والنهار في بعض البلاد، وقد يطول الليل في

৩৭৯. দেখুন আক্বীদাতুস সালাফ ৭৮-৭৯ পৃঃ, মাজমু ফাতাওয়া ৫ম খণ্ড ৪৭০পৃঃ এবং মুখতাছার ছাওয়ায়েক্বিল মুরসালা ২য় খণ্ড ২৩২পৃঃ।

بعض البلاد، وقد يقصر في بلاد آخر، فيلزم على هذا أن يكون ثلث الليل دائماً، ويكون الرب دائماً نازلاً إلى السماء.

فأجاب رضي الله عنه:

الحمد لله رب العالمين. أما القائل الأول الذي ذكر نص النبي ﷺ فقد أصاب بما قال، فإن هذا القول الذي قاله؛ قد استفاضت به السنة عن النبي ﷺ، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول، ومن قال ما قاله الرسول ﷺ فقلوه حق وصدق، وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني؛ كمن قرأ القرآن ولم يفهم ما فيه من المعاني؛ فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ... (انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٢١/٥-٣٢٢).

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, আপনি কি অভিমত পোষণ করেন ঐ দু'ব্যক্তি সম্পর্কে যারা আল্লাহ্র অবতরণ করার হাদীছ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হলো? তাদের একজন মুছবেত তথা আল্লাহ্ তা'আলার শেষ রাত্রে প্রথম আসমানে অবতরণকে সাব্যস্তকারী। অপর জন নাফী তথা তা অস্বীকারকারী। যেমন সাব্যস্তকারী বলল যে, আল্লাহ্ প্রতি রাত্রে শেষ তৃতীয়াংশে সর্বনিম্ন আকাশে অবতরণ করেন। অতঃপর অস্বীকারকারী বলল যে, কিরূপে অবতরণ করেন? সাব্যস্তকারী বলল যে, বিনা অনুরূপ বর্ণনায়। নাফী বললঃ তাহলে কি আরশ শূন্য বা খালী হয় না? মুছবেত বললঃ এটা বিদআতীর উক্তি বা ধারণা। নাফী বললঃ এটা আমার উত্তর হলো না বরং এটা পাশকাটানো হলো মাত্র! মুছবেত বলল এটাই তোমার উত্তর! নাফী বললঃ এর উত্তর হলো; আল্লাহ্ অবতরণ করেন না বরং আল্লাহ্র আদেশ ও রহমত অবতীর্ণ হয়। মুছবেত বলল আল্লাহ্র আদেশ ও রহমত সদাসর্বদাই নাযিল হয়। আর আল্লাহ্র

অবতরণ করার নির্দিষ্ট সময় আল্লাহর রাসূল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নাকী বললঃ রাত্রির সময় সমভাবে সব দেশেই একই রূপ হয়ে থাকে না। এক স্থানে রাত হলে অন্য স্থানে দিন হয়। (যেমন জাপান ও আমেরিকা) কোন স্থানে রাত্রি দীর্ঘ, কোন স্থানে সংক্ষেপ! এ দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বদাই রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে উপস্থিত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে! তাহলে ‘রব’ সর্বদাই নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন বুঝা যায়!

উক্ত প্রশ্নের জবাবে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বলেন যে، الحمد لله رب العالمين. প্রথম ব্যক্তির কথা সঠিক যিনি সাব্যস্তকারী। কেননা তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের (নাছ) হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যাতে সুল্লাতের পর্যাপ্ত পরিমাণ দলীল বিদ্যমান রয়েছে। সালাফে ছালেহীন, আইম্মায়ে কেরাম এবং মুহাদ্দেছীনে কেরাম সকলেই তা সত্য বলে স্বীকার করেছেন এবং গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাই যে ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাণী দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করবে তার উপস্থাপন ও দাবী নিঃসন্দেহে সঠিক এবং হক্ক যদিও সে উক্ত দলীলের প্রকৃত অর্থ না জেনে থাকে। যেমন কেউ অর্থ না বুঝেই কুরআন তেলাওয়াত করল! কেননা সর্বাপেক্ষা সত্য বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম হিদায়াত বা তরীকা হচ্ছে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তরীকা। ৩৮০

শাইখুল ইসলাম বলেনঃ যে ব্যক্তি এ ধরনের হাদীছ দ্বারা মহান আল্লাহর ছিফাতকে সৃষ্টজীবের ছিফাতের সংগে তুলনা করবে যা চরম অপরাধ, তা থেকে (অর্থাৎ ঐ তুলনা করা থেকে) আল্লাহকে অবশ্যই পবিত্র করতে হবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিপূর্ণ ছিফাতকে সৃষ্ট জীবের ছিফাতের সংগে তুলনা করে ঐ হাদীছ বুঝতে চাইবে সে নিশ্চিত ভুল করে বসবে। যদিও সে মনে করে যে, এ হাদীছের দাবী বা উদ্দেশ্য হচ্ছে এরূপ, (যেমন অবতরণ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর আদেশ বা রহমত অবতীর্ণ হওয়া)। কেননা এ হাদীছে আল্লাহ সুবহানাহুর অবতরণ করার ছিফাত বা গুণ হচ্ছে অন্যান্য সকল গুণের ন্যায়। যেমন তাঁর আরশে

সমুন্নত হওয়া, কিয়ামত দিবসে বান্দার হিসাব নেয়ার উদ্দেশ্যে আগমন করা, তাঁর জ্ঞানশক্তি, রহমত এবং আরো এ ধরনের সকল ছিফাত তিনি তাঁর পবিত্র কিতাবে যা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) হতে বিমুদ্রভাবে যা সাব্যস্ত রয়েছে তা সবই এক জাতীয়।

তাই তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে,

”فالقول في صفاته كالقول في ذاته” অর্থাৎ তাঁর ছিফাত সম্পর্কে কোনরূপ কথা বলা (প্রশ্ন করা) তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে কথা বলার (প্রশ্ন করার) শামিল। আর আল্লাহ তা‘আলার কোনই অনুরূপ নেই। না তাঁর মহান অস্তিত্বে, না তাঁর গুণাবলীতে, না তাঁর কর্মকাণ্ডে।

সম্মানিত সুধী,

শাইখুল ইসলামের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ঐ প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। এরপরও তিনি বাস্তব যুক্তি দ্বারা বুঝিয়েছেন। যার সংক্ষিপ্ত সার হলো নিম্নরূপঃ

* ধরা যাক প্রাণী দু’প্রকার। ক. বাকশক্তিসম্পন্ন যেমন মানুষ। খ. বাকশক্তিহীন যেমন ঘোড়া, গরু, গাধা প্রভৃতি। উভয় প্রাণীর মাঝে একদিকে মিল ও সাদৃশ্য রয়েছে, অপর দিকে নেই। পানাহার ও মল-মূত্র ত্যাগের দিক থেকে উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে। এছাড়া উভয়েই সৃষ্টজীব। আর অপর দিকে মোটেই মিল বা সাদৃশ্য নেই। যেমন মানুষের শিশু অবস্থায় লালন-পালনের পদ্ধতি, লেবাস, পোষাক-পরিধান, বিদ্যার্জন, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, কথা-বার্তা বলা ও বক্তব্য প্রদান করা প্রভৃতি এরূপ অনেক দিক রয়েছে যাতে উভয়ের মাঝে মোটেই মিল নেই অথচ উভয়েই সৃষ্টজীব। তাহলে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টজীবের মিল বা সাদৃশ্য কিভাবে থাকতে পারে?

* শাইখুল ইসলাম বলেন, যায়েদ ও আমর দু’জন লোকের মাঝেও তদরূপ এক দিকে মিল ও সাদৃশ্যতা রয়েছে, অপর দিকে নেই। উভয়ের মাঝে সাদৃশ্যতার দিক হলো, বাহ্যিক অংগ-প্রতংগ, রং, ভাষা, পানাহার, মল-মূত্র ত্যাগ, পোষাক-পরিচ্ছদ, বিদ্যার্জনের পদ্ধতি প্রভৃতি।

পক্ষান্তরে অমিল বা সাদৃশ্যহীনতার দিক হচ্ছেঃ জ্ঞান, বা বিবেক-বুদ্ধি। উভয়ের মাঝে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ও অন্যান্য দিকে মিল থাকলেও কখনো জ্ঞান-বুদ্ধিতে মিল থাকবে না। তাহলে এক জাতীয় প্রাণী তথা মানুষ একজন অপর জনের গুণাবলীতে ভিন্নতা ও সাদৃশ্যহীন পরিলক্ষিত হলে স্রষ্টার গুণাবলীর সাথে সৃষ্টজীবের গুণাবলী আদৌ কি মিল বা সাদৃশ্য থাকতে পারে? কস্মিনকালেও তা থাকতে পারে না।

* এসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা‘আলার জ্ঞান, তাঁর কথা-বার্তা, তাঁর অবতরণ করা এবং আরশে সমুন্নত হওয়া তাঁর মহান অস্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেরূপ বান্দার দুর্বল ও সীমিত গুণাবলী তার দুর্বল অস্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই কোন ক্রমেই মহান আল্লাহ্ যিনি প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন, তাঁর অতুলনীয় ও অসীম গুণাবলীর সাথে বান্দার দুর্বল, হীন ও তুচ্ছ গুণাবলীর তুলনা, কিয়াস বা সাদৃশ্য কোন ক্রমেই চলে না! **الله أكبر**

* তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) অতঃপর আরো একটি বাস্তব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, অনেকে বলে থাকেন যে, যখন তোমাকে কোন (যুক্তিবাদী) প্রশ্নকারী বলবে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা কিভাবে অবতরণ করেন, অথবা কিরূপে তিনি আরশে সমুন্নত আছেন, অথবা কিরূপে তিনি কথা বলেন, তাহলে তুমি তাকে জিজ্ঞাসা কর যে, বলতো মহান আল্লাহ্র অস্তিত্ব কিরূপ? অতঃপর যদি সে বলে যে, তাঁর অস্তিত্ব কিরূপ আমি তা অবগত নই। তাহলে তাকে বল যে, আমি আল্লাহ্র ছিফাত কিরূপ তা অবগত নই। অর্থাৎ কিরূপে তিনি অবতরণ করেন তা আমি জানি না।

“فان العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف”

“কেননা ছিফাতের (গুণের) স্বরূপ অবগত হওয়া মাউছুফের (গুণ বিশিষ্টের) স্বরূপ অবগত হওয়ার উপর নির্ভরশীল।”

وقال رحمه الله: ولهذا كان مذهب السلف والأئمة هو إثبات الصفات، ونفي مماثلتها لصفات المخلوق، فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه، ومنزه عن صفات النقص مطلقاً، ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات الكمال،

তিনি বলেন, এ কারণে সালাফে ছালাহীন এবং ইমামগণের মাযহাব ও নীতি হলো আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করা। আর সৃষ্টজীবের ছিফাতের সাথে সদৃশতা নাকচ করা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন পরিপূর্ণ ছিফাত বিশিষ্ট সত্তা যাঁর মাঝে কোন প্রকার অপূর্ণতা ও ত্রুটির অবকাশ নেই। বরং তিনি সর্বপ্রকার ত্রুটি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। তদরূপ সৃষ্টজীবের কারো সাথে যে কোন প্রকার সদৃশতা গ্রহণ থেকে তিনি পবিত্র।

শাইখুল ইসলামের নাতিদীর্ঘ আলোচনায় এটাই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হলো যে, প্রশ্নকারীর উক্ত প্রশ্ন যথা “দিবস ও রজনীর বিবর্তন ও দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক পৃথক সময়ের পেঞ্চাপটে আল্লাহর সর্বদাই নিম্ন আকাশে অবতরণ করার যে সংশয় দেখা দেয়” তা মূলতঃ কোন সংশয়ই নয়। কেননা উক্ত সংশয় হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিতে বা আমাদের সীমিত জ্ঞানের আলোকে, তথা সৃষ্টজীবের ধারণায়, যা মহান স্রষ্টার মহান ছিফাতের শানে প্রযোজ্য নয়। কেননা তাঁর জন্য কোন কিছুই অসম্ভব নয়। (সুবহানল্লাহ)!

তাই সসীম জ্ঞানের অধিকারী হয়ে অসীম জ্ঞানসম্পন্ন মহান সত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা নিতান্তই অযৌক্তিক বা অনর্থক! নিজেরা যৎ সামান্য গুণাবলীর অধিকারী হয়ে মহান ক্ষমতাধরের নযীরবিহীন ও অতুলনীয় গুণাবলী সম্পর্কে ঐরূপ ধারণা বা সংশয় পোষণ অনুচিত ও অন্যায়। যেহেতু স্বর্ণযুগের লোকেরা যথা ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী'ন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন ও মুহাদ্দেছীনের মাঝে কেউ-ই মহান আল্লাহর ছিফাত সম্পর্কে ঐরূপ ধারণা ও অশালীন মন্তব্য করতে সাহস করেননি। বরং তাঁরা সকলেই কুরআন ও ছহীহ হাদীছসম্মত আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলার সকল ছিফাতকে বিনা প্রশ্নে সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরাই হিদায়াতের সর্বোত্তম পথের পথিক ছিলেন।

সেহেতু ঐরূপ প্রশ্ন ও ভিন্ন ব্যাখ্যাকারীদের উচিত ছাহাবা, তাবেয়ীন ও ইমামদের পথ অনুসরণ করা। ^{৩৮} الله الموفق

ثامناً : ذكر إثبات صفة الإتيان والمجيء لله تعالى

অষ্টমতঃ আল্লাহ্ তা‘আলার আগমন ও আসার হিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর বান্দার হিসাব-নিকাশ গ্রহণের জন্য আসবেন, যেভাবে তাঁর মহান শানের জন্য প্রযোজ্য। যার স্বরূপ বা অবস্থা সৃষ্টজীবের জ্ঞানের বাইরে।

والدليل على ذلك من القرآن الكريم

এ মর্মে পবিত্র কুরআন থেকে দলীল

قال الله تعالى : ”هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ“ (البقرة - ٢١٠)۔

معنى ينظرون هنا : ينتظرون لأنها لم تعد ب (إلى) فلو تعدت ب (إلى) لكان معناها النظر بالعين غالباً، أما إذا تعدت بنفسها فهي بمعنى ينتظرون، إذاً معنى الآية : ما ينتظر هؤلاء المعاندون الكافرون بعد قيام الأدلة البينة، إلا أن يأتيهم الله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله في ظلل من السحاب يوم القيامة، ليفصل بينهم بالقضاء العادل، وأن تأتي الملائكة، وحينئذ يقضى الله تعالى فيهم قضاءه، وإليه وحده ترجع أمور الخلائق جميعها، (أنظر شرح العقيد الواسطية للعلامة ابن عثيمين ٢٧٥/١ والتفسير الميسر ص ٣٢)

উক্ত আয়াতে ইয়ানযুরুন (তারা তাকায়) ইয়াস্তাযিরুন (তারা অপেক্ষা করে) এর অর্থ হবে। কেননা ইয়ানযুরুন ينظرون শব্দ إلى দ্বারা মুতা‘আদী বা সম্পূরিত হয়নি, যদি ইয়ানযুরুন ইলা শব্দের দ্বারা মুতা‘আদী হয় তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর যদি তা

নিজেই মুতা'আদী হয় (ইলা ব্যতীত) তাহলে তার অর্থ হয় ইয়াস্তাযিরুন অর্থাৎ তারা অপেক্ষা করে। (যেমনটি এখানে ঘটেছে)।

সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে তারা এ সমস্ত কাফের দুশমন দলীল প্রমাণ উপস্থাপনের পর কিসের জন্য অপেক্ষা করছে-সে দিনের জন্য নাকি যে দিন (কিয়ামত দিবসে) তাদের নিকট মহান আল্লাহ্ মেঘমালার ছায়ার সাথে এসে উপস্থিত হবেন যেভাবে তাঁর মহান শানের জন্যে প্রযোজ্য, তাঁর বান্দাদের মাঝে ইনছাফ ভিত্তিক ফায়ছালা করার জন্যে এবং ফেরেস্তাগণও আসবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাঝে বিচার কার্য সমাধা করবেন। সৃষ্টি জগতের সর্বপ্রকার কার্যাবলী তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।^{৩৮২}

وقال الله عز وجل : ”هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ“ (الانعام - ১০৮)।

أى هل ينتظر الذين أعرضوا وصدوا عن سبيل الله إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعدائه لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك يا محمد! للفصل بين عباده يوم القيامة، .. (الميسر ص ১০)।

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ মহান আল্লাহ্ অনত্র বলেন, যারা আল্লাহ্র রাস্তা হতে মুখ ফিরায় ও তাতে বাধা প্রদান করে, তারা কি শুধু (বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে) অপেক্ষা করছে যে দিন মালাকুল মাউত ও তাঁর সাথীবর্গ তাদের জান কবয করার জন্য আসবে। না কি তারা (মহা প্রলয় দিবসের জন্য) অপেক্ষা করছে যেদিন হে নবী মুহাম্মদ! (ﷺ) আপনার মহান প্রভু হাশরের দিন তাঁর বান্দাদের প্রতিদান এবং শাস্তির ফায়ছালা করার জন্য স্বয়ং নিজেই আসবেন। ..^{৩৮৩}

قال تعالى: ”كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا“ (الفجر - ২২)।

৩৮২. দেখুন আক্বীদা আল ওয়াসিতিয়া আব্বাসী ইবনু উছাইমীন কর্তৃক ব্যাখ্যা কৃত ১২

খণ্ড ২৭৫ পৃঃ এবং তাফসীর আল মুইয়াসসার ৩২ পৃঃ।

৩৮৩. আল আন'আম ১৫৮ আয়াত এবং দেখুন তাফসীর আল মুইয়াসসার ১৫০ পৃঃ।

قال الطبري: أي: ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر، إذا رجعت وزلزلت زلزلةً وجرَّكت تحريكًا بعد تحريك وإذا جاء ربك يا محمد وأملاكه صفوفاً، صفًا بعد صف، (تفسير الطبري ٥٢٠/٧). وفي تفسير ابن كثير: حقًا، وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم، وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه... (ابن كثير ٣٩٩/٨).

وقال صاحب فتح البيان: وَالْحَقُّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ آيَاتِ الصِّفَاتِ الَّتِي سَكَتَ عَنْهَا وَعَنْ مِثْلِهَا عَامَّةٌ سَلَفَ الْأُمَّةِ وَأَثْمَتَهَا، وَبَعْضُ الْخَلْفِ فَلَمْ يَتَكَلَّمُوا فِيهَا، بَلْ أَجْرَوْهَا كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَشْبِيهِ وَلَا تَأْوِيلٍ وَلَا تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ، وَقَالُوا يَلْزِمُنَا الْإِيمَانُ بِهَا وَأَجْرَاؤُهَا عَلَى ظَاهَرِهَا، وَالتَّأْوِيلُ دِيْدِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَدِيْنِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَهُوَ خِلَافٌ مَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ (تفسير فتح البيان ٢٣٠/١٥)

وقال صاحب أضواء البيان: ”جاء ربك“: من آيات الصفات، (انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقطي، ٢١٩/٩)

وقيل: ما هكذا ينبغي أن يكون حالكم، فإذا زلزلت الأرض وكسر بعضها بعضًا، وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه والملائكة صفوفا صفوفا، (التفسير الميسر ص ٥٩٣).

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন যে, এটা কখনই নয়। যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এবং আপনার প্রভু আসবেন এবং ফেরেস্তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো থাকবে। (আল ফাজরঃ ২১-২২ আয়াত)।

(ক) ব্যাখ্যাঃ ইমাম ত্বাবারী বলেন যে, ব্যাপারটি এরকম হওয়া অনুচিত! যখন প্রচণ্ড ভূমিকম্পন শুরু হবে এবং তা একের পর এক অব্যাহত ধারায় চলতে থাকবে, আর হে মুহাম্মদ! আপনার পালন কর্তা

আগমন করবেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর ফেরেস্কাবুল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো থাকবে।^{৩৮৪}

(খ) তাফসীর ইবনু কাছীরে রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা কিয়ামত দিবসের বীভিষিকাপূর্ণ চিত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করছেন যে, তোমাদের এ ধরণের হওয়া উচিত নয়। কিয়ামত অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে, যমীন ও পাহাড়সমূহকে একাকার করে লেপে দিয়ে সমভাবে বিছানাস্বরূপ সমতল করে দেয়া হবে। সকল সৃষ্টজীব তাদের কবরসমূহ থেকে তাদের প্রভুর সমীপে দাঁড়িয়ে যাবে। ইত্যবকাশে আপনার প্রভু তাঁর সৃষ্টজীবের বিচার কার্য সমাধার জন্যে তদস্থানে আগমন করবেন।^{৩৮৫}

(গ) ফাতহুল বায়ানের প্রণেতা বলেন যে, প্রকৃত পক্ষে এ আয়াতটি ঐ সকল গুণাবলীমূলক আয়াতসমূহের অন্তর্গত, যার স্বরূপ বর্ণনা করতে সালাফে ছালেহীন, তাদের ইমামগণ এবং কতিপয় তাদের উত্তর সূরীগণ চুপ-চাপ রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কোন প্রকার মুখ খুলেননি। বরং যেরূপে কুরআন ও হুদী হাদীছে এসেছে সেরূপেই তা চালু করেছেন বা মেনে নিয়েছেন। কোন প্রকার স্বরূপ বর্ণনা ছাড়া, সাদৃশ্য পোষণ ছাড়া এবং কোন প্রকার পরিবর্তন, নিক্রিয়করণ ও অপব্যাখ্যা ছাড়া। সালাফে ছালেহীন বলেন, আমাদের প্রতি ফরয হলো তার প্রতি ঈমান আনা এবং প্রকাশ্য অর্থেই তা জারী করা। ভিন্ন ব্যাখ্যা করা যুক্তিবাদী এবং খালাফদের অভ্যাস ও ধর্ম যা সমস্ত সালাফে ছালেহীনের নীতির পরিপন্থী।^{৩৮৬}

(ঘ) তাফসীর আযওয়াউল বয়ানের প্রণেতা বলেছেন যে, “আপনার প্রভু আসবেন” এটা অন্যান্য ছিফাতবিশিষ্ট আয়াতসমূহের অন্তর্গত।^{৩৮৭}

৩৮৪. তাফসীর আততুব্বারী ৭ম খণ্ড ৫২০ পৃঃ।

৩৮৫. ইবনু কাছীর ৮ম খণ্ড ৩৯৯ পৃঃ।

৩৮৬. তাফসীর ফাতহুল বায়ান ১৫তম খণ্ড ২৩০ পৃঃ।

৩৮৭. দেখুন আল্লামা শানক্বিত্তী কর্তৃক প্রণীত আযওয়াউল বয়ান ফী ইয়াহিল কুরআন বিল কুরআন ৯ম খণ্ড ২১৯ পৃঃ।

(ঙ) অনেকে বলেছেন তোমাদের অবস্থা এরকম হওয়া উচিত নয়। (এ কথাটা ইতোপূর্বের আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্কিত) যখন ভূকম্পন শুরু হবে এবং তীব্রতার ফলে এক অংশ অপর অংশকে ভেঙে চুরমার করে দেবে, (তখন প্রলয় দিবস প্রতিষ্ঠিত হবে)। অতঃপর আপনার মহান প্রভু তাঁর সকল মাখলূকের (সৃষ্টজীবের) হিসাব-নিকাশের জন্য এমন অবস্থায় আসবেন যখন ফেরেস্টাকুল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো থাকবে।^{৩৮}

والدليل على ذلك من الحديث

এ মর্মে হাদীছ থেকে দলীল

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي حَدِيثِ الشَّقَاعَةِ الطَّوِيلِ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ قَالَ : حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ، (مسلم في كتاب الايمان).

আবু সা'য়ীদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু শাফা'আতের দীর্ঘ হাদীছে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন পরিশেষে দুনিয়াতে যারা শুধু মাত্র আল্লাহর দাসত্ব করত এরা যখন অবশিষ্ট থাকবে, তখন তাদের মাঝে জগৎসমূহের প্রভু এসে উপস্থিত হবেন।^{৩৯}

وفي رواية للبخاري قال رسول الله ﷺ : فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، (البخاري برقم: ٧٤٣٧).

বুখারী শরীফের অপর এক বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ইত্যবকাশে তাদের (মুমিনদের) নিকট মহান আল্লাহ তাঁর নিজস্ব আকারে এসে উপস্থিত হবেন যাতে তারা (তাকে) চিনবে।^{৪০}

৩৮৮. তাফসীর আল মুইয়াসসার ৫৯৩ পৃঃ।

৩৮৯. মুসলিম, ঈমান অধ্যায়।

৩৯০. দেখুন বুখারী শরীফ ৭৪৩৭ নং হাদীছ।

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فأهل السنة والجماعة يُثبتون أن الله يأتي بنفسه هو، لأنَّ الله تعالى ذَكَرَ ذلك عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قِيلاً من غيره وأحسن حديثاً، لكن يبقى السؤال : هل نعلم كيفية هذا المجيء ؟

الجواب : لا نعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء، ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظر أو خبر الصادق عنها، وكل هذا لا يوجد في صفات الله تعالى، ولأننا إذا جهلنا لله تعالى الذات جهلنا له الصفات أى كيفيتها، فالذات موجودة ونعرف معناها وكذلك المجيء نعرف معناه، لكن كيفية الذات أو المجيء غير معلوم لنا، (العقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين ١ / ٢٧٩ - ٢٨٠).

শাইখ ইবনু উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ এ প্রসংগে বলেছেন যে, আহলে সুন্নাত অলজামা'আত (সুন্নাতের অনুসারীগণ) সাব্যস্ত করেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং রোজ হাশরে বান্দার হিসাব-নিকাশের জন্য আসবেন, যেভাবে তাঁর মহান শানের জন্য প্রযোজ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা ঐ সম্পর্কে নিজেই উল্লেখ করেছেন, তিনি তাঁর সম্পর্কে এবং অপরের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত আছেন, তিনি সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম বর্ণনাকারী।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে, আমরা কি আল্লাহর আসার স্বরূপ জানতে পারি?

উত্তরঃ না, জানতে পারি না। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলা আমাদেরকে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, তিনি আসবেন কিন্তু বলেননি আসার স্বরূপ কি। আর স্বরূপ জানা যায় স্বচক্ষে দেখার মাধ্যমে, অথবা দেখার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে, অথবা কোন নির্ভরযোগ্য সংবাদদাতার সংবাদের মাধ্যমে। আর এ সব কিছুই আল্লাহর ছিফাতের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। যেরূপ

আমরা আল্লাহর সত্তার স্বরূপ জানতে অপারগ, তদরূপ তাঁর ছিফাতের স্বরূপ জানতেও অপারগ।

সুতরাং আল্লাহর সত্তা বাস্তবে অবশ্যই রয়েছে যার অর্থ আমরা জানি, তদরূপ আল্লাহর আসা বা আগমন এর অর্থ আমরা জানি। কিন্তু আল্লাহর সত্তার স্বরূপ এবং তাঁর আগমনের পদ্ধতি বা ধরণ আমাদের সম্পূর্ণ অজানা।^{৩৯১}

وخالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أهل التحريف والتعطيل، فقالوا، إن الله لا يأتي، لأننا إذا ثبت أن الله يأتي ثبت أنه جسم والأجسام متماثلة! فلهذا نقول المعنى : جاء ربك: أي جاء أمر ربك وأتي أمر ربك أو قهره وغيرها كما في كتب التفسير مثل الكشاف والجلالين والبيضاوي وغيرها،

رَدَّ عليهم شارح اللمعة : فقال إنَّ قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح، (شرح لمعة الاعتقاد ص ٢٧).

ورَدَّ العلامة ابن عثيمين أيضًا فقال : هذه الدعوى وقياس باطل، لأنه في مقابلة النص الصريح، وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال، فهو باطل، ولأن الخالق لا يقاس بالمخلوق، وقال الله تعالى : ”ليس كمثله شيء وهو السميع البصير“ ثم قال : ما المانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه على الكيفية التي يريد؟ وهو على كل شيء قدير، (انظر العقيدة الواسطية بشرح ابن عثيمين ١/٢٨٠).

কিন্তু পরিবর্তনকারী ও নিষ্ক্রিয়কারীরা আহলু সুন্নাত অল জামা'আতের বিরুদ্ধাচরণ করে বলে যে, আল্লাহ আসবেন না। কেননা যদি আমরা সাব্যস্ত করি যে, আল্লাহ আসেন বা আসবেন তাহলে আমরা সাব্যস্ত করলাম যে, তাঁর দেহ আছে। আর দেহধারী বস্তু পরস্পরে সাদৃশ্যতার দাবী রাখে। অথচ আল্লাহ কোন কিছুর মত নন। তাই আমরা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করব যে, আপনার প্রভু আসবে এর অর্থ হবে আপনার প্রভুর আদেশ বা বিজয় ইত্যাদি আসবে। যেরূপ তাদের তাফসীর গ্রন্থসমূহে এরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমনঃ

ক. তাফসীর আল কাশশাফ, (আল্লামা যামাখশারী প্রণীত যিনি দ্রান্ত মু'তাযিলি সম্প্রদায়ের একজন খ্যাতনামা আলেম ছিলেন। মৃতঃ ৫৩৮ হিঃ)

খ. তাফসীর আল বাইযাবী (কাযী নাহিরউদ্দিন শাফেয়ী' মাযহাবের খ্যাতনামা আলেম ছিলেন। (মৃতঃ ৯৭১ হিজরী)। কিন্তু আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে আশা'আরী মতবাদকে প্রধান্য দিতেন।

গ. তাফসীর জালালাইন (আল্লামা মাহাল্লী ও আল্লামা সুযূতী উভয়েই শাফেয়ী' মাযহাবের হিজরী নবম কিংবা দশম শতাব্দীর প্রখ্যাত আলেম ছিলেন। কিন্তু তাঁরা আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে আশা'আরী মতবাদকে প্রাধান্য দিতেন। এই কারণে ঐ সকল তাফসীর গ্রন্থ পবিত্র মক্কা মদীনা সহ আরব বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই পাঠ্যভুক্ত নেই)।

উপরোক্ত যুক্তি ও দাবীকে খণ্ডন করতঃ লুম'আত গ্রন্থের ভাষ্যকার এভাবে জবাব দিয়েছেনঃ

ক. তাদের এ সকল কথা বা যুক্তি স্পষ্ট দলীলের সরাসরি বিরোধী।

খ. তাদের এ মত ও পথ হকপন্থী সালাফে ছালাহীন তথা ছাহাবায়ে কেরাম ও তাব'য়ীন এবং ইমামদের অনুসরণীয় মত ও বিশ্বাসের পরিপন্থী।

গ. তাদের ঐ যুক্তি বা ব্যাখ্যার পিছনে কোন প্রকার বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণ নেই। (সেহেতু ঐ মত বা যুক্তি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়)^{৩৯২}

আল্লামা ইবনু উছাইমীন আরো বলেন যে, নিক্রিয়বাদীদের উপরোক্ত দাবী ও যুক্তি নিম্নবর্ণিত কারণে সম্পূর্ণ বাতিল। যেমনঃ

১. স্পষ্ট দলীল বিরোধী, প্রত্যেক ঐ বস্তু যা স্পষ্ট দলীল বিরোধী তাই বাতিল।

২. এতদসত্ত্বেও সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টজীবের সাথে তুলনা করা আদৌ সমীচীন নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তাঁর মত কোন কিছুই নেই, অথচ তিনি সর্ব শ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা। (আশ শুরাঃ ১১ আয়াত)।

৩. আল্লাহ তা'আলা যে অবস্থায় বা ধরণে আসতে ইচ্ছা পোষণ করেন সে অবস্থাতেই আসবেন এতে বাধা কিসের? যেহেতু তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর অসীম ক্ষমতাবান। ৩৯৩

تاسعًا: ذكر إثبات صفة اليمين والقبضة لله تعالى

নবমতঃ আল্লাহ তা'আলার ডান হাত এবং মুষ্টির ছিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলার অন্যান্য ছিফাতের ন্যায় ডান হাত এবং মুষ্টির ছিফাত বা গুণ সাব্যস্ত রয়েছে। যে রূপ তাঁর মহান শানের জন্যে প্রযোজ্য। তার স্বরূপ জানতে চাওয়া উচিত নয়। যেহেতু তিনি তা কাউকে জানাননি! যে রূপ কুরআন ও হুহীহ হাদীছে এসেছে সেরূপেই ঐ সব গুণাবলী সাব্যস্ত করতে হবে।

والدليل على ذلك من القرآن الكريم

এ মর্মে মহাশয় আল কুরআনের দলীল

قال الله عز وجل: "وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ"

أَي: وما عَظَّمَ هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه حين عبدوا معه غيره مما لا ينفع ولا يضر، فسووا المخلوق مع عجزه بالخالق العظيم الذي من عظيم قدرته أن جميع الأرض في قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه، تنزه وتعظم سبحانه وتعالى عما يشرك به هؤلاء المشركون، وفي الآية دليل على إثبات القبضة واليمين لله، كما يليق بجلاله وعظمته من غير تكليف ولا تشبيه، (انظر تفسير ابن كثير ١١٣/٧ والتفسير الميسر ص ٤٦٥).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন যে, ঐ সকল মুশরেক আল্লাহকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেনি যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে অন্যান্যদের ইবাদত করে, যারা তাদের কোনই কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখেনা। তারা অতিশয় দুর্বল মাখলুককে অসীম ক্ষমতার অধিকারী মহান স্রষ্টার সমপর্যায় মনে করে। যিনি তাঁর প্রবল ক্ষমতার বলে প্রলয় দিবসে সমস্ত যমীন তাঁর মুঠোতে গ্রহণ করবেন। আর আসমানসমূহ (সাত আসমান) ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। এ সকল মুশরিকরা আল্লাহর সাথে যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি অতি পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে।^{৩৯৪}

এ আয়াতে আল্লাহর জন্য ডান হাত এবং মুষ্টির ছিফাত সাব্যস্ত রয়েছে। যে রূপ তাঁর মহান শানে ও সীমাহীন বড়ত্বের জন্য প্রযোজ্য, বিনা স্বরূপে এবং বিনা তুলনায়।

وقال سبحانه وتعالى: "وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ" (الحاقة ٤٤-٤٦).

أَي: محمد ﷺ لو كان كما يزعمون مفترياً علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها، أو قال شيئاً من عنده فنسبه إلينا، وليس كذلك لانتمنا

৩৯৪. আয যুমারঃ ৬৭ আয়াত, দেখুন তাফসীর ইবনু কাছীর ৭ম খণ্ড ১১৩ পৃঃ এবং তাফসীর আল মুইয়াসসার ৪৬৫ পৃঃ।

وَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ نِيَاطَ قَلْبِهِ، (انظر تفسير ابن كثير ٢١٨/٨ والتفسير الميسر ص ٥٦٨).

ব্যখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলা বলেনঃ মুহাম্মাদ (ﷺ) তাদের ধারণা মতে যদি আমার নামে মিথ্যা বলত, অথবা রিসালত কম বেশী করত, অথবা তাঁর পক্ষ হতে কিছু বলে আমার দিকে সম্পর্কিত করত, আর এমনটি তো নয়ই, তাহলে আমি সাথে সাথেই তাকে ডান হস্ত দ্বারা ধরতাম। অতঃপর তার গ্রীবা কেটে দিতাম।^{৩৯৫}

والدليل على ذلك من الحديث

এ মর্মে হাদীছ থেকে দলীল

١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَقْبِضُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بَيْنِيهِ ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلْكُكَ الْأَرْضُ، (رواه البخارى برقم: ٤٨١٢ و ٧٣٨٢ ومسلم عن حرملة برقم: ٢٧٨٧ وابن خزيمة في كتابه التوحيد ١/١٦٧ وأحمد ٢/٣٧٤ وابن أبي عاصم في كتاب السنة ١/ ٢٤٢ والمشكاة المحققة: ٥٥٢٢).

১. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন যে, আল্লাহ তাবারাকা অতা'আলা কিয়ামত দিবসে যমীনকে স্বীয় হাতের মুষ্টিতে নিবেন, এবং আসমান ভাঁজ করে ডান হাতে নিবেন। অতঃপর বলবেন আমিই বাদশাহ্, কোথায় (আজ) যমীনের বাদশাহ্গণ!^{৩৯৬}

৩৯৫. আল হাক্কঃ ৪৪-৪৬ আয়াত, দেখুন তাফসীর ইবনু কাছীর ৮ম খণ্ড ২১৮ পৃঃ এবং আল মুইয়াসসার ৫৬৮ পৃঃ।

৩৯৬. বুখারী শরীফ হাদীছ নং ৪৮১২, ৭৩৮২, মুসলিম শরীফ হাদীছ নং ২৭৮৭, ইবনু খুযাইমাহ তাঁর তাওহীদ গ্রন্থে ১ম খণ্ড ১৬৭ পৃঃ, আহমাদ ২য় খণ্ড ৩৭৪ পৃঃ, ইবনু আবী আছেম কিতাবুস সুন্নাহ নামক গ্রন্থে ১ম খণ্ড ২৪২ পৃঃ এবং মিশকাত তাহকীক কৃত হাদীছ নং ৫৫২২।

২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : “يَطْوِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمُوتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ أَتَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَتَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضَيْنِ يَأْخُذُهُنَّ، قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ : بِيَدِهِ الْأُخْرَى، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ، أَتَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَتَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ (مسلم حديث رقم : ٢٧٨٨ وأبو داؤد حديث رقم : ٤٧٣٢ وابن أبي عاصم في السنة ٢٤١/١ وأبو الشيخ في العظمة ٤٥٦/٢ وقد صححه الحاشدى في حاشية الأسماء والصفات للبيهقى ١٣٩/٢ والألباني في صحيح الجامع ١٣٤٦/٢).

২. আবদুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মহান আল্লাহ কিয়ামত দিবসে সাত আসমান ভাঁজ করবেন এরপর সকল আসমানকে ডান হাতে গ্রহণ করবেন! অতঃপর বলবেন, আমিই বাদশাহ। কোথায় দাস্তিকতা প্রদর্শন কারীগণ? কোথায় অহংকারকারীগণ? ‘অতঃপর যমীনসমূহকে ভাঁজ করে ফেলবেন’ বর্ণনাকারী ইবনু আ‘লা বলেন (ভাঁজ করে) অপর হাতে নিয়ে নেবেন। অতঃপর বলবেনঃ আমিই বাদশাহ! কোথায় দাস্তিকতা প্রদর্শনকারীগণ? কোথায় অহংকারকারীগণ?^{৩৯৭}

৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَلْمَقْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ، وَكَلَّتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَاوَلَوْا، (رواه مسلم برقم :

৩৯৭. মুসলিম হাদীছ নং ২৭৮৮, আবু দাউদ হাদীছ নং ৪৭৩২, ইবনু আবী আহেম ১ম খণ্ড ২৪১ পৃঃ, আবুশ শাইখ প্রণীত আযমা ২য় খণ্ড ৪৫৬ পৃঃ, আল্লামা হাশেদী ইমাম বাইহাকীর আসমা অছছিফাত গ্রন্থের টীকায় উহাকে ছহীহ বলেছেন, বায়হাকী ২য় খণ্ড ১৩৯ পৃঃ এবং শাইখ আলবানীও ছহীহ বলেছেন (সামান্য শব্দ পার্থক্যে) ছাহীহুল জামে’ ২য় খণ্ড ১৩৪৬ পৃঃ।

১৪২৭ / ১ / ৫৩৭ والترمذی برقم : ৩৩৬৮ والنسائی في اليوم واللييلة
رقم : ২১৮)।

৩. আবদুল্লাহ বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, মুক্কেসেত্বগণ কিয়ামত দিবসে রাহমানের (আল্লাহর) ডান হাতের পাশে নূরের মিম্বারে উপবিষ্ট থাকবেন। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান। মুক্কেসেত্বগণ হলো তারাই যারা তাদের ফয়ছালায় তাদের অধীনস্থ পরিবার এবং রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করে।^{৩৯৮}

٤ . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قُبْضَةٍ قَبْضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضَيْنِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ، فَمِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزُنُّ وَالْحَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، (أخرجه أبو داود برقم : ৬৬৭৩ والترمذی برقم : ২৭০০ / ৬ / ৬০০ - ৬০৬ وابن خزيمة في كتابه التوحيد ১ / ১০১ - ১০২ وقد صححه الحاشدى في حاشية الاسماء والصفات للبيهقي ১/ ১৬৭)।

৪. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, নিশ্চয় মহান আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছিলেন এক মুষ্টি মাটি দ্বারা যা তিনি গ্রহণ করেছিলেন সমস্ত যমীন থেকে। সে কারণেই কেউ লাল বর্ণের, কেউ সাদা বর্ণের, কেউ কালো বর্ণের, কেউ এতদুভয়ের মাঝে, কেউ শান্ত, কেউ রুক্ষ, কেউ অসৎ, কেউ সৎ।^{৩৯৯}

৩৯৮. মুসলিম হাদীছ নং ১৮২৭, আহমাদ ২য় খণ্ড ৫৩৯ পৃঃ তিরমিযী হাদীছ নং ৩৩৬৮, আন নাসায়ী ফিল ইয়াওমি অল্লাইলাহ হাদীছ নং ২১৮।

৩৯৯. আবু দাউদ হাদীছ নং ৪৬৯৩, তিরমিযী হাদীছ নং ২৯৫৫, আহমাদ ৪র্থ খণ্ড ৪০০-৪০৬ পৃঃ, ইবনু খুযাইমাহ প্রণীত স্বীয় তাওহীদ গ্রন্থে ১ম খণ্ড ১৫১-১৫২ পৃঃ, হাদীছটিকে আল্লামা হাশেদী বায়হাকীর আসমা অছছিফাত নামক গ্রন্থের টীকায় ছহীহ বলেছেন ২য় খণ্ড ১৪৯ পৃঃ।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় ও তার বিশুদ্ধ তাফসীর এবং একাধিক ছহীহ হাদীছের আলোকে আমাদের নিকট এটাই সুস্পষ্ট হলো যে, মহান আল্লাহর ডান হাত ও মুঠো রয়েছে। তবে এর অবস্থা বা স্বরূপ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেনা।

উল্লেখ্য যে, তাফসীর মা'আরিফুল কুরআনে ১১৮৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের দিন পৃথিবী আল্লাহর মুঠোতে থাকবে এবং আকাশ ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে। পূর্ববর্তী আলেমগণের মতে আক্ষরিক অর্থেই এমনটি হবে। কিন্তু আয়াতের বিষয় বস্তু *متشابهات* (যা অস্পষ্ট) এর অন্তর্ভুক্ত। যার স্বরূপ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেনা। এ আয়াতের বাহ্যিক ভাষ্য থেকে জানা যায় আল্লাহ তা'আলার মুঠি ও হাত আছে। এগুলো দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অথচ আল্লাহ দেহ ও দেহত্ব থেকে পবিত্র ও মুক্ত। তাই আয়াতের উপসংহারে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোকে নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করো না। আল্লাহ এগুলো থেকে পবিত্র *سبحانه وتعالى عما يشركون*

পরবর্তী আলেমগণ আলোচ্য আয়াতকে দৃষ্টান্ত ও রূপক সাব্যস্ত করে এর অর্থ করেছেন যে, “এসব আমার মুঠিতে ও ডান হাতে” এরূপ বলে রূপক ভঙ্গিতে বুঝানো হয় যে, বস্তুটি পূর্ণরূপে আমার করায়ত্তে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে। আয়াতে তাই বুঝানো হয়েছে।

বিচক্ষণ পাঠক, মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধিতে যতই পাণ্ডিত্য অর্জন করুক ন কেন অথবা শিক্ষার চরম শিখরে পৌঁছুক না কেন, ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে উঠতে পারবে না। যেহেতু তার এটা স্বভাবগত বিষয় বা দুর্বলতা। নির্ভুল হচে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর বাণী ও তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাণী, তথা পবিত্র কুরআনুল কারীম বিশুদ্ধ হাদীছসমূহ।

ইতোপূর্বে অত্র পুস্তকে সালাফে ছালেহীনের অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণীকে বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে আক্বীদার ক্ষেত্রে। নতুবা আসল উদ্দেশ্য

হাছিল হবে না। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা! ইসলামে অনেক দল-উপদল, ফিক্কা, ইজম ও মতবাদের ব্যাপক প্রসারের ফলে মুসলিমগণ খাঁটি ইসলাম জানতে ও বুঝতে যুগ যুগ ধরে বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন। যেমন তাওহীদের বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা যা একাত্তই প্রয়োজন। কিন্তু তা শিক্ষালাভ করা আমাদের ভারত উপমহাদেশে যথেষ্ট কঠিন ও সুদূর পরাহত! এ বিশাল এলাকায় মু'তায়িলা, মাতুরিদিয়া ও আশায়ের আক্বীদার নযীর বিহীন প্রভাবের ফলে আলেম উলামা ও সাধারণ মুসলিম অনেকেই আক্বীদা সম্পর্কে তাদের তৈরী নীতিমালা গ্রহণ করেছেন যাতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ না করে রূপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, অথবা ঐসব আয়াত ও ছহীহ হাদীছের দূরতম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অথবা মূল অর্থ পরিত্যাগ করে গৌণ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে যা ছাহাবায়ে কেরাম, সালাফে ছালেহীন ও ইমাম চতুষ্ঠয়ের অনুসৃত ও গৃহীত নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী বা বিরোধী! الله المستعان

এর ফলে ইসলামী আক্বীদায় বিশেষ করে আল্লাহ্র পবিত্র গুণাবলী জানার ও বুঝার ক্ষেত্রে চরমভাবে বাধা সৃষ্টি হয়েছে এবং এ মর্মে সঠিক ধ্যান-ধারণা বা খাঁটি বিশ্বাসে মারাত্মক ত্রুটি ঘটেছে।

উপরোক্ত ত্রুটিপূর্ণ নীতিমালার অনুসরণ করেই জ্ঞাব মাওঃ মুহিউদ্দিন সাহেব কর্তৃক বাংলায় অনুদিত তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনসহ আল কুরআনের অন্যান্য বঙ্গানুবাদের টীকায় ঐ নীতিমালার আলোকেই আল্লাহকে নির্গুণ ও নিরাকার সাব্যস্ত করে তারা মহান আল্লাহকে গুণহীন সত্তায় পরিণত করেছেন! والعياذ بالله, আল্লাহ্র গুণাবলীর ক্ষেত্রে এরূপ দূরবর্তী ব্যাখ্যা রাসূলের যুগে, ছাহাবীদের যুগে এবং তাব'য়ীদের যুগেও ছিলনা। বরং তা পরবর্তীতে জাহমিয়া, মু'তায়িলা এবং আশা'য়েরদের যুগে সৃষ্টি হয়েছে। সেহেতু মা'আরিফুল কুরআনের এ ব্যাখ্যাটি নিঃসন্দেহে স্ববিরোধী এবং সঠিক উদ্দেশ্য হাছিলে ব্যর্থ হয়েছে। যেমনঃ

১. তিনি বলেছেন যে, আয়াতের বিষয় বস্তু متشابهات এর অন্তর্ভুক্ত যার অর্থ আল্লাহ হাড়া কেউ জানেনা।

এর উত্তরে বলা হবে যে, আয়াতটি সম্পূর্ণ محكمات (যা বুঝা যায়) কেননা قبضة অর্থ মুঠি এবং يمين অর্থ ডান (ডান হাত) এটা শিশু শ্রেণীর বালকরাও জানে যারা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে। সেহেতু কিভাবে তা متشابهات এর অন্তর্গত হতে পারে? তবে হ্যাঁ, এ মুঠি এবং ডান হাত কার মত বা কেমন তা কেউ জানেনা। যেহেতু “তাঁর মত কিছুই নেই, তিনি সর্ব শ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” (আশ শুরাঃ ১১ আয়াত) বরং ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি যে, তাঁর মহান শানে যেরূপ প্রযোজ্য তাঁর মুঠি বা ডান হাত সেরূপেই সাব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু আমাদের তা জানানো হয়নি তাই আমরা এর স্বরূপ জানিনা। তবে এগুলোর অর্থ অবশ্যই জানি। ماشاء الله

২. মা'আরিফুল কুরআনের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হতে মুক্ত, তাই উপসংহারে বলা হয়েছে যে, এগুলোকে নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলোকে তুলনা করে বুঝতে চেষ্টা করো না।

এর জবাব হলোঃ এ কথাটি সঠিক যে, আল্লাহ্ দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে মুক্ত। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর অস্তিত্ব মূলক ও কর্মমূলক গুণাবলী হতে মুক্ত। অর্থাৎ তাঁর হাত নেই, তাঁর চেহারা নেই, বা তাঁর ডান হাত নেই, তদরূপ তিনি প্রতি রাতে সর্বশেষ আকাশে অবতরণ করেন না, প্রলয় দিবসে আগমন করবেন না প্রভৃতি! কেননা এগুলো বিভিন্ন সূরায় ও ছহীহ হাদীছে সাব্যস্ত রয়েছে, যা আমরা ইতোপূর্বে ইমাম চতুষ্ঠয়সহ অনেক মনীষীর উক্তি সহ জেনেছি। তাই মা'আরিফুল কুরআনের তাফসীরকারক ও অনুবাদকের এ ব্যাখ্যা মোটেই যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. তিনি দলীল পেশ করেছেন যে, আল্লাহ্ এগুলো থেকে পবিত্র যেমনঃ سبحانه وتعالى عما يشركون

জবাবঃ দলীল সঠিক, কিন্তু উপস্থাপনের ক্ষেত্র বা কারণ উল্টা বা প্রমাদপূর্ণ। কেননা এ আয়াতের অর্থ হলো মুশরেকগণ আল্লাহ্র সাথে যাদেরকে প্রভু ভেবে ইবাদত করে শিরক করে থাকে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। দেখুন ইতোপূর্বে উল্লেখিত এ আয়াতের তাফসীর। (তন্মধ্যে যেমন আল মুইয়াসসার ৪৬৫ পৃষ্ঠা)। এছাড়া মাননীয় অনুবাদক সাহেব নিজেই

আয়াতের অনুবাদ করেছেন যে, তিনি পবিত্র, এরা যাকে শরীক করে তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।^{৪০০} তাই মুফাস্সির বা অনুবাদকের দাবী ও বিশ্লেষণ যথার্থ ও নির্ভুল হয়নি।

৪. পরিশেষে তিনি বলেছেন যে, পরবর্তী আলেমগণ আলোচ্য আয়াতকে দৃষ্টান্ত ও রূপক সাব্যস্ত করে এর অর্থ করেছেন যে, এ বস্তু আমার মুঠিতে ও ডান হাতে! আহ!যদি এটা সত্য হত!

জবাবঃ (ক) পূর্ববর্তী আলেমগণ বা স্বর্ণযুগের সালাফে ছালাহীন তথা লক্ষ্যধিক ছাহাবী, অসংখ্য তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীন এবং অগণিত মুহাদ্দেছসহ ইমাম চতুষ্টয়ের বিশ্বাস বা আক্বীদাকে উপেক্ষা ও পরিত্যাগ করে পরবর্তী ফেতনা ফাসাদের যুগের কতিপয় অপরিপক্ক আলেমদের মতামত অনুসরণ করা হয়েছে যা কোন বিচক্ষণ মুসলিম ব্যক্তি কোনক্রমেই মেনে নিতে পারেন না!

(খ) উদাহরণ ঠিক, কেননা কখনো কখনো হাত দ্বারা নিয়ন্ত্রণ বুঝায়। কিন্তু কোন ক্রমেই এখানে হাত দ্বারা নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্য নয়। এরূপ বুঝানো হয়ে থাকে বান্দার ক্ষেত্রে, স্রষ্টার ক্ষেত্রে নয়। এছাড়া আল্লাহ্র সাথে বান্দার তুলনা করা বা উদাহরণ পেশ করা যাবে কি? আল্লাহ্‌তো এ বিষয়ে নিষেধ করেছেন। যথা তিনি বলেছেন “فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ” তোমরা আল্লাহ্র জন্য উদাহরণ প্রদান করো না। (আয়াতটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)। তাই কস্মিনকালেও এর অর্থ রূপক হতে পারে না। বরং প্রকৃত অর্থই হবে অর্থাৎ “মুঠি ও ডান হাত” যেরূপ বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থে এবং একাধিক বিশুদ্ধ হাদীছে এর স্বীকৃতি রয়েছে যা ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। اللَّهُ يَصْلَحُهُمْ وَإِنَّا

عاشراً : ذكر إثبات صفة الساق لله تعالى

দশমতঃ আল্লাহ্ তা‘আলার পায়ের নলা বা গোছার ছিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা

এ ছিফতটিও বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণের আলোকে সাব্যস্ত রয়েছে :

والدليل على ذلك من القرآن الكريم

এ মর্মে আল-কুরআনুল কারীম হতে দলীল

قال الله عز وجل: ”يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُفُهُمْ ذَلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السَّجْدِ وَهُمْ سَالِمُونَ“ (القلم ٤٢-٤٣).

অনুবাদঃ মহান আল্লাহ বলেন, যে দিন পায়ের গোছা প্রকাশ করা হবে এবং তাদেরকে সাজদা প্রদানের দিকে ডাকা হবে কিন্তু তারা সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি নিম্নগামী হবে, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে, অথচ তাদেরকে ডাকা হত এই সিজদা করার প্রতি যখন তারা সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। (আল ক্বালামঃ ৪২-৪৩ আয়াত)।

أى: يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمر العظام، أتى البارى تعالى لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم، فكشف عن ساقه الكريمة التى لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود لله، فلا يستطيعون. قال ﷻ : يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسُمعةً، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً، (رواه البخاري برقم : ٤٩١٩). منكسة أبصارهم لا يرفعونها تغشاهم ذلة شديدة من عذاب الله وقد كانوا في

الدنيا يدعون إلى الصلاة لله وعبادته، وهم أَصْحَاءٌ قَادِرُونَ عَلَيْهِ فَلَا
يَسْجُدُونَ، تَعَظُّمًا وَاسْتِكْبَارًا، (تفسير ابن كثير ١٩٨/٨-٢٠٠) وتفسير السعدي
١٢٢٧/٢ والميسر ص ٥٦٥-٥٦٦).

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ্ বলেন যে, ক্বিয়ামত দিবসে অবর্ণনীয় কর্ম-কাণ্ড, কঠিন বালা-মুছীবৎ, বিরামহীন ভূকম্পন তথা চরম ভয়ানক ও বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি হবে। ঐ দিন আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান প্রদানের জন্য আসবেন। আর তাঁর “পায়ের নলা বা গোছা” প্রকাশ করবেন যার সাথে কোন কিছুর মিল বা সাদৃশ্য নেই এবং সৃষ্টিজগত তাঁর এরূপ মহত্ত্ব ও বড়ত্ব অবলোকন করবে, যার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইত্যবসরে আল্লাহ্কে সাজদা করতে বলা হবে। কিন্তু তারা সাজদা করতে সক্ষম হবে না।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন যে, যখন আমাদের প্রভু তাঁর পায়ের নলা প্রকাশ করবেন, তখন প্রত্যেক মুমিন নর-নারী তাঁর জন্য সাজদায় লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মানুষদেরকে দেখানোর জন্য এবং শুনানোর জন্য সাজদা করত, সে সেদিন সাজদা করতে চাইবে কিন্তু তার মেরুদণ্ড জোড়াবিহীনভাবে একাকার হয়ে যাবে। (ফলে সাজদা করতে পারবে না)।^{৪০১}

তাফসীর গ্রন্থসমূহে রয়েছে যে, তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে। দৃষ্টি উঁচু করতে সক্ষম হবেনা। আল্লাহর আযাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষের কারণে চরম লাঞ্ছনা ও অপমান অপদস্থতা তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। অথচ পৃথিবীতে যখন তারা সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে আল্লাহর দাসত্ব ও ছালাত আদায়ের জন্য আহবান করা হত। তারা তখন গর্ব ও অহংকার বশতঃ সে আহবানে সাড়া দিত না এবং ছালাত আদায় করত না।^{৪০২}

৪০১. বুখারী শরীফ হাদীছ নং ৪৯১৯।

৪০২. তাফসীর ইবনু কাছীর ৮ম খণ্ড, ১৯৮-২০০ পৃঃ, তাফসীর আসসাদী ২য় খণ্ড ১২২৭ পৃঃ ও তাফসীর আল মুইয়াসসার ৫৬৫-৫৬৬ পৃঃ।

وقال الشيخ الألباني : إن ذاته تعالى لا تشبه الذوات وهي حق ثابت فكذاك صفاته تعالى لا تشبه الصفات وهي أيضًا حقائق ثابتة تتناسب مع جلال الله وعظمته وتنزيهه، فلا محذور من نسبة الساق إلى الله تعالى إذا ثبت ذلك في الشرع، ثم استدل بقول ابن مسعود أيضًا وفيه : ”فعند ذلك يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا خَرَّ لله ساجدًا“ (وسنده صحيح، ابن خزيمة في توحيدہ ۳۷۷/۱ وانظر الصحيحة ۱۲۸/۲).

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শাইখ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলার সত্তার সাথে কারো সত্তার আদৌ মিল বা সাদৃশ্য নেই। নিঃসন্দেহে তা যেরূপ হক্ক ও সুসাব্যস্ত, তদরূপ তাঁর পবিত্র গুণাবলীও হক্ক ও সুসাব্যস্ত। অন্য কারো গুণাবলীর সাথে কোন প্রকার সাদৃশ্য ও তুলনা নেই। ঐ সব গুণাবলী প্রকৃতিরূপে সাব্যস্ত রয়েছে যা আল্লাহর মহত্ব, বড়ত্ব ও পবিত্রতার সাথে মুনাসিব ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেহেতু পায়ের নলা বা গোছা আল্লাহ তা‘আলার দিকে সম্পর্কিত করাতে, সাব্যস্ত করাতে কোনরূপ অসুবিধা নেই। যেহেতু তা শরী‘য়তে সাব্যস্ত রয়েছে।

অতঃপর তিনি ইবনু মাসউদের একটি বিশুদ্ধ উক্তি উল্লেখ করে বলেন যাতে রয়েছে যে, “ঐ সময় তাঁর পায়ের নলা প্রকাশ করা হবে তখন প্রত্যেক মু‘মিন নর-নারীই আল্লাহর সমীপে সাজদায় লুটিয়ে পড়বে।”^{৪০০}

وللحديث شاهد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول : فذكر الحديث وفيه : ”فيكشف لهم عن ساق“ (أخرجه الدارمي في سننه ۳۲۶/۲، وقال الشيخ الألباني وإسناده جيد، الصحيحة، ۱۲۹/۲).

আবু হুরায়রা হতে এ হাদীছের আরো সমার্থবোধক বা সহযোগী হাদীছ রয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে বলতে শুনেছি অতঃপর

হাদীছটি উল্লেখ করেন যাতে রয়েছে যে রাসূল বলেন, অতঃপর আল্লাহ তাদের (বান্দাদের) জন্য “স্বীয় পায়ের নলা” প্রকাশ করবেন।^{৪০৪}

وقال العلامة الحاشدى محقق الأسماء والصفات للبيهقي : والصواب عدم تأويله وإجراؤه على ظاهره كما ورد عن النبي ﷺ الذى هو أعلم الناس بربه فنثبت صفة الساق صفة لربنا عز وجل تليق بجلاله سبحانه ولا نشبه ولا نعطل، وتفسير النبي ﷺ للآية مقدم على غيره، (انظر البيهقي ١٨٣/٢).

ইমাম বাইহাকী প্রণীত আসমাউছ ছিফাত গ্রন্থের মুহাক্কিক আল্লামা হাশেদী ঐ সমস্ত লোকদের ব্যপারে বলেন, যারা আল্লাহর পায়ের নলাকে কঠিন পরিস্থিতি বা ভয়ানক অবস্থা দ্বারা তা'বীল বা ব্যাখ্যা করেছেন। (যাদের মাঝে ইবনু আব্বাস ও কতিপয় তাবেয়ীন রয়েছেন)। এরকম তা'বীল বা দূরবর্তী ব্যাখ্যা না করে প্রকাশ্য অর্থেই গ্রহণ করা উচিত। যেভাবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে। যিনি তাঁর প্রভু সম্পর্কে দুনিয়ার সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত ছিলেন। সেহেতু আমরা পায়ের নলা গুণটি আমাদের মহান প্রভুর গুণরূপে সাব্যস্ত করব, যেভাবে তাঁর মহান শানের জন্য প্রযোজ্য। এতে কোনরূপ সদ্‌শতা করব না। যে কোন আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তাফসীর অন্যান্য লোকের (ছাহাবী, তাবেয়ী বা অন্য কারো) তাফসীর অপেক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব ও প্রাধান্য পাবে।^{৪০৫}

উল্লেখ্য যে, ইবনু আব্বাসের নিকট সম্ভবতঃ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছটি পৌঁছেনি যেভাবে কতিপয় হাদীছ কতিপয় ছাহাবীদের নিকট পৌঁছেনি। বিধায় তিনি নিজেই তার ব্যাখ্যা করেছেন। الله أعلم

৪০৪. আদদারেমী ২য় খণ্ড ৩২৬ শাইখ আলবানী বলেছেন ইহার সনদ উত্তম, ছাহীহাহ ২য় খণ্ড ১২৯ পৃঃ।

৪০৫. দেখুন বায়হাকী প্রণীত আসমাউছ ছিফাত ২য় খণ্ড ১৮৩ পৃঃ।

الحادي عشر: ذكر إثبات صفة القدم والرجل لله سبحانه وتعالى
 একাদশতঃ আল্লাহ সুবহানাহু অত্যাঁআলার পায়ের অগ্রভাগ
 এবং পায়ের ছিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা

الأدلة على ذلك من الحديث

এ মর্মে হাদীছের দলীলসমূহ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُلْقَى فِي النَّارِ، وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَصْعَ قَدَمَهُ فَيَقُولُ : قَطَّ قَطَّ، (رواه البخارى برقم : ٤٨٤٨).

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন যে, (ক্বিয়ামত দিবসে) জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর জাহান্নাম আল্লাহর নিকট বলবে আরো আছে কি? পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পায়ের অগ্রভাগ তাতে রেখে দিবেন, ফলে জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট যথেষ্ট।^{৪০৬}

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وَهِيَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَأْتِيَهَا عَزْرٌ وَجَلَّ فَيَصْعُ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ قَدْ قَدْ أَوْ تَقُولُ قَطَّ قَطَّ بَعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ، (حديث صحيح أخرجه مسلم ١٥٢/٨، أحمد ٢٣٤/٣ ابن أبي عاصم في كتاب السنة ٢٣٤/١ برقم : ٥٣١ وصحيح الجامع ١٢١٩/٢ برقم : ٧٢٨٦ - ٢٥٢١).

আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, বিরামহীনভাবে জাহান্নামে জাহান্নামীদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। অথচ সে বলবে আরো বেশী লোক আছে কি? পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীন এসে উপস্থিত হবেন অতঃপর তাতে তাঁর পবিত্র পায়ের অগ্রভাগ রাখবেন। ফলে জাহান্নাম এরূপে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে যে, তার

একাংশ অপরাংশের সাথে মিলে যাবে। অর্থাৎ পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে এবং বলবে আল্লাহ্ আপনার মহান ইয্যত ও সম্মানের কসম, হয়েছে হয়েছে; অথবা বলবে, যথেষ্ট যথেষ্ট।^{৪০৭}

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ : أُؤْتِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبَّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : مَا لِي لَا يُدْخِلُنِي إِلَّا ضِعْفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَغَرَّتُهُمْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ : أَنْتِ رَحِمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ : إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوَاهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِي حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَنَقُولُ : قَطْ قَطْ فَهَذَا لَكَ تَمْتَلِي وَيَتَزَوَّى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا. وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا، (البخاري مع شرح ارشاد الساري للقسطلاني ٨٦/١١ برقم الحديث ٤٨٥٠ ومختصر صحيح مسلم للألباني ص ٥٢٦ برقم ١٩٨٠: والبيهقي في الاسماء والصفات ١٩١/٢).

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, জান্নাত জাহান্নাম পরস্পরে ঝগড়া করছিল। অতঃপর জাহান্নাম বলেছিল যে, আমাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে মুতাকাব্বির ও অহংকারীদের দ্বারা (তথা আমার ভিতরে নিষ্কিণ্ড হবে এ দু'শ্রেণীর লোক।) আর জান্নাত বলেছিল আমার কি হলো যে, আমার ভিতর কেবল মাত্র দুর্বল ধোকাপ্রাপ্ত, সরলপ্রাণ ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষই প্রবেশ করবে? আল্লাহ্ তাবারাক অতা'আলা জান্নাতকে বললেনঃ তুমি আমার দয়া! আমার বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছা তাকে তোমার দ্বারা দয়া

৪০৭. হাদীছটি ছহীহ (মুসলিম শরীফ ৮ম খণ্ড ১৫২ পৃঃ, মুসনাদে আহমাদ ৩য় খণ্ড ২৩৪ পৃঃ, ইবনু আবী আ'হেম প্রণীত কিতাবুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ২৩৪ পৃঃ, হাদীছ নং ৫৩১, ছহীহুল জামে' ২য় খণ্ড ১২১৯ পৃঃ হাদীছ নং ৭২৮৬, ২৫২১।

প্রদর্শন করব। আর জাহান্নামকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার শাস্তি! আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে তোমার দ্বারা শাস্তি প্রদান করব। আর তোমাদের প্রত্যেককেই আমি স্ব-স্ব অধিবাসী দ্বারা পরিপূর্ণ করব।

জাহান্নাম দ্বীয় অধিবাসী দ্বারা পরিপূর্ণ হবে না। পরিশেষে আল্লাহ তাঁর পা জাহান্নামে রাখবেন। যখন আল্লাহ তাঁর পবিত্র পা জাহান্নামে স্থাপন করবেন তখন জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট যথেষ্ট। অতঃপর তা এরূপ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে যে, তার একাংশ অপরাংশের সাথে মিলে যাবে। মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টজীবের কারো সাথে অনুপরিমাণ যুলুম করবেন না। পক্ষান্তরে জান্নাতকে ভর্তি করার জন্য আল্লাহ আয্যা অজান্না নুতন করে অধিবাসী সৃষ্টি করবেন।^{৪০৮}

وقال محي السنة العلامة البغوي رحمه الله : القدم والرجل في هذه الأحاديث من صفات الله تعالى المنزهة عن التكيف والتشبيه فالإيمان بها فرض والإمتناع عن الخوض فيها واجب، فالمهتدى من سلك فيها طريق التسليم والخائض فيها زائع والمنكر معطل والمكيف مشبه، “وليس كمثلته شيء” (ارشاد السارى للقسطلانى ١١/٨٧).

মুহিউসসুনুহ আল্লামা বাগাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, এ হাদীছসমূহে আল্লাহ তা‘আলার হিফাত পায়ের অগ্রভাগ এবং পা সাব্যস্ত রয়েছে। যা স্বরূপ এবং সদৃশ বা তুল্যতা হতে পবিত্র। এ হিফাতের প্রতি ঈমান আনয়ন ফরয। আল্লাহর পা বা পায়ের অগ্রভাগ কিসের মত বা কার সদৃশ এ জাতীয় জিজ্ঞাসাবাদ করা বা এরূপ প্রশ্ন হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকা অতীব যরুরী। হেদায়াতপ্রাপ্ত লোক তিনিই যিনি আত্মসমর্পণের পথ অনুসরণ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হিফাতের স্বরূপ উৎঘাটনের জন্য ব্যস্ত হয় সে ব্যক্তি (যায়েগ) বক্রপন্থী ও তাঁর অস্বীকারকারী হচ্ছে

৪০৮. বুখারী শরীফের ভাষ্য ইরশাদুস সারী আল্লামা কুসতুলানী প্রণীত ১১তম খণ্ড ৮৬ পৃঃ হাদীছ নং ৪৯৫০, মুখতাছার মুসলিম আল্লামা আলবানী প্রণীত ৫২৬ পৃঃ হাদীছ নং ১৯৮০ এবং বাইহাকী প্রণীত আসমাউছ হিফাত ২য় খণ্ড ১৯১ পৃঃ।

নিষ্ক্রিয়কারী এবং স্বরূপ বর্ণনাকারী হচ্ছে সাদৃশ্যবাদী। অথচ তাঁর (আল্লাহর) মত কোন কিছুই নেই।^{৪০৯}

نسأل الله السلامة والعافية من كل شر، - وقال الدكتور صالح بن فوزان : والشاهد من الحديث أن فيه إثبات الرجل والقدم لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وهو من صفات الذات كالوجه واليد (شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح بن فوزان ص ۱۱۰)

ডঃ ছালেহ বিন ফাউযান বলেছেন, উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ তা‘আলার পা এবং পায়ের অগ্রভাগ সাব্যস্ত রয়েছে, যা তাঁর মহান ও পবিত্র শানে প্রযোজ্য। আর এ গুণ বা ছিফাতটি হচ্ছে সত্তাগত ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর চেহারা ও হাতের ন্যায়।^{৪১০}

الثاني عشر: ذكر إثبات صفة الصورة لله عز وجل

দাদশতমঃ মহান আল্লাহর জন্য পবিত্র আকারের ছিফাত সাব্যস্ত করার বর্ণনা

আল্লাহ সুবহানাহু অতা‘আলার আকার বা আকৃতি আছে কিনা এ নিয়ে বর্তমান মুসলিমদের মাঝে প্রধানত দু’টি আক্বীদা বা বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়।

একঃ আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস যে আল্লাহ তা‘আলার আকার বা আকৃতি নেই তথা তিনি নিরাকার। এ অভিমতের স্বপক্ষে তারা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, আল্লাহকে যেহেতু দেখা যায় না এবং তিনি কোন সৃষ্টজীবের মত নন সেহেতু তাঁর কোন রূপ আকার নেই।

দুইঃ আল্লাহর নির্দিষ্ট আকার বা আকৃতি রয়েছে, যে রূপ তাঁর মহান শানের জন্য সামঞ্জস্যশীল, আর তা বিনা সাদৃশ্যে, বিনা উদাহরণে, বিনা

৪০৯. আশ গুরাঃ ১১ আয়াত এবং দেখুন ইরশাদুস সারী ১১তম খণ্ড ৮৭ পৃঃ।

৪১০. শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বিয়া ডঃ ছালেহ বিন ফাউযান প্রণীত ১১০ পৃঃ।

নিষ্ক্রিয়করণে। তিনি নিরাকার নন বরং সাকার। কিন্তু কোন সৃষ্টজীবের মত নন। তাঁর আকার-আকৃতি কিরূপ তা কারো জানা নেই। তিনি তাঁর মহান অস্তিত্ব নিয়ে আরশের উপর কিরূপে সমুন্নত আছেন, এটা যেকরূপ কারো জানা নেই, তদরূপ তাঁর আকারও কারো জানা নেই। কেননা এসব অদৃশ্যের বিষয় যার প্রকৃত অবস্থা বা আসল স্বরূপ কেবল মাত্র আল্লাহ তা‘আলাই জানেন, আর কারো এ সকল বিষয়ে জানা সম্ভব নয়। উপরোক্ত আকীদা বা বিশ্বাসদ্বয়ের মাঝে প্রথমটি ভুল আর দ্বিতীয়টি সঠিক। এ সঠিক অভিমতের স্বপক্ষে পর্যাপ্ত দলীল প্রমাণ রয়েছে যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

প্রথম দলীলঃ বুখারী শরীফের হাদীছসমূহ। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) সূরা আল-ক্বিয়ামার ২২, ২৩ আয়াতের ব্যাখ্যাতে কতগুলো হাদীছ পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ

والدليل على ذلك من الأحاديث الصحيحة

এ মর্মে বিশুদ্ধ হাদীছসমূহের দলীল

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَذْرِ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ...، (انظر فتح الباري في شرح البخاري ٤٣٠-٤٢٩/١٣)

একঃ জারীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমরা একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। ইত্যবসরে তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা তোমাদের প্রভুকে অচিরেই (ক্বিয়ামত দিবসে) এ চাঁদের ন্যায় দেখতে পাবে...।^{৪১১}

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عَيَانًا، (المرجع السابق برقم: ٧٤٣٥)

দুইঃ উক্ত ছাহাবী হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন যে, অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রভুকে অচিরেই (প্রলয় দিবসে) স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে।^{৪১২}

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ فَهَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ .. (المرجع السابق برقم: ٧٤٣٧).

তিনঃ বিখ্যাত ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, একদা লোকেরা বলল হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমরা কি আল্লাহ রাক্বুল আলামীনকে ক্বিয়ামত দিবসে দেখতে পাব? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে বললেন তোমরা কি পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কোন রূপ অসুবিধা বোধ কর? তারা বলল না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন তোমরা মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি কোনরূপ অসুবিধা বোধ কর? তারা বলল না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন তোমরা আল্লাহকে তদরূপ স্পষ্টরূপে দেখতে পাবে।^{৪১৩}

সম্মানিত পাঠক ভাইগণ,

আমরা উক্ত হাদীছসমূহের মাধ্যমে অবগত হলাম যে, মহা প্রলয় দিবসে মুসলিমগণ আল্লাহ তা'আলাকে চন্দ্র, সূর্যের ন্যায় স্পষ্টরূপে দেখতে পাবেন। এখন নিরাকারপন্থীদের প্রতি প্রশ্ন, যদি আল্লাহ নিরাকার হন তাহলে কিভাবে আল্লাহকে দেখা সম্ভব হবে? এর কোন রূপ জবাব আছে কি? কেননা, আকার বিহীন বা নিরাকার বস্তু দর্শন বা দেখা অসম্ভব একথা সর্বজনবিদিত। এ ছাড়া মহান আল্লাহর যে আকার রয়েছে তার আরো প্রমাণ। যেমনঃ

৪১২. প্রাণ্ডু, হাদীছ নং ৭৪৩৫।

৪১৩. প্রাণ্ডু হাদীছ নং ৭৪৩৭।

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ثُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ : فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ، (رواه مسلم رقم ١٨١، صحيح الجامع ١٥٢/١ برقم: ٥٢٣ ورياض الصالحين برقم: ١٨٩٦).

চারঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি আরো কোন নি'আমত চাও? তদুত্তরে তারা বলবে হে আল্লাহ! আপনি কি আমাদের চেহারাকে উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদান করেননি? রাসূল (ﷺ) বলেনঃ তখন পর্দা সরিয়ে ফেলা হবে আর জান্নাতবাসীগণ তাদের মহান প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে যা হবে জান্নাতীদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু ও সর্বোত্তম নি'আমত।^{৪১৪}

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَى مُنَادٍ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمْوَهُ فَيَقُولُونَ : وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ يَبْقُلْ مَوَازِينَنَا وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنُنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ قَوْلَ اللَّهِ مَا أُعْطَاهُمْ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ وَلَا أَقْرَبَ لَأَعْيُنِهِمْ، حديث صحيح (انظر صحيح الجامع ١٥٢/١).

পাঁচঃ নবী (ﷺ) বলেছেন, যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামবাসী জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন কোন আহবায়ক আহবান করে বলবে, ওহে জান্নাতবাসী! তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে ওয়াদা ছিল তিনি তা আজ পালন করতে চান। অতঃপর তাঁরা বলবেন তা কি? আল্লাহ কি আমাদের আমলের পাল্লা ভারী করে দেননি?

৪১৪. মুসলিম, ছাহীহুল জামে' ১ম খণ্ড ১৫২ পৃঃ, হাদীছ নং ৫২৩ এবং রিয়াযুছ ছালেহীন ১৮৯৬ নং হাদীছ।

আমাদের চেহারা কি উজ্জ্বল করেননি? তিনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? অতঃপর পর্দা খুলে ফেলা হবে; তখন তাঁরা আল্লাহকে দেখতে থাকবেন। রাসূল (ﷺ) বলেন, আল্লাহর কসম জান্নাতীদেরকে আল্লাহ যত প্রকার নি‘আমত প্রদান করবেন তন্মধ্যে আল্লাহর দিদার বা দর্শন হবে সর্বাপেক্ষা প্রিয়তর ও চক্ষু শীতলকারী বস্তু।^{৪১৫}

ইমাম ইবনু কাছীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর জগৎ বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে সূরা ইউনুসের ২৬ আয়াতের ব্যাখ্যাতে ইমাম বুখারীর ন্যায় তিনিও আল্লাহর আকার সাব্যস্ত করেছেন। ঐ আয়াতটি হলো:

قال الله تعالى: "لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ" (يونس-২৬)।

অনুবাদঃ আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ যারা বিশুদ্ধ আমল করবে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ ও অতিরিক্ত বস্তু।

এ আয়াতের ব্যাখ্যাতে তিনি (ইবনু কাছীর) বলেন ‘الحُسْنَىٰ’ অর্থাৎ ‘কল্যাণ’ এর ব্যাখ্যা হচ্ছে জান্নাত। আর ‘زِيَادَةٌ’ অর্থাৎ ‘অতিরিক্ত বস্তু’ এর ব্যাখ্যা হচ্ছে ‘মহান আল্লাহর দর্শন।’ এ পর্যায়ে তিনি একাধিক হাদীছ উদ্ধৃত করে অগণিত ছাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।^{৪১৬}

বুখারী শরীফের ইতোপূর্বে উল্লেখিত ৭৪৩৭ নং হাদীছাংশে আল্লাহর আকার আরো স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে যেমনঃ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا جَاءَ رَبَّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ الحديث،

রাসূল (ﷺ) বলেনঃ (প্রলয় দিবসে মু‘মিনগণ আল্লাহর জন্য অপেক্ষমান থাকবে এবং মু‘মিনগণ বলবে) যখন আমাদের প্রভু আসবেন তখন আমরা তাঁকে চিনতে পারবো, (রাসূল বলেন) ইত্যবকাশে তাদের

৪১৫. হাদীছটি বিশুদ্ধ (দেখুন ছহীহুল জামে ১ম খণ্ড ১৫২ পৃঃ।

৪১৬. দেখুন তাফসীর ইবনু কাছীর ২য় খণ্ড ৫৪৫-৫৪৬ পৃঃ এবং ৪র্থ খণ্ড ৫৭৯ পৃঃ।

নিকট আল্লাহ তাঁর আপন আকারে এসে উপস্থিত হবেন। (যেভাবে তাঁর মহান শানের জন্য শোভনীয়)। যাতে তারা চিনবে আর তিনি বলবেন আমি তোমাদের প্রভু।

উল্লেখ্য, হাদীছে বর্ণিত ‘صورة’ ‘ছুরাতুন’ শব্দের অর্থ হচ্ছে আকার বা আকৃতি। কিন্তু যারা নিরাকারপন্থী তারা নিজেদের দাবী ছাবেত রাখার উদ্দেশ্যে আল-কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের ও ছহীহ হাদীছের দূরবর্তী ব্যাখ্যা করে থাকেন।

সুতরাং উপরোক্ত একাধিক বিশুদ্ধ হাদীছের আলোকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, মহান আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের অবশ্যই নির্দিষ্ট আকার আছে। কিন্তু তাঁর পবিত্র আকার কারো জানা নেই। যেহেতু তিনি তাঁর আকার কিরূপ তা কোন সৃষ্টজীবকে সংবাদ দেননি এবং তাঁর রাসূলকেও বলেননি। বরং তিনি যে কারো মত নন সে সম্পর্কে সূরা আশ শুরার ১১ আয়াতে বলেছেন, যা ইতোপূর্বে একাধিক বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ

”ليس كمثله شيء وهو السميع البصير“ أى: ليس مثل الله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله إذ هو الخالق لكل شيء فلا يكون مخلوق مثله بحال من الأحوال وهو السميع لأقوال عباده البصير بأعمالهم وأحوالهم (انظر تفسير القرطبي ٨/١٦-٩ وأيسر التفاسير ٤/٥٩٧)۔

অর্থাৎ তাঁর অনুরূপ কিছুই নেই এবং তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। তথা তাঁর অস্তিত্বে, তাঁর গুণাবলীতে এবং তাঁর কৃতকর্মে কোনরূপ অনুরূপ বা সদৃশতা নেই। যেহেতু তিনি স্রষ্টা। স্রষ্টা এবং সৃষ্টজীবের মাঝে কখনো মিল বা তুলনা হতে পারে না। আর তিনি তাঁর বান্দার সকল কথা শুনে। আর তাঁর বান্দার সর্বপ্রকার কার্যক্রম ও অবস্থাসমূহ দেখেন।^{৪১৭}

সম্মানিত পাঠকবর্গ,

আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কীয় এ দীর্ঘ আলোচনায় আমরা অবগত হলাম যে, ইতোপূর্বে উল্লেখিত মহান আল্লাহ্‌র ১২টি গুণাবলী পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নায সাব্যস্ত রয়েছে কোন সৃষ্ট জীবের গুণের সাথে যার মিল নেই, তুলনা নেই এবং তাতে কোন উদাহরণ নেই। ইমাম চতুষ্ঠয়সহ সালাফে ছালেহীন সেগুলোকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মু'তাযিলা ও জাহমিয়া সম্প্রদায় তা গ্রহণ করেনি। মুশাববিহাগণ তাতে সীমালঙ্ঘন করেছে। আশা'য়েরা ও মাতুরিদিয়্যাগণ তার কতিপয় গ্রহণ করেছেন আর অধিকাংশের দূরবর্তী ব্যাখ্যা কিংবা রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন যা কোন সচেতন মুসলিম ব্যক্তির জন্য আদৌ সমীচীন নয়। বরং প্রত্যেক বিচক্ষণ মুসলিম ব্যক্তির জন্য অবশ্যই উচিত হলো আল-কুরআনুল কারীমে ও ছহীহ হাদীছে এ মর্মে যেভাবে যা এসেছে সেগুলো সেভাবেই প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করা আর তার ধরণ বা স্বরূপের জ্ঞান মহান আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করা। অথবা ঐ সকল আয়াত বা হাদীছের মর্ম উদঘাটনে অধিকাংশ ছাহাবায়ে কিরাম, তাব'য়ীন এবং ইমাম চতুষ্ঠয়ের গৃহীত ফায়ছালা নির্দিধায় মেনে নেয়া। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সকলের আকীদা বিশুদ্ধ করার মানসিকতা সৃষ্টি করে দিন। বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক ধর্ম পালন করে পরকালীন মুক্তি পাওয়ার তাওফীক প্রদান করুন। آمين يا رب العالمين

باب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ঈমান বা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ-আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ-র সাক্ষ্য প্রদানের অধ্যায়

প্রকাশ থাকে যে, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এবং “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” ঈমানের এ দু’টি সাক্ষ্যবাণীকে ইসলামের প্রথম ও প্রধান স্তম্ভরূপে স্থির করা হয়েছে। যে রূপ নিম্নবর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীছসমূহে পরিলক্ষিত হয়ঃ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: “بَيِّنِي الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الْحَدِيثُ”. (رواه البخاري في كتاب الإيمان ومسلم أيضًا في كتاب الإيمان).

নবী (ﷺ) বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বস্তুর উপর নির্ভরশীল। (তন্মধ্যে সর্ব প্রথমটি হচ্ছে) আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল এদু’টি বাণীর সাক্ষ্য প্রদান করা, ... ৪১৮

وَفِي حَدِيثٍ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: “وَفِيهِ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ” (رواه البخاري برقم: ৬৩৬৭).

মু‘আয বিন জাবালের হাদীছঃ মু‘আয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূল (ﷺ) যখন ইয়ামানবাসীর প্রতি প্রেরণ করলেন তখন তাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন যে, তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাবে তারা যেন এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই এবং অবশ্যই মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। ৪১৯

৪১৮. বুখারী ও মুসলিম শরীফ ঈমান অধ্যায়।

৪১৯. বুখারী শরীফ ৪৩৪৭ নং হাদীছ।

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ الحديث . (رواه البخاري برقم: ٢٥ ومسلم برقم: ٢٢ عن ابن عمر).

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এ দু'টি বাণীর সাক্ষ্য না দিবে আর ছালাত প্রতিষ্ঠা না করবে।^{৪২০}

উক্ত সাক্ষ্যদ্বয় হচ্ছে ইসলামের প্রধান ভিত্তি এবং তাওহীদের মূল কথা। তাই এ সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর বিস্তারিতরূপে অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উক্ত শাহাদত বাণীর প্রথমাংশের আলোচনা করা হচ্ছে। وباللّٰه التّوفيق

معنى شهادة أن لا إله إلا الله

শাহাদাতু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-র অর্থ ও তাৎপর্য

আমরা ইসলামের প্রথম সাক্ষ্য বাণী বা তাওহীদের মূল কথাঃ ‘لا إله إلا الله’ এর অর্থ সাধারণভাবে বুঝে থাকি যে,

১. এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই।

২. এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন আইন দাতা বা বিধানদাতা নেই। ৩. এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, কোন রিযিকদাতা নেই, কোন সংস্থানকারী নেই, কোন হায়াতদাতা নেই, কোন মৃত্যুদাতা নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ সকল অর্থ একদিক থেকে সঠিক এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই মা'বুদ, আল্লাহ্ই বিধানদাতা, আল্লাহ্ই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই রিযিকদাতা, তিনিই জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা। অপর দিক থেকে

৪২০. বুখারী শরীফ হাদীছ নং ২৫ এবং মুসলিম শরীফ হাদীছ নং ২২, ইবনু উমর হতে বর্ণিত।

সূক্ষ্মভাবে যাচাই করলে দেখা যায় যে এ অর্থটি পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ নয় বরং ক্রটিপূর্ণ। কারণ পৃথিবীতে যারা আল্লাহকে স্বীকার করে থাকে তারা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্তঃ (ক) মুসলিম (খ) খ্রীষ্টান (গ) ইয়াহুদী। অতপর মুসলিমগণ দু'ভাগে বিভক্ত। একশ্রেণী আল্লাহকে খাঁটিভাবে বিশ্বাস করেন, এদের সংখ্যা নগণ্য। অপর শ্রেণী- যারা আল্লাহকে মা'বুদ জানা সত্ত্বেও ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর মত অন্যান্যদেরকেও মা'বুদ ভেবে থাকে, তাদের সংখ্যা অধিক। (মা'বুদ বলতে বুঝায় যার ইবাদত করা হয় তথা রুকু', সাজদাহ, দু'আ, বিপদ-আপদে আশ্রয় চাওয়া, মানত, পশু যবেহ, প্রভৃতি যার জন্য অথবা যার উদ্দেশ্যে করা হয়)। অথচ সকল ইবাদতের একচ্ছত্র মালিক বা হকদার হলেন শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন। কিন্তু অনেক কথিত মুসলিম যারা নবী, পীর, অলী, আউলিয়াকে আল্লাহর মত ক্ষমতাবান বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁদের নিকট সাহায্য চায়, তাঁদের কাছে মনের আশা পূরণার্থে দু'আ করে, তাঁদের উদ্দেশ্যে মানত করে, তাঁদের নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে রুকু', সাজদাহ করে এবং জীব জানোয়ার যবেহ করে ইত্যাদি। এদের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র আল্লাহুই ইবাদতের জন্য যথেষ্ট নন বরং প্রয়োজনে পীর দরবেশদের নিকটও দু'আ করা, সাজদাহ করা, বিপদে আপদে সাহায্য চাওয়া যাবে। (নাউ'যুবিল্লাহি মিন যালিক)। যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। (এ বিষয়ে আমরা শিরকের অধ্যায়ে সবিস্তারে অবগত হয়েছি)।

(খ) এভাবে খ্রীষ্টানরা মারিয়ামকে আল্লাহর স্ত্রী, ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করে থাকে। ফলে তারা তিন মাবুদে বিশ্বাসী। والعیاذ باللہ

(গ) ইয়াহুদীরা উযাইর আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে থাকে, তাই তারা দু-মাবুদে বিশ্বাসী। (والعیاذ باللہ)

তদরূপ ইসলাম পূর্ব মক্কার মুশরিকরাও আল্লাহর প্রভুত্বে অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি, শক্তি ও ব্যবস্থাপনা প্রভৃতিতে তাঁকে একক বলে জেনেও দাসত্বে বা ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা অন্যান্যদেরকে মা'বুদ মনে করত। আর তাইতো

যখন নবী রাসূলগণ ﷺ তাদেরকে আল্লাহর দাসত্বের প্রতি আহ্বান জানালেন এবং তাদের পূর্বপুরুষ তথা বাপ, দাদাদের শিকি আক্বীদা ও কার্য-কলাপ ছাড়তে বললেন, তখন তারা তাদের সে আহ্বানকে অহংকার বশতঃ প্রত্যাখ্যান করলো। যে রূপ কোরআনে কারীমে এসেছে :

”أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ“ (ص-৫).

أي : قالوا إنه ليس رسولاً بل هو كاذب في قوله، كيف يصير الألهة الكثيرة إلهاً واحداً ؟ إن هذا الذي جاء به ودعا إليه لشيء عجيب (التفسير الميسر ص ৫০৩).

আল্লাহ মুশরেকদের উক্তি উল্লেখ করেন, (তারা বলল যে) তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কি একাধিক মা'বুদকে ছেড়ে একজন মা'বুদকে গ্রহণ করতে বলেন, এটাতো নিঃসন্দেহে আশ্চর্যের বিষয়! (সুরা ছোয়াদঃ ৫ আয়াত)।

অর্থাৎ তারা (মুশরেকরা) বলল যে, তিনি রাসূল নন, বরং তাঁর দাবীতে তিনি মিথ্যাবাদী; কেননা তিনি এত অধিক উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করবেন? নিঃসন্দেহে তাঁর আনীত বস্তু ও তাঁর দিকে আহ্বান বিস্ময়কর!^{৪২১}

কেননা তারা বিভিন্ন দেব-দেবী, অলী আউলিয়া, বৃক্ষ, তরু-লতা ইত্যাদির নামে জীব-জানোয়ার যবেহ করত, তাদের উদ্দেশ্যে মানত করত। কোন প্রয়োজনে তাদের নিকট দু'আ করত। বিপদ-আপদে তাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত, তাদেরকে সাজদা করত। তাই তারা এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করল।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, লোকেরা আল্লাহকে ছাড়া পৃথিবীতে আরো অনেক দেব-দেবী, নবী, অলীদেরকে মা'বুদ ভেবে তাদের ইবাদত করে থাকে। ইয়াহুদী স্বীকৃতি

ছাড়াও এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের লোক অতীতেও ছিল, আজও এদের সংখ্যা অগণিত। তাই আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই একথা যথার্থ নয়, বরং আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক্ব বা প্রকৃত মা'বুদ নেই। অর্থাৎ ইবাদতের যোগ্য কেবল মাত্র তিনিই আর কেউ নয় (এর বিশ্লেষণ পরবর্তী আলোচনাতে আসছে) ইন্শা আল্লাহ্।

الكلمة من حيث القواعد العربية

কালিমার ব্যাকরণগত দিক

সম্মানিত সুধী,

পৃথিবীতে যত ভাষা রয়েছে সব ভাষাতেই ব্যাকরণ (GRAMMAR) বা নীতিমালা রয়েছে যা প্রয়োগে ভাষার পরিশুদ্ধতা ও বিন্যস্ততা প্রকাশ পায়। ভাষাতে যার অপরিসীম গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। যথা আরবী একটি প্রবাদঃ ”النحو في الكلام كالملح في الطعام“ ‘খাদ্যে লবণের যেরূপ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তদরূপ ভাষাতে ব্যাকরণের প্রয়োজন রয়েছে।’

উল্লেখ্য যে, কোন কোন খাদ্য লবণ ব্যতীত ভক্ষণ করা যায়। কিন্তু ব্যাকরণ ছাড়া কথা-বার্তা বা বাক্য অনেক সময় শুদ্ধই হয় না। বিশেষ করে আরবী ভাষাতে। কেননা এতে তার প্রয়োগ আরো বেশী। যেহেতু তা আল-কুরআনের ভাষা, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা এবং সবচেয়ে কঠিন ভাষা। যাতে কখনো একটি শব্দ বা বস্তু ব্যক্ত করে একাধিক ব্যক্তি বা বস্তু বুঝায়। কখনো আংশিক বস্তু ব্যক্ত করে পূর্ণ বস্তু উদ্দেশ্য নেয়া হয়। আবার কখনো বাক্যের শুরুতে বা মাঝে এক বা একাধিক শব্দ উহ্য বা গোপন থাকে প্রভৃতি। এসবই আরবী ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও রচনামূল্যের এক অনুপম দৃষ্টান্ত।

সে প্রেক্ষাপটে কালিমা ‘لا إله إلا الله’ তে শব্দ বিন্যাস বা সংযোজন এর প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করলে দেখা যায় যে, ব্যাকরণবিদদের দৃষ্টিতে ব্যাক্যে لا (লা) অক্ষর বা অব্যয়টি নাফিয়া লিল জিনস الله (ইলাহ) শব্দটি তার اسم (ইসম), যা মাবনী আল্লাল ফাতাহ হয়েছে। তথা لا এর কারণে الله

এর শেষ অক্ষর (إِلَهِ) যবর বিশিষ্ট হয়েছে। আর حَقُّ (হাক্কুন) শব্দটি তার خَيْرٌ (খবর) যা মাহযূফ বা উহ্য রয়েছে। আর الله لا মুসতাছনা। সেহেতু কালিমাটির আসল শব্দ বা রূপ হলো الله لا إله حق إلا যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ ব্যতীত হক্ব বা সত্য উপাস্য বলতে আর কেউ নেই।

উল্লেখ্য যে, এখানে কেউ যদি মনে করেন যে, উক্ত خبر (খবরটি) হচ্ছে موجود (মাউজুদুন) বা معبود (মা'বুদুন) বা এ ধরনের কোন শব্দ তাহলে এটা হবে মারাত্মক ভুল। অর্থাৎ الله لا معبود إلا এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। আর বাস্তবে আল্লাহ্ ব্যতীত বাতিল মা'বুদ অনেক রয়েছে। যেমন মুশরিকরা দেব-দেবীদেরকে মা'বুদ মনে করে থাকে! খ্রীষ্টানরা মারিয়াম ও ঈসা আলাইহিস সালামকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করছে।

ইয়াহুদীরা উয়াইর আলাইহিস সালামকে মা'বুদ মনে করে আসছে। কথিত মুসলিমগণ নবী, অলী, দরবেশদেরকে মা'বুদ ভেবে তাদের নিকট দু'আ, আশ্রয় প্রার্থনা, ভক্তি-সাজদা, নযর- নিয়ায প্রভৃতি করে থাকে। (যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) সেহেতু الله لا معبود إلا বলা ঠিক নয়। সুতরাং কালেমা الله لا إله إلا الله এর বিশুদ্ধ অর্থ বা ব্যাখ্যা হ'ল الله لا معبود بحق إلا

অথবা الله لا معبود بحق إلا আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রকৃত উপাস্য নেই।

অর্থাৎ আসল বা খাঁটি মা'বুদ হচ্ছেন শুধুমাত্র আল্লাহ্। আর তাঁকে ছাড়া অন্য যা কিছু ইবাদত মানুষ করে আসছে তা সবই বাতিল বা মিথ্যা।^{৪২২}

فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله - أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل، وقيل معناها : الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله والتزام ذلك والعمل به، (انظر شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص ٧١ وحاشية الدروس المهمة ص ٤٥).

৪২২. তাইসীর শাইখ সুলাইমান প্রণীত ৫৬ পৃঃ, ফাতহুল মাজীদ আবদুর রহমান প্রণীত ৪৫ পৃঃ এবং শারহু ছালাছাতিল উছল ইবনু উছাইমীন রচিত ৭১ পৃঃ।

অতএব শাহাদাতু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ হলো যে, প্রত্যেক মানুষের একথা মুখে স্বীকার ও অন্তরে বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কোন হক্ক মা'বুদ নেই। অথবা একথা বিশ্বাস ও স্বীকার করা যে, ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ এতে দৃঢ়তা পোষণ এবং তার প্রতি আমল করা।^{৪২৩}

أركان لا إله إلا الله ... ركنان

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-র রুকন বা স্তম্ভ দু'টি

১. النفي 'لا إله' يبطل الشرك بجميع أنواعه ويوجب الكفر بكل ما

يعبد من دون الله،

২. الإثبات 'إلا الله' يثبت أنه لا يستحق العبادة إلا الله،

والدليل على ذلك

قال سبحانه وتعالى: "فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ"

(البقرة ২০৬)। فمن يكفر بالطاغوت- وهو معنى الركن الأول، ويؤمن

بالله - معنى الركن الثاني، وقال تعالى: "إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي

فَطَرْتَنِي" (الزخرف-২৬-২৭)। 'إني براء' هو معنى الركن الأول، 'إلا الذي

فطرني' هو معنى الركن الثاني، (انظر مجموع فتاوى العقيدة لسماحة الشيخ

ابن باز ১/৫৫ و ১৭৮ وحاشية الدروس المهمة ص ৪৫-৪৬)।

প্রকাশ থাকে যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-র দু'টি রুকন রয়েছেঃ

১. একটি হলো না সূচক রুকন "লা-ইলাহা" কোন ইলাহ নেই। অর্থাৎ 'লা-ইলাহা' অংশিদারিত্বের সকল প্রকারকে সম্পূর্ণ বাতিল করে এবং

আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয় তাদের ইবাদত করাকে অপরিহার্য রূপে অস্বীকার করে।

২. অপরটি হলো হাঁ সুচক রুকন “ইল্লাল্লাহ” আল্লাহ্ ব্যতীত। অর্থাৎ ‘ইল্লাল্লাহ’ ইবাদত বা উপাসনাকে শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য সাব্যস্ত করে। অথবা ইবাদতের যোগ্য যে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা অপরিহার্য করে।

রুকনদ্বয়ের দলীল

আল্লাহ্ সুবহানাহু অতা‘আলা বলেনঃ যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে আর এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন করে।^{৪২৪}

এ আয়াতে যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে - এটি প্রথম রুকন, এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন করে- এটি দ্বিতীয় রুকন।

আল্লাহ্ তা‘আলা অন্যত্র বলেছেনঃ তোমরা যাদের ইবাদত কর আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, কিন্তু যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন (তাঁর থেকে মুক্ত নই)^{৪২৫}

উক্ত আয়াতে তোমরা যাদের ইবাদত কর আমি তাদের থেকে মুক্ত- প্রথম রুকন, কিন্তু যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন- ইহা দ্বিতীয় রুকন।^{৪২৬}

شرح الكلمة

কালিমার ব্যাখ্যা

قال الشيخ سليمان التيمي رحمه الله تعالى: إن معنى لا إله إلا الله هو البراءة مما يعبد من دون الله، وإفراد الله بالعبادة (تيسير العزيز الحميد ص ۱۱۱).

শাইখ সুলাইমান আত্‌তামীমী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-র” ব্যাখ্যা হচ্ছেঃ আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয় তাদের

৪২৪. আল বাক্বারাঃ ২৫৬ আয়াত।

৪২৫. আয্ যুখরুফঃ ২৬-২৭ আয়াত।

৪২৬. মাজমূ‘ ফাতাওয়া আল আক্বীদা শাইখ বিন বায কর্তৃক প্রণীত ১ম খণ্ড ৫৫, ১৯৮ পৃঃ এবং হাশীয়া আদদুরুসুল মুহিম্মা ৪৫-৪৬ পৃঃ।

থেকে মুক্ত হওয়া বা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা। আর এটাই হলো তাওহীদ। শুধুমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বে, রাজত্বে, ক্ষমতায় এবং সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তারূপে স্বীকার করে নিলেই চলবে না। কেননা এরূপভাবে মক্কার কাফেরগণও আল্লাহকে স্বীকার করত।^{৪২৭} যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

“وَلَيْئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ” (الزخرف-৮৭)।

আই: ওলিন সাল্টা ইয়া মুহম্মদ- হুলাইশ মুশরকীন মিন কুমক মিন খলকহুম?

লিযোলনাল্লাহ: আই: আল্লাহ খলকনা, (التفسير الميسر ص ৬৭০)।

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ হে নবী মুহাম্মদ! আপনি যদি আপনার সম্প্রদায়ের মুশরেকদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন তখন তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।^{৪২৮}

شرح لا إله إلا الله مع الأدلة

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-র ব্যাখ্যার দলীল

قال الله عز وجل: “وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ” (الزخرف- ২৬-২৮)।

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ মহান আল্লাহ বলেনঃ আর যখন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত, কিন্তু যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তাঁর দিকে ধাবমান। তাই তিনি আমাকে অতি সত্ত্ব হক্ রাস্তা অনুসরণের পূর্ণ তাওফীক্ দেবেন। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তাঁর পরবর্তী সমাগত বংশধরদের জন্য তাওহীদের বাণী “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু”কে চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গেছেন, যেন তারা

তাদের প্রভুর আনুগত্যের দিকে, তাঁর একত্বের দিকে এবং সকল প্রকার পাপ ও কুফরী থেকে তাওবা করে ফিরে আসে।^{৪২৯}

وقال تعالى: “قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ...” (آل عمران-৬৬).

أي: هذا الخطاب نعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجرى، “قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة” – والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا، ثم وصفها بقوله “سواء بيننا وبينكم” – أي: عدل ونصف، نستوي نحن وأنتم فيها، ثم فسرنا بقوله: “ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا” – ولا وثنا ولا صنما، ولا صليبا ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له، “ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله” – أي لا نتبعه في تحليل شيء أو تحريمه إلا فيما حلله الله تعالى، وقيل: فلا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله ولا يسجد بعضنا لبعض، وقال الشيخ ابن عثيمين: فلا نعبد إلا الله هي معنى لا إله إلا الله، (انظر تفسير الطبري ١٠٠/٢ وابن كثير ٥٥-٥٦ والميسر ص ٥٨، وشرح ثلاثة الأصول لابن العثيمين ص ٧٣).

অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ বলুন হে আহলে কিতাব! তোমরা একটি বিষয়ের দিকে এসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করব না, এবং একমাত্র আল্লাহ্কে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না।^{৪৩০}

৪২৯. আযযুখরুফ ২৬-২৮ নং আয়াত, তাফসীর ত্বাবারী ৬ষ্ঠ খণ্ড ৫১৭-৫১৮ পৃঃ, তাফসীরুল কুরআন আল্লামা আসসাম‘আনী (মৃতঃ ৪৮৯ হিঃ) ৫ম খণ্ড ৯৮-৯৯ পৃঃ, ইবনু কাহীর ৪র্থ খণ্ড ১৪৯-১৫০ পৃঃ এবং আল মুইয়াসসার ৪৯১ পৃঃ।

৪৩০. আলে ইমরান ৬৪ আয়াত।

ব্যাখ্যাঃ উক্ত আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে, قل يا أهل الكتاب আহলে কিতাব বলতে ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান এবং যারা তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে এদের সকলকে সাধারণভাবে शामिल করে। تعالى إلى كلمة

কালিমা বা শব্দ দ্বারা এখানে পূর্ণ অর্থবোধক বাক্য বুঝানো হয়েছে। যার অর্থ হলো বিষয়। অতঃপর এর ছিফাত বর্ণনা করেছেন যে, “سواء بيننا وبينكم এমন বিষয় যা ইনছাফপূর্ণ এবং ন্যায্য। যাতে আপনারা এবং আমরা সকলেই সমান। অতঃপর মহান আল্লাহ্ স্বয়ং এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, آمرا آللّاہ بآلّیة - আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করব না। তথা কোন দেব-দেবী বা মূর্তির নয়, কোন তাগুতের নয়, এবং অগ্নি বা অন্য কোন বস্তুর নয়। বরং সর্বপ্রকার ইবাদত আল্লাহ্র জন্যই এককভাবে সাব্যস্ত করব যার কোন শরীক নেই।

ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله অর্থাৎ হালাল বস্তুকে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কোন পীর-অলী বা আলেম-উলামাদের কর্তৃক হারাম মনে করব না, তদরূপ কোন হারামকৃত বস্তুকে তাদের কথায় হালাল মনে করব না। কেউ বলেছেন যে, আমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণে পরস্পর কেউ কারো অনুসরণ করব না এবং একে অপরকে সাজদা করব না।

শাইখ ইবনু উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করব না এটা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র ব্যাখ্যা।^{৪৩১}

তাই কালিমা থেকে দুটি দিক স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হচ্ছে, একটি না সুচক, অপরটি হাঁ সুচক। নাসূচক হ'ল আল্লাহ্ ছাড়া আর যারই ইবাদাত করা হবে বা যাকেই ডাকা হবে বা যারই শরণাপন্ন হবে, সে যত বড়ই হোক না কেন, তার মান-সম্মান আল্লাহ্র নিকট যত উর্দেই পৌছাক না কেন, বা তিনি যত বড় নবী, পীর, অলীই হোন না কেন, তার ইবাদত কোন ক্রমেই করা চলবে না। বরং তা মহাপাপ শিরকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে!

৪৩১. তাকসীর আত্-ত্বাবারী ২য় খণ্ড ১০০ পৃঃ, ইবনু কাছীর ২য় খণ্ড ৫৫-৫৬ পৃঃ, আল মুইয়াসসার ৫৮ পৃঃ এবং শারহু ছালাছাতিল অছুল ইবনু উছাইমীন প্রণীত ৭৩ পৃঃ।

দলীল

قال الله تعالى: "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا" (النساء - ৩৬).

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করোনা।^{৪৩২} যেমনঃ আল্লাহ্ আমাদেরকে সূরা ফাতিহাতে শিখিয়েছেন

"إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" (الفاتحه-৫).

‘আমরা শুধু মাত্র আপনারই দাসত্ব করি এবং আপনার কাছেই যাবতীয় সাহায্য চাই।^{৪৩৩} আল্লাহ্ আরো আদেশ করেছেনঃ

"وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ" (الإسراء-২৩).

আপনার প্রভু আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করোনা।^{৪৩৪}

বিশ্ব বিখ্যাত মুফতি আল্লামা আবদুল আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) এ আয়াতের আলোকে বলেছেন, আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আর কারো ইবাদত করবে না কিন্তু কেবলমাত্র তাঁরই। তিনি বলেছেন যে, এটাই হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-র না সূচক অর্থ ও তাৎপর্য।^{৪৩৫}

অতঃপর; হ্যাঁ সূচকের অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, শুধু মাত্র ইবাদতের যোগ্য তিনি আল্লাহ্ সুবহানাহু অতা'আলা। তাই তাঁকে ছাড়া অন্য যাদের ইবাদত করা হয় তা সবই বাতিল।

দলীল

قال الله عز وجل: "ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ" (الحج-৬২).

৪৩২. আন নিসাঃ ৩৬ আয়াত।

৪৩৩. আল-ফাতিহাঃ ৫ আয়াত।

৪৩৪. আল- ইসরা/বানী ইসরাইলঃ ২৩ আয়াত।

৪৩৫. ইবনু বায প্রণীত রিসালাহ্ লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ৪-৫পৃঃ।

মহান আল্লাহ বলেন : এ কারণেই যে, আল্লাহ তিনিই সত্য, আর তাঁকে ব্যতীত তারা যাকে ডাকে, তাতো সবই বাতিল।^{৪৩৬}

সুতরাং ইবাদত শুধু মাত্র আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য আর কারো জন্য নয়। কেননা অন্যান্যরা কেউই প্রভুত্বের বা উপাস্যের ক্ষমতা রাখে না। যেহেতু তারা সৃষ্টি জীব। তাদের মাঝে উপাস্যের কোন গুণই নেই, তারা কাউকে সৃষ্টি করেনি, তারা অতিশয় দুর্বল এবং তারা ধ্বংসশীল। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা‘আলাই একমাত্র ইবাদতের হক্কদার বা অধিকার রাখেন। যেহেতু তাঁর মাঝে উপাস্যের সর্ব গুণ বিদ্যমান। তন্মধ্যে যেমনঃ তিনি সব কিছুর স্রষ্টা। তিনিই আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী সকলকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি চিরস্থায়ী, চিরজীব এবং তিনি মহাশক্তিধর।

দলীল

قال تعالى: قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (الرعد ١٦).

أي: قل يا محمد: الله تعالى خالق كل كائن من العدم وهو المستحق للعبادة

وحده وهو الواحد القهار الذي يستحق الألوهية والعبادة (الميسر ص ২০১).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “হে মুহাম্মদ বলুন! আল্লাহ তা‘আলাই অনন্তিত্ব থেকে সকল বস্তুর সৃষ্টিকারী। তিনিই উপাসনার একমাত্র হক্কদার। তিনি এককভাবে পরাক্রমশালী, তিনি ইবাদতের এবং উলুহিয়াতের উপযুক্ত”।

(আর রা‘আদঃ ১৬ আয়াত, তাফসীর আল মুইয়াসসার ২২৫ পৃঃ)।

قال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة - ২১).

আল্লাহ সুবহানাহু অতা‘আলা ইরশাদ করেনঃ হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার।”

(আল- বাক্বারাহঃ ২১ আয়াত)।

شروط 'لا إله إلا الله'

কালিমার শর্তাবলী

প্রকাশ থাকে যে, কালিমার সাতটি শর্ত রয়েছে যা জানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। কেননা এ সাতটি শর্ত পূরণ না করা হলে এদ্বারা কোনই উপকার হবে না। উক্ত শর্তসমূহের মাঝে পরস্পরে মিল এবং সূক্ষ্ম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে দলীলসহ তা উপস্থাপন করা হলো:

১. কালিমার হাঁ সূচক ও না সূচক দু'টি অংশের অর্থ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা, তথা কালিমার অর্থ সম্পর্কে সর্বতোভাবে অজ্ঞতা দূর করা। যে ব্যক্তি অর্থ না বুঝে শুধু মুখে তা পাঠ করল সে অজ্ঞই রয়ে গেল। ফলে সে এদ্বারা কোন উপকৃত হবে না। কেননা অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি ছাড়া এটা পাঠকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি অজানা ভাষায় কথা বলা শুরু করল, যে ভাষা সম্পর্কে তার আদৌ জ্ঞান নেই। তাই কালিমা لا إله إلا الله এর মর্ম ও উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দা বিশুদ্ধ চিত্তে শুধু মাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করবে। আর আল্লাহ্ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তা অস্বীকার করবে।

অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কারো দাসত্ব করা যাবে না, কারো আইন মানা যাবে না। কাউকে রিযিকদাতা, হায়াতদাতা, মৃত্যুদাতা, ছেলেদাতা, মেয়েদাতা, কল্যাণ বা অকল্যাণকারী, উপকার বা অপকারকারী, পাপ মোচনকারী, বিপদ-আপদে রক্ষাকারী প্রভৃতি কিছুই বলা ও বিশ্বাস করা যাবে না। যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই উক্ত সর্ব বিষয়ের একচ্ছত্র মালিক, এ সব জ্ঞান রাখা। আরো জ্ঞান রাখতে হবে যে, সর্বপ্রকার ইবাদাত তাঁরই জন্য সুনির্দিষ্ট। যেমনঃ রুকু, সাজদা, দু'আ, ভয়, বালা-মুছীবতে আশ্রয় প্রার্থনা, জীব-জানোয়ার কুরবানী বা যবেহ করা, মানত করা প্রভৃতি ইবাদাত সর্বাবস্থায় শুধু মাত্র বিশ্ব প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই সাব্যস্ত করা। এ হলো কালিমার অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান রাখার ব্যাখ্যা। -
الله الموفق

وقال تعالى أيضًا: ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ (الذاريات-٥٦)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ “আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে।” (সূরা আয্ যারিয়াত ৫৬ আয়াত)।

وقال تعالى: ”اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ (البقرة: ২০০)।

আল্লাহ বলেনঃ “আল্লাহ তিনিই যিনি ব্যতীত আর অন্য কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, তিনি চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব।” (আয়াতুল কুরসী, আল-বাক্বারা ২৫৫ আয়াত)।

সেহেতু ইবাদত শুধু মাত্র তাঁর জন্যই সাব্যস্ত করতে হবে। এতে কোন প্রকার অংশীস্থাপন করা চলবে না। যথাঃ

قوله جل وعلا: ”فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ“ (الزمر-২)।

মহান আল্লাহর বাণীঃ (হে রাসূল!) ইখলাছ সহকারে (শির্কমুক্তভাবে) কেবল আল্লাহর ইবাদত করুন। (আয যুমারঃ ২ আয়াত)।

وقال أيضًا: ”وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ“

তিনি আরো বলেনঃ তাদেরকে একনিষ্ঠভাবে খাঁটি মনে শুধু মাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (আল বাইয়্যিনাহঃ ৫ আয়াত)।

উল্লেখিত আয়াতসমূহের আলোকে এটাই বুঝা যায় যে, ইবাদত শুধু মাত্র আল্লাহর জন্যেই করতে হবে। তাতে সৃষ্টি জগতের কারো কোন প্রকার অধিকার নেই। এটাই হ’ল কালিমা-লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র হ্যাঁ সূচকের অর্থ ও তাৎপর্য।

সার কথা হলো, কালিমার না সূচক এবং হ্যাঁ সূচক অর্থ পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যা উপরোক্ত আলোচনায় উভয় দিকের (না সূচক ও হ্যাঁ সূচক) দলীলসমূহের আলোকে পরিস্ফুটিত হলো। তাই কালিমার সঠিক অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ (উপাস্য) নেই, তথা ইবাদতের যোগ্য নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে কালিমার প্রকৃত অর্থ ও মর্ম বুঝে তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন। آمين

وَقَوْلُهُ ﷺ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ". (رواه مسلم).

এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাণীঃ যে ব্যক্তি বিনা সন্দেহে (দৃঢ়ভাবে) এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল আর ঐ অবস্থায় সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে তাহলে সে জান্নাতে যাবে।^{৪৩৮}

৩. কালিমাতে ইখলাছ রাখাঃ ইখলাছ বলা হয় সকল প্রকার শির্ক থেকে মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে আমল সংশোধন করাকে।^{৪৩৯}

তাই যে ব্যক্তি তার আমলকে বড় শির্ক হতে মুক্ত করবেনা, বরং নির্দিষ্টায় উক্ত শির্ক মিশ্রিত আমলই করে যাবে, তাহলে তার ইখলাছ ক্রটিপূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে সে মুশরিকে পরিণত হবে। (والعياذ بالله)

দলীল

قوله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البينة-৫).

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র ইখলাছপূর্ণভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করতে। (আল-বায়্যিনাহঃ ৫ আয়াত)।

"وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَشْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ،" (رواه البخارى وانظر صحيح الجامع ১/২২৭).

আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে ধন্য হবে, যে ব্যক্তি খালেছ মনে, শির্ক থেকে মুক্ত হয়ে বলবে- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই।^{৪৪০}

৪৩৮. মুসলিম।

৪৩৯. মাআরিজুল ক্বাবুল ৩১১ পৃঃ।

৪৪০. বুখারী, দেখুন ছাহীহুল জামে ১ম খঃ ২২৭পৃঃ।

৪. তাতে সত্যবাদী হওয়াঃ অর্থাৎ যাতে কোন প্রকার মুনাফেক্বী থাকবেনা। সত্যিকার অর্থে মুখে ও অন্তরে সমভাবে মিল রেখে কালিমা পাঠ করবে। কেননা মুনাফিক্বুরা মৌখিকভাবে কালিমা পাঠ করে আর আন্তরিকভাবে অবিশ্বাস করে, সেহেতু তারা ঈমানের দাবীতে মিথ্যাবাদী।

দলীল

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "يَقُولُونَ بِالسَّيِّئَاتِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ" (الفتح- ১১)।

মহান আল্লাহ্ মুনাফিক্বুদের সম্পর্কে সাবধান করেছেন এভাবে যে, তারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। (আল-ফাতহঃ ১১ আয়াত)।

"وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ" (رواه البخاري برقم ১৮৮)।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে কেউ বিশ্বদ্বন্দ্ব অন্তঃকরণে এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি জাহান্নামের অগ্নি হারাম করে দেবেন।^{৪৪১}

৫. তা ক্বাবুল করাঃ তথা গ্রহণ করা যা পরিহার করা চলবে না।

অর্থাৎ এ কালিমা যা বুঝায় (বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণভাবে) তা গ্রহণ করা। কোন ক্রমেই তা বর্জন করা যাবে না।

দলীল

قوله عز وجل: "إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَمُتَّارِكُونَ لِمَا عَرَّبَ لِحَقِّهِمْ" (الصافات ৩৫-৩৬)।

মহান আল্লাহ্র বাণীঃ যখন তাদেরকে বলা হত যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়ত এবং বলত;

আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব?^{৪৪২}

ফাতহুল মাজীদ গ্রন্থে (৩৪ পৃষ্ঠায়) এ আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যাতে রয়েছে যে, তারা (মক্কার মুশরিকরা) লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহর মর্ম বুঝত। (যে, এতে সকল প্রকার শিক বা অংশীদারিত্বকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহর সাথে কাউকে ডাকা যাবেনা, কারো রুকু, সাজদা করা যাবেনা, আর কারো নিকট দু'আ করা চলবেনা প্রভৃতি)। ফলে তারা এ কালিমাকে অস্বীকার করেছিল। আর তাই অধিকাংশ মুশরিকরাই কালিমাকে গ্রহণ করেনি বরং শিকি কার্য-কলাপে লিপ্ত ছিল। পক্ষান্তরে বর্তমান যুগের অনেক মুসলিম কালিমাকে গ্রহণ করার পরও এর আসল অর্থ না বুঝার কারণে অনেক শিকি কার্য-কলাপে লিপ্ত রয়েছে। যেমনঃ জীবিত ও মৃত অলী-দরবেশদেরকে তারা বিপদে-আপদে ডাকে বা তাদের নিকট দু'আ করে, তাদেরকে রুকু-সাজদা করে, তাদের নামে পশু যবেহ করে প্রভৃতি!

৬. তার ইনক্বি়াদ করা, তথা আনুগত্য করা বা মেনে নেয়া ও পরিত্যাগ না করা।

অর্থাৎ এর মর্ম ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহ যা ফরয করেছেন তা যথারীতি প্রতিপালন করা, আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা যথাসাধ্য পরিহার করা। কেননা ইসলামের আসল বিষয় হ'ল, বান্দা তার অন্তর, যবান ও অংগ-প্রত্যংগের দ্বারা আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করবে এবং তদনুযায়ী সাধ্যমত আমল করবে বা বাস্তবে রূপ দিবে।

দলীল

قال الله تعالى: "وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ" (لقمان-২২)।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখ মণ্ডলকে আল্লাহমুখী করে, তাহলে সে যেন এক দৃঢ় হাতল ধারণ করল আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর দিকে।^{৪৪৩}

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাল্লাম বলেছেন, আমি লোকদের বিরুদ্ধে ঐ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এ সাক্ষ্য না দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন সঠিক উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। আর ছালাত প্রতিষ্ঠা না করবে এবং যাকাত প্রদান না করবে। অতঃপর যখন তারা ঐ কর্মগুলো সম্পাদন করবে, (যথাযথ মুসলিম হবে তথা ঈমান আনয়ন করবে, ছালাত আদায় করবে, যাকাত দিবে) তখন তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার (তরবারী) থেকে নিরাপদে থাকবে ইসলামের হক্ক (শরীয়তের হক্ক) ব্যতীত। এবং তাদের (শেষ) বিচার আল্লাহর উপরই ন্যস্ত। (অর্থাৎ গোপনে যা করবে)।⁸⁸⁸

৭. কালেমাকে ভালবাসাঃ অর্থাৎ কালিমাকে মুহাব্বতের সহিত পাঠ করতে হবে ও আনন্দ চিন্তে তা গ্রহণ করতে হবে। বিনা মুহাব্বতে কেবল মৌখিক সাক্ষ্যদানে কোন ফায়দা হবে না। আর কোন ক্রমেই আল্লাহর সমতুল্য অন্য কাউকে ভালবাসা যাবেনা।

দলীল

قوله سبحانه وتعالى: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ" (البقرة- ১৬০).

আল্লাহ সুবহানাহু অত্যালা তার বাণীঃ আর মানুষের মাঝে এমন লোক আছে যারা আল্লাহকে ছাড়া অন্যান্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে,

৪৪৩. লুক্‌মানঃ ২২ আয়াত।

৪৪৪. বুখারী ২৫ ও মুসলিম ২২।

তাদেরকে আল্লাহর ন্যায় ভালবাসে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে তাদের ভালবাসা আল্লাহর প্রতি ওদের তুলনায় বহু গুণ বেশী..।^{৪৪৫}

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ " (رواه البخاري برقم ١٦، ومسلم ٤٣).

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন তিনটি গুণ যার মাঝে পাওয়া যাবে সেই ঈমানের স্বাদ পেল যেমন :

* তার নিকট পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অধিক প্রিয় হবে।

* যে ব্যক্তি অপরকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় ভালবাসবে।

* যে ব্যক্তি পুনরায় কাফের হওয়াকে এরূপ অপছন্দ করবে যে রূপ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে থাকে।^{৪৪৬}

ثَانِيًا: شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

দ্বিতীয়তঃ এ কথা সাক্ষ্য দেয়া যে, অবশ্যই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

ক. সংক্ষেপে নবীর জন্ম পরিচয় মুহাম্মদ (ﷺ) হলেন একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনি সম্রাট কুরাইশ বংশে পিতা আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব, মাতা আমীনা বিনতে ওয়াহাবের গৃহে হস্তী বাহিনীর ঘটনার বর্ষে ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার দিন ভোর বেলায় সাধারণ শিশুর ন্যায় জন্ম

৪৪৫. আল-বাকুরাঃ ১৬৫ আয়াত।

৪৪৬. বুখারী হাঃ ১৬, মুসলিম হাঃ ৪৩; মা'আরিজুল ক্বাবল শাইখ হাকামী প্রণীত ৩০৮-৩১৩ পৃঃ, তাত্ত্বীকুল জেনান শাইখ আহমাদ বিন হাজার প্রণীত ২৯-৩০ পৃঃ এবং হাশীয়া আদদুরুসুল মুহিম্মা শাইখ আহমাদ আতুতুইয়ান প্রণীত ৪৮-৫২ পৃঃ।

গ্রহণ করেন। ইংরেজী তারিখ ছিল ২০ অথবা ২২ শে এপ্রিল ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দ।^{৪৪৭}

অনেকের মতে তিনি রবীউল আউয়ালের ১২ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। দলীল হিসাবে তারা নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখ করেন। যেমনঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنََّّهُمَا قَالَا: وَلِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفِيلِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، وَفِيهِ عُرِجَ إِلَى السَّمَاءِ، وَفِيهِ هَاجَرَ، وَفِيهِ مَاتَ. (رواه ابن أبي شعبة في مصنفه، وإسناده صحيح، انظر السيرة النبوية لابن كثير ١/١٩٩).

ইবনু আব্বাস এবং জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) হস্তী বাহিনীর ঘটনার বৎসর ১২ই রবীউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ মাসেই ১২ই রবীউল আউয়াল-এ সোমবার দিন মিরাজ সংঘটিত হয়। উক্ত তারিখেই তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং উক্ত তারীখেই মৃত্যু বরণ করেন।^{৪৪৮}

উল্লেখ্য যে, ৯ই রবীউল আউয়াল তারিখটি সঠিক। কেননা ছহীহ হাদীছে সোমবারের কথা এসেছে। আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী ঐ বছরের ৯ই রবীউল আউয়াল ছিল সোমবার, ১২ই রবীউল আউয়াল ছিল বৃহস্পতি বার।^{৪৪৯} الله أعلم

৪৪৭. ইতিহাস খায়রাম ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ ও রাহমাতুললিল আ'লামীন ১ম খণ্ড ৩পৃঃ ও ৩৯ পৃঃ এবং আর রাহীকুল মাখতূম ৫৪ পৃঃ আরবী, ৭৬ পৃঃ বাংলা।

৪৪৮. মুহাম্মাফ ইবনু আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন। সনদ বিশ্বুদ্ধ, দেখুন সিরাতুন নাববীয়া আল্লামা ইবনু কাছীর প্রণীত ১ম খণ্ড ১৯৯ পৃঃ।

৪৪৯. আবরাহা ছাবাহা আলহাবশী নামে ইয়ামানের এক খ্রীষ্টান গভর্নর ছিল। সে ইয়ামানের রাজধানীতে একটি গির্জা নির্মাণ করে আরবদেরকে কা'বা গৃহের স্থলে সেখানে হজ্জ পালনের নির্দেশ দেয়। এতে বনু কেনানা গোত্রের এক লোক উক্ত গির্জার সম্মুখ ভাগে মল দ্বারা লেপে অপরিচ্ছন্ন করে দেয়। ফলে আবরাহা ক্ষুব্ধ হয়ে ষাট হাজার দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী নিয়ে কা'বা ঘর ধ্বংস করতে আসে। (যাতে নয়টি বা তেরটি হাতি ছিল)। কা'বা গৃহের সন্নিহিতে ওয়াদী মুহাসসার

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا كَانَ أَوَّلَ بَدْءِ أَمْرِكَ؟ قَالَ "دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ" وَبُشْرَى عِيسَى، وَرَأْتُ أَنِّي أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ. (صحيح لغيره، أحمد ٢٦٢/٥ والطيايسي- ١١٤٠ والبيهقي في الدلائل ٨٤/١ والطبراني في الكبير- ٧٧٢٩).

আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর নবী! আপনার নবুওয়াতের সাক্ষ্য কিভাবে সূচিত হলো? তদুত্তরে তিনি বললেন, আমার নবুওয়াত পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আ, ঈসা আলাইহিস সালামের সুসংবাদ প্রদান, আর আমার মাতা (আমার জন্মের সময়) প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তাঁর দেহ থেকে একটি নূর বের হয়ে সিরিয়ার (রাজ) প্রাসাদসমূহ আলোকিত হলো। হাদীছটি ছহীহ লিগাইরিহী।^{৪৫০}

অসত্য যেমন

১. তাঁর জন্মের সময় ধাত্রী ছিলেন মারিয়াম, আছীয়া ও রাহীমা। ২. শিশু নবী খাৎনাকৃত অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেন। ৩. তিনি বস্ত্র পরিহিত ছিলেন ইত্যাদি সবই উদ্ভট, বানোয়াট, অতিরঞ্জিত এবং ভিত্তিহীন। এ ধরনের অসত্য সংবাদ যারা ইসলাম ও সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের ধারণা প্রসূত কথা। তাঁর সম্পর্কে সীমাহীন শ্রদ্ধাবশতঃ আবেগ প্রবণ কথাবার্তা মাত্র। মোট কথা, তিনি অন্যান্য শিশুদের ন্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। যদি তাঁর জন্ম সম্পর্কে ব্যতিক্রমধর্মী কিছু ঘটত তাহলে অবশ্যই আল-কুরআনুল কারীমে কিংবা বিশুদ্ধ হাদীছে উল্লেখ থাকত। আর ছাহাবীগণ তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করতেন।

নামক স্থানে পৌঁছলে মহান আল্লাহ্ আবাবীল পাখীর মাধ্যমে প্রস্তরাঘাতে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। এ ঘটনার ৫০ কিংবা ৫৫ দিন পর বিশ্বনবী ﷺ জন্ম গ্রহণ করেন। (দেখুন সূরা আল ফীলের শানে নুযূল ও ব্যাখ্যা এবং আর রাহীকুল মাখতুম ৫১ পৃঃ আরবী, ৭২-৭৩ পৃঃ বাংলা)।

জ্ঞাতব্যঃ বিশ্ব নবীর জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে যে সকল আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী শোনা যায় এর অনেক সত্য আর অনেক অসত্য।

৪৫০. আহমাদ ৫ম খণ্ড ২৬২ পৃঃ মুসনাদ আত্ভায়েলসী ১১৪০ নং হাদীছ, আল বাইহাকী ১ম খণ্ড ৮৪ পৃঃ এবং ত্বাবরানী ফিল কাবীর ৭৭২৯ নং হাদীছ।

معنى شهادة أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

খ. শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ-র অর্থ ও তাৎপর্য

معنى شهادة “أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ” هو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي رسول الله عز وجل - إلى جميع الخلق من الجن والإنس

مقتضى هذه الشهادة : هي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الله ورسوله ﷺ، لا بالأهواء والبدع. والدليل على ذلك: “قال سبحانه وتعالى : ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“ (النساء - ৫৭).

وقال تعالى : ”وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا“ (الحشر - ৭).

أن لا نعتقد أن لرسول الله ﷺ حقا في الربوبية وتصريف الكون، أو حقا في العباداة، بل هو ﷺ عبد ولا يُعبد (انظر شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص ৭৫ وحاشية الدروس المهمة لأحمد الطويان ص ৭৮ وتيسير السلام ص ১৬).

শাহাদাতু, “আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ” অর্থাৎ মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। এ সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, মুখে স্বীকার করা, অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল কুরায়শী, যিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র জিন ও ইনসানের জন্য প্রেরিত রাসূল।

উক্ত সাক্ষ্যের দাবী হলো এই যে, তাঁর (ﷺ)-এর নির্দেশাবলীর প্রতি আনুগত্য করা, অর্থাৎ তাঁর আদেশসমূহকে বাস্তবে রূপ দেয়া, অতীত ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁর দেয়া সংবাদসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করা, তিনি

যে সব কার্যাবলী করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ্‌র ইবাদত করা যে বিষয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল ইসলামী শরীয়ত রূপে নির্ধারণ করেছেন তথা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মুতাবিক ইবাদত করা। এতে প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা এবং তা বিদ'আতী পন্থায় না করা।

এ মর্মে দলীল

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু অত'আলা বলেনঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর...।^{৪৫১}

আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ কর, আর যে সব থেকে নিষেধ করেন সে সব থেকে বিরত থাক...।^{৪৫২}

আর কোন ক্রমেই এরূপ বিশ্বাস না করা যে, রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাঝে প্রভুত্বের গুণাবলী রয়েছে, অথবা উপাস্যের গুণাবলী রয়েছে! (নাউযুবিল্লাহ) বরং তিনি (ﷺ) আল্লাহ্‌র একজন মনোনীত বান্দা। সেহেতু তাঁর দাসত্ব করা চলবে না। দাসত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই খাছ বা সুনির্দিষ্ট।^{৪৫৩}

وَأَرْكَانَ شَهَادَةِ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ... رُكْنًا

১. الإِعْتِرَافُ بِرِسَالَتِهِ ﷺ وَالِدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا:

أ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا"

(الأعراف-১০৮)।

ب. وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ..." (الفتح-২৭)।

৪৫১. আন নিসাঃ ৫৯ আয়াত।

৪৫২. আল হাশরঃ ৭ আয়াত।

৪৫৩. শারহু ছালাছা-তিল অছল ইবনু উছাইমীন প্রণীত ৭৫ পৃঃ, হাশীয়া আদদুরুসুল মুহিম্মা শাইখ আহমাদ আততুয়িয়ান প্রণীত ৪৭ পৃঃ এবং তাইসীরুস সালাম লাজনাতুদ দাওয়া অল ইরশাদ আল জাহরা, কুয়েত প্রণীত ১৪ পৃঃ।

ج. وقال تعالى: ”وَاعْلَمُوا أَنِّي فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ..“ (الحجرات-٧).

গ. শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ-র রুকন দু'টি

এক : রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রিসালতকে স্বীকার করা। এ মর্মে অগণিত দলীল প্রমাণ রয়েছে তন্মধ্যে কতিপয় যেমনঃ

ক. আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ বলুন! হে লোকসকল, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল..।^{৪৫৪}

খ. মহান আল্লাহ বলেনঃ মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। (আল ফাতহঃ ২৯ আয়াত)।

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা জেনে রাখো! তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন ...।^{৪৫৫}

২. اعتقاد عبوديته ﷺ: كما قال عليه الصلاة والسلام: ”وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله“ (البخاري).

দুইঃ নবী (ﷺ)কে আল্লাহর দাসরূপে বা বান্দা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা-তথা বিশ্ব নবী (ﷺ) যে মহান আল্লাহর একজন শ্রেষ্ঠ বান্দা ও দাস ছিলেন একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা। যেমন তিনি বলেছেন যা বিশুদ্ধ হাদীছে রয়েছে যে, “আমি শুধুমাত্র একজন বান্দা, সেহেতু তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলে জান।^{৪৫৬}

তাই কোন ক্রমেই তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে উপাস্যের মর্যাদায় পৌঁছানো যাবে না।

وقد وصفه الله بالعبودية في أهم المقامات

١. في إنزال القرآن: ”تبارك الذي نزل الفرقان على عبده“ (الفرقان-١).

৪৫৪. আল আরাফঃ ১৫৮ আয়াত।

৪৫৫. আল হুজরাতঃ ৭ আয়াত।

৪৫৬. বুখারী পৃঃ নং ৩১৮৯।

২. في الإسراء: “سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ” (الإسراء-১).

৩. في مقام الصلاة والدعا: “وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ” (الحج-১৭).

৪. في مقام الحفظ والكفاية: “أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ” (الزمر-৩৬).

(انظر حاشية الدروس المهمة ৪৭-৪৮).

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে বান্দারূপে আখ্যায়িত করেছেন
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে যেমন-

১. কুরআনুল কারীম নাযিল করার পাত্ররূপে যেমনঃ “বরকতময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি আল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।” (আল ফুরকানঃ ১ আয়াত)।

২. মিরাজ রজনীতে উর্দাকাশে ভ্রমণ করানোর উপযোগীরূপে যেমনঃ “পরম পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন... ..।”^{৪৫৭}

৩. ছালাত আদায় ও দু‘আতে নিমগ্ন থাকা অবস্থায় যেমনঃ “আর যখন আল্লাহর বান্দা দাঁড়িয়ে তাঁকে (আল্লাহকে) ডাকতে থাকল।”^{৪৫৮}

৪. হেফযত বা সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমনঃ “আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?”^{৪৫৯}

وقال الشيخ سليمان رحمه الله: وأن محمدًا عبده ورسوله، ومعنى العبد ههنا يعنى المملوك العابد- أي مملوك لله تعالى، وليس له من الربوبية والإلهية شيء - إنما هو عبد مقرب عند الله ورسوله، كما قال تعالى: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا * قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا

৪৫৭. বানী ইসরাঈলঃ ১ আয়াত।

৪৫৮. আল জিনঃ ১৯ আয়াত।

৪৫৯. আয যুমারঃ ৩৬ আয়াত। দেখুন হাশীয়া আদদুরুসুল মুহিম্মা ৪৭-৪৮ পৃঃ।

أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا * قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا * قُلْ إِنِّي لَنْ يُخَيِّرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا * إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَبْغِضِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا * (الحج - ১৭ - ২৩)।

শাইখ সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, “মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসুলুহু” বাক্যে আদ্বের অর্থ হলো এখানে ইবাদতকারী দাস। অর্থাৎ আল্লাহর খাছ বান্দা, যার মাঝে প্রভুত্বের ও উপাস্যের কোন প্রকার গুণাবলী নেই। বরং তিনি শুধু মাত্র আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য একজন বান্দা ও তাঁর রাসূল।

দলীল

মহান আল্লাহ বলেনঃ আর যখন আল্লাহর বান্দা দাঁড়িয়ে তাঁকে (আল্লাহকে) ডাকতে থাকল তখন অনেক জ্বিন তাঁর নিকট এসে ভিড় জমাল। বলুন! আমি কেবল আমার প্রতিপালককেই ডাকি। আর তাঁর সাথে অপর কাউকে অংশীস্থাপন করিনা। বলুন! আমি তোমাদের অনিষ্ট করার ও হিদায়াত করার মালিক নই। বলুন! মহান আল্লাহর কবল (শান্তি) থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবেনা এবং কস্মিনকালেও আমি তাঁকে ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় স্থল পাবনা। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার বাণী পৌঁছানো এবং তাঁর রিসালাত প্রচার করাই আমার কাজ। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা অনন্ত কাল থাকবে।^{৪৬০}

প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত আয়াতসমূহে স্পষ্টভাবে অবহিত হওয়া যায় যে, বিশ্ব নবী মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর একজন বান্দা ছিলেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ছিলেন। কোনক্রমেই তিনি স্রষ্টা বা উপাস্য ছিলেন না! যেক্ষেপ এক শ্রেণীর মূর্খ লোকেদের ধারণা যারা বলে থাকে যে, আরশে যিনি আহাদ ছিলেন তিনিই মদীনায়ে আহমাদ নামে অবতরণ করেন! (নাউযুবিল্লাহ)!

উপরোক্ত আয়াতসমূহে কতিপয় দিক উল্লেখ করা হয়েছে :

যেমন

ক. তিনি আল্লাহর বান্দা ছিলেন এবং আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন।

খ. তিনি আল্লাহকে সর্বদাই ডাকতেন ও তাঁরই ইবাদত করতেন, এতে কখনো অংশীস্থাপন করতেন না।

গ. নবী (ﷺ) কাউকে অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর এবং কাউকে কল্যাণ ছিনিয়ে এনে দেয়ার ক্ষমতা রাখতেন না।

ঘ. তিনি বিপদাপদে আক্রান্ত হলে বা আল্লাহর আযাব গযবে নিপতিত হলে, তা থেকে তাঁকে উদ্ধার করার মালিক একমাত্র মহান আল্লাহই। আর আল্লাহকে ছাড়া তাঁর অন্য কোন আশ্রয় স্থলই নেই (আমাদের তো আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় স্থল নেই-ই)।

ঙ. মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তিনি ছিলেন একজন রাসূল ও তাঁর দ্বীনের একজন দায়িত্বশীল প্রচারক।^{৪৬১}

شروط شهادة أن محمدًا رسول الله

ঘ. শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ-র শর্তসমূহ

১. الاعتراف برسالته واعتقادها باطنًا في القلب.

২. النطق بذلك والاعتراف به ظاهرًا باللسان.

৩. المتابعة له بأن يعمل بما جاء به من الحق ويترك ما نهى عنه من الباطل.

৪. تصديقه فيما أخبر من الغيوب الماضية والمستقبلية.

৫. محبته أشد من محبة النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين.

৪৬১. দেখুন তাফসীর আত্‌ত্বাবারী ৭ম খণ্ড ৩৯০-৩৯১ পৃঃ, ইবনু কাছীর ৮ম খণ্ড ২৪৪-২৪৫ পৃঃ, ফাতহুল বায়ান ১৪তম খণ্ড ৩৬৩-৩৬৭ পৃঃ এবং আল মুইয়াসসার ৫৭৩ পৃঃ।

٦. تقديم قوله على قول كل أحد والعمل بسنته.

(انظر حاشية الدروس المهمة ص ٥٢-٥٣).

প্রকাশ থাকে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল এ কথা সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত রয়েছে যা জানা সকল মুসলিম নর-নারীর জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

১. রাসূলকে স্বীকার করা এবং অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা।

২. তাঁর রিসালতকে মুখে প্রকাশ্যে উচ্চারণ করা।

৩. তিনি যে ন্যায় এবং সত্য নিয়ে এসেছেন তা বাস্তবায়ন করা। আর তিনি যে সব অন্যায় ও অসত্য কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা।

৪. তিনি অহীর মাধ্যমে অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে যে সব গায়েবী সংবাদ প্রদান করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা।

৫. তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসা তথা ধন-সম্পদ, ছেলে-মেয়ে, মাতা-পিতাসহ পৃথিবীর সকল মানুষ এবং নিজের জীবনের চেয়েও অধিকরূপে ভালবাসা।

৬. তাঁর কথা (আদেশকে) সকলের কথার উপর প্রাধান্য দেয়া এবং তাঁর সুন্নাতকে বাস্তব জীবনে রূপ দেয়া।^{৪৬২}

فوائد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله

৩. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-র সাক্ষ্য
বাণীর উপকারিতাসমূহ

إن الشهادتين موجبتان للمغفرة والرحمة وهما مسببتان لدخول الجنة والنجاة من النار، إذا استجمع قائلها الشروط وانتفت عنه الموانع، (انظر

تيسير العزيز الحميد ص ٦٨ وطريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول
للشيخ زيد بن محمد المدخلي ص ١٢١).

নিশ্চয় শাহাদত দুটি তথা শাহাদাতু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্‌র রাসূল) মহান আল্লাহ্‌র ক্ষমা, রহমত অবধারিতকারী, তা জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের কারণ যদি উক্ত সাক্ষ্যদ্বয় উচ্চারণকারী ও তার শর্ত পূর্ণকারী হয় এবং তার থেকে (জান্নাতে প্রবেশে) বাধাদানকারী বিষয়গুলো অবিদ্যমান থাকে।^{৪৬৩}

এ মর্মে দলীল প্রমাণ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

১. عَنْ عَثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ" (أخرجه البخاري ٥٤٦/٦ برقم: ٥٤١٠ ومسلم برقم: ٣٣ و ٢٦٤).

১. 'ইতবান বিন মালেক হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন যে, আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির প্রতি জাহান্নামের অগ্নি হারাম করে দেন যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র চেহারা কামনার্থে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনার্থে বলবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" (আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই)।^{৪৬৪}

২. عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ عَلَى النَّارِ" (أخرجه البخاري ٥٠/١ برقم: ١٢٨، مسلم برقم: ٣٢).

২. আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, যে কোন (মুসলিম) বান্দা বিশ্বাস অন্তঃকরণে এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া

৪৬৩. দেখুন তাইসীরুল আযীয..৬৮ পৃঃ এবং ত্বরীকুল উছুল... শাইখ য়াদ বিন মুহাম্মদ আল মাদখালী প্রণীত ১২১ পৃঃ।

৪৬৪. বুখারী শরীফ ৬ষ্ঠ খণ্ড ৫৪৬ পৃঃ হাদীছ নং ৫৪০১ এবং মুসলিম হাদীছ নং ৩৩ এবং ২৬৪।

সত্যরূপে আর কেউ উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ (ﷺ) অবশ্যই আল্লাহর রাসূল, তারই জন্য আল্লাহ্ জাহান্নামের অগ্নি হারাম করে দিবেন..^{৪৬৫}

৩. عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: “مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ..” (أخرجه البخاري برقم: ৫৪২৭ ومسلم برقم: ১০৬, ১০৭). (১৬৬/৫)

৩. আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তিই বলবে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু” অতঃপর এ সাক্ষ্যর প্রতি অবিচল থেকেই মৃত্যুবরণ করবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে^{৪৬৬}

৪. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ” (أخرجه مسلم برقم: ২৭ والترمذي برقم: ২৬৩৮ وأحمد ৩১৮/৫).

৪. উবাদাহ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহু”, আল্লাহ্ তার প্রতি দোজখের অগ্নি হারাম করে দিবেন।^{৪৬৭}

৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ” (أخرجه مسلم برقم: ২৭, ২৮ والبيهقي في دلائل النبوة ২২৮/৫-২২৯).

৫. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছে, যে বান্দা বিনা সন্দেহে তথা দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে “আশহাদু আল লা-

৪৬৫. বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৫০ পৃঃ ১২৮ নং হাদীছ, মুসলিম হাদীছ নং ৩২।

৪৬৬. বুখারী শরীফ হাদীছ নং ৫৮২৭, মুসলিম হাদীছ নং ৯৪, ১৫৪ এবং আহমাদ ৫ম খণ্ড ১৬৬ পৃঃ।

৪৬৭. মুসলিম ২৯ নং হাদীছ, তিরমিযী ২৬৩৮ নং হাদীছ, আহমাদ ৫ম খণ্ড ৩১৮ পৃঃ।

ইলাহা ইল্লাল্লাহ অআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' পাঠ করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশের কোন অন্তরায় থাকবে না।^{৪৬৮}

৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ نُوْحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا بَيْنَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ "أَمْرَكَ بِ: 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ' فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ كُنَّ حَلَقَةً مُبْهَمَةً قَصَصْتُهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ". (صحيح-أخرجه أحمد ١٦٩/٢-١٧٠-٢٢٥، والحاكم ٤٩/١).

৬. আবদুল্লাহ বিন আমর নবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, নূহ আলাইহিস সালাম মৃত্যুর সময় তাঁর (কোন এক) ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, আমি তোমাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিকির করতে আদেশ করছি। কেননা সাত আসমান এবং সাত যমীন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অপর পাল্লায় রাখা হয় তাহলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। আর যদি সাত আসমান ও সাত যমীন বৃত্তের ন্যায় গোলাকৃতি করা হয়, তাহলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উক্ত গোলাকৃতি বৃত্তকে চূর্ণ করে ফেলবে। হাদীছটি ছহীহ।^{৪৬৯}

৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا قَطُّ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضَى إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتُنِبَ الْكِبَائِرُ" (رواه الترمذي وحسنه برقم ٣٥٩٠، وحسنه العلامة الألباني في المشكاة المحققة برقم: ٢٣١٤، الترغيب ٢/ ٢٣٨، وانظر صحيح الجامع برقم: ٥٦٤٨ ٢/ ٩٨٧).

৭. আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যখনই কোন বান্দা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ খালেছ অন্তঃকরণে বলে তখনই ঐ ব্যক্তির জন্য

৪৬৮. মুসলিম হাদীছ নং ২৭, ৪৪ এবং বাইহাক্কী ফী দালায়িলিন নাবুউয়া ৫ম খণ্ড ২২৮-২২৯ পৃঃ।

৪৬৯. আহমাদ ২য় খণ্ড ১৬৯-১৭০, ২২৫ পৃঃ এবং হাকেম ১ম খণ্ড ৪৯ পৃঃ।

আসমানের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, যাতে তা আরশে পৌছে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে।^{৪৭০}

ولهذا قيل للحسن البصري إن ناسًا يقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. سأل رجل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. وذلك أن الله رتب دخول الجنة على الإيمان والأعمال الصالحة، كما أرشد سبحانه في القرآن الكريم ”وشر الذين ءامنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار“ (البقرة: ٢٥).

و قال تعالى: ”إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً“ (الكهف ١٠٧). وكما جاءت فيه الأحاديث الصحيحة ومنها: عن أبي أيوب، أن رجلاً قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال ”تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصل الرحم“ (أخرجه البخاري برقم: ٥٩٨٣، والنسائي ٢٣٤/١، وأحمد ٤١٨/٥).

কিন্তু এ মহা পুরস্কার মুসলিম ব্যক্তির নহীবে ঐ সময়ই কেবল ঘটবে যখন সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-র সকল প্রকার শর্ত পালন করবে, এর রুকনসমূহ মেনে চলবে। আর সর্ব প্রকার ঈমান বিধবংশী কার্যক্রম থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। যেমনঃ শির্ক, কুফর, নিফাক্, বিদ'আত এবং অন্যান্য কাবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। সাথে সাথে সর্বপ্রকার ফরয কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

৪৭০. ইমাম তিরমিযী হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন, হাদীছ নং ৩৫৯০, শায়খ আলবানী উহাকে হাসান বলেছেন। মিশকাত তাহকীক্ কৃত হাদীছ নং ২৩১৪, আত্‌তারগীব ২য় খণ্ড ২৩৮ পৃঃ এবং দেখুন ছহীহুল জামে হাদীছ নং ৫৬৪৮ ২য় খণ্ড ৯৮৭ পৃঃ।

এ জন্যই হাসান বাছরীকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, যে সকল লোক বলে থাকে যে, যে ব্যক্তি বলবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে যাবে, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং এদ্বারা যা বুঝায় তা যথাযথ পালন করবে, সাথে সাথে সর্বপ্রকার ফরয কার্যাবলী আদায় করবে, সেই-ই জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য অর্জন করবে।

প্রখ্যাত মনীষী অহাব বিন মুনাবিহকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু কি জান্নাতের চাবি নয়? তখন তিনি তার জবাবে বললেন যে, হাঁ অবশ্যই! তবে প্রত্যেক চাবিরই একাধিক দাঁত রয়েছে। যদি ঐ দাঁতবিশিষ্ট চাবি দ্বারা কিছু খুলতে যান তাহলে খোলা সম্ভব হবে, নতুবা দাঁতহীন চাবি দ্বারা কিছুই খোলা সম্ভব হবে না। আর তাইতো আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশের জন্য (বিশুদ্ধ) ঈমান আনয়নকে ফরয করেছেন এবং ঈমানের সাথে সৎ আমলসমূহ জুড়ে দিয়েছেন বা যোগ করেছেন। যে রূপ তিনি এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেনঃ “হে রাসূল সংবাদ প্রদান করুন ঐ সমস্ত লোকেদেরকে যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং সৎ আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ঋণাধারাসমূহ।” (আল- বাক্বারঃ ২৫ আয়াত)।

আল্লাহ আরো বলেনঃ “অবশ্যই যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং সৎ আমল করেছে তারা জান্নাতুল ফিরদাউসে মেহমানরূপে গণ্য হবে।” (আল কাহ্ফঃ ১০৭ আয়াত)।

এ মর্মে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে একটি যেমনঃ আবু আইয়ূব থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন আমলের সংবাদ দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর দাসত্ব করবে আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, (ফরয) ছালাত যথারীতি আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং রক্তের সম্পর্ক বজায় রাখবে।^{৪৭১}

৪৭১. বুখারী শরীফ হাদীছ নং ৫৯৮৩, নাসায়ী ১ম খণ্ড ২৩৪ পৃঃ, আহমাদ ৫ম খণ্ড ৪১৮ পৃঃ, আরো দেখুন তাইসীরুল আযীয ৬৮ পৃঃ।

স. ما هو الواجب على العبد بشأن النبي ﷺ ؟

জ. قال الدكتور صالح الفوزان : يجب على العبد أولاً محبة الله عز وجل وهي من أعظم أنواع العبادة، قال تعالى : ”وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ“ (البقرة - ١٦٥).

ثم بعد محبة الله تعالى تجب محبة رسوله محمد ﷺ لأنه هو الذي دعا إلى الله وعرف به وبلغ شريعته وبين أحكامه، ... ولا يدخل أحد الجنة إلا بطاعته واتباعه ﷺ.

فمحبة الرسول تابعة لمحبة الله تعالى لازمة لها وتليها في المرتبة، والدليل على وجوب محبته ﷺ :

قال رسول الله ﷺ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . (متفق عليه).

প্রশ্নঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শানে মুসলিম ব্যক্তির প্রতি অপরিহার্য বিষয় কি?

উত্তরঃ এর জবাবে ডঃ ছালেহ আল ফাউযান বলেছেন যে, সর্বপ্রথম সকল বান্দার প্রতি অবশ্য করণীয় হলো মহান আল্লাহকে ভালবাসা। (তথা তাঁর নির্দেশাবলীকে যথাযথ মেনে চলা এবং তাঁর বাণীর উপর অন্য কারো কথাকে প্রাধান্য না দেয়া)। কেননা তা সকল প্রকার ইবাদতের মাঝে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

যেমন মহান আল্লাহর বাণীঃ যারা ঈমানদার তারা আল্লাহকে অকৃত্রিমভাবে ভালবাসে। (আল-বাক্বারঃ ১৬৫ আয়াত)।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলার ভালবাসার পরই তাঁর প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভালবাসা ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

কেননা তিনিই মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন, তিনিই আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেছেন। আর তিনিই তাঁর শরী'য়ত ও নির্দেশাবলী পৌছে দিয়েছেন ... ইত্যাদি। তাঁর (নবী ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের) অনুসরণ ও অনুকরণ ব্যতীত কেউ কোন দিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

সুতরাং রাসূলের মুহাব্বত আল্লাহর মুহাব্বতের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে কারণেই আল্লাহর মুহাব্বতের পরই রাসূলের মুহাব্বতের স্থান।

الدليل على وجوب المحبة لرسول الله ﷺ

রাসূলের মুহাব্বত অপরিহার্য হওয়ার দলীল

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالْأَسَى أَجْمَعِينَ . (متفق عليه).

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ কখনো পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার সন্তানাদী, মাতা-পিতা এবং সকল মানুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়পাত্র হব। (বুখারী ও মুসলিম)। বরং মুমিন ব্যক্তিকে তার নিজের জীবনের চেয়ে রাসূল (ﷺ)কে অধিক ভালবাসতে হবে। যেক্ষেপ হাদীছে এসেছে যে,

وفي الحديث الصحيح أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي : فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَإِنَّكَ الْآنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ : الْآنَ يَا عُمَرُ . (رواه البخاري).

উমার বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার নিকট পৃথিবীর সকলের চেয়ে প্রিয়তর শুধু আমার জীবন ব্যতীত। একথা শ্রবণে রাসূল বললেনঃ আমার জীবন যাঁর

হস্তে তাঁর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার জীবন অপেক্ষা আমাকে অধিক ভাল না বাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত নয়। উমার বললেন, আমি আপনাকে এখন আমার জীবন অপেক্ষা অধিক ভালবাসি। অতঃপর রাসূল  বললেন, এক্ষণে তুমি পূর্ণ ঈমানদার হয়েছ হে উমার!^{৪৭২}

অতএব রাসূল কে যথাযথভাবে ভালবাসতে হবে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, তাঁকে ভালবাসতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা চলবে না। যেমন ভক্তি শ্রদ্ধার আতিশয্যে বা চরম ভালবাসার অজুহাতে তাঁকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূলের মর্যাদা থেকে বের করে উপাস্যের মর্যাদায় উন্নীত করা। এমন কতিপয় কার্যাবলীর মাধ্যমে যা কেবল মহান আল্লাহর জন্যেই প্রযোজ্য। যথাঃ রাসূলের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা বা তাঁর নিকট দু'আ করা, শাফা'আত চাওয়া বা তাঁর নামে কসম করা প্রভৃতি জঘন্য পাপ শির্ক। والعياذ بالله

এ মর্মে রাসূলের কঠোর বাণী

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُظَرُّونِي كَمَا أَظَرَّتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (بخاري).

ব্যখ্যামূলক অনুবাদঃ রাসূলুল্লাহ  বলেছেন, তোমরা আমাকে বাতিল ও অন্যায়রূপে প্রশংসা করো না এবং এতে সীমা অতিক্রম করোনা যে রূপ খ্রীষ্টান জাতি মারইয়াম পুত্র (ঈসা আলাইহিস সালাম)এর সম্পর্কে এরূপ প্রশংসা করেছিল যে, তারা তাঁকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল। এবং তোমরা আমাকে ঐ বৈশিষ্ট্য দ্বারাই ভূষিত কর যা স্বয়ং আমার প্রভু আল্লাহ তা'আলাই ভূষিত করেছেন। তাহলো আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।^{৪৭৩}

তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে যে, রাসূলকে ভালবাসার ধরণ বা রূপরেখা কিরূপ হবে?

৪৭২. বুখারী শরীফ।

৪৭৩. বুখারী, দেখুন কিতাবুত তাওহীদ আল্লামা ছালেহ আল ফাউযান প্রণীত ৬২-৬৩ পৃঃ।

এ প্রশ্নের উত্তরে ইসলামী একাধিক মনীষী একই ধরনের উত্তর প্রদান করেছেন তন্মধ্যে যেমন ডঃ ছালেহ আল ফাউযান বলেনঃ

ومحبته ﷺ تقتضى تعظيمه وتوقيره واتباعه وتقديم قوله على قول كل أحد من الخلق وتعظيم سنته (انظر كتاب التوحيد ص ٦٢).

বিশ্ব নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মুহাব্বত ও ভালবাসার রূপরেখা হচ্ছে তাঁকে সম্মান করা, তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করা। তাঁর পবিত্র বাণী বা কথাকে পৃথিবীর সবার কথার উপর প্রাধান্য দেয়া। তাঁর সুন্নাতকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা। (দেখুন কিতাবুত তাওহীদ ৬২ পৃঃ)।

ما خلق الرسول ﷺ ؟

রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কিসের সৃষ্টি?

সুধী মুসলিম ভ্রাতৃবন্দ,

আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর শানে মুসলিম বিশ্বে শতাব্দি যাবৎ সঠিক আক্বীদা পরিপন্থী কতিপয় বিষয় চালু হয়ে আসছে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে। এর মূল কারণ হলোঃ

প্রথমতঃ এ বিশাল এলাকায় বিশুদ্ধ আক্বীদার গ্রন্থাদি বিরল।

দ্বিতীয়তঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সর্বক্ষেত্রে দলীলরূপে গ্রহণ করাকে যথেষ্ট মনে না করা। বরং অনেক ক্ষেত্রে মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান বুদ্ধি বা যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়া। এরূপ অপনীতি আমরা ইতোপূর্বে মাতুরিদিয়া ফিকার আক্বীদার ক্ষেত্রে দলীল গ্রহণের নীতিমালায় জেনেছি।

তৃতীয়তঃ আল্ কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তাফসীরের অপ্রতুলতা ও বিশুদ্ধ তাফসীর সিলেবাসভুক্ত না থাকা।

চতুর্থতঃ ইলমু হাদীছের ক্ষেত্রে ইলমুর রিজালের গ্রন্থাদি না থাকা এবং তার প্রয়োজনীয়তা মনে না করা।

পঞ্চমতঃ হাদীছ ছহীহ, যযীফ, জাল তথা শুদ্ধ ও অশুদ্ধের প্রতি তেমন গুরুত্ব প্রদান না করে হাদীছ পেলেই বা নাম গুনলেই তা গ্রহণ করা। ফলে অনেক জাল-বানোয়াট হাদীছ যা আসলে হাদীছ নয় বরং কোন মানুষের উক্তি বা প্রবাদ, সে সবকেও অনেক সময় হাদীছ বলে জন-সমাজে প্রচার করা প্রভৃতি। (এসব কারণ ভূমিকাতে উল্লেখ করা হয়েছে)।

উপরোক্ত কারণসমূহের ফলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে বহু আবেগ প্রবণ, অতিরঞ্জিত ও অতিভক্তিমূলক কথা এবং ধ্যান ধারণা সমাজে চালু রয়েছে যার উৎস এবং ভিত্তি হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে চরম দুর্বল হাদীছ বা জাল, হাদীছ! ফলে কতিপয় বিশ্বাস বা ধ্যান ধারণা এরূপ রয়েছে, যা অনেক বড় শিকের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়! যেমন রাসূল আল্লাহর জাতি নূরের সৃষ্টি, তিনি গায়েব জানতেন এবং তিনি কুবরে আমাদের ন্যায় জীবিত প্রভৃতি। والعياذ بالله

এ সব বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে অবহিত হওয়া সকলের জন্য অত্যাৱশ্যক বা একান্তই প্রয়োজন।

সেহেতু প্রথমে আমরা জানব রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর জাতি নূর দ্বারা, না নূর ও মাটি দ্বারা, না শুধু মাটি দ্বারা?

এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে কারীমের বিভিন্ন সূরায় একাধিক আয়াতে যথাঃ

“قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ

يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا”

অনুবাদঃ বলুন! আমি তোমাদের মত শুধুমাত্র একজন মানুষ। আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ হয় যে, তোমাদের উপাস্য শুধুমাত্র একজন। অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে অংশী স্থাপন না করে। (আল-কাহফঃ- ১১০ আয়াত)।

التفسير : “قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ” أي: إن حالي مقصور على البشرية لا يتخطاها إلى الملكية أو الإلهية وأنه أمتاز عنهم بالوحي إليه من الله سبحانه. فقال “يُوحِي إِلَيَّ” وكفا بهذا الوصف فارقا بينه وبين سائر أنواع البشر، (فتح القدير للشوكاني ٤٤٩/٣ وفتح البيان لصديق حسن خان ١٢٧/٨ وزبدة التفسير ص ٣٩٥) و في تفسير السعدي. قال: قل يا محمد “إنما أنا بشر مثلكم” أي لست بآله ولا لي شركة في الملك ولا علم لي بالغيب ولا عندي خزائن الله. وقال أيضًا “بشر مثلكم” أي عبد من عبيد ربي “يُوحِي إِلَيَّ” أي: فضلت عليكم بالوحي ... أنظر (تيسير الكريم الرحمن للسعدي ٦٥٨/١).

ব্যাখ্যা: আমি তোমাদের মত মানুষ। অর্থাৎ আমার অবস্থা এই যে, আমি মানবীয় গুণাবলীতেই সীমাবদ্ধ আছি। আমার মর্যাদা মানবীয় গুণাবলীর স্তর ভেদ করে ফেরেস্তা অথবা উপাস্যের স্তরে পৌঁছতে পারেনা। আর তিনি অন্যান্য মানুষ থেকে পৃথকতা অর্জন করেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীপ্রাপ্তির মাধ্যমে। (يُوحِي إِلَيَّ) আমার নিকট অহী প্রেরণ করা হয়েছে, অহীপ্রাপ্তি এ গুণটিই গোটা পৃথিবীর সকল মানুষ থেকে পার্থক্যের জন্য যথেষ্ট।^{৪৭৪}

আল্লামা সা‘দী স্বীয় তাফসীরে সা‘দীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যাতে বলেছেন যে, বলুন হে মুহাম্মদ! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) “আমি শুধুমাত্র তোমাদের মত মানুষ। অর্থাৎ আমি ইলাহ নই এবং ফেরেস্তাদের ন্যায় নূরের তৈরীও নই। আমার নিকট অদৃশ্যের খবর নেই এবং আমার নিকট আল্লাহর ধন ভাণ্ডারের সংবাদ নেই। শায়খ সা‘দী আরো বলেন : “তোমাদের মত মানুষ” তথা আমি আমার প্রভুর একজন বান্দা, তবে আমাকে অহীর মাধ্যমে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে।^{৪৭৫}

৪৭৪. দেখুন ইমাম শাওকানী কৃত তাফসীর ফাতহুল ক্বাদীর ৩য় খণ্ড ৪৪৯ পৃঃ

ফাতহুল বয়ান ৮ম খণ্ড-১২৭ পৃঃ, যুবদাতু তাফসীর ৩৯৫ পৃঃ।

৪৭৫. দেখুন তাফসীরে সা‘দী ১ম খণ্ড ৬৫৮ পৃঃ।

وقال تعالى : ” مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ “ (المؤمنون - ٣٣).

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ (কাফেররা বলতে লাগল যে, ইনি, যিনি তোমাদেরকে একত্ববাদের দিকে আহ্বান করেন, তিনি আর কেউ নন, বরং তিনি একজন মানুষ তোমাদের মতই। তোমরা যা ভক্ষণ কর তিনিও তা ভক্ষণ করেন, তোমরা যা পান কর তিনিও তা পান করেন। (আল মুমিনুনঃ ৩৩ আয়াত)।

قال الله تعالى: ” قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ... “ (فصلت- ٦).

أي: قل لهم يا محمد- إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم الذي تصلح العبادة له، إله واحد لا شريك له. (انظر تفسير ابن كثير ١٦٤/٧ والتفسير الميسر ص ٤٧٧).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ হে নবী মুহাম্মদ! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাদেরকে বলুন, আমি তোমাদের মতই মানুষ। (পার্থক্য হলো এই যে) আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ করা হয় যে, তোমাদের উপাস্য তিনিই, যিনি একমাত্র ইবাদতের উপযোগী। এমন উপাস্য যাঁর কোন প্রকার অংশীদার নেই।^{৪৭৬}

উপরোক্ত আয়াতসমূহ ও সেগুলোর বিশুদ্ধ তাফসীরসমূহের আলোকে এ কথাই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বনবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর সত্তাগত নূরের সৃষ্ট নন। অথবা ফেরেস্টাদের ন্যায় নূরের সৃষ্টও নন। বা নূর ও মাটি দ্বারাও সৃষ্ট নন। বরং তিনি হলেন মাটির সৃষ্ট বা মাটির মানুষ। তবে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তাঁর প্রতি আল্লাহ তা‘আলা অহী অবতীর্ণ করেছেন। দুনিয়ার মানুষ যে যত বড় অলী,

৪৭৬. ফুছ্ছিলাত বা হা-মীম সাজদাঃ আয়াত, দেখুন তাফসীর ইবনু কাছীর ৭ম খণ্ড ১৬৪ পৃঃ এবং তাফসীর আল মুইয়াসসার ৪৭৭ পৃঃ।

দরবেশ বা ফাকীহ, মুহাদ্দিছ হোক না কেন, আজীবন শত চেষ্টা তপস্যা করলেও কোনদিন কারো নিকট অহী আসবেনা। সেহেতু এ দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণ মানুষের চেয়ে তিনি ছিলেন বহু উর্দে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যথেষ্ট এই যে, তিনি ছিলেন দুনিয়ার সকল মানুষের মাঝে সর্বোত্তম মানব এবং সকল নবী ও রাসূলদের মাঝে শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছ থেকে দলীল

১. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. (صحيح الجامع ٤٦٢/١ برقم: ٢٣٣٨).

১. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, আমি শুধুমাত্র একজন মানুষ। যখন তোমাদেরকে ধর্মের কোন বিষয় সম্পর্কে আদেশ করি তখন তা (সাধ্যানুপাতে) পালন কর। আর যখন (দুনিয়াবী বিষয়ে) আমার কোন অভিমত ব্যক্ত করি তখন আমি একজন মানুষ মাত্র।^{৪৭৭}

২. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُنْسِي كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي... الحديث (البخاري في كتاب الصلاة والجمعة وغيرها، مسلم ٤٨٥/٢، النسائي برقم: ١١٨٤ وصحيح ابن ماجه برقم: ٩٩٨).

২. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, আমি শুধুমাত্র একজন মানুষ। আমি ভুলে যাই, তোমরা যেভাবে ভুলে যাও। যখন আমি ভুলে যাই তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও.. আল-হাদীছ।^{৪৭৮}

৩. وقال أيضا : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ تَذْمَعُ الْعَيْنُ وَيَخْشَعُ الْقَلْبُ ... الحديث (الصحيحة ١٧٣٢ وصحيح الجامع برقم: ٣٤٠).

৪৭৭. ছহীহুল জামে ১ম খণ্ড ৪৬২ পৃঃ হাদীছ নং ২৩৩৮।

৪৭৮. বুখারী ছালাত ও জুম'আ অনুচ্ছেদ প্রভৃতি মুসলিম ২য় খণ্ড ৪৮৫ পৃঃ, নাসায়ী সাহু সাজদা অধ্যায়ে হাদীছ নং ১১৮৪ এবং ছহীহ ইবনু মাজা হাদীছ নং ৯৯৮।

৩. রাসূল আরো বলেছেন, আমি শুধুমাত্র একজন মানুষ। চক্ষু অশ্রু সিক্ত হয়, হৃদয় ভীত সন্ত্রস্ত হয় ..।^{৪৭৯}

৪. وقال أيضا: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ... الحديث (صحيح الجامع ১/৬৭২).

৪. তিনি আরো বলেছেন যে, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ ...।^{৪৮০}
 ৪. وقال ﷺ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كَمَا

تَنْسَوْنَ.... الحديث (مسلم ২/৬৭০).

৫. তিনি (ﷺ) বলেন, আমি তোমাদের মত শুধুমাত্র একজন মানুষ। স্মরণ করি, তোমরা যেক্রপ স্মরণ কর এবং ভুলে যাই তোমরা যেক্রপে ভুলে যাও।^{৪৮১}

উল্লেখ্য, ইমাম মুসলিম হাদীছটি (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) একাধিকবার বিভিন্ন সনদে ও বিভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন।^{৪৮২}

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছসমূহে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, 'إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ' “এটা এমন একটি শব্দ বা অব্যয়, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী যার অর্থ হলো শুধুমাত্র বা এটি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আর ‘بَشَرٌ’ অর্থ হলো মানুষ। তথা মানুষ বলতে যা বুঝায় বা একজন মানুষের মাঝে যত গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তা সবই যার মাঝে পাওয়া যাবে তখন তাকে بشر বা মানুষ বলা হবে। এরপর مِثْلُكُمْ অর্থ হচ্ছে তোমাদের মত। এখানে مثل শব্দ আল্লাহ প্রয়োগ করেছেন যার অর্থ হলো ‘মত বা সদৃশ’। আরবী ভাষায় ‘ك’ এবং نَحْوُ এ দু’টি অব্যয়ের অর্থও আসে

৪৭৯. হাদীছ ছহীহ, দেখুন সিলসিলা আছ ছাহীহা ১৭৩২ নং হাদীছ, এবং ছহীহুল জামে’ ২৩৪০ নং হাদীছ।

৪৮০. ছহীহুল-জামে’ ১ম খণ্ড ৪৬২ পৃঃ হাদীছ নং ২৩৪১।

৪৮১. মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ সাহু সাজদা অনুচ্ছেদ, ২য় খণ্ডঃ ৪৯০ পৃঃ।

৪৮২. উপরোক্ত হাদীছসমূহ আরো অন্যান্য গ্রন্থ সমূহে রয়েছে। যেমনঃ আবু দাউদ, হাদীছ নং-১০১৮, ১০২০, বায়হাকী ২য় খণ্ড ৩৩০ পৃঃ, আবু আওয়ানা ২য় খণ্ড ২০০-২০৩ পৃঃ, আহমদ ১ম খণ্ড ৩৭৯. ৪৫৫ এবং ৪র্থ খণ্ড ৪২৭ ও ৪৪১ পৃঃ প্রভৃতি।

তদরূপ মত। কিন্তু এগুলোর মাঝে পারস্পরিক পার্থক্য হলো **ع** অক্ষরটি আসে আংশিক মিল বা মত বুঝানোর জন্য। যেমন **كَالْأَسَدِ** যায়িদ বাঘের মত। অর্থাৎ যায়িদ নামক ব্যক্তির বাঘের মত শক্তি আছে। আর **نَحْوِ** শব্দ বা অব্যয়টি আসে অনেকাংশে মত বা সদৃশ বুঝানোর জন্য। যেমন: **هَذَا حَدِيثٌ نَحْوُ حَدِيثِ مَا قَبْلَهُ** কোন হাদীছ বর্ণনার পর যদি শব্দ ও অর্থে বা অর্থে ও বর্ণনাসূত্রে মিল থাকে তখন বলা হয় এ হাদীছটি পূর্বের হাদীছের মত। আর যখন সর্বদিক দিয়ে (যেমন শব্দ, অর্থ ও বর্ণনাসূত্রে) মিলে যায় তখন বলা হয়ে থাকে **مِثْلَهُ**; সেহেতু কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছে এ মর্মে **مِثْلُ** শব্দ উল্লেখের দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, তিনি আমাদের ন্যায় সর্বদিক দিয়ে মানুষ ছিলেন।

যথা :

(১) আমরা যেকোন মাটির মানুষ, রক্ত মাংসে গড়া, তিনিও তদরূপ ছিলেন।

(২) দুনিয়ার মানুষ যেভাবে পিতা-মাতার দ্বারা এ পৃথিবীতে এসে থাকে তিনিও তদরূপ এসেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ, মাতার নাম ছিল আমিনা। (ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)।

(৩) প্রত্যেক শিশুর যেকোন মাতৃগর্ভে নির্দিষ্ট কতিপয় মাস অবস্থান করে পৃথিবীতে আসতে হয়, তদরূপ তাঁকেও এই একই ধারায় আসতে হয়েছিল।

(৪) প্রত্যেক শিশু জন্ম লাভের পর যেকোন মাতৃ দুগ্ধের প্রয়োজনবোধ করে তদরূপ তিনিও প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

(৫) তাইতো মক্কা নগরীর চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁকে ছুওয়াইবা ও হালীমা নান্নী দু'জন মহিলা দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন।^{৪৮৩}

(৬) প্রত্যেক মানুষ যেকোন জীবন ধারণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন বোধ করে, তদরূপ বিশ্ব নবীর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল।

(৭) মানুষ যেরূপ ক্ষুধা পেলে খাদ্য অন্বেষণ করে থাকে, তিনিও তদরূপ তাঁর স্ত্রীদের নিকট খাদ্য তালাশ করতেন।

(৮) দুনিয়ার সকল মানুষ যেরূপ ঘুমায় তিনিও তদরূপ ঘুমাতে। (তবে তাঁর হৃদয় জাগ্রত থাকতো যা একাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত)।

(৯) যুবক মানুষের যেরূপ বিবাহের প্রয়োজন পড়ে আল্লাহর রাসুলেরও তদরূপ প্রয়োজন পড়েছিল, সেহেতু তিনিও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

(১০) আমাদের যেরূপ মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন পড়ে, মহানবীরও তদরূপ মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন পড়ত। মলমূত্র ত্যাগের পর আমাদের যেরূপ পবিত্রতার জন্য টিলা বা পানি ব্যবহার করতে হয় তদরূপ বিশ্বনবীও টিলা বা পানি ব্যবহার করতেন।

(১১) মানুষ যেভাবে হাট-বাজার ও ব্যবসা বাণিজ্য করে তিনিও তদরূপ করতেন। ফলে বিবাহ-পূর্ব জীবনে মা খাদীজার সম্পদে ব্যবসা করতেন।

(১২) ছাহাবীগণ যেরূপ শত্রুদের মোকাবেলায় তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করেছেন, বিশ্বনবীও তদরূপ যুদ্ধে অংশ নিতেন। বরং যুদ্ধে তিনি সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতেন।

(১৩) শেখনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অন্যান্য মানুষের ন্যায় পারিবারিক কাজে তাঁর পৃণ্যবতী স্ত্রীদেরকে সহযোগিতা করতেন।

(১৪) অন্যান্য মানুষের ন্যায় তাঁর উপরও জাদু ও বিষের প্রভাব পড়ত।

(১৫) পৃথিবীর সকল মানুষের প্রস্তর বা অস্ত্রাঘাতে যেরূপ রক্ত বের হয় দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানবের দেহ ও মাথা থেকে ক্রাফের মুশরেকদের প্রস্তর এবং অস্ত্রাঘাতে তদরূপ রক্ত ঝরেছে। যেমন তায়েফ নগরীতে এবং ওহুদ প্রান্তরে তিনি উক্ত অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ছিলেন।

(১৬) মানুষ যেরূপ ভুলে যায় তিনিও কোন কোন সময় কোন কোন বিষয় ভুলে যেতেন। যেমন একবার জুতা পরিহিত অবস্থায় ছালাত আদান্ন

করছিলেন যাতে অপবিত্রতা লেগেছিল। একদা ভুলে ছালাতুল আছর তিন রাকা'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ছিলেন। একবার ছালাতে ২য় রাকা'আতে তাশাহুদ না পড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। (মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ)।

(১৭) রিসালাতের দায়িত্ব পালন করে বিশ্বনবী (ﷺ) দুনিয়ার সকল মানুষের ন্যায় আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছেন, তথা মৃত্যুবরণ করেছেন।

”فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ“ (الزمر: ৩০)।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী! আপনি মৃত্যু বরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যু বরণ করবে। (যুমারঃ ৩০ আয়াত)।

উপরোক্ত আলোচিত বিষয়াদির প্রমাণ পবিত্র ক্বোরআন, বিশুদ্ধ হাদীছ এবং ইতিহাস অধ্যয়ন করলে অনায়াসে পাওয়া যায়। তাই এতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অবশ্যই মাটির মানুষ ছিলেন। নতুবা তিনি যদি নূরের তৈরী ফেরেস্টা হতেন তাহলে তাঁর জীবনে এসব কিছু ঘটবে কেন? কেননাঃ

(ক) কোন ফেরেস্টার জীবনে এসব ঘটনার প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কোন বই পুস্তকে পাওয়া যায় না। বাস্তবেও দেখা যায়না।

(খ) নূরের তৈরী ফেরেস্টাগণ বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারেন যা ক্বোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছে দেখা যায়। কিন্তু বিশ্বনবীর জীবনে কোনদিন এমনটি ঘটেনি। কোথাও তাঁর রূপ পরিবর্তনের ঘটনা পাওয়া যায় না।

(গ) রাসূলকে নূরের তৈরী বললে তাঁর সম্মান হ্রাস করা হয়। কেননা নূরের তৈরী ফেরেশতাদের চেয়ে নবী রাসূলদের মর্যাদা অনেক বেশী। সুতরাং তিনি নূরের তৈরী মানুষ বা ফেরেস্টা নন। বরং তিনি রক্ত মাংসে গড়া একজন মাটির মানুষ।

(ঘ) পবিত্র কুরআনে একাধিক স্থানে আল্লাহ তা'আলা রাসূল-কে বান্দা বলেছেন। (ইতোপূর্বে উল্লেখিত)।

(ঙ) الْمُرْسَلُ مِنَ جَنَسِ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ - চিরাচরিত নিয়ম হলোঃ জাতি যে ভাষা ও বর্ণের, নবী রাসূলগণও সে একই ভাষা ও বর্ণের হয়ে থাকেন সুতরাং এসব দলীল প্রমাণ ও বাস্তবতার পরও যারা নবীকে মানুষ বলবে

না তাহলে তারা পরোক্ষভাবে রাসূলকে স্বয়ং আল্লাহর আসনে সমাসীন করতে চায়। (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ) (যেমন কতিপয় লোক বিভিন্ন সময় মিলাদের অনুষ্ঠানে কবিতার ন্যায় গেয়ে বেড়ায়, যার অর্থ হলো যিনি আসমানে أَحَدٌ ছিলেন, তিনিই ধরার বুকে أَحَدٌ রূপে অবতীর্ণ হলেন। الْعِيَاذُ بِاللَّهِ আবার কখনো কেউ কেউ বলেন, আল্লাহর নূরে আরশ সৃষ্টি, রাসূলের নূরে সারা জাহান সৃষ্টি। এ দাবীও স্পষ্ট কুরআন ও হাদীছ বিরোধী এবং এতে আল্লাহর যেমন ক্ষমতা আছে রাসূলেরও তদরূপ ক্ষমতা রয়েছে বুঝায়। نَعُوذُ بِاللَّهِ যা শিরকের মত ভয়াবহ পাপ।

তাই যারা নবীকে আল্লাহর সত্তাগত নূরের সৃষ্টি বলবে, তারা আল্লাহর ছিফাতের (গুণাবলীর) সাথে অংশীদার স্থাপন করবে! ফলে তাদের ঈমান ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবে। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ তাঁর সদৃশ কিছুই নেই। (আশ শুরাঃ ১১ আয়াত) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (ইখলাছঃ ৪ আয়াত)।

(এ প্রসঙ্গে আরো অনেক দলীল প্রমাণ ইতোপূর্বে তাওহীদুল আসমা অছছিফাতের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে)।

সংশয় নিরসন

যারা রাসূলকে নূরের তৈরী বলেন তারা দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেন আল্লাহর বাণীঃ

“قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ” (المائدة-১০)।

ইরশাদ হচ্ছেঃ তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে আলোকবর্তিকা এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে।^{৪৮৪}

রাসূলকে যারা নূরের তৈরী বলেন তারা এ আয়াতে উল্লেখিত নূর বা আলোকবর্তিকা দ্বারা রাসূলকে দৈহিকভাবে নূরের তৈরী বুঝিয়ে থাকেন। এটা তাদের ভুল আকীদা ও সংশয় মাত্র! কেননা দুনিয়ার কোন নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থে এ দাবী ও আকীদার

সমর্থন নেই। বরং নূর দ্বারা এখানে আল-ক্বোরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে।^{৪৮৫}

অথবা কেউ কেউ এখানে নূর দ্বারা ইসলামকে, আবার অনেকে নবীকেও বুঝিয়েছেন।^{৪৮৬}

প্রকাশ থাকে যে, এখানে নূর দ্বারা যদি রাসূলকে উদ্দেশ্য করা হয় তাহলে তিনি দৈহিক দিক থেকে নূর নন। কেননা ইতোপূর্বে উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাঁকে মানুষ বলেছেন এবং একাধিক বিশুদ্ধ হাদীছে তিনি নিজেই বলেছেন যে, أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ - আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তাই এখানে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে তিনি ছিলেন হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। অর্থাৎ শির্ক, কুফরের অন্ধকার দূর করে হিদায়াত ও সঠিক রাস্তা প্রদর্শনে তিনি ছিলেন এক নযিরবিহীন আলোকবর্তিকা। কোন ক্রমেই নূরে মুজাসসাম তথা নূরের দেহের অধিকারী ছিলেন না। আর যদি তদ্বারা ইসলাম বুঝানো হয় তাহলে কোন সমস্যাই থাকেনা। এভাবে যদি নূর দ্বারা ক্বোরআনকে বুঝানো হয় তাহলেও সমস্যা অবশিষ্ট থাকেনা। اللهُ أَعْلَمُ অত্র আয়াতে নূর দ্বারা ক্বোরআনকেই বুঝানো হয়েছে যেমন পরবর্তী আয়াতে রয়েছে:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: "يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (المائدة-১৬)।

ইরশাদ হচ্ছেঃ কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ প্রদর্শন করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা কুফরীর অন্ধকার থেকে বের করে ইসলামের আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন। যে পথ এমন মযবূত ও দৃঢ় যে তাতে কোন প্রকার বক্রতা নেই এবং ধ্বংসের সম্ভাবনা নেই।^{৪৮৭}

৪৮৫. তাফসীর ইবনু কাছীর ৩য় খণ্ড ৩৬ পৃঃ এবং আল মুইয়াসসার ১১০ পৃঃ।

৪৮৬. তাফসীর কুরতবী ৬ষ্ঠ খণ্ড ১১৭ পৃঃ, ফাতহুল ক্বাদীর ২য় খণ্ড ৩৬ পৃঃ।

৪৮৭. আল-মায়িদাঃ ১৬ আয়াত, দেখুন তাফসীর ইবনু কাছীর ৩য় খণ্ড ৬৮ পৃঃ

ফাতহুল ক্বাদীর ২য় খণ্ড ৩৬ পৃঃ।

উল্লেখ্য যে, এ আয়াতে **يَهْدِي بِهِ اللَّهُ** তে সর্বনামটি ক্বোরআনের দিকে ধাবিত হয়েছে। যেহেতু তা নূর অপেক্ষা নিকটবর্তী।

তাছাড়া অনেক সময় ক্বোরআনকেও নূর বলা হয়েছে। যেমনঃ সূরা আন-নিসার ১৭৪ আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ

”وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا“ .. أَيُّ قُرْآنَا مَبِينَا

তোমাদের প্রতি আমি অবতীর্ণ করেছি স্পষ্ট নূর অর্থাৎ আল-ক্বোরআন। ক্বোরআনে কারীমকে নূর বা আলো বলার কারণ হলো আল-ক্বোরআনের মাধ্যমে মানুষ ভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে আলোর সন্ধান পায়।^{৪৮৮} মোট কথা, নূর দ্বারা কারো মতে রাসূলকে বুঝানো হলেও তিনি দৈহিকভাবে নূর নন বরং হিদায়াতের নূর।

দ্বিতীয় সংশয় হচ্ছে - ঐ প্রচলিত হাদীছ যা যুরকানী প্রণীত মাওয়াহেবে লাদুনী নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ

”قال رسول الله ﷺ: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ“ هذا حديث باطل، وليس له سند، كما قال المحدث الشيخ الألباني رحمه الله انظر المشكاة المحققة (٣٤/١).

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “হে জাবির আল্লাহ্ সর্ব প্রথম তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন।

বহুল প্রচলিত এ হাদীছটি প্রকৃতপক্ষে হাদীছই নয়। বরং এটি একটি জাল বা বাতিল হাদীছ। এর কোন সূত্র নেই। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন ইহা মানুষের তৈরী জাল হাদীছ এবং রাসূলের দিকে সম্পর্কিত একটি বিশুদ্ধ হাদীছ বিরোধী কথা। ঐ বিশুদ্ধ হাদীছটি হলোঃ

قال رسول الله ﷺ: ”إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ....“ الحديث (رواه الترمذی وقد صححه الألبانی في المشكاة المحققة ٣٤/١).

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, আল্লাহ্ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন।^{৪৮৯}

সেহেতু জানা আবশ্যিক যে, আল্লাহ্ মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম আদম আলাইহিস সালামকে, আর বস্তু জগতের মাঝে সর্বপ্রথম কলমকে সৃষ্টি করেছেন। কোন ক্রমেই শেষ নবী (ﷺ)কে নয়।

পরিশেষে এ নাতিদীর্ঘ আলোচনায় একথাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হ'ল যে, রাসূল নূরের সৃষ্ট নন, বরং মাটির সৃষ্ট।

س . هل النبي ﷺ نور من نور الله؟ وهل هو نور عرش الله سبحانه وتعالى؟ كما يقول بعض الناس!

প্রশ্নঃ নবী (ﷺ) কি আল্লাহ্র নূর, নাকি তিনি আল্লাহ্র আরশের নূর ঘেরূপ অনেকে বলে থাকে?

ج. أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلميه والإفتاء بأن النبي ﷺ نور هدى ورشاد كما قال تعالى : ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا“ (الأحزاب : الآية : ٤٦).

وليس بدنه نورا وليس هو من نور الله ولا من نور عرشه، بل هو لحم وعظم وما خالطهما خلق من أب وأم كغيره كما مضت بذلك سنة الله تعالى في البشر وكان يأكل ويشرب ويقضي من شأنه .

উত্তরঃ সৌদী আরবের বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের সমন্বয়ে গঠিত ফাতওয়া প্রদান কমিটি এর উত্তরে বলেন যে, নবী (ﷺ) হলেন হিদায়াত ও সরল পথ প্রদর্শনের নূর বা আলোকবর্তিকা। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ

হে নবী! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারীরূপে। আর আল্লাহ্র আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়ক এবং

৪৮৯. তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী স্বীয় তাহক্বীক কৃত মিশকাতে ১ম খণ্ড ৩৪ পৃষ্ঠাতে বিস্তৃত বলেছেন।

সুউজ্জুল প্রদীপরূপে।^{৪৯০}

তাঁর শরীর নূর বা আলোকরশ্মি নয়, তিনি আল্লাহ্র নূর নন এবং তাঁর আরশের নূরও নন, নূর আল্লাহ্র জন্য খাছ। বরং তিনি হাড় মাংসের এবং এতদুভয়ের সংমিশ্রণ, মাতা-পিতা দ্বারা সৃষ্ট মানুষ। অন্যান্য মানুষের সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সব নিয়ম নীতি আবহমান কাল হতে চলে আসছে, তাঁর ক্ষেত্রে ঐ সবই সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন তিনি অন্যান্য মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতেন।

وأما قوله تعالى: “قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام” (المائدة: الآية: ١٥-١٦). فللمراد بالنور في ذلك ما يبعثه الله به من الوحي، من عطف الخاص على العام ولم يثبت في القرآن ولا في السنة الصحيحة أنه نور عرش الله فمن زعم ذلك فهو كاذب.

আর আল্লাহ্ তা‘আলার বাণীঃ তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হতে আলোকবর্তিকা এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। এদ্বারা যারা তাঁর (আল্লাহ্র) সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে আল্লাহ্ শান্তির পথ প্রদর্শন করেন।^{৪৯১}

অত্র আয়াতে নূর দ্বারা ঐ অহীর জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে যদ্বারা আল্লাহ্ তাঁর নবীকে প্রেরণ করেছেন। এখানে খাছকে ‘আমের প্রতি আত্মফ বা সংযোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ একই বস্তুকে দু’বার বর্ণনা করা হয়েছে, নূর ‘আম আর কিতাব খাছ। কুরআন ও ছহীহ সুন্নায কোথাও নেই যে, রাসূল নূরের সৃষ্ট অথবা তিনি আল্লাহ্র আরশের নূর। সেহেতু যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, তিনি নূরের সৃষ্ট অথবা আল্লাহ্র আরশের নূর সে মিথ্যুক।

৪৯০. আল আহযাবঃ ৪৫-৪৬ আয়াত।

৪৯১. আল মায়িদাঃ ১৬ আয়াত।

স. هل للنبي ﷺ ظل ؟ ادعى البعض بأنه ليس له ظل .

প্রশ্নঃ নবী (ﷺ) এর কি ছায়া ছিল? অনেকে দাবী করে থাকে যে, তাঁর ছায়া ছিল না

ج : وأما دعوى البعض بأن النبي ﷺ لم يكن له ظل، فهذا القول باطل مناف لنصوص القرآن والسنة الصريحة الدالة على أنه صلوات الله وسلامه عليه بشر، لا يختلف في تكوينه البشري عن الناس، وأن له ظلا إذا مشى في شمس أو نحوها كما لأي إنسان، وما أكرمه الله به من الرسالة لا يخرج عنه وصفه البشري الذي خلقه الله عليه من أم وأب . وأما ما يروى من أن النبي ﷺ خلق من نور الله فهو حديث موضوع، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (فتاوى اللجنة الدائمة ١/ ٣٠٧-٣٠٨).

উত্তরঃ যারা দাবী করে যে, আল্লাহ্র নবীর ছায়া ছিল না, তাদের দাবী বাতিল। কেননা কুরআন ও ছহীহ হাদীছে সুস্পষ্টরূপে রয়েছে যে, তিনি মানুষ ছিলেন। তাঁর সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য ও মানবীয় গঠণ প্রণালী অপর মানুষ হতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নয়। তিনি যখন রোদে চলাফেরা করতেন তখন তাঁর ছায়া প্রকাশ পেত। অন্য মানুষের যেকোন ছায়া রয়েছে তদরূপ তাঁরও ছায়া ছিল। তাঁকে আল্লাহ্ সম্মানিত করেছেন রিসালতের দায়িত্ব প্রদান করে। এজন্য তিনি মানবীয় গুণাবলীর উর্দে নন। যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাতা-পিতা হতে।

আর এ মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে যে, “নবী (ﷺ)কে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে” সেটি জাল বা ভিত্তিহীন।^{৪৯২}

৪৯২. ফাতওয়া আল লাজনা আদ্বায়িমা ১ম খণ্ড ৩০৭-৩০৮ পৃঃ এবং মা'লুমাৎ মুহিম্বা শাইখ মুহাম্মদ বিন জামীল প্রণীত ৯৪-৯৫ পৃঃ।

উল্লেখ্য, মুসনাদ আহমাদ প্রভৃতি হাদীছে নবীর ছায়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।^{৪৯০}

س. إن جُلَّ الناس يعتقدون أن الأشياء خلقت من نور محمد ﷺ وأن نوره خلق من نور الله ويُرَوون ((أنا نور الله وكل شيء من نوري)) ويُرَوون أيضًا ((أول ما خلق الله نور محمد ﷺ)) فهل لذلك من أصل؟ ويروون ((أنا عرب بلا عين أي: رب، أنا أحمد بلا ميم أي: أحد)) فهل لذلك من أصل؟

প্রশ্নঃ অধিকাংশ লোকের ধারণা যে, বস্তু জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে মুহাম্মদ (ﷺ) এর নূর হতে। আর তাঁর নূর আল্লাহর নূর হতে। তারা বর্ণনা করেন এসব হাদীছ যেমন (১) আমি আল্লাহর নূর আর প্রত্যেক বস্তু আমার নূর হতে। (২) সর্ব প্রথম আল্লাহ মুহাম্মদ (ﷺ) এর নূর সৃষ্টি করেছেন। (৩) আমি আরব ع ব্যতীত তথা রব, আমি আহমাদ মীম ব্যতীত তথা আহাদ। এসব হাদীছের ও বিশ্বাসের কোন ভিত্তি আছে কি?

ج. أجابت اللجنة إن وصف الرسول ﷺ بأنه نور من نور الله إن أريد به أنه نور ذاتي من نور الله فهو مخالف للقرآن الدال على بشريته، وإن أريد به بأنه نور الرسالة والهداية فهو صحيح. ولا شك أنه نور من الرسالة والهداية من الله. وأما جسمه ﷺ دم ولحم وعظم... إلخ خلق من أب وأم ولم يسبق له خلق قبل ولادته لأن أول ما خلق الله من البشر آدم عليه السلام كما في القرآن الكريم في سورة ص آية رقم ٧١.

وما يروي أن أول ما خلق الله نور النبي ﷺ أو أن الله قبض قبضة من نور وجهه وأن هذه القبضة هي محمد ﷺ ونظر إليها فتقاطرت فيها قطرات فخلق من كل قطرة نبيا أو خلق الخلق كلهم من نوره ﷺ فهذا وأمثاله لم يصح منه شيء عن النبي ﷺ، فهذا هو اعتقاد باطل. وأما ما يروي: أنا

عرب بلا عين فلا أساس له من الصحة وهكذا أنا أحمد بلا ميم . وصفة الربوبية والانفراد من الصفات المختصة بالله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يوصف أحد من الخلق بأنه الرب ولا أنه أحد على الإطلاق، فهذه الصفات من اختصاص الله سبحانه ولا يوصف بها الرسل ولا غيرهم من البشر . (فتاوى اللجنة الدائمة ١/ ٣٠٧-٣١١).

উত্তরঃ আরব বিশ্বের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও দলীলভিত্তিক ফাতাওয়া প্রদানকারী কমিটি উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, রাসূল (ﷺ)কে নূরের সৃষ্ট বলা বা বিশ্বাস করা যদি এদ্বারা আল্লাহর যাতি বা অস্তিত্বগত নূরের অংশ বুঝানো হয়, তাহলে তা সরাসরি কুরআন বিরোধী, কেননা আল-কুরআনুল কারীমে তাঁকে পরিষ্কারভাবে মানুষ বলা হয়েছে। আর যদি তাঁকে নূর দ্বারা রিসালাত বা হিদায়াতের নূর বুঝানো হয় তাহলে তা হুহীহ, বাস্তবেও তিনি ছিলেন হিদায়াতের আলোকবর্তিকা।

আর তাঁর শরীর বা দৈহিক কাঠামো হচ্ছে রক্ত মাংস হাড় প্রভৃতি বস্তু দ্বারা। তিনি পিতা-মাতা দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছেন, তাঁর জন্মের পূর্বে তাঁর সৃষ্টির কল্পনাই করা যায় না। (যদিও আল্লাহ ইচ্ছা করলে সর্ব বিষয়েই ক্ষমতাবান) কেননা মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে আদম আলাইহিস সালামকে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে সূরা ছোয়াদের ৭১ নং আয়াতে রয়েছেঃ

قال الله عز وجل: "إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ"

মহান আল্লাহ বলেনঃ “যখন আপনার প্রভু ফেরেস্টাদের বললেন, আমি মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব।” এখানে মানুষ দ্বারা সর্ব যুগের ইসলাম মনীষীবন্দ, আদম আলাইহিস সালামকেই বুঝিয়েছেন। কেউই আমাদের নবী মুহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহিস সালামকে বুঝাননি। (এরূপ আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির ঘটনা সূরা বাক্বারায়, আল-আরাফে, আহিজরে, বনী ইসরাইলে (ইসরায়) এবং আল কাহাফেও রয়েছে)।

উল্লেখ্য যে, যুরকানীর বরাতে যে বর্ণনা এসেছে যে, আল্লাহ্ সর্ব প্রথম নবীর নূর সৃষ্টি করলেন অথবা আল্লাহ্ স্বীয় চেহারা থেকে এক মুষ্টি নূর ধারণ করলেন আর এই ধারণকৃত এক মুষ্টি নূরই হলেন মুহাম্মদ (ﷺ)। যখন ঐ নূরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন তখন তা ফোঁটায় ফোঁটায় নির্গত হতে থাকল। প্রত্যেক ঐ ফোঁটা হতে একজন করে নবী সৃষ্টি করলেন। আর সমস্ত বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করলেন নবীর নূর হতে। এ ধরণের যত আকর্ষণীয় বর্ণনা রয়েছে তার একটি বর্ণনাও বিস্ময়কর নয়। বরং সবই জাল, বানোয়াট, মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। এ ধরণের কপোল কল্পিত সাজানো কিছা সরাসরি কুরআন ও হাদীছ বিরোধী তো হচ্ছেই, এরপর আমাদের নবীর প্রতি মানহানিকর উক্তিও বটে। কেননা এতে ইতর প্রাণীসহ কাকির মুশরিক সবই রাসূলের নূর থেকে সৃষ্টি হওয়া প্রমাণিত হয় যা কোন বিচক্ষণ মুসলিম ব্যক্তি বলতে ও বিশ্বাস করতে পারেন না। সেহেতু এরূপ আকীদা বা ধ্যান ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল ও চরম ভ্রান্তিপূর্ণ।

আর প্রশ্নে উল্লেখিত বর্ণনাকৃত হাদীছ আমি আরব ‘আইন অক্ষর’ ব্যতীত, তথা আমি রব (প্রভু) এবং আমি আহমাদ ‘মীম অক্ষর’ ব্যতীত, তথা আমি আহাদ (একক)। এগুলোর সত্যতার কোন ভিত্তি নেই বরং এসব বর্ণনা চরম মিথ্যা বা জাল। তাই এ ধরণের কথা বলা ও বিশ্বাস অমার্জনীয় অপরাধ। কেননা, এরূপ বর্ণনায় পরোক্ষভাবে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)কে আল্লাহ্র আসনে বসানো হয়েছে। نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ

যেমন আমি রব অর্থাৎ প্রভু। এবং আহাদ অর্থাৎ একক। এ উভয় গুণাবলী শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্র জন্যই খাছ বা সুনির্দিষ্ট যা কোন মানুষ ও নবী রাসূলের জন্য আদৌ সমীচীন নয়। (কেননা নবী রাসূলগণ হলেন সৃষ্ট জীব আর মহান প্রভু হলেন সৃষ্টি কর্তা। তাই এ ধরণের কথা বলা বা বিশ্বাস ও প্রচার সরাসরি বড় শির্ক। যেহেতু এতে এক দিক থেকে আল্লাহকে একক বলে স্বীকার না করা বুঝায়। অপর দিকে আমাদের নবীকেও আল্লাহ্র স্তরে পৌছে দেয়া হয় বা নবীকেও আল্লাহ্র মত উপাস্য মনে করা বুঝায়। যাতে ঈমান ধ্বংস হয়ে যাবে)!!^{৪৯৪} والعياذ بالله.

এসব ঈমান নষ্টকারী জাল হাদীছ বলা ও বিশ্বাস থেকে আল্লাহ আমাদের জিহবা ও অন্তরকে সংযত রাখুন। آمین

স. هل يقال إن الله خلق السماوات والأرض لأجل خلق النبي ﷺ ؟ وما معنى لولاك لما خلقت الأفلاك هل هذا حديث صحيح أم لا ؟

প্রশ্নঃ এ কথা বলা বা বিশ্বাস করা কি ঠিক যে, আল্লাহ তা‘আলা আসমানসমূহ ও যমীন নবী (ﷺ)কে সৃষ্টি করার কারণে সৃষ্টি করেছেন এবং এ হাদীছের অর্থ কি “যদি আপনি না হতেন তাহলে আসমান যমীন কিছুই সৃষ্টি করা হত না.....” এটা কি প্রকৃত পক্ষে হাদীছ না প্রচলিত কোন আরবী বাক্য?

ج. لم تخلق السماوات والأرض من أجله ﷺ بل خلقت لغاية سامية لنعلم أن الله قادر على كل شيء لا يعجزه أحد، وأن الله تعالى محيط علمه بكل شيء فلا يخرج شيء عن علمه وقدرته سبحانه وتعالى . كما قال الله تعالى ”اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا“ (الطلاق - ١٢).

ای: الله وحده الذي خلق سبع سماوات وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يخرج شيء عن علمه وقدرته . (انظر التفسير الميسر ص ٥٥٩).

وإن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه كما قال سبحانه : ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ (الذاريات - ٥٦).

ولم يثبت حديث عن النبي ﷺ يدل على أن الخلق خلقوا من أجله لا الأفلاك ولا غيرها من المخلوقات..

أما الحديث المذكور فهو مكذوب على النبي ﷺ لا أساس له من الصحة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (انظر المرجع السابق .(۳۱۲/۱)

উত্তরঃ প্রকাশ থাকে যে, আসমান যমীন নবী ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কারণে সৃষ্টি করা হয়নি বরং সৃষ্টি করা হয়েছে এক মহৎ উদ্দেশ্যে। আর তাহলো (সৃষ্টজীবকে) আমাদেরকে এটা জানানোর জন্যে যে, তিনি আল্লাহ্ মহাশক্তিধর, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে সে সকল বস্তু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে কোন কিছুতেই অপারগ করতে পারে না। আর আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান সকল বস্তুকে বেষ্টন করে রেখেছে। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞান ও শক্তির বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না। তিনি পবিত্র ও সুউচ্চ।

যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ “আল্লাহ্ তিনিই যিনি এককভাবে সপ্তাকাশ এবং সপ্তযমীন সৃষ্টি করেছেন। এসবের মাঝে তাঁরই আদেশ অবতীর্ণ হয় (রাসূগণের মাধ্যমে)। যাতে তোমরা (হে মানব গোষ্ঠি!) জানতে পার যে, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান (তাঁকে কোন কিছুই অপারগ করতে পারে না) এবং তাঁর জ্ঞান সকল বস্তুর মাঝে বিস্তৃত, (কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের ও ক্ষমতার বাইরে নয়)।”^{৪৯৫}

এছাড়া মানব ও জিন গোষ্ঠিকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র তাঁর তাওহীদ ঘোষণা করতে বা এককভাবে তাঁরই দাসত্ব করতে। যেমন ইরশাদ হচ্ছেঃ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: “وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونُ” (الذاريات - ৫৬)।

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, “ আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি (এবং সমস্ত নবী রাসূল প্রেরণ করেছি) এক মহান উদ্দেশ্যে। আর তা হলো এই যে, তারা শির্কমুক্তভাবে এককভাবে শুধুমাত্র আমার ইবাদাত করবে।”^{৪৯৬}

৪৯৫. আত্ ত্বালাক্বঃ ১২ আয়াত, দেখুন তাফসীর আল মুইয়াসসার ৫৫৯ পৃঃ।

৪৯৬. আযযারিয়াহ্ : ৫৬ আয়াত, দেখুন তাফসীর আল মুইয়াসসার ৫৮১ পৃঃ।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের আলোকে এটাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, এ বিশ্ব জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তারা (জিন ও ইনসান) মহান আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করবে এবং তাঁরই দাসত্ব করবে। উক্ত ফাতাওয়া বিভাগ জোর দিয়ে বলেন যে, আসমান যমীনসহ কোন কিছুই রাসূলের সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত নয়। কেননা এ মর্মে কোথাও কোন নির্ভরযোগ্য হাদীছ বা প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অতঃপর ঐ হাদীছটি (রাসূল আপনাকে সৃষ্টি না করলে আসমান যমীন সৃষ্টি করতাম না) বিশুদ্ধ নয়। বরং রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছে! অর্থাৎ ওটা জাল ও ভিত্তিহীন একটি আরবী বাক্য এবং অপপ্রচার মাত্র! আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ), তাঁর পরিবার-পরিজন এবং ছাহাবীদের প্রতি অবিরাম ধারায় ছালাত ও সালাম অবতীর্ণ হোক।^{৪৯৭}

স. هل النبي ﷺ في قبره حي أم ميت ؟

প্রশ্নঃ বিশ্বনবী (ﷺ) তাঁর কবরে জীবিত না মৃত?

ج. إن نبينا محمداً ﷺ في قبره حي حياة برزخية يحصل له بها التمتع في قبره بما أعده الله له من النعيم جزاء له على أعماله العظيمة الطيبة التي قام بها في دنياه، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، ولم تعد إليه روحه ليصير حيا كما كان في دنياه ولم تتصل به وهو في قبره اتصالا يجعله حيا كحياته يوم القيامة بل هي حياة برزخية وسط بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة وذلك بالأدلة التالية :

উত্তরঃ প্রকাশ থাকে যে, আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর কবরে বারযাখী জগতে জীবিত আছেন। উক্ত স্থানেই আল্লাহ তাঁর দুনিয়াবী জীবনে কৃত সৎ আমলের নি‘আমত প্রদান করছেন। তাঁর পালনকর্তার পক্ষ

৪৯৭. ফাতাওয়া আদ্বায়িমা ১ম খণ্ড ৩০৯-৩১২ পৃঃ, এবং সিলসিলাতুল আহাদীছ আযযায়ীফা অল মাউযুয়া ১ম খণ্ড ৪৫০-৪৫১ পৃঃ হাদীছ নং ২৮২।

থেকে তাঁর প্রতি অজস্র ছালাত ও সালাম অবিরাম ধারায় বর্ষিত হোক। তাঁর রুহ মুবারক তাঁর পবিত্র দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়না, যাতে তিনি দুনিয়ার জীবনের ন্যায় জীবন লাভ করতে পারেন। আর তাঁর কুবরে অবস্থান কালীন তাঁর সাথে এমনভাবে রুহ যুক্ত হয় না, যাতে তিনি কিয়ামত দিবসের ন্যায় জীবন লাভ করতে পারেন। (তাঁর কুবরে জীবিত থাকাটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন। দুনিয়ার জীবনের সাথে কোন মিল নেই বা তুলনা নেই)। বরং তাঁর জীবন বারযাখী জীবন যা দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের মধ্যবর্তী এক বিশেষ জীবন। কোন ক্রমেই পার্থিব জীবনের ন্যায় নয়। এ মর্মে নিম্নে দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো:

প্রথমতঃ মহাশয় আল কুরআনের বাণী

১. قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ”وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ“ (الأنبياء - ৩৬).

১. ব্যাখ্যাসহ অনুবাদঃ আল্লাহ সুবহানাহু অতা'আলা বলেনঃ হে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)! আমি আপনার পূর্বে কোন মানুষকে (দুনিয়াতে) অনন্ত জীবন প্রদান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি (আপনার পরে) চিরস্থায়ী বেঁচে থাকার আশা করে? (তা কস্মিন কালেও হবে না)।^{৪৯৮}

২. وَقَالَ تَعَالَى: ”كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَتَبْلُغُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ“ (الأنبياء - ৩০).

২. আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ (অবশ্যই) প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতেই হবে। (দুনিয়াতে যার জীবন যত দীর্ঘ হোক না কেন?) আমি তোমাদেরকে এ পার্থিব জীবনে অকল্যাণ ও কল্যাণ দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।^{৪৯৯}

৩. وَقَالَ تَعَالَى: ”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ“ (الرحمن - ২৬).

৪৯৮. আল আশ্বিয়াঃ ৩৪ আয়াত এবং তাফসীর আল মুইয়াসসার ৩২৪ পৃঃ।

৪৯৯. আল আশ্বিয়াঃ ৩৫ আয়াত এবং প্রাগুক্ত ৩২৪ পৃঃ।

৩. আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ভূপৃষ্ঠে যত সৃষ্ট জীব আছে (মানব, দানব সহ) সবই ধ্বংসশীল।^{৫০০}

৪. وقال جل وعلا: "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ، وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ" (আল عمران - ১৬৬)।

৪. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ আর মুহাম্মদ (ﷺ) একজন রাসূল বৈ অন্য কিছু নন। ইতোপূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। সেহেতু যদি তিনি মৃত্যু বরণ করেন অথবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে তাহলে আল্লাহর কোনই ক্ষতি হবে না। আর আল্লাহ কৃতজ্ঞ জাতিকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করবেন।^{৫০১}

৫. وقال الله عز وجل: "إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ" (الزمر - ৩০)।

৫. মহান আল্লাহ বলেনঃ '(হে নবী মুহাম্মদ)! অবশ্যই আপনার মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে।'^{৫০২} প্রভৃতি আয়াতসমূহ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়তঃ

وبذلك يعلم أنه قد مات كما مات غيره ممن سبقه من الأنبياء وغيرهم.

উপরোক্ত আয়াতসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হল যে, বিশ্বনবী (ﷺ) মৃত্যু বরণ করেছেন। ইতোপূর্বে সকল নবী রাসূলদের যেরূপ মৃত্যু ঘটেছে কেউই বেঁচে নেই, তদরূপ তিনিও বেঁচে নেই।

তৃতীয়তঃ

إن الصحابة رضي الله عنهم قد غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه ولو كان حيًا حياته الدنيوية ما فعلوا به ذلك .

৫০০. আর-রহমানঃ ২৬ আয়াত এবং প্রাণ্ডক্ত ৫৩২ পৃঃ।

৫০১. আল-ইমরানঃ ১৪৪ আয়াত।

৫০২. আয্ যুমারঃ ৩০ আয়াত, তাফসীর আল মুইয়াসসার ৪৬১ পৃঃ।

যদি তিনি মৃত্যু বরণ না করতেন তাহলে কেন ছাহাবায়ে কেরাম তাঁকে গোসল করালেন, কাফন পরালেন, জানাযার সালাত আদায় করলেন এবং দাফন কার্য সমাধা করলেন। যদি তিনি দুনিয়াবী জীবনের ন্যায় জীবিতই থাকতেন তাহলে তারা এ সব কার্য করতেন না।

চতুর্থতঃ

إن فاطمة رضي الله عنها قد طلبت إرثها من أبيها ﷺ لا اعتقادها بموته، ولم يخالفها في ذلك الاعتقاد أحد من الصحابة بل أجابها أبو بكر رضي الله عنه بأن الأنبياء لا يورثون. (رواه البخاري برقم: ٤٢٤٠ و ٤٢٤١ وأبو داود برقم: ٢٩٦٨ و ٢٩٦٧).

যদি তিনি কবরে জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর কন্যা ফাতেমা (রাঃ আনহা) আবু বকর (রাঃ আনহু) এর নিকট পিতার উত্তরাধিকার প্রার্থনা করতেন না। ফাতেমা নিশ্চিত জেনেছিলেন যে তাঁর পিতাকে আল্লাহ মৃত্যু বরণ করিয়েছেন, তাই তিনি উত্তরাধিকারীণী হিসাবে তাঁর পিতার সম্পদের প্রার্থিনী হয়েছিলেন। তদুত্তরে খলীফাতুল মুসলেমীন আবু বকর (রাঃ আনহু) বলেছিলেন যে, নবীগণ কাউকে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী বা মালিক করে যান না।^{৫০৩}

পঞ্চমতঃ

إن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتمعوا لاختيار خليفة المسلمين يخلفه وتم ذلك بعقد الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، ولو كان النبي حيًا كحياته في دنياه لما فعلوا ذلك فهو إجماع منهم على موته.

ছাহাবীগণ রাসূলের মৃত্যু সংবাদ সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নিয়েছিলেন। বিধায় তাঁরা তাঁর মৃত্যুর পর খলীফা বা ইসলামী শাসক নিযুক্ত করতে

৫০৩. বুখারী হাদীছ নং ৪২৪০ ও ৪২৪১ এবং আবু দাউদ হাদীছ নং ২৯৬৭ ও ২৯৬৮।

মনোনিবেশ করেছিলেন। পরিশেষে সকলের সর্বসম্মতিক্রমে আবু বকর রাঃ আনহুকে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। যদি আল্লাহর রাসূল ক্ববরে জীবিতই থাকতেন তাহলে খলীফা নির্বাচনের প্রশ্নই উঠত না। (অথবা তিনি জীবিত থাকলে তাঁরা তাঁর নিকট পরামর্শ চাইতেন)।

ষষ্ঠতঃ

وَأَنَّ بَعْضَ الْفِتَنِ وَالْمَشْكَلَاتِ لَمَّا ظَهَرَتْ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَظْهَرِ مَنْكَرُ الزَّكَاةِ وَمَدْعَى النَّبْوَةِ لَمْ يَذْهَبِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ اعْتِقَادًا بِأَنَّهُ حَيٌّ لِيُخْبِرَهُ بِمَا حَدَثَ فِي عَهْدِهِ، وَعَدَمَ ذَهَابِهِ إِلَيْهِ لِهَذَا الْهَدَفِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَاتَ ﷺ.

ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের দায়িত্ব ভার গ্রহণের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ফেৎনা ফাসাদ শুরু হলো। যেমন অনেক লোক যাকাত অস্বীকার করল এবং কতিপয় মুরতাদ লোক নবুউয়াতের দাবী করল, প্রভৃতি। রাসূল (ﷺ) জীবিত থাকলে অবশ্যই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ক্ববরে যেয়ে তাঁকে অবহিত করতেন এবং উক্ত পরিস্থিতির আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, তিনি তাঁর (রাসূলের) ক্ববরে যাননি বরং নিজেই সেগুলো দমন কল্পে কঠোর ব্যবস্থা হাতে নিয়ে ছিলেন।

সপ্তমতঃ

وَأَنَّ الْفِتَنِ وَالْمَشْكَلَاتِ لَمَّا كَثُرَتْ فِي عَهْدِ عَثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ لَمْ يَذْهَبُوا إِلَى قَبْرِهِ لَاسْتِشَارَتِهِ أَوْ سَوَالِهِ فِي الْمَخْرَجِ مِنْ تِلْكَ الْفِتَنِ وَالْمَشْكَلَاتِ وَطَرِيقَةِ حُلِّهَا وَلَوْ كَانَ حَيًّا كَحَيَاتِهِ فِي دُنْيَاهُ لَمَّا أَهْمَلُوا ذَلِكَ .

তদরূপ খলীফা উছমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুয়ার যুগে পূর্বে ও পরে অনেক ফেৎনা, কলহ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। তন্মধ্যে ইসলামে

সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বিপর্যয় ঘটেছিল খারেজী ফের্কার উদ্ভব এবং তাদের বাতিল আকীদার ব্যাপক প্রসার লাভ। ইসলাম ও মুসলিমদের সেই ক্রান্তি লগ্নেও উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ বাতিলদের দমনকল্পে কিংবা ঐ সমস্ত ফিৎনা, ফাসাদ রোধকল্পে কোন পস্থা বা পরামর্শ গ্রহণের জন্য রাসূলের ক্ববরে যাননি। যদি তিনি ক্ববরে জীবিত থাকতেন তাহলে অবশ্যই তাঁর নিকট তাঁরা উভয়ে যেতেন এবং পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

সেহেতু নবী ও শহীদদের ক্ববরে জীবিত থাকাটা হচ্ছে বিশেষ ধরণের জীবন লাভ, যাকে হায়াতে বারযাখী বলা হয়। যার ধরণ-পদ্ধতি বা প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ব্যতীত দুনিয়ার আর কেউ কখনো জানতে সক্ষম নয়। তাতে তাদের নড়াচড়া উঠা-বসার কোন ক্ষমতা থাকে না, শ্বাস-প্রশ্বাস, মানবীয় প্রয়োজনাদি এবং সর্বপ্রকার কথা-বার্তা, যিকর-আযকার, ছালাত ও ছিয়াম জীবিতদের ন্যায় এ সবই বন্ধ থাকে। মোট কথা, একজন মৃত ব্যক্তি বলতে যা বুঝায় তা সবই বাহ্যিকভাবে নবী, রাসূল ও শহীদদের প্রতি প্রযোজ্য। পার্থক্য এই যে, নবী রাসূলদের দেহ মাটিতে ভক্ষণ করে না। বরং মৃত্যুর পর যে অবস্থায় ছিল সেভাবেই অক্ষতাবস্থায় থেকে যাবে - **الله أعلم عن أحوالهم**।

প্রকাশ থাকে যে, বারযাখী জীবন হচ্ছে সম্পূর্ণ ইলমে গাইবের বিষয়, যার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। তাই মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যা এসেছে আমাদেরকে তার প্রতিই বিশ্বাস রাখতে হবে বিনা প্রশ্নে ও বিনা দ্বিধা সংকোচে। এছাড়া মানব জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে একটির সাথে অপরটির মিল বা সাদৃশ্য নেই। যেমন মাতৃগর্ভের জীবনের সাথে দুনিয়াবী জীবনের কোনই সাদৃশ্য নেই। তদরূপ জাগ্রত অবস্থার সাথে ঘুমন্ত অবস্থার তুলনা নেই। কেননা, ঘুমন্ত ব্যক্তি এক প্রকার মৃত যা বাস্তব। তদরূপ দুনিয়াবী জীবনের সাথে বারযাখী জীবনের কোন মিল নেই। বারযাখী জীবনের সাথে আখেরাতের জীবনের তুলনা বা মিল নেই। সেহেতু, আমাদের রাসূল নবী মুহাম্মদ (ﷺ) বারযাখী

জীবনে জীবিত আছেন অন্যান্য নবীদের ন্যায় যা আমরা ইতোপূর্বে হাদীছে অবগত হলাম। যেমন “নবীগণ তাঁদের ক্ববরে জীবিত, ছালাতে রত আছেন।” আর দুনিয়াবী জীবনের আলোকে অন্যান্য মানুষদের ন্যায় তিনি মৃত। ইতোপূর্বে এ প্রসঙ্গে একাধিক আয়াত ও প্রমাণাদি উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে যেমন আল্লাহর বাণী “হে নবী! আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে।”^{৫০৪}

-সংশয় নিরসন-

১. أن النبي ﷺ قال : مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُؤُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، هذا حديث حسن، قاله الشيخ الألباني انظر (الصحيحة - ٢٢٦٦ وصحيح الجامع ١/ ٩٩١).

নবী (ﷺ) বলেছেন, যে কেউ আমাকে সালাম দিবে তার ঐ সালামের উত্তর প্রদানের জন্য আল্লাহ আমার আত্মা ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি তার সালামের উত্তর প্রদান করতে পারি।^{৫০৫}

উক্ত হাদীছে আমাদের নবীর রুহ বা আত্মা ফিরানোর কথা রয়েছে। এদ্বারা যদি কেউ তাঁর ক্ববরে জীবিত থাকা বুঝে থাকে, এ যুক্তিতে যে রাসূলকে তো সর্বক্ষণ সালাম প্রেরণ করা হয় এবং তিনি সালামদাতার সালামের উত্তর দেন সেহেতু তিনি জীবিতই হবেন। নতুবা কিভাবে জবাব দিয়ে থাকেন?

এর উত্তরে বলা হবে যে, তিনি (ﷺ) কিভাবে সালামের জবাব দিয়ে থাকেন তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। কেননা এটা গায়েবী বিষয়! এদ্বারা বারযাখী জীবন লাভ হয়ে থাকে। কোন ক্রমেই দুনিয়াবী জীবন লাভ নয়। ইতোপূর্বে এ মর্মে একাধিক আয়াত ও প্রমাণাদি রয়েছে। সুতরাং উক্ত বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে বারযাখী জীবনপ্রাপ্তি। কস্মিনকালেও দুনিয়াবীদের ন্যায় জীবিত থাকা নয়। الله أعلم

৫০৪. আয্ যুমারঃ ৩০ আয়াত।

৫০৫. আবু দাউদ, শাইখ আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন, দেখুন আছছাহীহা হাদীছ নং ২২৬৬ এবং ছহীহুল জামে' ২য় খণ্ড ৯৯১ পৃঃ।

۲. مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ بَعِيدًا بُلِغْتُهُ، وَفِي لَفْظٍ : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أُبْلِغْتُهُ. (موضوع، وقد حكم بوضع وضعه الأول شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه ٢٤١/٢٧ ووضعه الثاني العلامة الألباني في الضعيفة برقم: ٢٠٣ وضعيف الجامع برقم: ٥٦٧٠).

উভয় হাদীছের মর্মার্থ এক। যেমন: যে ব্যক্তি আমার কবরের পার্শ্বে আমার প্রতি ছালাত (দরুদ) পাঠ করে আমি তা শ্রবণ করি। আর যে ব্যক্তি দূর থেকে ছালাত পাঠ করে তা আমাকে পৌঁছানো হয়। অপর শব্দে, যে ব্যক্তি আমার প্রতি ছালাত পাঠ করে আমার কবরের পার্শ্বে আমি তা শুনি। আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার প্রতি ছালাত পাঠ করে তা আমাকে পৌঁছানো হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, উভয় হাদীছই বানোয়াট। প্রকৃতপক্ষে রাসূলের বাণী নয় বরং মানুষের বানানো হাদীছ। প্রথম হাদীছটি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া জাল বা বানোয়াট বলেছেন।^{৫০৬}

আর দ্বিতীয়টি জাল বা মিথ্যা বলেছেন শাইখ আলবানী।^{৫০৭} সুতরাং উপোরক্ত কথিত হাদীছদ্বয় (যা উভয়ই জাল বা মিথ্যা) দ্বারা কারো এ কথা বলা বা বিশ্বাস করার অবকাশ নেই যে, রাসূল ﷺ যেহেতু ছালাত শ্রবণ করেন, তাই তিনি আমাদের ন্যায় জীবিত।

সেহেতু এ নাতিদীর্ঘ আলোচনায় দিবালোকের ন্যায়স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হলো যে, আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ) কবরে বারযাখী জীবনে বা বারযাখীভাবে জীবিত। আর দুনিয়াবীভাবে মৃত। তবে তাঁর পবিত্র দেহ মাটিতে কোনরূপ অনিষ্ট হবে না বরং কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় থাকবে। واللّٰهُ أَعْلَمُ

৫০৬. স্বীয় ফাতওয়া ২৭তম খণ্ড ২৪১ পৃঃ।

৫০৭. আয-যায়ীফা অল মাউযুআ হাদীছ নং ২০৩ এবং যযীফুল জামে' হাদীছ নং

দলীল

قال النبي ﷺ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ
(صحيح المشكاة ١٣٦١. وصحيح الجامع ١/٤٤٠ وصحيح الترغيب برقم:
٦٩٨، رواه أبو داود)

যে রূপ নবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ নবীদের মৃতদেহ ভক্ষণকে
যমীনের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন।^{৫০৮}

প্রশ্নঃ তিনি কি তাঁর কবর যিয়ারতকারীদের দু'আ ও আহবান শ্রবণ
করে থাকেন?

উত্তরঃ না, তিনি তাঁর উম্মতের মাঝে যারা তাঁর কবর যিয়ারতকারী
তাদের সর্বপ্রকার দু'আ ও আহবান কিছুই শুনতে পাননা। শুধু মাত্র তাঁর
নিকট ছালাত ও সালাম পৌঁছানো হয়।

এ মর্মে দলীল

قال الله عز وجل: "إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى" (النمل-٨٠).

মহান আল্লাহ বলেনঃ (হে নবী) “আপনি মৃতদেরকে কিছুই শুনতে
সক্ষম নন।” (আনু নামলঃ ৮০ আয়াত)।

وقال الله تعالى: "وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ" (فاطر-٢٢).

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ আপনি কবরবাসীদের কোন কিছুই
শুনতে পারবেন না।^{৫০৯}

উক্ত আয়াতদ্বয়ের আলোকে এটাই বুঝা যায় যে, এতে ‘আমভাবে
সকল মৃত ব্যক্তি এবং কবরবাসী शामिल তথা কোন মৃত ব্যক্তি কোন কিছুই
শুনতে পারে না। নবী রাসূলগণও শুনতে পারেন না। যেহেতু তাঁদের
প্রসংগে এরূপ কিছু খাছ দলীল প্রমাণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আসেনি

৫০৮. হাদীছটি ছহীহ। দেখুন মিশকাত হাদীছ নং ১৩৬১, ছহীহুল জামে ১ম খঃ

৪৪০পৃঃ এবং ছহীহুত তারগীব হাদীছ নং ৬৯৮, আবু দাউদ।

৫০৯. ফাতিরঃ ২২ আয়াত।

যে, তাঁরা কবরে শুনেতে পারবেন। সেহেতু আমাদের নবীও কারো কোন দু'আ বা আহ্বান শুনে না। আর যে সকল হাদীছে রয়েছে যে যারা তাঁর কবরের পার্শ্বে ছালাত পাঠ করে তাদের ছালাত শুনে, সে সব হাদীছ ছহীহ নয় বরং মিথ্যা ও জাল যা ইতোপূর্বে এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট ছালাত ও সালাম পৌছানোর দলীল নিম্নরূপ

قال رسول الله ﷺ : لَا تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِی عِيْدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ. (حدیث صحیح، صحیح الجامع ۱۲۱۱/۲ وتحذیر الساجد- ۹۶).

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের গৃহগুলোকে কবরে পরিণত করোনা এবং আমার কবরকে ঈদে পরিণত করোনা। (অর্থাৎ বার বার যিয়ারত করো না বা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করোনা)। বরং তোমরা আমার প্রতি ছালাত (দরুদ) পাঠ কর। (দুনিয়ার যে কোন স্থান থেকে) তোমাদের ছালাত আমার নিকট পৌছে দেয়া হয়।^{৫১০}

وقال أيضًا : لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِی عِيْدًا وَلَا بَيُوتَكُمْ قُبُورًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ. (رواه أحمد ۳۶۷/۲ وقال شيخ الإسلام هذا من الأحاديث الجياد، انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص ۳۲۲).

তিনি আরো বলেছেন যে, তোমরা আমার কবরকে ঈদে রূপান্তরিত করোনা। তোমাদের গৃহসমূহকেও কবরে রূপ দিও না (নফল ছালাত আদায় না করে) আর আমার প্রতি ছালাত পাঠ কর, অবশ্যই তোমাদের ছালাত ও সালাম আমার নিকট পৌছে দেয়া হয়। (ফেরেস্টাদের দ্বারা) তোমরা (পৃথিবীর) যেখানেই থাক না কেন। (ইমাম আহমাদ স্বীয় মুসনাদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ২য় খণ্ড ৩৬৭ পৃঃ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া একে উত্তম বলেছেন।^{৫১১}

৫১০. হাদীছটি ছহীহ, ছহীহুল জামে ২য় খণ্ড ১২১১ পৃঃ এবং তাহযীরুস সাজেদ ৯৬ পৃঃ।

৫১১. ইকতিয়ায়ুছ ছিরাতিল মুসতাক্বীম ৩২২ পৃঃ।

উল্লেখ্য, ইবনু তাইমিয়া বলেছেন যে, কোন স্থানকে ঈদে রূপান্তরিত করার অর্থ হলো মানুষ যেখানে ইবাদত বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়।^{৫১২}

তাহলে উপরোক্ত দলীলসমূহের আলোকে আমরা জানতে পারলাম যে, রাসূলের কবরের পার্শ্বে ভিড় করা নিষেধ। আর রাসূল ﷺ আমাদের আহ্বান বা ছালাত, সালাম কিছুই শুনতে পান না। যদি পেতেন তাহলে অবশ্যই এ মর্মে খাছভাবে কুরআনের আয়াত বা বিশুদ্ধ হাদীছে উল্লেখ থাকত। যেহেতু তা নেই সেহেতু ধারণা বশতঃ কিংবা যযীফ বা জাল হাদীছ দ্বারা সাব্যস্তহীন বস্তুকে সাব্যস্ত করা মোটেই ঠিক নয়। বিশেষ করে আক্বীদার ক্ষেত্রে যা একেবারেই নিষিদ্ধ। **الله المستعان**

প্রশ্নঃ যারা নবীর কবরের পার্শ্বে ছালাত পাঠ করে নবী কি তাদেরকে দেখে থাকেন?

উত্তরঃ না, দেখেন না। কেননা এ মর্মে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোথাও নেই যে, তিনি কোন যিয়ারতকারীকে দেখে থাকেন বা তাঁর জন্য কবর থেকেই দেখা সম্ভব। যেহেতু কোন নির্ভরযোগ্য দলীল প্রমাণ এ মর্মে নেই আর মৃত ব্যক্তিদের প্রকৃত ও আসল অবস্থা হচ্ছে না দেখা সেহেতু তিনিও দেখেন না।^{৫১৩}

س . هل أخرج النبي ﷺ يده من قبره الشريف لأحد الصحابة العظام أو للأولياء الكرام لجواب السلام ؟

প্রশ্নঃ নবী (ﷺ) কি কোন প্রখ্যাত ছাহাবী অথবা কোন অলীর সালামের জবাবে (মুসাফাহার উদ্দেশ্যে) স্বীয় কবরের ভিতর থেকে তাঁর হাত বের করেছিলেন?

ج . أجابت اللجنة إن الأصل في الميت نبياً أو غيره أنه لا يتحرك في قبره بمد يده أو غيرها، فما قيل من أن النبي ﷺ أخرج يده لبعض من سلم

৫১২. ইকতিয়ায়ুছ ছিরাতিল মুসতাক্বীম ৩২৫ পৃঃ।

৫১৩. ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্বায়িমা ১ম খণ্ড ৩১৬ পৃঃ।

عليه غير صحيح بل هو وهم وخيال لا أساس له من الصحة، (المرجع السابق ٣١٦/١). وبالله التوفيق وﷺ.

উত্তরঃ উক্ত উলামা কমিটি উত্তর প্রদান করেছেন যে, মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে চিরন্তন কথা হলো তিনি নবী হোন বা সাধারণ মানুষ হোন কবর হতে কোন দিন হাত বের করার উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোন কারণে নড়াচড়া করতে পারেন না। (যেহেতু তারা মৃত। একজন মৃত মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসেরই ক্ষমতা নেই আর নড়াচড়া তো দূরে থাক)। ভক্তির আতিশয্যে বলা হয়ে থাকে যে, নবী (ﷺ) অনেকের সালামের উত্তরে হাত বের করে দেন। এটা সত্য নয় বরং তা নিছক একটি ধারণাপ্রসূত কথা এবং বাতুল কল্পনা মাত্র। যার সত্যতার কোন ভিত্তি নেই। অর্থাৎ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে এর কোনই প্রমাণ নেই।^{৫১৪}

আল্লাহ্ সবাইকে সত্য গ্রহণের তাওফীক প্রদান করুন, আর রাসূলের শানে যয়ীফ ও জাল ছেড়ে হাদীছ ছহীহ কিনা তা জেনে বুঝে আমল করার মানসিকতা সৃষ্টি করে দিন। আল্লাহ্ র রাসূলের প্রতি অবিরাম ধারায় ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। আমীন।

نواقض الإيمان والإسلام

ঈমান ও ইসলাম ধ্বংসকারী কারণসমূহ

প্রকাশ থাকে যে, ঈমান ও ইসলাম ধ্বংসকারী কতিপয় কারণ রয়েছে। যেসকল অযু-ভঙ্গকারী কতিপয় কারণ রয়েছে। যার কোন একটি ঘটলেই যেসকল অযুকারীর অযু ভঙ্গ হয়ে থাকে, পুনরায় তাকে অযু করতে হয়। নতুবা ঐ অবস্থায় ছালাত আদায় করলে তার ছালাতের কোন মূল্য থাকবে না। বরং ঐ ছালাত বাতিল বলে গণ্য হবে।

তদ্রূপ ঈমান বা ইসলাম। ঈমান ধ্বংসকারী কোন কথা বললে বা কাজ করলে বা বিশ্বাস করলে ছালাত, ছিয়ামসহ সর্ব প্রকার ইবাদতের সামান্যতম মূল্যায়ন করা হবে না। বরং সবই বাতিল বলে গণ্য হবে। সে ক্ষেত্রে তাকে তাওবা করে পুনরায় মুসলিম হতে হবে। যেহেতু ঈমান ধ্বংস হয়ে গেলে কেউ মু'মিন বা মুসলিম থাকেনা, অমুসলিমের কোন ইবাদত কস্মিনকালেও গ্রহণ করা হবে না, তাই ঈমান বিনষ্টের কারণসমূহ আমাদের সকলের জন্য থাকা অপরিহার্য কর্তব্য। সেহেতু আমি বিষয়টি দু'জন মনীষীর বিবরণ থেকে তাঁদের স্ব-স্ব চিন্তাধারার আলোকে দলীল প্রমাণসহ উল্লেখ করব। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** -

প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন বিশ্ব বিখ্যাত মুফতী ও মুহাদ্দিছ শাইখ আবদুল আযীয বিন বায্ (রাহিমাহুল্লাহ)। দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন মক্কা মুকাররামার বিখ্যাত আলেম ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা শাইখ মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনু। (হাফিয়াহুল্লাহ)।

رأي الشيخ بن باز رحمه الله في النواقض الإسلام

শাইখ বিন বাযের চিন্তাধারার আলোকে এর বিবরণ

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى : إن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض، التي تحل دمه وماله يكون بها خارجاً عن الإسلام، ومن أخطرها وأكثرها وقوعاً عشرة نواقض، ذكرها الشيخ إمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله : نذكرها فيما

يلي علي سبيل الإيجاز ليحذرهما المسلم رجاء السلامة والعافية منها، (انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز ١/١٣٥ والبيان للعلوان من ص ٥-٧).

শাইখ আবদুল আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে, মুসলিম ব্যক্তি কখনো ইসলাম ধ্বংসকারী কোন কার্যকলাপের ফলে স্বীয় ধর্ম থেকে বের হয়ে যেতে পারে। তথা মুরতাদ হতে পারে। তখন ইসলামী সরকারের পক্ষ হতে তাকে হত্যা করা এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে। এর মধ্যে অতি বিপদজনক ও অধিক হারে নিপতিত হওয়ার ক্ষেত্র বা পাপ হচ্ছে দশটি যা ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাবসহ আরো অনেক ইসলামী বিদ্বান (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন। মুসলিম ব্যক্তি যেন তাথেকে সতর্ক ও নিরাপদে থাকতে পারে। সে লক্ষ্যে আমরা ঈমান ও ইসলাম ধ্বংসকারী দশটি পাপ নিয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম।^{৫১৫}

الأول: الشرك بالله، والدليل على ذلك قد مرَّ سابقًا (كسورة المائدة

برقم الآية: ٧٢، والأُنعام برقم الآية: ٨٨، والزمر برقم الآية: ٦٥).

প্রথমঃ আল্লাহর সাথে অপর কাউকে শরীক করা, (প্রভুত্বে, দাসত্বে এবং নাম ও গুণাবলীতে) অর্থাৎ বড় শিক্রে লিপ্ত হওয়া (والعياذ بالله)। এ মর্মে বিস্তারিতরূপে দলীলসহ শিক্রের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সূরা আল-মায়িদাঃ ৭২ আয়াত, আল-আন'আমঃ ৮৮ আয়াত, আয যুমারঃ ৬৫ আয়াত দ্রষ্টব্য।

الثاني: من جعل بينه وبين الله واسطة يدعو أو يسأله الشفاعة أو

يتوكل عليه، فقد كفر إجماعًا.

৫১৫. দেখুন মাজমু' ফাতাওয়া অমাক্বলাত মুতানিউয়িয়া ইবনু বায প্রণীত ১ম খণ্ড ১৩৫ পৃঃ এবং আততিবইয়ান আল্লামা উলুয়ান প্রণীত ৫-৭ পৃঃ।

দ্বিতীয়ঃ যে ব্যক্তি (নারী কিংবা পুরুষ) আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কাউকে মাধ্যম মনে করে তার কাছে দু‘আ করে। অথবা তার নিকট শাফা‘আত প্রার্থনা করে অথবা তার প্রতি ভরসা করে তাহলে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার নিজের মাঝে দ্বিতীয় কাউকে যেমন কোন অলী, দরবেশ কিংবা কোন নবী বা ফেরেস্টাকে মাধ্যম বানিয়ে তার কাছে দু‘আ করে অথবা তার কাছে শাফা‘আত প্রার্থনা করে অথবা তার প্রতি ভরসা করে, তাহলে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যাবে।

এ মর্মে দলীল

قال الله تعالى: ”وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ...“ (يونس- ١٨).

أي: ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله ما لا يضرهم شيئاً ولا ينفعهم في الدنيا والآخرة، ويقولون: إنما نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله، (التفسير الميسر ص ٢١٠)

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, এ সকল মুশরেকরা আল্লাহ ছাড়া অপরের ইবাদত করে যারা দুনিয়াতে, আখেরাতে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনা এবং কোন প্রকার কল্যাণও করতে পারেনা। আর তারা বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত করি এজন্যে যে, তারা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্যে সুপারিশ করবে।^{৫৬}

وقال الله عز وجل: ”وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى...“ (الزمر- ٣).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ মহান আল্লাহ মুশরিকদের সম্পর্কে বলেন যে, যারা আল্লাহ ব্যতীত কোন দেব-দেবী কিংবা অলী, দরবেশকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করল এবং বলল যে, আমরা এদের ইবাদত করি এজন্যেই যে,

তারা যেন আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়.. ..। (আয যুমারঃ ৩ আয়াত)।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো যে, মুশরেকদের ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অপর কোন মূর্তি কিংবা অলী-আউলিয়াকে মাধ্যম বানিয়ে তাদের ইবাদত করা। যেমন তাদের নিকট সুপারিশ কামনা করা। তাই মুশরিকদের মত যারাই নবী-রাসূল কিংবা অলী-আউলিয়াদের মাধ্যম মনে করে তাদের নিকট শাফা'আত প্রার্থী হবে, অথবা বিপদ মুক্তির জন্য দু'আ করবে বা সাজদা করবে ইত্যাদি, তাহলে তাদের ঈমান ধ্বংস হবে এবং তারা কাফির ও মুশরিকে পরিণত হবে। (والعياذ بالله)

الثالث : من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر، لأن الله جلّ وعلا كَفَّرَهُمْ في آيات كثيرة من كتابه وأمر بعداوتهم، لافترائهم الكذب عليه ولجعلهم شركاء مع الله وإدعائهم بأن له زوجة وولدا، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

তৃতীয়ঃ যে ব্যক্তি কাফির মুশরিকদেরকে কাফির মনে না করে কিংবা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে। অথবা তাদের ধর্মকে সঠিক বলে তাহলে সে কাফির।

কেননা আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের অনেক আয়াতে তাদেরকে কাফির বলেছেন এবং তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে বলেছেন। এর কারণ হলো এই যে, তারা আল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে এবং আল্লাহর স্ত্রী ও ছেলে থাকার দাবী করেছে। অথচ আল্লাহ এসব থেকে পূত-পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা মুশরেকদেরকে কাফির বলেছেন, যেমনঃ সূরা মায়িদার ৭২ ও ৭৩ আয়াতে। আর মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে বলেছেন, যেমনঃ সূরা মুমতাহিনার ৪ আয়াতে।

الرابع : ومن اعتقد أن غير هدى النبي ﷺ أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه فقد كفر،
 لأن الله تعالى يقول : ”وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ (آل عمران - ٨٥). فكل من ابتغى غير هذا الدين فهو من الكافرين، (التبيان للعلوان ص: ٤٠).

চতুর্থঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হিদায়াত ও নির্দেশনা অপেক্ষা অন্যের নির্দেশনা পরিপূর্ণ অথবা তাঁর ফায়ছালা ও বিধান অপেক্ষা অন্যের বিধান উৎকৃষ্ট, তাহলে সে কাফির।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।^{৫১৭} তাই যে ব্যক্তিই এ ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম তালাশ করবে সে নিশ্চিত কাফির হয়ে যাবে।^{৫১৮}

الخامس : من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ﷺ ولو عمل به كفر، وهذا باتفاق العلماء على حسب الآيات في سورة محمد برقم الآية : ٨ - ٩ - ٢٨).

পঞ্চমঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক আনীত কিংবা প্রবর্তিত ও সমর্থিত কোন বস্তুকে ঘৃণা করে, বা তাঁর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ফরয-নফলের কোন ভেদাভেদ নেই।

এ বিশ্বাস নিয়ে যদি সে আমলও করে তবুও কাফির। দলীল সূরা মুহাম্মাদের ৮, ৯ এবং ২৮ আয়াত এবং উক্ত আয়াতসমূহের আলোকে উলামাদের এ মর্মে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

السادس : من استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام أو نوابه أو عقابه كفر، والدليل على ذلك قوله تعالى : ”قل أبالله وآياته

৫১৭. আল ইমরানঃ ৮৫ আয়াত।

৫১৮. আত্তিবইয়ান শাইখ উলুউয়ান প্রণীত ৪০ পৃঃ।

ورسوله كنتم تستهزءون“ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، (التوبة ٦٥-٦٦).

ষষ্ঠঃ যে কেউ ইসলামের কোন বিষয়কে নিয়ে বিদ্রূপ বা ঠাট্টা করে। হোক তা কোন ছওয়াবের বিষয় বা শাস্তির বিষয়, তবুও সে কাফির। যেমন শরী‘আতের বিচারের ক্ষেত্রে চোরের হাত কর্তন, মুরতাদের শিরচ্ছেদ, বিবাহিত যিনাকারী নারী-পুরুষকে রজম বা হত্যা করা ইত্যাদিকে যদি কেউ উপহাস করে তাহলে কাফির হয়ে যাবে। এ মর্মে দলীল আত্‌তাওবাঃ ৬৫ ও ৬৬ আয়াত। (আয়াতদ্বয়ের অর্থ কিছুক্ষণ পর উল্লেখ করা হবে إن شاء الله)।

السابع : السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أورضى به كفر،

সপ্তমঃ জাদু-টোনা চর্চা করা, তথা শিক্ষা করা; অপরকে শিক্ষা দেয়া এবং তার আশ্রয় গ্রহণ করা। কারো প্রতি অনুরাগ বা আকর্ষণ সৃষ্টিকারী ও কারো থেকে বিমুখ ও বিরাগ সৃষ্টিকারী, চেষ্টা তদবীর বা তত্ত্ব-মত্ত্ব এসব জাদুরই অন্তর্ভুক্ত। যে তা করবে বা এতে রাযী থাকবে সে কাফির হয়ে যাবে।

দলীল

قوله عزوجل: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، (البقرة - ১০২)।

মহান আল্লাহর বাণীঃ তারা উভয়ই (হারুত ও মারুত দুই ফেরিস্তা) একথা না বলে কাউকে (জাদু) শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না।^{১১৯}

الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين،

অষ্টমঃ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফির মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতা করা।

দলীল

قال الله تعالى : ”وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ“ (المائدة - ৫১)।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ তোমাদের মধ্যে যে তাদের (কাফেরদের) সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ যালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।^{৫২০}

التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ﷺ فهو كافر،

নবমঃ যদি কেউ এরূপ বিশ্বাস রাখে যে, কতিপয় ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শরী‘আতের বহির্ভূত জীবন যাপন করা সিদ্ধ, তাহলে সে কাফের।

দলীল

وقال تعالى : ”وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ (ال عمران - ৮৫)।

أي: من سلك طريقا سوي ما شرعه الله فلن يقبل منه (تفسير ابن كثير ৭/২)।

ব্যাখ্যাসহ অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ প্রদত্ত ইসলামী শরী‘আতের বিধান ছেড়ে অন্য নিয়ম বা পন্থায় চলবে কত্মিনকালেও তার এ অন্য পন্থায় চলাকে গ্রহণ করা হবে না।^{৫২১}

العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به،

দশমঃ আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ হওয়া। অর্থাৎ ধর্ম শিক্ষা না করা এবং তদনুযায়ী আমল না করা।

দলীল

وقال الله سبحانه وتعالى: ”ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون“ (السجدة - ٢٢).

أي: لا أحد أظلم منه لكونه سمع من آيات الله ما يوجب الإقبال على الإيمان والطاعة فجعل الإعراض مكان ذلك إنا من المجرمين منتقمون أي لتكذيبهم وإعراضهم، (انظر تفسير القرطبي ١٤/١٠٨ وفتح البيان ١/٣١).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ সুবহানাহু অত্যালা বলেনঃ ঐ ব্যক্তির চেয়ে আর অধিক যালেম কে যে আল্লাহর নির্দেশাবলী শ্রবণের পর তার প্রতি অবশ্য কর্তব্য ছিল ঈমান গ্রহণ ও আনুগত্যের প্রতি অগ্রসর হওয়া তথা ঈমানদার হওয়া, তা না করে তদস্থলে অহংকারবশতঃ মুখ ফিরিয়ে নিল, আমি অবশ্যই এ সকল পাপিষ্ঠদেরকে তাদের মিথ্যারোপ ও বিমুখতার কারণে কঠোর শাস্তি প্রদান করব।^{৫২২}

এতক্ষণ আমরা সংক্ষেপে ঈমান ধ্বংসের কারণ সম্পর্কে অবহিত হচ্ছিলাম, এক্ষণে আমরা তা বিস্তারিতরূপে অবগত হব- إن شاء الله

শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু ঈমান ও ইসলাম বিনষ্টের কারণসমূহ নিজস্ব চিন্তাধারায় স্বীয় পুস্তিকায় উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি আরো বিস্তারিতরূপে জেনে বুঝে যেন মুসলিম নর-নারী ঐ ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী হতে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন, সে লক্ষ্যে আমি তাঁর দেয়া তথ্যাবলী দলীলসহ উপস্থাপন করলাম।

৫২১. আল ইমরানঃ ৮৫ আয়াত ও তাফসীর ইবনু কাছীর ২য় খণ্ড ৭০ পৃঃ।

৫২২. আস সাজদাঃ ২২ আয়াত, দেখুন তাফসীর কুরতুবী ১৪তম খণ্ড ১০৮ পৃঃ এবং ফাতহুল বয়ান ১১তম খণ্ড ৩১ পৃঃ।

قال الشيخ محمد بن جميل: نواقض الإيمان ترجع إلى أربعة أقسام

শাইখ মুহাম্মাদ বিন জামীল বলেনঃ ঈমান ধ্বংসকারী বস্তু চার ভাগে বিভক্ত

القسم الأول: إنكار وجود الرب أو الطعن فيه، وهو أنواع أربعة

নذكرها فيما يلي:

প্রথম প্রকার হচ্ছে

মহান রাব্বুল ‘আলামীনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বা তাঁর মহান অস্তিত্বে আঘাত করা। نعوذ بالله من ذلك এ প্রথম প্রকারে চারটি ধ্বংসকারী বস্তু পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নরূপঃ

একঃ আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যেমন কাফের বা কমিউনিষ্টদের অবস্থা যারা ধারণা করে বলে No God No Religion কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, কোন ধর্ম নেই। তারা ধর্ম থেকে মানুষদেরকে দূরে থাকতে বলে। কেউ কেউ ধর্মকে আফিম পর্যন্ত বলে থাকে! তারা সৃষ্টজগৎকে প্রাকৃতিকভাবে হয়েছে বলে বা আপনা আপনিই সৃষ্ট বলে অপপ্রচার করে থাকে। والعياذ بالله. অথচ এ মর্মে মহান আল্লাহর বাণী-

قوله جل وعلا: “أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ” (الطور-৩৫)।

তারা কি আপনা আপনিই সৃজিত হয়েছে? না তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে? (আত তুরঃ ৩৫ আয়াত)।

তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রয়েছে যে, এরা নিজেরা আপনা আপনিও সৃষ্টি হয়নি এবং তারাও স্রষ্টা নয়। সুতরাং স্রষ্টা হচ্ছেন এককভাবে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। (আল মুইয়াসসার ৫২৫ পৃঃ)।

وقال تعالى: “اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ” (الزمر-৬২)।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ আল্লাহ সকল বস্তু সৃষ্টি কারী। আর তিনিই তো সকল বস্তুর উপর কর্তৃত্বশীল। (আযযুমারঃ ৬২ আয়াত)। (রবের অস্তিত্বের আলোচনায় উক্ত আয়াতদ্বয় উল্লেখ করা হয়েছে)।

যারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব অস্বীকার করে তারা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ তারা ভুলে গেছে যে, সেই প্রকৃতিকে তো আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন। উক্ত আয়াতদ্বয়সহ আরো বহু আয়াত তার প্রমাণ। এদের দাবী হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআন মিথ্যা। সব কিছুই আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়। نعوذ بالله (আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি ঐ সব ঈমান ধ্বংসকারী কথা ও বিশ্বাস থেকে)।

শয়তান কিন্তু আমাদের কারো কারো ব্রেইনে ঐ কুফুরী দাবীকে হক্ বলার প্রতি ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। তাই সাবধান! এরূপ কিছু ব্রেইনে আসলেই অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে, শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করবে। এবং ব্রেইন থেকে ঐ চিন্তা তৎক্ষণাৎ দূর করে অন্য কোন কাজে যোগ দিবে। আর পাঠ করবেঃ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 'أمنت بالله ,
প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। (إن شاء الله)।

দলীল

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, যখন আল্লাহ্ সম্পর্কে এরূপ সংশয় সৃষ্টি হবে তখন শয়তান থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং ঐ শয়তানী চিন্তা বা কল্পনা থেকে বিরত থাকবে।^{৫২৩} অপর রেওয়াতে রয়েছে যে, তখন আমানতু বিল্লাহি পাঠ করবে।^{৫২৪}

ঐ কাফেরদের দাবী বাতিল যারা মহা গ্রন্থ আল কুরআনকে মিথ্যা বলে বা মানব রচিত বলে সন্দেহ করে থাকে! তাদের এ দাবীর প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল-বাক্বারাসহ বিভিন্ন জায়গাতে চ্যালেঞ্জ (CHALLENGE) ঘোষণা করেছেন الحمد لله চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় তদানিন্তন কাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোন কাফের বা নাস্তিক পণ্ডিতরা এগিয়ে আসতে সাহস পায়নি। যেমনঃ

৫২৩. মুসলিম ঈমান অধ্যায় হাদীছ নং ২১৪।

৫২৪. মুসলিম ২১২ নং হাদীছ।

قال تعالى: " وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ " (البقرة-২৩).

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আর যদি তোমরা আমার বান্দার প্রতি নাযিলকৃত বস্তুর (আল্ কুরআনের) প্রতি সংশয় পোষণ কর তাহলে তার (সূরার) ন্যায় একটি সূরা উপস্থিত কর।^{৫২৫}

আল্লাহর সে চ্যালেঞ্জ আজও চ্যালেঞ্জরূপেই আছে এবং চির দিন থাকবে। রাসূলের যুগে গোটা পৃথিবীর সকল কাফের মিলেও একটি সূরা বা আয়াত বানাতে সক্ষম হয়নি। বরং চরম লজ্জিত হয়েছিল। ফলে তারা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, কুরআন নবীর তৈরী নয় বা মানব রচিত নয় বরং নিঃসন্দেহে এটা ঐশীবাণী। এরপরও তারা অনেকেই ঈমান আনয়ন করেনি!

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পৃথিবীর অনেক মুসলিম দেশে কাফেরদের কুফরী মতবাদ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা দেয়া হয়। যেমনঃ চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ (Theory of evolution) পড়ানো হয়। যাতে বলা হয়েছে মানুষ প্রথমে বানর ছিল। ক্রমে ক্রমে লেজ খসে পড়ে আস্তে আস্তে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে!!

অথচ কোরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে রয়েছে যে, মানুষের সৃষ্টি হলো আদম ও হাওয়া (آدم وحواء عليهما السلام) আলাইহিমা সালাম থেকে অর্থাৎ মানুষ থেকে। বানর থেকে নয়। যেমন এ তথ্য সূরা আন' নিসার ১ আয়াতে রয়েছে)।

এতদসত্ত্বেও স্রষ্টা ছাড়া আপনা আপনিই যে কিছুই সৃষ্টি হয় না তার দলীল ঐ আয়াতদ্বয় *أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ* তারা কি আপনা আপনিই সৃজিত হয়েছে? *اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ*। (আল্লাহ্ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। (আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে দলীল প্রমাণ রবের অস্তিত্বের প্রমাণ অধ্যায়ে গ্রন্থের প্রথম দিকে আলোচিত হয়েছে)।

এ সমস্ত কাফেররা ইসলামপূর্ব মক্কার মুশরেকদের অপেক্ষা এবং শয়তান অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। কারণ তারা، وجود الله، আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করত। যেমনঃ

দলীল

“وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ” (الزخرف - ১৭)।

হে মুহাম্মদ! যদি আপনি তাদেরকে তথা ঐ সমস্ত মুশরেকদেরকে তাদের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন।^{৫২৬}

ويحكي القرآن عن الشيطان : " قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ " (ص - ৭৬)।

আল-কুরআনুল কারীমে শয়তানের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, “শয়তান বলল, আমি তাঁর (আদম) থেকে উত্তম। আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা হতে, আর তাকে (আদমকে) সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে।^{৫২৭}

এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, শয়তানও সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করে। (কিন্তু তার এ স্বীকারোক্তিতে কোনই ফায়দা নেই, কেননা সেও চির দিন অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হবে) والعياذ بالله।

দুইঃ কোন মানুষ নিজেকে প্রভু বলে দাবী করা। যেমনঃ ফির'আউন দাবী করেছিল!

দলীল

“فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى” (النازعات - ২৬)।

অতঃপর সে (ফির'আউন) বলল, “আমিই তোমাদের বড় প্রভু।”^{৫২৮}

৫২৬. আয যুখরুফঃ ৮৭ আয়াত এবং তাফসীর আল মুইয়াসসার ৪৯৫ পৃঃ।

৫২৭. । ছোয়াদঃ ৭৬ আয়াত।

৫২৮. আননাযি'আতঃ ২৪ আয়াত।

তিনঃ এরকম আক্বীদা পোষণ করা যে, পৃথিবীতে কিছু কুতুব রয়েছে যারা পৃথিবী পরিচালনা করেন, অথচ এরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ আছেন। যেমনঃ কতিপয় অজ্ঞ কথিত পীরদের লিখিত বই পুস্তকে রয়েছে যে, চারজন অলী বা কুতুব এ পৃথিবী পরিচালনা করে থাকেন। এ আক্বীদায় বিশ্বাসী লোকগণ মক্কার তদানিন্তন কালের মুশরিকদের চেয়েও নিম্ন স্তরের মুশরিক। কারণ মক্কার মুশরিকগণ বিশ্বাস করতো যে, পৃথিবী পরিচালনা করেন শুধুমাত্র আল্লাহ্।

দলীল

”قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ“ (يونس-৩১)।

(হে মুহাম্মদ) বলুন! এ সকল মুশরিকদেরকে যে, তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে কে জীবিকা প্রদান করেন। কে দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির মালিক। কে সেই মহান সত্তা যিনি মৃত থেকে জীবিত বের করেন এবং কে জীবিত থেকে মৃত বের করেন। আর কে সেই মহান সত্তা যিনি আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মাঝে যা রয়েছে সে সবার পরিচালনা করেন। তখন তারা শীঘ্রই বলবে অবশ্যই আল্লাহ্। সেহেতু আপনি বলুন তাহলে কেন তোমরা আল্লাহ্ ভীতি অর্জন কর না।^{৫২৯}

চারঃ কতিপয় সুফীবাদের আক্বীদা বা ধারণা এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টির মাঝে প্রবেশ করেন, ফলে সৃষ্টির সাথে মিশে একাকার হয়ে যান। نعوذ بالله

যেমন প্রখ্যাত সুফী ইবনে আরাবী (সিরিয়ার দামেস্কে সমাধিস্থ) সে বলেছে যে, العبد رب، والرب عبد، ياليت شعري من المكلف برب، برب برب! হায়, যদি জানতাম কে কার বাধ্য!

৫২৯. ইউনুসঃ ৩১ আয়াত, তাফসীর আল মুইয়াসসার ২১২ পৃঃ এবং আরকানুল ইসলাম শাইখ মুহাম্মাদ জামীল প্রণীত ৮৪ পৃঃ।

وما الكلب والخزير إلا إلهنا
আমাদের উপাস্য ছাড়া। وما الراهب في الكنيسة إلا إلهنا
গীর্জাতে যে ধর্মযাজক রয়েছে সেই আমাদের ইলাহ (নাউযুবিল্লাহ)!

হুসাইন বিন মনসূর হাল্লাজ বলেছে যে, আমি সেই এবং সেই আমি
অর্থাৎ একথা দ্বারা সে বুঝিয়েছে যে, সে নিজেই আল্লাহ! (নাউযুবিল্লাহি
মিন যালিক)।^{৫৩০}

الشرك في عبادة الله

ঈমান বিধ্বংসী কার্যক্রম হলো আল্লাহর ইবাদাতে শির্ক করা

القسم الثاني: إنكار الإله أو الإشراف معه، وهو أربعة أنواع:

(শির্ক সম্পর্কে বর্ণনা ইতোপূর্বে শির্কের অধ্যায়ে আলোচনা করা
হয়েছে। এতদসত্ত্বেও আরো কতিপয় দিক উল্লেখ করা হলো)।

দ্বিতীয় প্রকারঃ আল্লাহকে উপাস্য হিসাবে অস্বীকার করা। অথবা তাঁর
সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা।

এটা চার প্রকার

ক. অনেকে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বৃক্ষ, তরু-লতা, শয়তান, জ্বিন,
ভূত-প্রেত, ফেরেস্টা প্রভৃতি সৃষ্টি জীবের ইবাদত করে থাকে। অথচ এক -
আল্লাহর ইবাদত থেকে বিরত থাকে। বরং আল্লাহই ঐ সব সৃষ্টি করেছেন।
এ সব কিছুর যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি তাঁকে ইবাদত করতে বলেছেন। অর্থাৎ
শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে।

দলীল

قال الله عز وجل: ”وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا
تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْبُدُون“ (فصلت-৩৭)।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনাবলীর মধ্যে আরো নির্দর্শন হচ্ছে, রাত, দিন এবং চন্দ্র, সূর্য, তোমরা চন্দ্র এবং সূর্যকে সাজদা করো না। বরং আল্লাহকে সাজদা করো, যিনি এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তোমরা যদি কেবল তাঁরই ইবাদতকারী হও। (ফুছছিলাত বা হা-মীম সাজদাঃ ৩৭ আয়াত)।

খ. যারা আল্লাহর ইবাদত করে কিন্তু তাঁর ইবাদতের সময় অন্য সৃষ্টি জীবকে তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে থাকে, তথা শির্ক করে। যেমন জীবিত বা মৃত অলী, দরবেশের নিকট দু'আ করা, বিপদে-আপদে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা প্রভৃতি। অথবা নবী বা কোন প্রসিদ্ধ পীর, দরবেশের মাযারে রুকু, সাজদা করা, ছেলে-মেয়ে চাওয়া, রোগ মুক্তি কামনা করা, তাদের মাযারে মানত করা, বা তাদের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে জীব জানোয়ার যবেহ করা। তদরূপ মাযারবাসীর নিকট হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা বা কোন বস্তু পাওয়ার উদ্দেশ্যে হৃদয়ে গভীর প্রত্যাশা রাখা।

অথবা মৃত কবরবাসীকে ভয় করা যে, উক্ত কবরবাসী (নবী, অলী পীর, দরবেশ) কোন জীবিত লোকের ক্ষতি করতে পারে বা উন্নয়ন করতে পারে ইত্যাদি ধারণা করা। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি এ বিশ্বাসে সেখানে গাড়ী থামিয়ে টাকা পয়সা দেয় যে, যদি টাকা না দেয়া হয় তাহলে উক্ত কবরবাসী আমার ক্ষতি করবে বা উন্নয়ন ব্যাহত করবে। অথ কবরের নিকট দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন না করলে বেয়াদবী হবে এ বেয়াদবীর ফলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। এ জাতীয় যত আকীদা বিশ্বাস ও কার্যক্রম রয়েছে এ সবই ঈমান ধ্বংসকারী বস্তু! কেন উপরোক্ত বিষয়ের প্রকৃত হক্কদার একমাত্র আল্লাহ! তিনি এসবের এব নিয়ন্ত্রক, কোন অলী-দরবেশ কেন, নবী রাসূলও নন! (এ প্রসঙ্গে শিটে অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)।

শির্কের ফলে আমল বাতিল হওয়ার কতিপয় দলীল ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। যেমনঃ সূরা আল্ আন'আম ৮৮ আয়াত, যাতে আল্লাহ বলেছেন,

* যদি তাঁরাও (নবীগণও) শির্ক করত তবে তাদের কৃত আমল সবই ধ্বংস হয়ে যেত।

* সূরা আল ফুরক্বান ২৩ আয়াত, যাতে আল্লাহ্ বলেছেনঃ সেদিন আমি অনেক আমলকারীর আমল বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় রূপান্তরিত করে দেব। (শির্ক মিশ্রিত থাকার কারণে)।

* সূরা আয্ যুমার ৬৫ আয়াত, (হে রাসূল) যদি আপনি শির্ক করেন তাহলে অবশ্যই আপনার সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। والعياذ بالله،

সুতরাং বড় শির্ক মিশ্রিত আমল যত উত্তমই হোক আর যত অধিকই হোক আর যেই করুক না কেন, তার সমস্ত আমল বাতিল বলে গণ্য হবে। সংগে সংগে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে, সে আর মুসলিম থাকবেনা। এ শির্ককারী ব্যক্তি জেনে শির্ক করুক আর না জেনে শির্ক করুক সে মুশরিকে পরিণত হয়ে যাবে।^{৩৩} نعوذ بالله من الشرك،

গ. আল্লাহ্ যখন আরবের ইসলামপূর্ব মানুষদের অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন না বরং তাদেরকে মুশরেক বললেন। আর আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিলেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে। কেননা তারা নিরাপদাবস্থায় গাইরুল্লাহ্কে (মূর্তিদেরকে) ডাকতো আর বিপদাবস্থায় আল্লাহ্কে ডাকতো। তাই তাদের বিপদাবস্থায় ইখলাছভিত্তিক দু'আও আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেননি। বরং আল্লাহ্ তাদেরকে মুশরেকদের দলভুক্ত করেছিলেন। তাহলে বর্তমান যুগের কতিপয় মুসলিমদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াবে যারা সুখে দুঃখে উভয় অবস্থাতেই জীবিত বা মৃত অলী আউলিয়াদের শরণাপন্ন হয়ে থাকে? তাদের নিকট এমন কিছু চায় যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ প্রদান করতে পারে না। যেমন রোগ মুক্তি, রিয়ক্ব, হায়াত, ছেলে, মেয়ে, হিদায়াত ইত্যাদি। এ সব লোক অলীদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্কে ভুলে গিয়েছে। এরা যাদেরকে ডাকে তারা অপরের উপকার করা তো দূরের কথা, নিজেদেরও কোন উপকার করতে

সক্ষম নয়। ঐ সমস্ত মৃত অলী দরবেশ কোন কিছুই মালিক নয়। তারা অপরের আহবান কোন দিন শুনতে পারেনা, আল্লাহ তাদেরকে সে ক্ষমতা প্রদান করেননি। তাদের অপারগতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন যেমনঃ

قال تعالى : ”إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ“
(فاطر - ١٤).

أى: إن تدعوا أيها الناس هذه المعبودات من دون الله لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا على سبيل الفرض ما أجابوكم، ويوم القيامة يتبرؤون منكم، ولا أحد يخبرك بعواقب الأمور ومآلها يا محمداً مثل الله تبارك وتعالى العليم الخبير، (انظر تفسير ابن كثير ٥٤٠-٥٤١ هـ والتفسير الميسر ص ٤٣٦).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ বলেন, হে মানব জাতি! তোমরা যদি আল্লাহকে এককভাবে না ডেকে বা তাঁর নিকট দু‘আ না করে ঐ সকল মা‘বুদকে (অলী দরবেশকে) ডাক বা তাদের নিকট দু‘আ কর কস্মিনকালেও তারা তোমাদের ডাক বা দু‘আ শুনবে না। যদি ধরে নেয়া হয় যে, তারা তোমাদের ডাক বা দু‘আ শুনে কিন্তু কখনো সাড়া দিতে পারবেনা। আর ক্বিয়ামত দিবসে তোমাদের থেকে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিবে। হে মুহাম্মদ! (হাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাদের এ সকল শিকি কার্য কলাপের চরম পরিণাম ফল ও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে আল্লাহ তাবারাকা অতা‘আলার ন্যায় আর কেউ আপনাকে অবহিত করতে পারবে না। যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে ওয়াক্বিফহাল।^{৫৩২}

وقال الشيخ محمد جميل زينو : وهذه الآية صريحة في عدم سماع الأموات لمن يناديهم وصريحة في أن دعاءهم من الشرك الأكبر... قد يقول قائل: نحن لا نعتقد أن هؤلاء الأولياء والصالحين ينفعون أو يضرّون، بل نتخذهم واسطة وشفعاء نتقرب بهم إلى الله ؟

وجوابنا لهم : إن المشركين قبل الإسلام كانوا يعتقدون مثل هذا الاعتقاد كما حكي القرآن عنهم بقوله:

শাইখ মুহাম্মদ জামীল যায়নু বলেনঃ এ আয়াতে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির জীবিতদের আহবান কিছুই শুনতে পায় না। আর এদেরকে ডাকা বা দু'আ করা বড় শিকের অন্তর্ভুক্ত। (যাতে ঈমান ধ্বংস হয়ে যায়)!

কেউ বলতে পারে যে, আমরাতো অলী আউলিয়ারদের সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখিনা যে, তারা কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারে! বরং আমরা তাদেরকে মাধ্যম ও সুফারিশকারীরূপে গ্রহণ করে থাকি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।

তাহলে এর জবাবে আমরা তাদেরকে বলব যে, ইসলামপূর্ব মন্কার মুশরিকদের অবস্থাও ছিল হুবহু এরূপ। তারাও এ ধরনের আকীদাই পোষণ করত। যেরূপ আল কুরআনে আল্লাহ তাদের কথা উল্লেখ করেছেনঃ

يقول الله تعالى : ”وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُتَبَّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ“ (يونس- ١٨).

আ: যিনকর তালী এলি মশরকিন الذিন عبدوا مع الله غيره، ظايتن أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله، فأخبر تعالى أنها لا تنفع ولا تضر

ولا تملك شيئاً، ولا يقع شيء مما يزعمون فيها، ولا يكون هذا أبداً، ولهذا قال تعالى : قُلْ أَتُنْبِئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، معناه أَتُخْبِرُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَكُونُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ؟ ثُمَّ نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْ شُرَكَهِمْ وَكُفَّرِهِمْ، (تفسير ابن كثير ٢٥٦/٤).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ্ তা‘আলা এ সকল মুশরেকদের কার্যক্রম অস্বীকার করে বলেন যে, এরা আল্লাহ্র সাথে অপরদের ইবাদত করে এ ধারণা নিয়ে যে, এ সকল মা‘বুদের (মূর্তি বা অলী, দরবেশ) সুফারিশ আল্লাহ্র নিকট তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, না, কস্মিনকালেও এ সকল বাত্বিল মা‘বুদ তাদের মোটেই কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারবে না। তারা কোন কিছুই ক্ষমতা রাখেনা। তাদের ধারণা অনুসারে কিছুই ঘটবেনা এবং কখনো এরূপ হবে না। আর তাই আল্লাহ্ বলেন যে, হে নবী বলুন! তোমরা কি আল্লাহকে আসমান ও যমীনের এমন কোন বিষয়ের সংবাদ প্রদান করছ যা তিনি জানেন না? অতঃপর আল্লাহ্ নিজেই নিজেকে তাদের শির্ক ও কুফর হতে পবিত্র করছেন।^{৩৩}

وقال الشيخ محمد جميل : وهذه الآية صريحة في أن من يعبد ويدعو غير الله هو من المشركين، وإن كان اعتقاده عدم ضررهم ونفعهم، بل لشفاعتهم، وقال الله تعالى في حق المشركين ”والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذبٌ كفَّارٌ“ (الزمر - ٣).

শাইখ মুহাম্মদ জামীল বলেছেন যে, এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে ডাকবে এবং ইবাদত করবে সে নিশ্চিত মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। যদিও তার বিশ্বাস থাকে যে, এ অলী

দরবেশগণ কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখেনা, বরং শুধুমাত্র তাদের নিকট সুফারিশ চাওয়ার কারণেই মুশরিক।

যে রূপ আল্লাহ মুশরিকদের সম্পর্কে বলেনঃ যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে (অলী-আউলিয়া) উপাস্যরূপে গ্রহণ করল এবং বলল যে, আমরা এদের ইবাদত এজন্যই করি যে, তারা যেন আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের মিমাংসা করে দিবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।^{৫৩৪}

وقال الشيخ محمد جميل : وهذه الآية صريحة في كفر من يدعو غير الله بنية التقرب لله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : الدعاء هو العبادة، حديث صحيح (المشكاة المحققة - ٢٣٣٠، صحيح أبو داود - ١٣٢٩ والروض النضير - ٨٨٨).

শাইখ মুহাম্মদ জামীল বলেন যে, এ আয়াতে সুস্পষ্টরূপে ঐ ব্যক্তিকে কাফের বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অপরের নিকট নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে দু'আ করে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, দু'আই ইবাদত।^{৫৩৫}

সেহেতু আল্লাহ ছাড়া অপরের নিকট দু'আ করা সুস্পষ্ট শির্ক ও কুফরী!

* ومن نواقض الإيمان الحكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد عدم صلاحيته، أو أجاز غيره من القوانين المخالفة له، لأن الحكم من العبادة، والدليل على ذلك : قال الله عز وجل : ”إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ“ (يوسف ٤٠).

৫৩৪. আয যুমারঃ ৩ আয়াত।

৫৩৫. হাদীছটি ছহীহ, মুহাক্কাক মিশকাত হাদীছ নং ২৩৩০, ছহীহ আবু দাউদ হাদীছ নং ১৩২৯ এবং রাউয়ুন নাযীর ৮৮৮।

أى: ما الحكم الحق إلا لله وحده لا شريك له.. (انظر التفسير الميسر ص: ٢٤٠).

ঘ. ঈমান বিনষ্টকারী বস্তুর মধ্যে আরো হচ্ছে এই যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বস্তু (আল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ) ব্যতীত ফায়ছালা বা বিচার কার্য পরিচালনা করা যখন বিশ্বাস করবে যে, ওটা বর্তমান যুগে অচল অথবা মানব রচিত বিধান দ্বারাও বিচার কার্য পরিচালনা করা বৈধ! যদি বৈধ মনে না করে তাহলে কুফরী হবে না; এতে ইমান বিনষ্ট হবে না! আর এটা কুফরী হবে এজন্যে যে, ফায়ছালা বা বিচার কার্য ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

এ মর্মে দলীল

মহান আল্লাহ বলেনঃ সঠিক বিচার কার্য শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই যিনি এক, যার কোন শরীক নেই, তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে, আর কারো নয়। আর এটাই সরল-সঠিক ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ লোকই সে সম্পর্কে অবহিত নয়।^{৫৩৬}

وقال الله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ"

(المائدة - ৪৪).

أى: فالذين بدلوا حكم الله الذي أنزله في كتابه، وكنموه وجدوده وحكموا بغيره، فأولئك هم الكافرون (التفسير الميسر ص ১১০).

ব্যখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, আর যারা আল্লাহর কিতাবে নাযিলকৃত বিধানে পরিবর্তন করেছে, গোপন করেছে ও অস্বীকার করেছে এবং এটা ব্যতীত ফায়ছালা করেছে তারাই কাফের।^{৫৩৭}

قال ابن عباس رضى الله عنهما في تفسير هذه الآية: أي من جحد ما أنزل

الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق، (ابن كثير ১১৭/৩).

৫৩৬. ইউসুফঃ ৪০ আয়াত, তাফসীর আল মুইয়াসসার ২৪০ পৃঃ।

৫৩৭. আল মায়িদাঃ ৪৪ আয়াত এবং দেখুন তাফসীর মুইয়াসসার ১১৫পৃঃ।

এ আয়াতের তাফসীরে আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবতারিত বিধান দ্বারা ফায়ছালা করাকে অস্বীকার করবে সে কাফের। আর যে স্বীকার করবে কিন্তু ফায়ছালা করবে না সে যালেম, ফাসেক।^{৫৩৮}

وقال الشيخ محمد ابن جميل : أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى صلاحيته للحكم ولكنه فعل ذلك لهُوى أو مضطراً فهو ظالم وفاسق،

শাইখ মুহাম্মদ বিন জামীল উপরোক্ত তাফসীরের আলোকে বলেন যে, যদি কেউ আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানকে ফায়ছালার উপযোগী বিশ্বাস করে কিন্তু প্রবৃত্তির অনুসরণ বশত: কিংবা বাধ্য হয়ে তা ছেড়ে দিয়ে মানব রচিত বিধান দ্বারা ফায়ছালা করে, তাহলে সে কাফের হবে না বরং যালেম ও ফাসেক হয়ে যাবে।^{৫৩৯}

এ মর্মে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় প্রণিধানযোগ্য

قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (المائدة- ৪৫).
أي: ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره فأولئك هم المتجاوزون حدود الله، (الميسر ص ১১৫).

ব্যাখ্যাসহ অনুবাদঃ আর যারা আল্লাহ্র অবতারিত বিধান অনুযায়ী ক্বিছাছ ও অন্যান্য বিষয়ে ফায়ছালা করবে না তারাতো যালিম তথা আল্লাহ্র সীমা লংঘনকারী।^{৫৪০}

وقال سبحانه : وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (المائدة - ৪৭).

أي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم العاصون له (الميسر ص ১১৬).

৫৩৮. ইবনু কাছীর ৩য় খণ্ড ১১৯ পৃঃ।

৫৩৯. দেখুন আরকানুল ইসলাম অল-ঈমান ৮৭-৮৮ পৃঃ।

৫৪০. আল-মায়িদাঃ ৪৫ আয়াত এবং তাফসীর আলমুইয়াসসার-১১৫পৃঃ।

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন যে, আর যারা আল্লাহর অবতারিত বিধান দ্বারা হুকুম বা ফায়ছালা করেনা তারাই ফাসিক্ তথা আল্লাহর অবাধ্য বা পাপী।^{৫৪১}

ومن نواقض الإيمان عدم الرضا بحكم الله... بالإسلام

ঙ. ঈমান বিনষ্টকারী বস্তুসমূহের মধ্যে হচ্ছে আল্লাহর হুকুমের প্রতি পূর্ণ আত্মতৃপ্তি না থাকা অথবা এতে সংকীর্ণতা বোধ করা

والدليل على ذلك

এ মর্মে দলীল

قال الله تعالى: "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" (النساء - ৬০).

আ: অসম আল্লাহ তা'আলি বনফসে কৰিমে অন হুলাই লা য়ুমুনন হকিযে হতী মিজেলুক হকমা ফিমা ওযে বিনেহম মন নযাক ফি হিয়াতক ওয়িতহাকমা ইলী সন্তক বেক মমাতক, থম লা মিজদা ফি অনফসেহম সযিকা মমা অন্তহী ইলীহে হকমক, ওয়িনবাদা মেক ডলক অনকিয়াডা তামা. ফালহকম বমা জা'ই বে রসুল আল্লাহ ﷺ মন কলতাব ওয়ালসনে ফি কল শান মন শতুন হাযীয়া মন সহীয ইলীমান মেক الرضا وائلتسلیم, (المیسر ص ৮৮).

ব্যখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রতি শপথ করে বলেছেন যে, ঐ সমস্ত লোক কখনো প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আপনার জীবদ্দশায় আপনাকে তাদের বিবাদীয় বিষয়ে বিচারক সাব্যস্ত করবে। তদরূপ বিচারকার্যে আপনার মৃত্যুর পর তারা আপনার সুন্নাহের শরণাপন্ন না হবে। অতঃপর আপনার ফায়ছালা কৃত বিষয়ে তাদের অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা বোধ সৃষ্টি না হবে। বরং পরিপূর্ণরূপে আনুগত্য পোষণ করবে। সুতরাং ফায়ছালা হবে কেবল

তদ্বারাই যা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এসেছেন তথা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা। মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে (কুরআন ও সুন্নাহকে) সন্তুষ্ট চিন্তে গ্রহণ করাই ঈমানের মৌলিক দাবী।^{৫৪২}

প্রসংগতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন হুকুম বা ফয়ছালাকে অপছন্দ করবে সে কাফের;

দলীল

وقال الله عز وجل: ”وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ، وَأَصْلَ أَعْمَالِهِمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ“ (محمد: ১-৭)।

মহান আল্লাহ বলেনঃ যারা কাফের তাদের জন্য ধ্বংস, আল্লাহ তাদের আমলের (ধর্মীয় কর্ম) সমস্ত ছাওয়াব বা প্রতিদান বিনষ্ট করে দিবেন। এটা এ কারণে যে, নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি নাযিল কৃত মহা গ্রন্থকে অপছন্দ করেছে। তাই তাদের সমস্ত ধর্মীয় কর্ম বাতিল করে দিবেন।^{৫৪৩}

অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন বাণীকে বা ইসলামের কোন নির্দেশকে উপহাস করবে।

দলীল

قال الله تعالى : ”قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ“ (التوبة - ৬০-৬৬)।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? বাজে ওয়র পেশ করো না, ঈমান আনয়নের পর তোমরা কাফেরে পরিণত হয়েছ।^{৫৪৪}

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর বাণীকে অপছন্দ ও উপহাস করে ইসলামের দূশমন ও মুরতাদরা! আল্লাহ তাদের হিদায়াত করুন। آمين

৫৪২. আন নিসাঃ ৬৫ আয়াত, তাফসীর আল মুইয়াসসার ৮৮ পৃঃ।

৫৪৩. মুহাম্মাদ ৮-৯ আয়াত, দেখুন তাফসীর আল মুইয়াসসার ৫০৭ পৃঃ।

৫৪৪. আত তাওবাহঃ ৬৫-৬৬ আয়াত।

من نواقض الإيمان الشرك في الصفات

ঈমান ধ্বংসকারী বস্তু হচ্ছে মহান আল্লাহ্র হিফাত বা গুণাবলীতে শির্ক করা

القسم الثالث : إنكار صفات الله أو أسائه أو الطعن فيها.

তৃতীয় প্রকার ঈমান ধ্বংসকারী বস্তু হচ্ছে, আল্লাহ্র হিফাতের সাথে শরীক করা। এটা হচ্ছে আল্লাহ্র কোন গুণকে কিংবা নামকে অস্বীকার করা কিংবা তাতে আঘাত করা।

১. কোন মুমিন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র কোন নাম বা গুণকে অস্বীকার করে যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত (ইতোপূর্বে তা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে) যেমন আল্লাহ্র হাত, চক্ষু, আরশের উপর সমুন্নত হওয়া প্রভৃতি যেভাবে তাঁর মহান শানের জন্য প্রযোজ্য। তাহলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। কেননা তাতে প্রকারান্তরে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণীকে অস্বীকার করা হয়। যেমন জাহমিয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায় এবং যারা তাদের পদাংক অনুসরণ করবে। والعياذ بالله

২. অদৃশ্যের সংবাদ কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন, আর কেউ জানেনা। তাই পৃথিবীর অন্য কেউ যদি তার জ্ঞান রাখে বলে দাবী করে বা বিশ্বাস করে তাহলে কুফরী হবে।

দলীল

قال الله عز وجل : وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (الأنعام- ৫৭).

أي: عند الله جل وعلا - مفاتيح الغيب أي: خزائن الغيب، (التفسير

الميسر ص ১৩৫).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ মহান আল্লাহ্ বলেনঃ তাঁর অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই গায়েবের (অদৃশ্যের) চাবি-কাঠি তথা ভাণ্ডার রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানেনা।^{৫৪৫}

তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মাঝে যাকে যখন ইচ্ছা করেন তখন তাকে অহীর মাধ্যমে কতিপয় অদৃশ্যের সংবাদ জানিয়ে থাকেন। তাই নবী রাসূলগণের অদৃশ্যের সংবাদ সম্পর্কে অবগত হওয়াকে বলা যাবে না যে, তাঁরা গায়েবী খবর জানেন। বরং একে অহী বা প্রত্যাদেশ বলা হবে।

قال تعالى: ”عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا“ (الجن - ২৬-২৭)।

অর্থ: وهو سبحانه تعالى عالم بما غاب عن الأبصار، فلا يظهر على غيبه أحدا من خلقه، إلا من اختار الله لرسالته وارتضاه، فإنه يطلعهم على بعض الغيب، (الميسر ص ৫৭৩)।

ব্যখ্যামূলক অনুবাদঃ আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তিনি সুবহানাহু অতা‘আলাই শুধুমাত্র অদৃশ্যের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন যা দৃষ্টির আড়ালে। তাঁর সৃষ্টিজীবের মাঝে কেউ সে গায়েবের সংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। তবে হাঁ, আল্লাহ যাদেরকে রিসালতের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন তাঁদেরকে কখনো কখনো গায়েবের সংবাদ প্রদান করে থাকেন।^{৫৪৬}

প্রসঙ্গতঃ

প্রশ্নঃ রাসূল লাওহে কলম সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন কি?

উত্তরঃ তিনি লাওহে কলম সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন না। কেননা এটাও গায়েবের সংবাদের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ

ويقول تعالى: ”قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ..“

(النمل - ৬৫)।

অর্থ: قل يا محمد لهم لا يعلم أحد في السموات ولا في الأرض ما استأثر

الله بعلمه من المغيبات، (الميسر ص ৩৮৩)।

হে নবী মুহাম্মাদ! (ﷺ) তাদেরকে বলুন, আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহে ও যমীনে গায়েবের সব সংবাদ নিজের জন্য সুনির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তা তিনি ছাড়া আর কেউ জানতে সক্ষম নয়। (আন্ নামল ৬৫ আয়াত, তাফসীর আল মুয়াসসার ৩৮৩ পৃঃ)।

هل يعلم الغيب الأولياء والصالحون

অলী-দরবেশগণ গায়েব জানতে পারেন কি?

قال الشيخ محمد جميل زينو: والأولياء من باب أولى لا يعلمون الغيب المطلق ولا الغيب الذى قد يطلع الله رسله عليه بطريق الوحي، لأن الوحي لا ينزل على الأولياء، وهو خاص بالأنبياء والرسل عليهم السلام، فكل من ادعى علم الغيب من الناس ومن صدقه من الناس فقد نقضوا إيمانهم، وقد قال ﷺ ”من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد“ (حديث صحيح وقد مر تحريجه).

শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু বলেছেন যে, অলীগণের জন্য গায়েব জানাতো কোন ক্রমেই সম্ভব নয় সাধারণ গায়েবও নয়, খাছ গায়েবও নয়- যা আল্লাহ রাসূলদেরকে কখনো কখনো অহীর মাধ্যমে জানিয়ে থাকেন। কেননা অলী-আউলিয়াদের প্রতি কখনো অহী অবতীর্ণ হয় না (এবং ইলহামের মাধ্যমেও তা সম্ভব নয়)। অহী শুধু মাত্র আশিয়া ও রসূল আলাইহিমুছ ছালাতু অসসালামদের জন্য খাছ বা নির্দিষ্ট।

তাই মানুষের মাঝে যারাই ইলমে গায়েবের বা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবীদার হবে এবং যে সকল মানুষ তাদেরকে বিশ্বাস করবে তাদের সকলেরই ঈমান ধ্বংস হয়ে যাবে। এ মর্মে আরো দলীল হচ্ছেঃ নবী (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি গণক (গণনা করে ভবিষ্যতের ও অদৃশ্যের সংবাদ বলে) বা জাদুকরের নিকট আসল এবং সে যা বলল তা বিশ্বাস করল, তাহলে সে নবী মুহাম্মাদের প্রতি নাযিলকৃত সমুদয় বস্তুর সাথে

কুফরী করল। হাদীছটি ছহীহ। (ইতোপূর্বে ইহা উল্লেখ করা হয়েছে)। এ মর্মে আরেকটি হাদীছ-

وقال ﷺ: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا، فَسَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تَقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً" (رواه مسلم).

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট এসে কিছু জিজ্ঞেস করল এর কারণে তার চল্লিশ রাত (দিন) পর্যন্ত ছালাত গ্রহণ করা হবেনা।^{৫৪৭}

من نواقض الإيمان الطعن في الرسل

ঈমান ধ্বংসের অন্যতম কারণ হলো রাসূলগণের প্রতি কটাক্ষ/আঘাত করা

القسم الرابع : من نواقض الإيمان إنكار واحد من الرسل أو الطعن فيه وهو سبعة أنواع

চতুর্থ প্রকারঃ ঈমান বিনষ্টকারী কার্য-কলাপ হলো রাসূলগণের মাঝে কাউকে অস্বীকার করা অথবা কাউকে আঘাত করা আর তা সাত প্রকার

১. أن ينكر رسالة محمد ﷺ، لأن شهادة أن محمداً رسول الله من أركان الإسلام.
২. أن يطعن في رسول الله ﷺ أو في صدقه، أو أمانته، أو عفته، أو يسب الرسول، أو يستهزيء به، أو يستخف به، أو يطعن في تصرفاته الثابتة.
৩. أن يطعن في أحاديثه الصحيحة ويكذبها، أو ينفي الأخبار الثابتة التي أخبر عنها. كظهور الدجال، أو نزول عيسى عليه السلام والحكم بشريعته، وغير ذلك مما ثبت في القرآن، أو السنة الصحيحة بعد إقراره بصحة نسبتها.
৪. أن يجحد أحد الرسل الذين أرسلهم الله قبل محمد ﷺ، أو ينكر قصصهم مع أقوامهم مما أخبر به القرآن أو الرسول ﷺ في أحاديثه الصحيحة.

৫. الذى يدعي النبوة بعد محمد ﷺ، كالمذعو غلام أحمد من القاديانية يدعي أنه نبي والقرآن يكذبه قائلا ”ما كان محمد أباً أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين“ (الأحزاب - ٤٠)
والرسول ﷺ يقول ”وأنا العاقب الذى ليس بعده نبي“.... الحديث (متفق عليه).

ومن صدَّق أن هناك نبياً بعد محمد ﷺ سواء كان من القاديانية أو غيرها فقد كفر ونقض إيمانه .

৬. الذين يصفون رسول الله بما لا يوصف به إلا الله، كعلم الغيب المطلق، كما تقول الصوفية، حتى قال شاعرهم :

يا علام الغيوب قد لجأنا إليك

يا شفاء القلوب الصلاة عليك

(أركان الإسلام والإيمان ص ৯৩-৯৬).

১. নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রিসালাতকে অস্বীকার করা। কেননা মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য দেয়া ইসলামের অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ।

২. রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সত্যবাদিতায় অথবা আমানাতদারীতে অথবা তার পবিত্র চরিত্রে আঘাত করা অথবা রাসূলকে গালি দেয়া বা উপহাস করা অথবা তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করা কিংবা তাঁর থেকে সাব্যস্তকৃত কার্যাবলীর ছিদ্রান্বেষণ করা।

৩. তাঁর বিশুদ্ধ হাদীছসমূহের ত্রুটি বর্ণনা করা বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা অথবা তাঁর প্রদত্ত সংবাদকে অস্বীকার করা। যেমন দাজ্জালের আবির্ভাব ঈসা আলাইহিস সালামের আকাশ হতে অবতরণ ও (নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের) শরীয়াত অনুযায়ী তাঁর দেশ পরিচালন

করা প্রভৃতি যা কুরআনে কারীমে সাব্যস্ত এবং বিশুদ্ধ সুন্নাতে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে অস্বীকার করা।

৪. মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পূর্বে প্রেরিত কোন নবী বা রাসূলকে অস্বীকার করা। অথবা আল কুরআনে উল্লেখিত কোন নবীর তাঁর জাতির সাথে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনাকে অস্বীকার করা অথবা বিশুদ্ধ হাদীছে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে সংবাদ প্রদান করেছেন তা অস্বীকার করা।

৫. আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে যে ব্যক্তি নবী দাবী করে যেমন গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী, এদেরকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করা অথচ আল কুরআন এরূপ দাবীদারকে মিথ্যুক বলে ঘোষণা দিয়েছে। যেমনঃ

قال الله تعالى: "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ" (الأحزاب - ৪০).

أى: فلان نبوة بعده إلى يوم القيامة (الميسر ص ৬২৩).

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ মুহাম্মাদ (ﷺ) তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী জন্ম গ্রহণ করবেন না।^{৫৪৮}

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমি নবীদের মাঝে সর্বশেষ নবী। এমন শেষ যার পরে আর কোন নবী নেই ..^{৫৪৯} তাই যে বিশ্বাস করবে যে মুহাম্মদ (ﷺ) এর পরে ক্বাদিয়ান হতে অথবা অন্য কোন সম্প্রদায় হতে নবী আগমনের সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে তার ঈমান ধ্বংস হবে এবং সে কাফির হয়ে যাবে।

৫৪৮. আল আহযাব ৪০ আয়াত, তাফসীর আল মুইয়াসসার ৪২৩ পৃঃ।

৫৪৯. বুখারী ও মুসলিম।

প্রসঙ্গত

ঈসা আলাইহিস সালাম যাকে আল্লাহ তা'আলা আকাশে উত্তোলন করে নিয়েছেন, কিয়ামতের পূর্বে আকাশ হতে পুনরায় তাঁকে নাযিল করবেন। তিনি দুনিয়াতে নুতন করে জন্ম গ্রহণ করবেন না। সেহেতু আমাদের নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে যারাই নবীর দাবীদার হয়েছিল বা হবে তারাই মিথ্যুক এবং কাফির। **اللّٰهُ الْمُسْتَعَان**

৬. যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে এমন ছিফাতে ভূষিত করে যা শুধু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট যেমন রাসূলের সর্বপ্রকার গায়েবের খবর জানা- যা অনেক সূফী পীরদের ধারণা বা বিশ্বাস। যেমন তাদের কোন কবি রাসূলের শানে বলেছে যে,

يا علام الغيوب قد لجأنا إليك

يا شفاء القلوب الصلاة عليك

البيتان من الشريكات، والعياذ بالله، (انظر أركان الإسلام والإيمان

ص ৯৩-৯৬).

হে গায়েব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত,

আমরা আপনার নিকট আশ্রয় নিয়েছি।

হে অন্তরের ব্যাধি আরোগ্যকারী,

আপনার প্রতি ছালাত (রহমত) বর্ষিত হোক।

নিঃসন্দেহে এ ধরণের কবিতা বড় শিকের অন্তর্ভুক্ত।^{৫৫০}

৭. الذين يطلبون من الرسول ﷺ ما لا يقدر عليه إلا الله كطلب

النصر، والمدد، والشفاء وغيرها،

৭. যারা রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট এমন কিছু চায় যা তিনি প্রদানের ক্ষমতা রাখেন না, বরং তা প্রদানে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সক্ষম। যেমনঃ তাঁর নিকট কোন কিছু সাহায্য চাওয়া, রোগ মুক্তির জন্য দু'আ করা, সুফারিশ প্রার্থনা করা প্রভৃতি। এ সব বড় শিকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ এ সব প্রদান করতে পারবে না। রাসূলের নিকট সাহায্য চাওয়া কুরআনের সরাসরি বিরোধী।

দলীল

قال الله تعالى: "وَمَا التَّضَرُّ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" (الأنفال - ১০)।

অর্থাৎ সাহায্য শুধুমাত্র আল্লাহর নিকট থেকেই এসে থাকে। (আল-আনফালঃ ১০ আয়াত)।

তদরূপ ছহীহ হাদীছ তথা রাসূলের পবিত্র বাণীরও বিরোধী। যেমনঃ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،

(وقد سبق تخريجه)।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, যখন কিছু চাও তখন আল্লাহর নিকট চাও আর যখন সাহায্য প্রার্থনা কর তখন আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। (হাদীছটি ছহীহ ইতোপূর্বে হাওয়ালাসহ উল্লেখ করা হয়েছে)।

قال الشيخ محمد جميل : فكيف بمن يصف الأولياء بأنهم يعلمون الغيب، أو يندرون لهم، أو يذبحون لهم، أو يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله كطلب الرزق، أو الشفاء، أو النصر وغير ذلك ؟ أو السجود لهم وغير ذلك ؟

لا شك أن هذا من الشرك الأكبر!! والعياذ بالله (انظر أركان الإسلام من ص ৯৬-৯০)।

শাইখ মুহাম্মদ জামীল বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যদি গায়েব না জানেন তাহলে কিভাবে অনীদেরকে গায়েবের খবরে পারদর্শী বলা যাবে?

বা তারা তা জানে বলে বিশ্বাস করা যাবে? অথবা কিভাবে তাদের জন্য মানত করা যাবে? অথবা কিভাবে তাদের জন্য জীব-জানোয়ার উৎসর্গ করা যাবে? অথবা এমন বস্তু তাদের নিকট কিভাবে চাওয়া যাবে যা কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটই চাওয়া হয়? যেমন ধন-সম্পদ চাওয়া বা রোগ মুক্তির জন্য তাদের নিকট দু'আ করা। অথবা তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া, অথবা তাদেরকে সম্মানসূচক সাজদা করা প্রভৃতি এসব নিঃসন্দেহে বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত! ^{৫৫} والعياذ بالله

تنبيه :

نحن لا ننكر المعجزات للرسل عليهم السلام، ولا ننكر الكرامات للأولياء، ولكن الذي ننكره أن نجعلهم شركاء لله ندعوهم كما ندعو الله، ونذبح لهم، وننذر لهم النذور، إن كثيرا من المشاهد والمزارات والقبور ليس لها أساس من الصحة، بل هي من فعل الدجالين، والمحتالين لأخذ الأموال التي تأتيهم من النذور، كما في الواقع بالكثير، (المرجع السابق).

সতর্কীকরণ

আমরা নবী রাসূলদের (আলাইহিসুস সালাম) মু'জিয়াত তথা অলৌকিক কার্যক্রম অস্বীকার করি না এবং অলীদের কারামাতও অস্বীকার করিনা। কিন্তু বিভিন্ন বালা-মুছীবত থেকে বাঁচার আশায় আল্লাহর সাথে অন্যান্যদেরকে শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা, আল্লাহর নিকট যেরূপ আমরা দু'আ করি তদরূপ তাদের নিকট দু'আ করা, তাদের জন্য জীব-জানোয়ার যবেহ করা, তাদের জন্য মানত করা প্রভৃতি আমরা অবশ্যই অস্বীকার করি। (কেননা এসব সরাসরি বড় শির্ক)!

বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিগুঢ়ভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, অনেক কবর মাযারের আসল কোন ভিত্তি নেই বরং এগুলো দুনিয়াদার, ধোকাবাজ লোকদের দ্বারা মিথ্যাভাবে তৈরী। যা মানুষের পক্ষ থেকে শুধু নযর-নিয়ায বা মানত হাছিলের উদ্দেশ্যে অবৈধ সম্পদ ভক্ষণের কুট কৌশল ও ফন্দি মাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবে এরূপই ঘটে আসছে যে সম্পর্কে অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ অবগত আছেন! এভাবেই তারা মানুষের ঈমান ধ্বংস করে আসছে!! والعياذ بالله،

হে আল্লাহ্ আপনি তাদের শয়তানী কালো থাবা থেকে সরল প্রাণ মুসলিমদের ঈমান রক্ষা করুন। آمين يا رب العالمين، (দেখুন প্রাগুক্ত ৯৫ পৃঃ)।

التكفير

মুসলিম ব্যক্তিকে কাফের বলা প্রসঙ্গ

উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে আলোচিত ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়গুলো বাস্তব সত্য এবং ছহীহ দলীল ভিত্তিক। এগুলোর কোন একটিতে যে কেউ পতিত হবে সে ঈমান হারাবে। কিন্তু এগুলোর কোন একটি কোন মুসলিম ব্যক্তির জীবনে ঘটলেই তাকে অমুসলিম বলে ফাতাওয়া দেয়া যাবে না। কেননা কাফের বা অমুসলিম বলার জন্য যে সকল শারঈ মূলনীতি রয়েছে, তা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। সে সব মূলনীতি বা নীতিমালা অনুযায়ী যদি সে কাফের হয় তবেই তাকে কাফের বলা যাবে, নতুবা নয়।

এ বিষয়টি অতীব জটিল এবং সুকঠিন। কারণ একজন মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির ফাৎওয়া দেয়ার অর্থই হলো, সে জীবিত থাকলে তার সাথে তার স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হবে। নিজ মুসলিম সন্তান-সন্ততির উপর তার অবিভাবকত্ব চলবে না। সে মৃত্যুবরণ করলে তাকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও তার ছালাতুল জানাযা আদায় করা যাবে না। তার জন্য মাগফেরাতের দু'আ করা ও মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না। তার কোন মুসলিম আত্মীয়-স্বজন তার মীরাছ পাবে না।^{৫৫২} বরং তার সমুদয় ধন-সম্পদ সরকারী বায়তুল মালে জমা হয়ে যাবে। পরকালে সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হবে...প্রভৃতি।^{৫৫৩} আর যদি সে প্রকৃত অর্থে কাফের না হয় তবে কাফের ফাৎওয়াদাতা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপকারী বলে গণ্য হবে, ফলে সে সর্বাধিক যালেমে পরিণত হবে; আর তার একমাত্র বাসস্থান হবে জাহান্নাম।^{৫৫৪} আর তাকে অন্যায়ভাবে কাফের বলার জন্য নিজেই কাফিরে পরিণত হবে।

৫৫২. বুখারী হাদীছ নং ৩৯৪১।

৫৫৩. বুখারী হাদীছ নং ২৭৯৪, ৬৪১১।

৫৫৪. সূরা আন'আম ৯৩, আ'রাফ ৩৭।

দলীলঃ

قال رسول الله ﷺ : أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدَهُمَا

(بخاری برقم ۵۶۳۹)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার কোন (দ্বীনী) ভাইকে বলবে হে কাফের! তবে তাদের যে কোন একজন এর সাথে প্রত্যাবর্তন করবে।^{৫৫৫} অর্থাৎ যদি তার দ্বীনী ভাই কুফরী ফাৎওয়া পাওয়ার যোগ্য হয় তবে সে কাফের হবে, নতুবা ফাৎওয়া প্রদানকারী নিজেই কাফেরে পরিণত হবে।

এ থেকেই প্রতীয়মান হয় বিষয়টি কত জটিল এবং সুকঠিন। এজন্যই বড় বড় ইসলামিক চিন্তাবিদগণ মুসলিম ব্যক্তিকে সহজে কাফের বলেন না, বরং সে ক্ষেত্রে বহু সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন।

شروط تكفير المسلم

মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দেয়ার শর্তাবলীঃ

শাইখ ছালেহ ফাউযান আল ফাউযান বলেনঃ

والتكفير له ضوابط شرعية، فمن ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام التي ذكرها أهل السنة والجماعة حكم بكفره بعد إقامة الحجة عليه، ومن لم يرتكب شيئاً من هذه النواقض فليس بكافر وإن ارتكب بعض الكبائر التي هي دون الشرك (مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري ص ٤٩، وعنه في صلة الغلو في التكفير بالجريمة ص ٧٩)۔

‘কাউকে কাফের বলা’ বিষয়টির শরীয়তসম্মত মূল নীতি রয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি আহলে সুন্নাত কর্তৃক নির্ধারিত ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের কোন একটি করে বসবে, তাকে কাফের বলে ফায়ছালা দেয়া

হবেতার প্রতি দলীল কায়েম করার পর (অর্থাৎ দলীল প্রমাণ দিয়ে তাকে বুঝানোর পর যদি সে উক্ত কুফরী কর্ম বা কথা কিংবা বিশ্বাস হতে প্রত্যাবর্তন না করে বরং তাতেই অটল থাকে তখন তাকে কাফের বলা যাবে, এর পূর্বে তাকে কাফের বলা যাবে না)। আর যে ব্যক্তি এই সব ইসলাম ভঙ্গকারী বস্তু হতে কোন একটিও সম্পাদন করবে না সে কাফেরও হবে না, যদিও সে এমন কবীরাহ গুনাহ করে যা শিকের নীচে।^{৫৫৬}

এ বিষয়ে যুগ-শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ আল্লামা ইবনু উছাইমীনের বাণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

النظر هنا من وجهين:

الوجه الأول: الدليل على أن هذا الشيء كف،

الوجه الثاني: تحقيق الكفر في حق هذا الفاعل، لأن الكلمة قد تكون

كفرًا صريحًا، ولكن لا يكفر القائل، بقول: (من كفر بالله من بعد

إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر

صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) [النحل: ১০৬]، رفع الله

عز وجل حكم الكفر على المكره وإن نطق به،

ولقد أخبر النبي ﷺ أن الرب-عز وجل-أشد فرحًا بتوبة عبده من

رجل فقد راحلته، وعليها طعامه وشرابه فلما أيس منها اضطجع تحت

الشجرة، فبينما هو كذلك إذا بناقته حضرت، فأخذ بزمامها وقال: اللهم

أنت عبي وأنا ربك، وقال النبي ﷺ: أخطأ من شدة الفرح (صحيح

مسلم برقم ২৭৬৭)

وقد اخبر النبي ﷺ عن الرجل الذي قال: لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذاباً ما يعذبه أحداً من العالمين، فأمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويسحقوه في اليم، فجمعه الله وسأله؟ فقال: فعلت ذلك خوفاً منك يا رب (صحیح البخاري برقم ۳۴۸۱، وصحیح مسلم برقم ۲۷۵۶) ولم يكفر انظر: صلة الغلو في التكفير بالجريمة (ص ۲۲۴-۲۲۳)

অর্থঃ কাফের বলার বিষয়ে দুটি বিষয় লক্ষ্যণীয়ঃ

প্রথম বিষয়ঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি যে কুফরী বিষয় অবশ্যই তার দলীল থাকতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ উক্ত কুফরী কার্যকারীর বিষয়ে, কুফরী ফাতাওয়া আরোপ করার বিষয়টি তাহকীক-গবেষণা করতে হবে। এই মর্মে আল্লাহর বাণী :

‘যার উপর যবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করে এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের উপর আপত্তি হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি’।^{৫৭} অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ যবরদস্তিকৃত ব্যক্তি থেকে কুফরীর বিধান উঠিয়ে নিয়েছেন, যদিও সে তা যবান দ্বারা উচ্চারণ করে।

নবী (ﷺ) এ মর্মে খবর দিয়েছেন যে, মহান প্রতিপালক স্বীয় বান্দাহর তাওবা করায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও আনন্দিত হন যে স্বীয় পানাহার বিশিষ্ট বাহন হারিয়ে হতাশ হয়ে বৃক্ষের নীচে শুয়ে যায়, ইত্যবসরে হঠাৎ সে দেখতে পায় যে, তার (বাহন) উষ্ট্রীটি উপস্থিত হয়েছে। সে উষ্ট্রীটির লাগাম ধারণপূর্বক (অধিক আনন্দে) বলেঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দাহ, আর আমি আপনার প্রতিপালক! নবী (ﷺ) বলেনঃ লোকটি

সীমাহীন আনন্দে এরূপ ভুল করেছিল।^{৫৫৮} অথচ সে কাফেরে পরিণত হয়নি। যদিও তার উচ্চারিত বাক্যটি প্রকাশ্য কুফরী বাক্যই ছিল।

অনুরূপভাবে বিশ্বনবী ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে বলেছিল আল্লাহ যদি আমাকে ধরতে সক্ষম হন তবে আমাকে তিনি এমন শাস্তি দিবেন যা বিশ্ববাসীর কাউকেও দিবেন না। তাই সে তার পরিবারকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিল যেন তার মরণোত্তর তারা তাকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে ভস্ম সাগরে ছিটিয়ে দেয়, (তারা তাই করেছিল)। মহান আল্লাহ তাকে জমা করে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কেন তুমি এরূপ করেছিলে? তদুত্তরে সে বলেছিলঃ হে প্রতিপালক! তা আপনার ভয়ে করেছিলাম (ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন)। এ লোকটিও কাফের হয়নি...।^{৫৫৯}

উপরোক্ত লোকটি কাফের হয়নি, যদিও তার কুফরী স্পষ্ট ছিল। কেননা পুড়িয়ে ছাই করা হলে তাকে ধরতে পারবেন না, এরূপ বিশ্বাস নিঃসন্দেহে কুফরী। কিন্তু যেহেতু লোকটি মূর্থ ছিল এবং মূলে সে আল্লাহর উপর বিশ্বাসীই ছিল, সেহেতু মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে মু'আয বিন জাবাল সম্মানের নিমিত্তে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাজদা করেছিলেন। তার এই কাজটি যদিও স্পষ্ট কুফরী ছিল, এরপরও তিনি কাফের হননি, কারণ তিনি বুঝতে ভুল করেছিলেন-

হাদীছটি নিম্নরূপ-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ،
قَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَاقَفْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ
وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَلَا

تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَو كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَآمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعَهُ. [سنن ابن ماجه- كتاب النكاح- الحديث رقم ١٨٤٣]

আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা হতে বর্ণিত- তিনি বলেনঃ

মুআয রাঃ আনহু সিরিয়া থেকে ফিরে আসার পর আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাজদা করলেন। এ দেখে তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এ কি (করছ) হে মুআয! তিনি বললেনঃ আমি সিরিয়ায় দেখলাম তারা (খৃষ্টানরা) তাদের নেতা ও ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে সাজদা করছে। তাই আমি মনে মনে ভেবেছিলাম যে, আমরাও আপনার সাথে এরূপ আচরণ করব। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তোমরা কখনো এরূপ করবে না। কারণ আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সাজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে অবশ্যই নারীকে স্বীয় স্বামীকে সাজদা করার নির্দেশ দিতাম। ঐ মহান সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! কোন নারী আল্লাহর হক্ক আদায় করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ স্বামীর হক্ক আদায় না করবে। যদি সে তাকে উপভোগ করতে চায় উটের পৃষ্ঠে হাওদাতে উপবিষ্ট থাকাকালীনও তবুও সে তাকে বাধা দিবে না।^{৫৬০}

সম্মানিত পাঠক, আমরা উপরোক্ত দলিল প্রমাণের আলোকে বুঝতে পারলাম যে, কেউ ভুলক্রমে কিংবা অজ্ঞতাবশতঃ শিকের মত পাপ করে ফেলে তবুও তাকে তৎক্ষণাৎ কাফের বলা যাবে না।

উল্লেখ্য, শরীয়তের কোন কিছুকে ঠাট্টা করলে সে প্রকৃত কাফের বলেই বিবেচিত হবে। কারণ এটা সে ইচ্ছা করেই করে থাকে।

দলীল

মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ

كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ- لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (التوبة: ৬০-৬৬)

‘আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম মাত্র। আপনি বলুনঃ তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তার রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা কর না, ঈমান প্রকাশ করার পর তোমরা কাফের হয়ে গেছ।’ (আত্-তাওবাহ: ৬৫-৬৬ আয়াত)

أقسام الجهاد

জিহাদের প্রকারভেদঃ

আল্লামা হালেহ আল ফাউযান বলেনঃ জিহাদ পাঁচ প্রকারঃ

১) جهاد النفس নিজ আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদঃ

অর্থাৎঃ আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে স্বীয় আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদ করা। তথা ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে ন্যায়ে আদেশ করবে, অন্যায় থেকে নিষেধ করবে, আর কোন মুসলিমই যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের নাফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না।

২) جهاد الشيطان শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদঃ

যখন কোন ব্যক্তি নিজ আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে অবসরপ্রাপ্ত হবে, তখন শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে। আর তা হলো তার নির্দেশকে অমান্য করা এবং তার নিষেধকৃত বিষয়কে পালন করা।

৩) جهاد العصاة من المسلمين মুসলিমদের মাঝে যারা পাপাচারী অবাধ্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। আর তা হচ্ছে তাদেরকে ন্যায়ে

আদেশ দেয়া এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করা। আর এটা হবে সামর্থ্যানুযায়ী।

নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه الإمام مسلم في صحيحه ٦٩/١ برقم ٤٩، كتاب الإيمان) وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل (صحيح مسلم، كتاب الإيمان برقم ٥٠)

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ দেখবে সে যেন তা নিজ হাতে প্রতিহত করে, যদি হাত দ্বারা প্রতিহত না করতে পারে তবে সে যেন নিজ যবান দ্বারা প্রতিহত করে, যদি তাও না পারে তবে সে যেন নিজ অন্তর দ্বারা প্রতিহত করে। তথা ঘৃণা করে আর এটা হল দুর্বলতম ঈমানের।^{৫৬১} অপর বর্ণনায় এসেছেঃ এর পরে সরিষাদানা পরিমাণও আর ঈমান নেই।^{৫৬২} (তবে এই জিহাদ সশস্ত্র জিহাদ নয়। বরং সাধারণ মানুষের জন্য এই জিহাদ হাত, যবান ও অন্তরের মাঝেই সীমিত থাকবে)।

8) جهاد المنافقين: মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাঃ

আর এই জিহাদ হবে তাদের সংশয় খণ্ডন ও তাদের অপবাদের জবাব মাধ্যমে। তাদের বিরুদ্ধে এই প্রকার জিহাদ করা এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ [المنافقون: ৬]

তারা (ঐ মুনাফিকরা) হল শত্রু, অতএব তাদের থেকে সাবধান থাক (আল মুনাফিকুন/৪)। আর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে যবান দ্বারা (অস্ত্র দ্বারা নয়)। মহান আল্লাহ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ [التحریم: ৯]

৫৬১. মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, ১/৬৯, হা/৪৯।

৫৬২. মুসলিম, প্রাণ্ডজ অধ্যায় ও খণ্ড, হা/৫০।

হে নবী! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন এবং তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করুন (আত্ তাহরীমঃ ৯)।

প্রকাশ থাকে যে, মুনাফিকরা কাফিরদের চেয়েও নিকৃষ্ট এবং তাদের ক্ষতি কাফিরদের চেয়েও কঠিন, তাইতো তাদের বসবাস হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। ইসলাম বিরোধী বহু কথা ও কাজ তাদের মাধ্যমে নবীর যামানায় প্রকাশ পেয়েছে যথা ওহুদ যুদ্ধে শরীক না হয়ে কয়েক শত যোদ্ধাকে উস্কিয়ে দিয়ে তাদেরকে সাথে করে মদীনায় ফিরে আসা। নবীকে আব্দুল্লাহ বিন উবায় বিন সালুলের পক্ষ থেকে সর্বাধিক অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা এবং মদীনা থেকে তাঁকে ও তাঁর ছাহাবীদেরকে বের করে দেয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা।^{৫৬৩}

এগুলো সবই কুফরী কাজ। এর পরেও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করেননি, বরং তিনি শুধু মাত্র যবান দ্বারাই জিহাদ করে ক্ষান্ত হয়েছিলেন।

৫) جِهَادُ الْكُفَّارِ: কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদঃ

আর তা হবে অস্ত্র ধারণের মাধ্যমে এবং জিহাদের ময়দানে প্রবেশ করার মাধ্যমে, আর এর পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর দীনের প্রচার ও প্রসার করা, শির্ক ও শির্ককারীদের বিদূরিত করা। আল্লাহ এ উম্মতের উপর তাঁর পথে জিহাদ করাকে ক্রমান্বয়ে ফরয করেছেন। তাই তো (প্রাথমিক পর্যায়ে) নবী (ﷺ)কে এবং তাঁর সাথে মুমিনগণকে জিহাদ করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তাদেরকে হাত গুটিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এভাবেই নবী (ﷺ) নবী হিসাবে প্রেরিত হওয়ার প- ১৩টি বছর অবস্থান করে মহান আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে থাকেন অথচ তিনি তখন তাঁর কওমের পক্ষ থেকে এজন্য বহু কষ্ট ও দুঃখ নির্যাতন সহ্য করেছেন।

৫৬৩. দ্রঃ বুখারী, কুরআনের তাফসীর অধ্যায়। হা/৪৫২৭, মুসলিম, কিতাবুল বির ও ছিলাহ, হা/৪৬৮২।

তাদেরকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করার রহস্য ছিল এই যে, মুসলিমগণ তখন দুর্বল অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় তাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হলে শত্রুরা তাদের উপর বিজয় লাভ করত এবং এতে ইসলাম ও মুসলিমদের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হত। অতঃপর নবী (ﷺ) যখন মদীনায় হিজরত করলেন এবং সেখানে সাহায্য সহযোগিতাকারী লোকদের পেলেন, তখন আল্লাহ সুবহানাহ তাদেরকে জিহাদের অনুমতি দিলেন।

এরশাদ হচ্ছেঃ

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ لَا (৩৭))

‘তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম’ (হজ্জঃ ৩৯)। আল্লাহ তাদেরকে জিহাদের অনুমতি দেন এবং তা তাদের জন্য বৈধ করেন। অথচ ইতোপূর্বে তা তাদের উপর হারাম করা হয়েছিল।

এর পর তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হন যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকতে বলা হয় যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রয়েছে।

আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

[المُعْتَدِينَ] [البقرة: ১৯০])

‘আর তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর ওদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তবে সীমা লংঘন কর না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না’ (আল বাক্বারাহঃ ১৯০)।

এর পর যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িত এবং যারা জড়িত নয় তাদের সকলের বিরুদ্ধে তাদেরকে ব্যাপকভাবে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়। আর এই চূড়ান্ত নির্দেশ এসেছিল ঐসময় যখন মুসলিমদের শক্তি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

(وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا)

‘আর তারা সর্বদাই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যেন তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরাতে পারে, যদি তা সম্ভব হয়’ (আল বাক্বারাঃ ২১৭)।

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

(وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ (البقرة: ১২০))

ইহুদ এবং খৃষ্টান আপনার উপর কখনও রাযী হবে না যাবৎ আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ না করবেন (বাক্বারাহ ১২০)।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

(وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً (النساء ৮৭))

‘তারা চায় তোমাদেরকেও তাদের ন্যায় কাফের বানাতে যেন তোমরা আর তারা সম পর্যায়ে পৌঁছে যাও (আন্ নিসা ৮৭)।

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

(وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (المتحنة ২))

‘তারা চায় যেন তোমরা কাফের হয়ে যাও’। (আলমুমতাহিনাহ ২)

অতএব, যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা হয় তাহলে তাদের দৌরাত্ত্ব বৃদ্ধি পাবে। ফলে তারা মুসলিমদেরকে ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে বাধ্য করবে এবং বহুমুখী ষড়যন্ত্রে মেতে উঠবে। নিপীড়ন, নির্যাতন করবে, বিভিন্ন অযুহাতে তারা মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে হত্যা করবে।

اللَّهُمَّ اكْفِنَا مِنْ شَرِّهِمْ

আল্লামা ছালেহ আল ফাউযান বলেনঃ (কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে) আল্লাহর পথে জিহাদ ওলামায়ে দ্বীনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী দু’ ভাগে বিভক্তঃ

প্রথম প্রকারঃ ফরযে আঈন তথা যারা জিহাদে সক্ষম তাদের সকলের প্রতি ফরয।

আর এই জিহাদ ফরযে আঈন তিনটি অবস্থায়ঃ

ক) প্রথম অবস্থাঃ **البلد عن الدفع** তথা স্বদেশ রক্ষার্থে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। অর্থাৎ কাফিররা কোন দেশ আক্রমণ করলে তখন সক্ষম সকলের প্রতি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয।

খ) দ্বিতীয় অবস্থাঃ **إذا استغفره الإمام للجهاد** তথা কোন রাষ্ট্রের মুসলিম শাসক কাউকে জিহাদে পাঠালে তার প্রতি উক্ত জিহাদ ফরয। মহান আল্লাহ বলেনঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْخُذْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ) [التوبة: ٣٨]

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের সম্ভোগ অতি অল্প’ (তাওবা ৩৮)। নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا (رواه

الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد ٩٤٦/٢ برقم ٣٠٧٧)

‘মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত নেই, তবে জিহাদ ও নিয়ত রয়েছে। আর যখন তোমাদেরকে (রাষ্ট্রীয় শাসকের পক্ষ থেকে) জিহাদের জন্য বের হওয়ার আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা বেরিয়ে পড়’।^{৫৬৪}

গ) তৃতীয় অবস্থা: قوة وفيه القتال إذا যখন সে যুদ্ধমাঠে এসে উপস্থিত হয় এবং তার মাঝে (প্রতিহত করার) শক্তি বিদ্যমান থাকে। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ চলাবস্থায় যুদ্ধ ময়দান থেকে পলায়ন করা তার জন্য বৈধ হবে না। বরং যুদ্ধ করা তার উপর ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحُّوهُمْ فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ج
(১০) وَمَنْ يُؤَلِّمُ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (১৬) [الأنفال ১০-১৬]

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে- অবশ্য লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত- তাহলে তারা আল্লাহর গণ্য সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটা হল নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থান (আনফালঃ১৫-১৬)।

সুতরাং যুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধ ময়দান থেকে পলায়ন করা কবীরাহ গুনাহ।

এ তিন অবস্থায় জিহাদ ফরযে আঈন (অর্থাৎ প্রত্যেক সক্ষম মুসলিমের উপর ফরয)।

২) জিহাদের দ্বিতীয় প্রকার হলঃ فرض كفاية ويسمى جهاد الطلب
‘ফরযে কিফায়াহ’ আর একে “জিহাদুল ফাত্হ” বিজয় লাভের জিহাদও বলা হয়। এর তাৎপর্য হলঃ আমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে তাদের দেশে গিয়ে যুদ্ধ করব। এটা ফরযে কিফায়াহ অর্থাৎ : যথেষ্ট হয় এরূপ কিছু সংখ্যক লোক যুদ্ধ করলে বাকিরা গুনাহমুক্ত হবে। তবে বাকিদের ক্ষেত্রেও তা সুন্নত হিসাবে এবং উত্তম নৈকট্য হিসাবে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ মুসলিমদের শক্তি সামর্থ্য থাকাকালীন তাদের উপর কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয করেছেন যেন আল্লাহর কালেমা উঁচু হয় এবং শির্ক ও শিকী কর্ম-কাণ্ডের অবসান ঘটে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

[وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ] [الأنفال: ৩৯]

‘আর তোমরা তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যাবত ফিতনা তথা শিরকের অবসান না হয় এবং ধর্ম পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে না যায় (আনফালঃ ৩৯)।

তাই মুসলিমদের উপর ফরয হল কুফর ও শিরক উৎখাত করা এবং মানুষদেরকে তাদের প্রতিপালকের ইবাদতের দিকে ফিরিয়ে আনা, যার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে যুদ্ধ করার পূর্বে কাফিরদেরকে ইসলামে প্রবেশ করার দাওয়াত দিতে হবে, যদি তারা অস্বীকার করে এবং দাওয়াত গ্রহণ না করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয হয়ে যাবে। অবশ্য তারা জিয়ইয়া (কর) দেয়ার শর্তেও তারা যুদ্ধ থেকে রেহাই পাবে। এজন্যই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায হিজরত করলেন এবং আল্লাহ তার উপরে জিহাদ ফরয করলেন তখন তিনি বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ও রাজা-বাদশাহদেরকে পত্রের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেন; যেমন তিনি কেসরা এবং কায়ছারসহ বিভিন্ন কাফির রাজা বাদশাহদের নিকট তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানিয়ে পত্র পাঠিয়েছিলেন।^{৫৬৫}

রাসূল ﷺ বলেন :

إِذَا حَاصِرَتْ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ اسْتَجَابُوا وَإِلَّا فَاطْلُبْ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ (رواه الإمام مسلم في صحيحه ১৩০৭/৩ برقم ১৭৩১)

যখন তুমি তোমার মুশরিক দুশমনকে অবরোধ কর তখন তাদেরকে মহান আল্লাহর দিকে আহবান কর, যদি তারা তা গ্রহণ করে তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি গ্রহণ না করে তাহলে তাদের নিকট জিয়ইয়া (কর) তলব

৫৬৫. উদাহরণ স্বরূপ দেখুনঃ বুখারী ২/৯০৪, ৯০৫, হা/২৯৩৮-২৯৪০, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্-সিয়ার।

করবে, যদি তাও অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহর সাহায্য তলব করতঃ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর।^{৫৬৬}

খায়বারের দিন ‘আলীর (রাঃ) হাতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঝাণ্ডা তুলে দিয়ে তাকে বলেছিলেনঃ

إِمضْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تُنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ،
وَأُخَيْرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ
رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ خُمْرِ النَّعَمِ (رواه الإمام البخاري في صحيحه
৯২০/২ برقم ৩০০৯، كتاب الجهاد والسير، رواه مسلم صحيحه ২)

‘তুমি ধীর-স্থিরভাবে চলো দুশমনদের আঙ্গিনায় অবতরণ করে। তাদেরকে ইসলামের প্রতি দা‘ওয়াত দাও, এবং তাদের উপর আল্লাহর কি কি হক ফরয তা বলে দাও। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমার দ্বারা একজন ব্যক্তিকেও যদি হেদায়াত দান করেন তা তোমার জন্য (অতি মূল্যবান) লাল উট অর্জন থেকেও উত্তম।^{৫৬৭}

والذي يأمر بالقتال وينظمه هو إمام المسلمين، لأنه من صلاحياته
يقوم بذلك بنفسه أو من ينبيهه، ولا يجوز للمسلمين الجهاد بدون إذن
الإمام إلا في حالة واحدة إذا دهمهم عدو يخشون بأسه فإنهم يدفعونه،
وهذا الدفع لا يحتاج لإذن الإمام، لأن هذا ذراً للخطر...

আর যিনি জিহাদের নির্দেশ দিবেন এবং তার ব্যবস্থা করবেন তিনি হলেন মুসলিমদের ইমাম বা শাসক। কারণ এটা তারই যোগ্যতার আওতাভুক্ত (অন্য কারো এ যোগ্যতা নেই)। অতএব, তিনিই উক্ত যুদ্ধ পরিচালনা করবেন অথবা তিনি কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করবেন। মুসলিমদের জন্য মুসলিম শাসকের অনুমতি ব্যতীত জিহাদ করা জায়েয

নয়। একমাত্র একটি অবস্থায় জায়েয রয়েছে তা হলঃ যখন দুশমন (কাফির) মুসলিম জাতিকে ঘেরাও করবে (তাদের রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ কল্পে ঢুকে পড়বে)। উক্ত অবস্থায় তারা শত্রুদেরকে প্রতিহত করবে, এ সময় মুসলিম শাসকের অনুমতির দরকার নেই। কারণ এটা হচ্ছে বিপদ প্রতিহত করা বা জীবন রক্ষার্থে জিহাদ।

উল্লেখ্য যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ক্ষমতা মুসলিমগণ বহু দিন থেকে হারিয়ে ফেলেছে, যে দিন থেকে তারা খেলাফতশূন্য হয়েছে সেদিন থেকেই তারা এই প্রকার যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, আজ মুসলিম উম্মাহর এমনই করুণ পরিস্থিতি যে, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা তো দূরের কথা, আত্মরক্ষামূলক জিহাদ করার ক্ষমতাও তাদের নেই, বেদনাদায়ক বাস্তবতা যার উজ্জ্বল প্রমাণ...। এর জন্য একমাত্র দায়ী হল মুসলিমরা নিজেই।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

(وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)

‘আর তোমরা শৈথিল্য করনা ও বিষণ্ণ হয়োনা, যদি তোমরা ঈমানদার হও তাহলে তোমরাই সমুন্নত বিজয়ী হবে’ (আলে ঈমরানঃ ১৩৯)

তিনি আরো বলেনঃ

(إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) (محمد: ৭)

‘যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদসমূহকে সুদৃঢ় করবেন’ (মুহাম্মাদঃ ৭)।

তিনি আরো বলেনঃ

(وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ط إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিশ্রী ও পরাক্রমশালী’ (হাজ্জঃ ৪০)।

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

يُوشِكُ الْأَمُّ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْلَةُ إِلَى قَضَعِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قَلِيلٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَبِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ عُتَاءٌ كُفْتَاءٌ السَّيْلِ، وَلَيَزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةِ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ (أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم من سننه برقم ٣٧٤٥).

‘অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে এক হয়ে আক্রমণ করবে যেমন করে খাদ্য গ্রহণকারীরা খাওয়ার বড় পাত্রে চতুর্দিক থেকে একত্রিত হয়। জনৈক ব্যক্তি বললঃ সে দিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার জন্যই কি ওমনটি হবে? তিনি বললেনঃ না, বরং তোমরা সে দিন অনেক হবে, তবে তোমরা পানির স্রোতে ভাসমান খড়-কুটার মত হবে। এবং অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে ভয় করার মানসিকতা উঠিয়ে নিবেন। আর তোমাদের অন্তরে ‘ওয়াহ্ন’ ঢেলে দিবেন, এতদশ্রবণে জনৈক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! ‘ওয়াহ্ন’ কি জিনিস? তিনি বললেনঃ দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং মৃত্যুকে অপসন্দ করা।’^{৫৬৮}

কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলো ও নবীর হাদীছটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিলেই আমরা বুঝতে পারি কেন মুসলিমদের মাঝে এই অধঃপতন, কেন তারা আজ সারা বিশ্বে কর্তৃত্বহীন, নেতৃত্বহীন, কেন বিধর্মীরা তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কেন তারা কাফেরদের নিকট আজ পরাজিত। এর একমাত্র কারণ হল, আমাদের ঈমানে ভেজাল, আমরা আল্লাহকে সাহায্য করি না, আমরা পরস্পরে বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত, শতধা বিভক্ত, কুরআন-হাদীছের অনুসরণের কথা নীতিগতভাবে বললেও আমাদের অনেকেই কুরআন-হাদীছের শিক্ষা-দিক্ষা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে।

৫৬৮. আবুদাউদ, মালাহিম-ফিত্না, ফাসাদ অধ্যায়, হা/৩৭৪৫-ছাওবান (রাঃ) থেকে।
হাদীছ হযীহ; দ্রঃ হযীহুল জামে’ হা/৮১৮৩, হযীহাহ, হা/৯৫৬।

আমাদের ঈমানে ভেজাল রয়েছে। হ্যাঁ, আসলেই আমাদের ঈমান ছহীহ নয়। আমাদের অনেকের ঈমান শির্ক মিশ্রিত। আমাদের অনেকে পীর-পুরোহিত ও কবর পূজায় লিপ্ত। আমাদের অনেকে শাইখুল হাদীছ হওয়ার পরেও তাওহীদ চিনতে না পারায় গায়রুল্লাহকে বিপদ উদ্ধারের জন্য ডাকে। আমাদের ক্ষেত্রে এই আয়াতটি ভালভাবেই প্রযোজ্য:

[وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ] [يوسف: ১০৬]

‘তাদের অধিকাংশ আল্লাহর উপর ঈমান আনে শির্ক বিজড়িত অবস্থায়’
(ইউসুফঃ১০৬)।

নবী-আম্বীয়াগণ ছেলে সন্তান চাইতেন আল্লাহর কাছে। আজ অনেক তথাকথিত মুসলিম তা মৃত অলি আওলিয়া যেমন মঈনুদ্দীন চিশ্তী, শাহজালাল (রহঃ), আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) প্রমুখ (কথিত) মৃত পীরদের কাছে চাচ্ছে। ঘোড়াও এদের পীর, কচ্ছপ, গজাড় মাছ প্রভৃতি জীব-জন্তুও এদের নাকি বরকত দানকারী। যে তাবীজ- কবজকে প্রিয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শির্ক বলেছেন।^{৫৬} আজ তথাকথিত পীর-পুরোহিতরাই তাদের বাজারকে গরম করে রেখেছেন। এক একটি তাবীজ তারা হাজার হাজার টাকায় বিক্রি করছেন। এক কথায়, ঈমান ধ্বংসকারী বা ঈমান ত্রুটিযুক্তকারী বহু কার্যকলাপ আজ মুসলিম সমাজে বিরামহীনভাবে চলছে। সেহেতু কিভাবে মুসলিমগণ বিজয়ী হবে? কিভাবে তারা নেতৃত্বের আসনে উন্নীত হবে? মহান আল্লাহ বলেনঃ

[إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا

لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ] [المائدة: ৭২]

‘নিশ্চয় যে শির্ক করবে আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং এসকল যালিম (তথা মুশরিক)দের জন্য কোন প্রকার সাহায্যকারী থাকবেনা (মায়দাহঃ ৭২)।

শত্রু কর্তৃক মুসলিমদের পরাজিত হওয়ার আরেকটি কারণ হলঃ আল্লাহকে সাহায্য না করা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)

‘হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদসমূহকে দৃঢ় করবেন (মুহাম্মাদঃ৭)।

তিনি অন্যত্র আরো বলেনঃ

(وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) [الحج:৬০]

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী’ (হাজ্জঃ৪০)। উভয় আয়াতে আল্লাহ পরীক্ষার বলে দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহকে কারা সাহায্যকারী তাদের পরিচয়ে তিনি বলেনঃ

(الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) [الحج:৬১]

‘(আল্লাহকে সাহায্যকারী তারা) যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দিলে নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, ন্যায়ের আদেশ দিবে, অন্যায় থেকে নিষেধ করবে এবং সবকিছুর শেষ ফলাফল আল্লাহরই মালিকানাধী।

(হাজ্জঃ ৪১)

অত্র আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলামঃ নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, ন্যায়ের আদেশ দেয়া, অন্যায় থেকে নিষেধ করা প্রভৃতি আল্লাহকে সাহায্য করার নামান্তর, আর এগুলো করলে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন, নতুবা নয়। এবার দেখা যাক আমরা কি এভাবে আল্লাহকে সাহায্য করি? অবশ্যই করি না। ক্ষমতায় গেলে (আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য) ন্যায়ের আদেশ দেয়ার কথা ছিল। আর

আকাশের নীচে, যমীনের উপর সব থেকে বড় ন্যায় হল তাওহীদ কায়েম করা; আমরা কি তা করি? আকাশের নীচে, যমীনের উপর সব থেকে বড় অন্যায় হল শিক্ চর্চা করা; বরং অনেকেই ক্ষমতায় যাওয়ার পর শিক্কে মূলোৎপাটনকল্পে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন নি। বরং অজ্ঞাতসারে শিক্ কার্যকলাপেই লিপ্ত রয়েছেন। যেমন ভারতের কথিত মুসলিম শাসক নিজ স্ত্রীর মাজারের উপর নির্মাণ করেছেন বিশ্ব বিস্ময়কর তাজ মহল প্রভৃতি...। সেহেতু আল্লাহ কিভাবে আমাদেরকে সাহায্য করবেন?

দুঃখজনক হলেও সত্য ও বাস্তব যে, মুসলিমগণ আজ দলে দলে বিভক্ত। নীতিগতভাবে কুরআন ও হাদীছ মানার কথা বললেও তাদের অনেকেই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শিক্ষা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছে। তাদের মাঝে একতা নেই, তারা পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত। দুনিয়ার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আশক্তি ও লোভ-লালসা প্রভৃতি পর্যাণ্ড পরিমাণে তাদের মাঝে বিদ্যমান। সুতরাং শত্রুপক্ষ তাদের উপর বিজয়ী।

এই ধরনের ঘোলাটে পরিস্থিতিতে আজ-কাল জিহাদের খুব শ্লোগান শুনা গেলেও জিহাদের প্রকৃত মর্ম, জিহাদের প্রেক্ষাপট, জিহাদের প্রকার, শর্তাবলী প্রভৃতি থেকে অধিকাংশই গাফেল রয়েছে। সে জন্যই আজ সেই সোনালী যুগের জিহাদ সমাজে নেই। আছে শুধু ফেতনা ফাসাদ। আল্লাহ সবাইকে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলাম পালনে পূর্ণ তাওফীক দান করুন। আমীন!

الخاتمة

উপসংহার

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

মহান করুণাময় আল্লাহ তা‘আলার অশেষ অনুগ্রহে অতি গুরুত্বপূর্ণ “তাওহীদ ও আনুষঙ্গিক কথা” নামক পুস্তিকাটি সমাপ্ত করা সম্ভব হলো।
-فله الحمد والمنة-

এ পুস্তিকাটির সার সংক্ষেপ হচ্ছে নিম্নরূপঃ

* তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বের গুরুত্ব অপরিসীম যেমনঃ

ক. তাওহীদ হচ্ছে ধর্মের মাথা। তাওহীদ বিহীন ধর্ম মাথা বিহীন দেহের ন্যায়।

খ. তাওহীদ ক্রটিপূর্ণ হলে তথা বড় শিকের সংমিশ্রণ ঘটলে জীবনের সমস্ত আমল বরবাদ হবে।

গ. খাঁটি তাওহীদবাদীর যমীন পরিমাণ পাপরাশি আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন।

* মহান আল্লাহকে তাঁর প্রভুত্বে, দাসত্বে, নাম ও গুণাবলীতে এক বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করাকে তাওহীদ বলে। এটা তিন ভাগে বিভক্তঃ

ক. প্রভুত্বের ক্ষেত্রে একত্ব খ. দাসত্বের ক্ষেত্রে একত্ব গ. আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে একত্ব।

প্রথম প্রকারঃ সৃষ্টিতে, ব্যবস্থাপনায়, পরিচালনায়, জীবিকা সরবরাহে এবং জীবন ও মৃত্যুদান প্রভৃতিতে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করাকে প্রভুত্বের ক্ষেত্রে একত্ব বলা হয়।

দ্বিতীয় প্রকারঃ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা। অথবা বান্দার ধর্মীয় কার্যক্রমে আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করাকে দাসত্বের ক্ষেত্রে একত্ব বলা হয়। তাওহীদের বিপরীত বস্তু

শির্কঃ শির্ক হচ্ছে এই যে, আল্লাহর প্রভুত্বে, দাসত্বে এবং নাম গুণাবলীতে কাউকে সমকক্ষ মনে করা বা অংশীদার সাব্যস্ত করা। অথবা যে সকল ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে, তার কোন একটি অপরের জন্য নির্দিষ্ট করা।

* শির্ক দু'প্রকারঃ বড় শির্ক এবং ছোট শির্ক। বড় শির্ক ইতোপূর্বে উল্লেখিত শির্কের সংজ্ঞার অনুরূপ। আর ছোট শির্ক হচ্ছে ঃ ঐ সকল কথা ও কাজ যা বড় শির্কে পৌছে দেয়। যেমন কোন সৃষ্টজীবকে সীমাহীন ভক্তি করা যা তাকে ইবাদতের আসনে পৌছে দেয়। আল্লাহ্ ছাড়া অপরের কসম করা বা দোহাই দেয়া, তাবীয-কবয ব্যবহার করা এবং রিয়া। রিয়া বা লৌকিকতা হচ্ছে লোক দেখানো ইবাদত অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত করার সময় অন্য কোন মানুষকে অংশীদার করা দুনিয়াবী কোন ফায়দা হাছিলের জন্যে কিংবা কোন যশ-খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে অথবা কোন ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে।

* বড় শির্ক ও ছোট শির্কের মাঝে কতিপয় পার্থক্য বিদ্যমান। তন্মধ্যে যেমন বড় শির্কে জীবনের সকল আমল ধ্বংস হয়। আর ছোট শির্কে শুধু ঐ শির্ক মিশ্রিত আমলটি ধ্বংস হয়। বড় শির্কের ফলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় আর ছোট শির্কে ঈমান ক্রটিপূর্ণ হয়।

* মু'মিন নর-নারী শির্ক ও অন্যান্য বড় পাপের কারণে কখনো কখনো বালা-মুছীবৎ এবং রোগ-শোকে আক্রান্ত হয়। সে সময় তাদের করণীয় কাজ হচ্ছে এই যে, ১. কোন ক্রমেই কথিত পীর, দরবেশ কিংবা কোন কবর-মাযারের শরণাপন্ন না হওয়া! বরং সকল পাপাচার থেকে খালেছরূপে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। ২. ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। ৩. রোগ ব্যাধিতে প্রয়োজনে বৈধ চিকিৎসা বা বৈধ ঝাড়-ফুক গ্রহণ করা।

* তৃতীয় প্রকারঃ আসমা অছছিফাতের ক্ষেত্রে একত্ব বলা হয় পবিত্র কুরআন এবং হুহীহ হাদীছে আল্লাহর যে সকল ছিফাত বা গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে সে সব বিনা তুলনায়, বিনা অনুরূপ বর্ণনায়, বিনা নিষ্ক্রিয়করণে এবং বিনা উদাহরণে সাব্যস্ত করা ও মেনে নেয়া।

* জাহমিয়া ও তাদের সদৃশদের আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে ক্রটিপূর্ণ আক্বীদার ফলশ্রুতিতে মুসলিম মিল্লাতে আক্বীদাগত ফিকার সূত্রপাত ঘটে।

* ছাহাবা, তাবেরীয়ান, মুহাদ্দেছীন ও ইমাম চতুষ্ঠয়ের আল্লাহর ছিফাতের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি ও আক্বীদা হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও হযীহ হাদীছে যেভাবে আল্লাহর গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে প্রকাশ্য অর্থেই গ্রহণ করা। কোন রূপ দূরবর্তী ব্যাখ্যা কিংবা তুলনা বা অনুরূপ বর্ণনা না করা। যথা তিনি আরশের উপর সমুন্নত আছেন, তাঁর দু'হাত রয়েছে, তদরূপ তাঁর চেহারা প্রভৃতি রয়েছে- যেরূপ তাঁর মহান শানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আল্লাহর ঐ সব গুণাবলীর ধরণ ও স্বরূপ তিনি ব্যতীত আর কেউ অবগত নন। যেরূপ আল্লাহর বাণীঃ

”ليس كمثله شيء“ তাঁর মত কেউ নেই।”

* শাহাদাতু আন্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ হলোঃ এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। এ সাক্ষ্য বাণীই একজন মুসলিম ব্যক্তির জীবনে যথেষ্ট নয়। বরং তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র শর্তাবলী ও আরকান মেনে চলা অবশ্যই যরুরী।

* শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহঃ মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। এ সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা, যা আদেশ করেছেন তা যথাযথভাবে মেনে চলা এবং যে সব বস্তু হতে বিরত থাকতে বলেছেন সে সব থেকে সাধ্যানুপাতে দূরে থাকা। আর তাঁর সুনাত যথারীতি আঁকড়ে ধরা এবং বিদ'আত থেকে দূরে থাকার আশ্রয় চেষ্টা করা।

* নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) দুনিয়ার সর্ব কালের সকল মানুষ এবং নবী রাসূল অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তবে তাঁর মাঝে উপাস্যের কোন গুণই ছিল না। যেহেতু তিনি আল্লাহর একজন শ্রেষ্ঠ বান্দা ছিলেন। তিনি নূরের তৈরী ছিলেন না। বরং রক্তে মাংসে গড়া একজন মাটির মানুষ ছিলেন। রিসালতের দায়িত্ব পালন করে অন্যান্য মানুষের ন্যায় মৃত্যু বরণ করেছেন। এ মর্মে একাধিক দলীল প্রমাণ যথাস্থানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

* ইসলাম ধর্মসংসার দশটি কারণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ যেমনঃ

১. মহান আল্লাহর সাথে অংশীস্থাপন করা তথা বড় শির্ক করা।

২. আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে মাধ্যম মনে করে তার ইবাদত করা।

৩. কাফির মুশরিকদেরকে কাফির মনে না করা। অথবা তাদের কুফরীতে সংশয় পোষণ করা। কিংবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করা।

৪. রাসূলুল্লাহ ছাল্লল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হিদায়াত ও নির্দেশনা অপেক্ষা অন্যের নির্দেশনাকে পরিপূর্ণ মনে করা। কিংবা তাঁর ফায়ছালা ও বিধান অপেক্ষা অন্যের বিধানকে উৎকৃষ্ট বলা বা বিশ্বাস করা।

৫. রাসূল কর্তৃক আনীত ও সমর্থিত কোন বস্তুকে ঘণা বা অবজ্ঞা করা।

৬. ইসলামের কোন বিষয়কে বিদ্রূপ বা উপহাস করা।

৭. জাদু-টোনা চর্চা করা।

৮. মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের সাহায্য - সহযোগিতা করা।

৯. রাসূলের ধর্মের বাইরে চলা বা বিরুদ্ধে চলা বা এরূপ করা বৈধ মনে করা।

১০. ইসলাম ধর্ম থেকে বিমুখ হওয়া তথা শিক্ষা না করা এবং আমল না করা।

আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে ইসলাম ও ঈমান বিধ্বংসী সকল কার্যক্রম থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দেন। আল্লাহ প্রদত্ত আমার ক্ষুদ্র ও অতি সামান্য জ্ঞানের আলোকে যা কিছু এ পুস্তিকায় লেখা হ'ল তাতে সকল ভুল-ভ্রান্তি যেন তিনি আমাকে অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে দেন। মহান আল্লাহ যেন আমাদের দেশের সকল মুসলিম জন সাধারণকে তাওহীদী শিক্ষার প্রচার প্রসারে খাছ রহমত করেন এবং তাওহীদ অনুপাতে আমল করে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করেন।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر

دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المصادر والمراجع

১- القرآن الكريم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة.

(أ) كتب التفسير:

২- تفسير الطبري للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري

(ت- ৩১০ هـ) مؤسسة الرسالة- بيروت.

৩- تفسير القرآن للإمام أبي المظفر السمعاني (ت- ৪৮৯ هـ) دار الوطن

الرياض- السعودية.

৪- تفسير القرطبي للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري

القرطبي (ت- ৬৭১ هـ) دار إحياء التراث- بيروت.

৫- تفسير القرآن العظيم للحافظ العلامة إسماعيل بن عمر بن كثير

القرشي (ت- ৭৭৪ هـ) دار طيبة الرياض - السعودية.

৬- تفسير فتح القدير للإمام محمد بن علي الشوكاني (ت- ১২০০ هـ) دار

الحديث- القاهرة.

৭- تفسير فتح البيان للإمام أبي طيب صديق بن حسن البخاري

(ت- ১৩০৭ هـ) المكتبة العصرية- بيروت.

৮- تفسير السعدي للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

(ت- ১৩৭৬ هـ) إحياء التراث الإسلامي- الكويت.

৯- تفسير أضواء البيان للعلامة محمد الأمين الشنقطي، (ت- ১৩৯২ هـ) عالم الكتب - بيروت.

- ১০- زبدة التفسير للدكتور محمد سليمان الأشقر، جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت.
- ১১- أهسار التفاسير للشيخ أبي بكر جابر الجزائري الواعظ بالمسجد النبوي، مكتبة علوم الحكم - بالمدينة المنورة.
- ১২- التفسير الميسر لنبذة من العلماء، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية - السعودية.

(ب) كتب الحديث:

- ১৩- الموطاء لإمام مالك رحمه الله (الإمام المشهور ت- ১৭৭هـ) مؤسسة الرسالة - بيروت.
- ১৪- مسند أبي داؤد الطيالسي للحافظ سليمان الشهي بابت الجارود، (ت- ২০৪هـ) دار المعرفة - بيروت.
- ১৫- مصنف ابن أبي شيبة للحافظ عبد الله ابن أبي شيبة الكوفي، (ت- ২৩৫هـ) الدار السلفية بمبئي - الهند.
- ১৬- مسند لإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (الإمام الشهير المحدث ت- ২৪১هـ) دار الفكر - بيروت.
- ১৭- صحيح البخاري لأمر المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت- ২৫৬هـ) دار الكتب العلمية - بيروت.
- ১৮- صحيح مسلم للإمام الشهير في الحديث مسلم ابن الحجاج القشيري (ت- ২৬১هـ) مع شرح النووي دار المعرفة - بيروت.
- ১৯- سنن أبي داؤد للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث (ت- ২৭৫هـ) دار الحديث - سورية.

- ২০- سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت- ٢٧٥هـ) دار الكتب العلمية- بيروت.
- ২১- كتاب السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت- ٢٨٧هـ) المكتب الإسلامي- بيروت.
- ২২- صحيح ابن حبان للحافظ محمد بن حبان السجستاني الأفغاني (ت- ٢٨٩هـ) مؤسسة الرسالة- بيروت.
- ২৩- السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت- ٢٩٠هـ) دار الكتب العلمية - بيروت .
- ২৪- مسند البزار للإمام أبي بكر أحمد البزار (ت- ٢٩٢هـ) مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة.
- ২৫- سنن الترمذی للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى (ت- ٢٩٧هـ) دار الكتب العلمية- بيروت.
- ২৬- سنن النسائي للإمام أبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي، (ت- ٣٠٣هـ) دار الكتب العلمية- بيروت.
- ২৭- مسند أبي يعلى الموصلي للإمام أحمد بن علي التميمي (ت- ٣٠٧هـ) دار الثقافة العربية- دمشق.
- ২৮- صحيح ابن خزيمة للإمام أبي بكر محمد بن خزيمة، (ت - ٣١١هـ) المكتب الإسلامي- بيروت.
- ২৯- المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، (ت- ٤٠٥هـ) دار الكتب العلمية- بيروت.

- ৩- السنن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، (ت- ٤٥٨هـ) دار الكتب العلمية- بيروت.
- ৩- شرح السنة للإمام المحدث الفقيه محيي السنة أبي محمد الحسين البغوي، (ت- ٥١٦هـ) المكتب الإسلامي- بيروت.
- ৩- رياض الصالحين للإمام أبي يحيى النووي، (ت- ٦٧٦هـ) مكتبة دار السلام الرياض- السعودية.
- ৩- مشكاة المصابيح للمحدث أبي عبد الله محمد الخطيب التبريزي، (ت- بعد ٧٠٠هـ) بتحقيق الألباني المكتب الإسلامي- بيروت.
- ৩- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمي، (ت- ٨٠٧هـ) دار الفكر- بيروت.
- ৩- بلوغ المرام للإمام الحافظ بن حجر العسقلاني، (ت- ٨٥٢هـ) دار السلام الرياض- السعودية.
- ৩- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني دار المعرفة- بيروت.
- ৩- فتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب لعالم الفقيه أحمد البنا (ت- بعد ١٤٣٠هـ) دار الحديث- القاهرة.
- (ت) ونقد الحديث:
- ৩- صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري بقلم العلامة محمد ناصر الدين الألباني، (ت- ١٤٢١هـ) دار الصديق- السعودية.
- ৩- مختصر صحيح مسلم للإمام العلامة المحدث الألباني، المكتب الإسلامي- بيروت.

- ৬০- صحيح أبي داود للإمام العلامة المحدث الألباني، المكتب الإسلامي- بيروت.
- ৬১- صحيح ابن ماجه للإمام العلامة المحدث الألباني المكتب الإسلامي- بيروت.
- ৬২- صحيح الترمذي للإمام العلامة المحدث الألباني، المكتب الإسلامي- بيروت.
- ৬৩- صحيح النسائي للإمام العلامة المحدث الألباني المكتب الإسلامي- بيروت.
- ৬৪- سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام العلامة المحدث الألباني، مكتبة المعارف الرياض- السعودية.
- ৬৫- إرواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل للإمام العلامة المحدث الألباني، المكتب الإسلامي- بيروت.
- ৬৬- صحيح الجامع الصغير وزيادته للإمام العلامة المحدث الألباني المكتب الإسلامي- بيروت.
- ৬৭- صحيح الترغيب والترهيب للمنزري بتحقيق للإمام العلامة المحدث الألباني رحمه الله مكتبة المعارف الرياض- السعودية.
- ৬৮- غاية المرام في تخریج أحاديث الحلال والحرام للإمام العلامة المحدث الألباني رحمه الله المكتب الإسلامي- بيروت.
- ৬৯- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للإمام العلامة المحدث الألباني رحمه الله مكتبة المعارف الرياض- السعودية.

৫০- ضعيف الجامع الصغير للإمام العلامة المحدث الألباني رحمه الله
المكتب الإسلامي- بيروت.

(ث) شروحات الحديث:

৫১- التمهيد لما في الموطاء من المعاني للإمام يوسف بن عبد البر، (ت-
১৬৩৩هـ) مكتبة المؤيد.

৫২- فتح الباري في شرح البخاري للمحدث الشهير أحمد بن حجر
العسقلاني، (ت- ১১০২هـ) دار الريان- القاهرة.

৫৩- إرشاد الساري في شرح البخاري للإمام أحمد بن محمد
القسطلاني (ت- ১১২৩هـ) دار الكتب العلمية - بيروت.

৫৪- سبل السلام للعلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعائي (ت-
১১৮২هـ) دار الكتب العربي- بيروت.

(ج) كتب التوحيد:

৫৫- الفقه الأكبر للإمام الشهير نعمان بن ثابت أبي حنيفة رحمه الله،
(ت- ১১০০هـ) بشرح الميسر للدكتور محمد الخميس دار إيلاف- الكويت.

৫৬- الفقه الأبسط للإمام الشهير نعمان بن ثابت أبي حنيفة رحمه الله
(ت- ১১০০هـ) بشرح الميسر للدكتور محمد الخميس دار إيلاف - الكويت.

৫৭- الرد على الجهمية للإمام أبي سعيد عثمان الداربي (ت- ২৮০هـ)
دار ابن الأثير- الكويت.

৫৮- كتاب التوحيد للإمام أبي بكر محمد بن خزيمة (ت- ৩১১هـ)
مكتبة الرشد الرياض - السعودية.

- ৫৯- الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي الأشعري (ت- ৩২৪هـ) مكتبة الرشد الرياض- السعودية.
- ৬০- كتاب العظمة للعلامة أبي الشيخ بن حيان الأصبهاني (ت- ৩৬৭هـ) دار العاصمة الرياض - السعودية.
- ৬১- كتاب التوحيد للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن منده (ت- ৩৭০هـ) مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنورة.
- ৬২- شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام أبي القاسم هبة الله اللالكائي (ت- ৪১৮هـ) دار الطبعة الرياض - السعودية.
- ৬৩- عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني (ت- ৪৪৭هـ) دار العاصمة الرياض- السعودية.
- ৬৪- كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي (ت- ৪০৮هـ) مكتبة السوادى جدة - السعودية.
- ৬৫- العقائد النسفية للشيخ العلامة نجم الدين النسفي (ت- ৫৩৮هـ) المكتبة الازهرية للتراث - القاهرة .
- ৬৬- لمعة الإعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي (ت- ৬২০هـ) دار ابن الأثير- الكويت.
- ৬৭- إثبات صفة العلو للإمام ابن قدامة المقدسي (ت- ৬২০هـ) دار ابن الأثير- الكويت.
- ৬৮- ذم التأويل للإمام ابن قدامة المقدسي (ت- ৬২০هـ) دار ابن الأثير- الكويت.

- ৬৭- إقتضاء الصراط المستقيم للمجدد القرن الثامن الهجري شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت- ৭২৮هـ) دار الكتب العلمية- بيروت.
- ৭০- التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت- ৭২৮هـ) المحقق محمد بن عودة، ط، ১৯৮০ بدون عنوان.
- ৭১- مجموع التوحيد لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت- ৭২৮هـ) والمجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي (ت- ১২০৬هـ) دار اليقين الرياض- السعودية.
- ৭২- العلو للعلي الغفار للإمام شمس الدين محمد الذهبي (ت- ৭৪৮هـ) اختصره الشيخ الألباني - المكتب الإسلامي.
- ৭৩- إجتمع الجيوش الإسلامية على الجهمية للإمام ابن القيم (ت- ৭৫১هـ) دار الكتب العربي - لبنان .
- ৭৪- كتاب الصواعق المرسلة للعلامة ابن قيم الجوزية دار العاصمة الرياض - السعودية.
- ৭৫- مختصر الصواعق المرسلة للعلامة ابن قيم الجوزية دار العاصمة الرياض - السعودية.
- ৭৬- شرح العقيدة الطحاوية للإمام علي ابن أبي العز الحنفی (ت- ৭৭২هـ) المكتب الإسلامي - بيروت.
- ৭৭- شرح المقاصد للشيخ العلامة سعد الدين بن عمر التفتازاني الشافعي الأصولي (ت- ৭৭৩هـ) دار الكتب العلمية - بيروت.
- ৭৮- شرح العقائد النسفية للشيخ سعد الدين التفتازاني (ت- ৭৭৩هـ) مكتبة الأزهرية- القاهرة.

- ٧٩- التمهيد في الكلام على التوحيد للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي (ت-٩٠٩هـ) دار بلنسية الرياض - السعودية.
- ٨٠- لوامع الأنوار البهية للعلامة الشيخ محمد السفاريني الحنبلي (ت- ١١٨٩هـ) المكتب الإسلامي - بيروت.
- ٨١- الجديد في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد القرعاوي (ت- ١٢٠٦هـ) مكتبة السوادى جده - السعودية.
- ٨٢- تيسير العزيز الحميد في شرح الكتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله (ت-١٢٣٣هـ) عالم الكتب- بيروت.
- ٨٣- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن النجدي الحنبلي (ت-١٢٨٥هـ) مكتبة المؤيد الطائف- السعودية.
- ٨٤- معارج القبول .. في التوحيد للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكيمى (١٣٧٧هـ) مؤسسة - قرطبة .
- ٨٥- شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد بن خليل هراس (١٣٩٣هـ) دار الهجرة للنشر والتوزيع الرياض - السعودية.
- ٨٦- فتاوى العقيدة للعلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله (ت-١٤٢٠هـ) دار الوطن الرياض - السعودية.
- ٨٧- شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت-١٤٢٠هـ) دار الضياء الرياض - السعودية.
- ٨٨- رسالة لا إله إلا الله للشيخ بن باز رحمه الله مطابع الرياض - السعودية

- ৮৭- العقائد الإسلامية للعالم المشهور الشيخ السيد سابق (১৪২১ھ)
دار الكتاب العربي - بيروت .
- ৯০- القول المفيد علي كتاب التوحيد للعلامة الشيخ محمد بن صالح
العثيمين (ت- ১৪২২ھ) دار العاصمة الرياض - السعودية.
- ৯১- شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه
الله (ت- ১৪২২ھ) الرياض - السعودية .
- ৯২- شرح ثلاثة الأصول للعلامة محمد بن صالح العثيمين دار الثريا
للنشر الرياض- السعودية.
- ৯৩- فتاوى العقيدة للعلامة محمد بن صالح العثيمين دار الثريا
للنشر الرياض- السعودية.
- ৯৪- تقريب التدمرية للعلامة محمد بن صالح العثيمين مكتبة
السنة- القاهرة.
- ৯৫- شرح لمعة الاعتقاد للعلامة محمد بن صالح العثيمين مكتبة
طبرية الرياض - السعودية.
- ৯৬- الجامع الفريد ... في التوحيد للشيخ عبد الله بن جار الله.
- ৯৭- العقائد السلفية بأدلتها العقلية والعقلية للعلامة الشيخ أحمد بن
حجر ال بوطامي (ت- ১৪২৩ھ) دار الكتب _ القطر.
- ৯৮- تطهير الجنان والأركان للشيخ أحمد حجر ال بوطامي مكتبة دار
السلام الرياض _ السعودية.
- ৯৯- طريق الأصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول للعلامة زيد بن محمد
المدخلي مكتبة ملك فهد _ السعودية.

- ১০০- شرح نواقض الإسلام للعلامة محمد بن إبراهيم الشيباني دار الصميعي الرياض _ السعودية.
- ১০১- التبيان في شرح نواقض الإسلام للعلامة العلوان.
- ১০২- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد لفضيلة الدكتور صالح فوزان الفوزان مطابع الرياض _ السعودية.
- ১০৩- شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الدكتور صالح فوزان مكتبة المعارف الرياض _ السعودية.
- ১০৪- كتاب التوحيد لفضيلة الدكتور صالح فوزان دار إيلاف الدولية _ الكويت .
- ১০৫- اعتقاد أئمة السلف لفضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس دار إيلاف الدولية _ الكويت .
- ১০৬- العقيدة الصافية للشيخ سيد سعيد عبد الغني مؤسسة الجريسي الرياض _ السعودية.
- ১০৭- التبرك أنواعه وأحكامه لفضيلة الدكتور ناصر بن عبد الرحمن جديع مكتبة الرشد الرياض _ السعودية.
- ১০৮- الشرك في القديم والحديث للشيخ أبي بكر محمد زكريا مكتبة الرشد الرياض _ السعودية .

(ح) الكتب المتنوعة

- ১০৯- الرسالة للإمام المشهور محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله (ت- ২০৪هـ) المكتبة العلمية _ بيروت.

- ১১০- مناقب إمام أحمد بن حنبل رحمه الله (ت- ২৪১هـ)
للحافظ عبد الرحمن بن الجوزي، هجر للطباعة- السعودية.
- ১১১- السنة للإمام عبد الله بن أحمد رحمهما الله (ت- ২৯০هـ) دار
الكتب العلمية _ بيروت.
- ১১২- الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري (ت- ৩৬০هـ)
دار السلام الرياض _ السعودية.
- ১১৩- الفرق بين الفرق للعالم عبد القاهر بن طاهر البغدادي
الإسفرائيني (ت- ৪২৯هـ) المكتبة العصرية _ بيروت.
- ১১৪- الملل والنحل للإمام أبو الفتح محمد الشهرستاني (ت- ৫৪৮هـ)
دار الكتب العلمية _ بيروت.
- ১১৫- الغنية لطالبي عن طريق الحق للعابد الشيخ عبد القادر
الجيلاني، (ت- ৫৬১هـ) المكتبة الثقافية _ بيروت .
- ১১৬- مجموع فتاوى للمجدد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله،
(ت- ৭২৮هـ) في مطابع الرياض _ السعودية.
- ১১৭- سير أعلام النبلاء للإمام محمد بن أحمد الذهبي رحمه الله، (ت-
৭৪৮هـ) المؤسسة الرسالة _ بيروت.
- ১১৮- أعلام الموقعين للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
رحمه الله، (ت- ৭৫১هـ) دار الكتب العلمية _ بيروت لبنان .
- ১১৯- إغاثة اللهفان من مصاديد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله،
دار الكتب العلمية _ بيروت.

- ১২০- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام ابن قيم الجوزية، (ت- ٧٥١هـ) دار الكتاب العربي _ بيروت .
- ১২১- مدارج السالكين للإمام ابن القيم، (ت- ٧٥١هـ) دار الكتب العلمية بيروت _ لبنان.
- ১২২- الاعتصام للإمام أبي إسحاق الشاطبي (ت- ٧٩٠هـ) دار ابن عفان الخبر _ السعودية.
- ১২৩- الذيل على طبقات الحنابلة للإمام زين الدين رجب الحنبلي، (ت- ٧٩٥هـ) دار الكتب العلمية _ بيروت .
- ১২৪- تقريب التهذيب أحمد بن حجر العسقلاني (ت- ٨٥٢هـ) دار المعرفة _ بيروت.
- ১২৫- تدريب الراوي للإمام جلال الدين السيوطي (٩١١هـ) دار الكتب العلمية - بيروت.
- ১২৬- صحيح السيرة النبوية للعلامة إبراهيم العلي تقديم د. عمر الأشقر دار النفائس _ الأردن.
- ১২৭- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع ورتب الشيخ أحمد الدويش، مكتبة المعارف الرياض _ السعودية.
- ১২৮- مجموع فتاوى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، دار الثريا للنشر الرياض _ السعودية.
- ১২৯- معلومات مهمة للشيخ محمد بن جميل زينو، المدرس بمكة المكرمة .

- ১৩- أركان الإسلام والإيمان للشيخ محمد بن جميل زينو، مطبعة دار
المجمع العلمي جدة _ السعودية.
- ১৩১- نظرات والتأملات في واقع الحياة للدكتور محمد الخميس مكتبة
الصحابة الشارقة _ الإمارات .
- ১৩২- الرحيق المختوم لفضيلة الشيخ صفي الرحمن المباركفوري دار
المؤيد الرياض _ السعودية.
- ১৩৩- الفكر الصوفي للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، مكتبة دار
الفيحا والسلام الرياض _ السعودية.
- ১৩৪- الكشف عن حقيقة الصوفية لفضيلة الشيخ محمود القاسم
المكتبة الإسلامية عمان _ الاردن.
- ১৩৫- حاشية الدروس المهمة للشيخ أحمد بن صالح الطويان، دار
الطريق للنشر الرياض _ السعودية.
- ১৩৬- الرسالة الدكتوررة عن حركة أهل حديث --- لفضيلة الدكتور
محمد أسد الله الغالب، مؤسسة الحديث بنغلاديش .
- ১৩৭- الرحيق المختوم باللغة البنغالية للأخت خديجة اختر، الناشر
فرست غيت _ لندن.

(خ) كتب اللغات

- ১৩৮- الضحاح للجوهري (ت ৩৯৬هـ) دار العلم للملايين _ بيروت .
- ১৩৯- المصباح المنير للعالم أحمد بن محمد الفيومي (ت- ৭৭০هـ) دار
القلم _ بيروت.

- ১৪০- معجم مقاييس اللغة لابن فارس، دار الفكر - بيروت . ١٤١ -
 القاموس المحيط للفيروزابادي، مؤسسة الرسالة - بيروت .
 ١٤٢- المعجم الوجيز للدكتور إبراهيم مدكور مجمع اللغة العربية -
 بدون عنوان.
 ١٤٣- المعجم الوسيط قام بإخراجه جماعة من العلماء المكتب
 الإسلامي- تركيا.